গ্রীক পাঠ্য : LOEB Classical Library 24 ও 25। Loeb-এর পুস্তকদ্বয় on-line না থাকায়, বিকল্প গ্রীক পাঠ্য এ লিংকগুলোতে পাওয়া যেতে পারে দিদাখে, ক্লেমেণ্ট, ইগ্নাসিউস, পলিকার্প, পাপিয়াস, কুয়াদ্রাতুস, বার্নাবাস, পালক, দিওগ্নেতোস (যা স্থানে স্থানে Loeb-এর পাঠ্য থেকে অবশ্যই কিছুটা ভিন্ন)।

Translation : Sadhu Benedict Moth

Copyright © Sadhu Benedict Moth 2018-2025

AsramScriptorium বাইবেল - উপাসনা - খ্রিষ্টমণ্ডলীর পিতৃগণ

AsramSoftware - Donations

Maheshwarapasha - Khulna - Bangladesh

First digital edition : January 6, 2018

Version 2.2 (April 18, 2025)

AsramScriptorium সময় সময় বইগুলিকে সংশোধন ক'রে উচ্চতর Version নম্বর সহ পুনরায় আপলোড করে। সময় সময় শেষ সংস্করণ চেক করুন।

আপনি যদি বাঁমে বা ডানে বইয়ের সূচীপত্র (Bookmarks) না দেখতে পান, তাহলে এখানে ক্লিক করুন।

প্রৈরিতিক পিতৃগণ

দিদাখে

ক্লেমেণ্ট, ইগ্নাসিউস, পলিকার্প

পাপিয়াস, কুয়াদ্রাতুস

বার্নাবাস

পালক

দিওগ্নেতোস

মুরাতরি পাণ্ডুলিপি-খণ্ড

সাধু বেনেডিক্ট মঠ

সূচীপত্র

সঙ্কেতাবলি

মানচিত্র

ভূমিকা

দিদাখে

করিন্থীয়দের কাছে সাধু ক্লেমেন্টের প্রথম পত্র

সাধু ইগ্নাসিউসের পত্রাবলি
- এফেসীয়দের কাছে পত্র
- মাগ্নেশীয়দের কাছে পত্র
- ত্রাল্লীয়দের কাছে পত্র
- রোমীয়দের কাছে পত্র
- ফিলাদেল্ফীয়দের কাছে পত্র
- স্মির্নীয়দের কাছে পত্র
- পলিকার্পের কাছে পত্র

ফিলিপ্পীয়দের কাছে সাধু পলিকার্পের পত্র

সাধু পলিকার্পের সাক্ষ্যমরণ

পাপিয়াস ও কুয়াদ্রাতুসের লেখার অংশবিশেষ
- পাপিয়াস
- কুয়াদ্রাতুস

বার্নাবাসের পত্র

করিন্থীয়দের কাছে সাধু ক্লেমেন্টের দ্বিতীয় পত্র

পালক

দিওগ্নেতোসের কাছে পত্র

পরিশিষ্ট
- মুরাতরি পাণ্ডুলিপি-খণ্ড

সঙ্কেতাবলি

পুরাতন নিয়ম

আদি (আদিপুস্তক)
যাত্রা (যাত্রাপুস্তক)
লেবীয় (লেবীয় পুস্তক)
গণনা (গণনাপুস্তক)
দ্বিঃবিঃ (দ্বিতীয় বিবরণ)
১ শামু (শামুয়েল ১ম পুস্তক)
২ শামু (শামুয়েল ২য় পুস্তক)
১ মাকা (মাকাবীয় বংশচরিত, ১ম পুস্তক)
২ মাকা (মাকাবীয় বংশচরিত, ২য় পুস্তক)
সাম (সামসঙ্গীত-মালা)
প্রবচন (প্রবচনমালা)
প্রজ্ঞা (প্রজ্ঞা পুস্তক)
সিরা (বেন-সিরা)
ইশা (ইশাইয়া)
যেরে (যেরেমিয়া)
এজে (এজেকিয়েল)
দা (দানিয়েল)
হো (হোশেয়া)
জেফা (জেফানিয়া)
জাখা (জাখারিয়া)

নূতন নিয়ম

মথি (মথি-রচিত সুসমাচার)
মার্ক (মার্ক-রচিত সুসমাচার)
লুক (লুক-রচিত সুসমাচার)
যোহন (যোহন-রচিত সুসমাচার)

প্রেরিত (প্রেরিতদের কার্যবিবরণী)
রো (রোমীয়দের কাছে পলের পত্র)
১ করি (করিন্থীয়দের কাছে পলের ১ম পত্র)
২ করি (করিন্থীয়দের কাছে পলের ২য় পত্র)
গা (গালাতীয়দের কাছে পলের পত্র)
এফে (এফেসীয়দের কাছে পলের পত্র)
কল (কলসীয়দের কাছে পলের পত্র)
১ থে (থেসালোনিকীয়দের কাছে ১ম পত্র)
২ থে (থেসালোনিকীয়দের কাছে ২য় পত্র)
হিব্রু (হিব্রুদের কাছে পত্র)
১ পি (পিতরের ১ম পত্র)
২ পি (পিতরের ২য় পত্র)
১ যোহন (যোহনের ১ম পত্র)
প্রকাশ (ঐশপ্রকাশ পুস্তক)

মানচিত্র

পুস্তকে উল্লিখিত স্থানসমূহ এই মানচিত্রে প্রদর্শিত।।

পুস্তকে উল্লিখিত নিচের স্থানগুলোর নাম ক্লিক করলে স্থানগুলো Maps অ্যাপ-এ প্রদর্শিত হবে। এখানে কেবল প্রধান প্রধান স্থান উল্লিখিত। কোনো না কোনো স্থানের জন্য ‘Map’ নয়, ‘Satellite’ বোতাম ক্লিক করাই বাঞ্ছনীয়।

আন্তিওখিয়া, আলেক্সান্দ্রিয়া, এথেন্স, এফেসস, করিন্থ, কায়েসারিয়া, ত্রাল্লেস, ত্রোয়াস, দামাস্ক, ফিলাদেল্ফিয়া, ফিলিপ্পি, ফ্রিগিয়া, মাগ্নেশিয়া, যেরুশালেম, রোম, লাওদিকেয়া, সিরিয়া, স্মির্না, হিয়েরাপলিস

ভূমিকা

প্রৈরিতিক পিতৃগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

প্রৈরিতিক পিতৃগণ কারা? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া তত সহজ নয়, কেননা কেবল ৩০০ বছর আগেই পাঁচজন খ্রিষ্টিয়ান লেখকের বেলায় 'প্রৈরিতিক পিতৃগণ' নামবিশেষ ব্যবহৃত হতে লাগল; সেসময় ধর্মতত্ত্ববিদ্‌গণ মনে করতেন, সেই পাঁচজন যিশুর প্রেরিতদূতদের সমকালীন মানুষ যাঁরা প্রেরিতদূতদের সঙ্গে ব্যক্তিময় সম্পর্কের অধিকারী। তারপর, এই পাঁচজনের তালিকায় অন্য কয়েকজন লেখকের নাম যোগ দেওয়া হয়েছিল। অন্য দিকে একথা স্মরণযোগ্য যে, খ্রিষ্টীয় পরিভাষায় 'মণ্ডলীর পিতৃগণ' বহু দিন ধরেই প্রচলিত একটা নামবিশেষ যা সেই লেখকদের আরোপণীয় যাঁরা ছিলেন প্রথম ও ষষ্ঠ (বা সপ্তম) শতাব্দীর মধ্যকার সময়ের মানুষ, ও যাঁদের বিষয়ে বলা যেতে পারত যে, তাঁদের ধর্মতত্ত্ব যথার্থ, তাঁদের জীবন পুণ্য-পবিত্র ও নিজেরাই মণ্ডলীর স্বীকৃতিপ্রাপ্ত। তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব হলেন সাধু ইরেনেউস, সাধু আথানাসিউস, সাধু সিরিল, সাধু বাসিল, সাধু লিও, সাধু আগস্তিন ইত্যাদি ব্যক্তিবর্গ; এবং প্রাচ্য খ্রিষ্টমণ্ডলীতে শেষ 'পিতা' হলেন দামাস্কের বিশপ যোহন, ও পাশ্চাত্য খ্রিষ্টমণ্ডলীতে হলেন মহাপ্রাণ গ্রেগরি।

কিন্তু কালক্রমে দেখা গেল যে, সেই কয়েকজন যে সকলেই বারো প্রেরিতদূতগণের সমকালীন মানুষ এমন নয়, এবং যে যে লেখা তাঁদেরই লেখা বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল সেগুলোর কয়েকটা তাঁদের প্রকৃত লেখা নয়। যাই হোক, যে যে পুস্তিকা প্রৈরিতিক পিতৃগণের লেখা বলে আজও প্রকাশিত হয়, সেগুলো এ:

- দিদাখে (যা 'বারো প্রেরিতদূতগণের শিক্ষাবাণী' বলেও পরিচিত);
- করিন্থীয়দের কাছে রোমের বিশপ সাধু ক্লেমেন্টের পত্র;
- আন্তিওখিয়ার বিশপ সাধু ইগ্নাসিউসের পত্রাবলি;
- ফিলিপ্পীয়দের কাছে সাধু পলিকার্পের পত্র এবং তাঁর সাক্ষ্যমরণ-বৃত্তান্ত;
- বার্নাবাসের পত্র;
- করিন্থীয়দের কাছে রোমের বিশপ সাধু ক্লেমেন্টের দ্বিতীয় পত্র;

- পালক (যা 'হের্মাসের পালক' বলেও পরিচিত) ;
- দিওগ্নেতোসের কাছে পত্র (যার লেখক অজানা)।

উপরে উল্লিখিত সাধারণ তালিকা ছাড়া, 'পাপিয়াস' ও 'কুয়াদ্রাতুস' এর প্রাচীন লেখার অংশবিশেষ ও মুরাতরি পাণ্ডলীপি-খণ্ড যোগ দেওয়া হয়েছে।

এই সকল লেখার সাধারণ বৈশিষ্ট্য এটি যে, দিওগ্নেতোসের কাছে পত্র ছাড়া বাকি সবগুলো ১৫০ খ্রিষ্টাব্দের আগেকার লেখা, ফলে সেগুলোর মধ্য দিয়ে আমরা প্রথম ও দ্বিতীয় খ্রিষ্টীয় প্রজন্মের অবস্থা-পরিস্থিতির একটা নির্ভরযোগ্য পরিচিতি অবগত হতে পারি; আর শুধু তা নয়, এই লেখাগুলো এমন সংযোজন-সেতু বলে গণ্য করতে পারি যা নূতন নিয়মের লেখাগুলোর সঙ্গে পরবর্তীকালীন মণ্ডলীর পিতৃগণের লেখাগুলো সংযুক্ত করে। সুতরাং, খ্রিষ্টধর্মের প্রথম শতাব্দীর ইতিহাস জানবার জন্য এই লেখাগুলো আমাদের পক্ষে অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এগুলোই সেই প্রথম লেখা যা নূতন নিয়মের লেখা বলে পরিগণিত না হলেও তবু মণ্ডলী দ্বারা স্বীকৃতি পেয়েছিল, এবং ফলত খ্রিষ্টীয় ঐতিহ্যের প্রথম সাক্ষী। এর অর্থ, সেই লেখাগুলোর মধ্য দিয়ে আমরা খ্রিষ্টীয় ধর্মতত্ত্বের প্রথম পদক্ষেপ দেখতে পাই; বা অন্য কথায়, আমরা দেখতে পাই কিভাবে সেকালের মানুষ পুরাতন ও নূতন নিয়ম বিষয়ে গবেষণা করতে লাগল।

প্রাচীন লেখাগুলো পড়তে গিয়ে আজকালের মানুষ সাধারণত সেগুলোকে আজকালের মন-মানসিকতা অনুসারেই পড়তে প্রবণ; তাতে সে সেগুলোর প্রকৃত ঐশ্বর্য থেকে নিজেকে বঞ্চিত করে। অতএব, এ লেখাগুলো পড়ে উপকৃত হবার জন্য আমাদের সবসময় মনে রাখতে হবে যে সেসময়কার খ্রিষ্টমণ্ডলী একপ্রকারে শিশুই ছিল: পবিত্র শাস্ত্র তার হাতে ছিল বটে, কিন্তু পুরাতন ও নূতন নিয়মের মধ্যকার সম্পর্ক, সাক্রামেন্ত সংক্রান্ত তত্ত্ব, মণ্ডলীর পরিচালক ব্যক্তিবর্গ ও তার কাঠামো ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো তখনও তত গবেষণার বিষয় হয়নি। এই প্রৈরিতিক পিতৃগণই প্রথম তেমন গবেষণা করতে সচেষ্ট হলেন, আর যেমনটি বলা হয়েছে, তাঁদের মন-মানসিকতা আধুনিক কালের মানুষের মন-মানসিকতা থেকে যথেষ্ট ভিন্ন ছিল বৈকি। অপর দিকে সেইকালের খ্রিষ্টমণ্ডলী ও আজকালের খ্রিষ্টমণ্ডলী একই খ্রিষ্টমণ্ডলী অর্থাৎ একই খ্রিষ্টের দেহ যা

নানা কৃষ্টি, জাতি ও কালের মানুষকে নিজের মধ্যে সুসংবদ্ধ করে। সুতরাং, আজকালের মানুষ এই প্রাচীন লেখাগুলো পড়ে কেমন যেন খ্রিষ্টমণ্ডলীর নবীন আবিষ্কারের জন্য যাত্রা করতে আহূত যাতে উদ্দীপিত হয়ে নিজের খ্রিষ্টীয় জীবন ও ভক্তি পুনর্জাগরিত করতে পারে।

প্রৈরিতিক পিতৃগণের জগৎ

প্রৈরিতিক পিতৃগণের সময়ে খ্রিষ্টমণ্ডলীর পরিস্থিতি সেই একই পরিস্থিতি ছিল যা প্রেরিতদূতদের প্রচারকর্ম চিহ্নিত করেছিল। অর্থাৎ ভৌগলিক ও রাজনৈতিক দিক দিয়ে অর্ধেক ইউরোপ, গ্রীস দেশ, মধ্যপ্রাচ্যের ও আফ্রিকার কতগুলো দেশ (তুরস্ক, সিরিয়া, মিশর, লিবিয়া ইত্যাদি দেশগুলো) রোম সাম্রাজ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল; ধর্মীয় ও নৈতিক দিক দিয়ে পৌত্তলিক নানা ধর্ম মানুষের মন আকর্ষণ করা সত্ত্বেও নির্মল নৈতিকতা অর্পণ করতে অক্ষমই ছিল, ফলে নৈতিক উচ্ছৃংখলা রাজত্ব করত; কেবল ইহুদীধর্মই একেশ্বরবাদ ও পবিত্র নৈতিকতা সমর্থন করত, কিন্তু পরিচ্ছেদনের কারণে অনেক বিধর্মী ইহুদীধর্ম গ্রহণ করতে ইচ্ছুক ছিল না। তেমন পরিস্থিতিতে খ্রিষ্টধর্ম অধিক সম্মানের বিষয় ছিল, বিশেষভাবে যিশুর সার্বজনীন শুভসংবাদের জন্য যা বাস্তব ও উজ্জ্বল ভ্রাতৃপ্রেমে প্রতিফলিত ছিল। যথেষ্ট অসুবিধাও দেখা দিত বলা বাহুল্য, কেননা খ্রিষ্টধর্মের নবীনতা সেই জগতের ভিত্তি টলমান করত, ফলে খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের যথেষ্ট অত্যাচার ও নির্যাতনেরও সম্মুখীন হতে হত, কিন্তু তাদের জ্বলন্ত বিশ্বাস তাতে পরাভূত না হয়ে বরং আরও শক্তিশালী হয়ে উঠত, আর তেমন সাহসী বিশ্বাস অনেক বিধর্মীদের মন জয় করত। এই পরিপ্রেক্ষিতে ইগ্নাসিউসের পত্রাবলি আজও মানুষকে খ্রিষ্টভক্তির প্রতি অনুপ্রাণিত করে থাকে।

প্রৈরিতিক পিতৃগণের আর একটি বৈশিষ্ট্য যা সত্যিকারে উল্লেখযোগ্য হল পবিত্র শাস্ত্রের প্রতি তাঁদের অনুরাগ যা শাস্ত্র বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ জানায়ই স্থাপিত। যিশুর মত তাঁরাও নূতন নিয়মের শুভসংবাদ পুরাতন নিয়মের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে যুক্ত করতেন, তাতে প্রমাণ করতে পারতেন যে যিশু বিষয়ে খ্রিষ্টধর্ম যা যা সমর্থন করত, তা ছিল পুরাতন নিয়মের কতগুলো ভাববাণীর পূর্ণতা। এক কথায়, প্রৈরিতিক পিতৃগণের লেখায়

চারটি সুসমাচারের কথা ও নূতন নিয়মের বাকি পুস্তকগুলোর কথাও সবসময় প্রতিধ্বনিত : সেই কথার অর্থ আরও স্পষ্ট করা বা ব্যাখ্যা করা এবং সেই কথার ভিত্তিতে নতুন নতুন উপদেশ প্রদান করা, যিশুর ঐশতাত্ত্বিক মাহাত্ম্য ঘোষণা করা, খ্রিষ্টভক্তদের জীবনে সাক্রামেন্তগুলোর অপরিহার্য অবদান ও খ্রিষ্টমণ্ডলীর আত্মিক দিক তুলে ধরাই ছিল তাঁদের প্রচারের বিষয়বস্তু যা প্রাচীন ও নব দীক্ষিতদের বলবান করে তুলত।

বাণীপ্রচার ও বিশ্বাস-সম্প্রসারণ

সকলেই স্বীকার করে যে, সেকালের খ্রিষ্টমণ্ডলীর প্রধান প্রধান প্রচেষ্টার অন্যতম ছিল বাণীপ্রচার ও খ্রিষ্টবিশ্বাস-সম্প্রসারণ। যিশু খ্রিষ্টের প্রতি অনুরাগ ও তাঁর শুভসংবাদ বিষয়ে উৎসাহ এমনটি ছিল যে, সকলেই এই প্রচেষ্টায় অংশ নিত। রোম সাম্রাজ্যের নির্মম নির্যাতনের সম্মুখীন হয়েও কেউই পিছিয়ে যেত না, এমনকি, পরম সাক্ষ্যদাতা সেই যিশুর পক্ষে সাক্ষ্যমরণের যোগ্য বলে পরিগণিত হওয়াই ছিল সকলের আকাঙ্ক্ষা : পিতর, পল, ইগ্নাসিউস, পলিকার্প ইত্যাদি মহাব্যক্তিত্বের সঙ্গে বহুসংখ্যক সাধারণ নর-নারী আনন্দের সঙ্গে রক্ত দান করেছিল; অথচ খ্রিষ্টভক্তদের সংখ্যা কমতই না বরং বৃদ্ধিই পেত। তারা বলত, 'সাক্ষ্যমরদের রক্তই খ্রিষ্টভক্তদের বীজ'; যেখানে খ্রিষ্টধর্ম নির্যাতিত নয়, সেখানে খ্রিষ্টবিশ্বাস প্রসারিত হয় না, কেননা অত্যাচার ও নির্যাতন খ্রিষ্টভক্তের বিশ্বাস, ভক্তি ও আচরণ এমনভাবে পরিশুদ্ধ করে যে মুখের কথার চেয়ে সেই জীবন্ত বিশ্বাস, ভক্তি ও আচরণই হয়ে ওঠে প্রচারকর্মের চালনাশক্তি। এই সমস্ত কথা ইগ্নাসিউসের পত্রাবলিতে ও পলিকার্পের সাক্ষ্যমরণ-বৃত্তান্তে যথেষ্ট প্রমাণিত। বলা বাহুল্য, প্রৈরিতিক পিতৃগণের এই দিক আজকালের ঘুমন্ত ও নির্যাতনমুক্ত খ্রিষ্টভক্ত এই আমাদের জন্য অত্যন্ত উপযোগী।

পিতৃগণের পরিভাষা

পিতৃগণের ধর্মীয় পরিভাষা মোটামুটি নূতন নিয়মের একই ভাষা, যা আজকালের ধর্মীয় পরিভাষা থেকে কিছুটা ভিন্ন হতে পারে, যেমন :

- εὐχαριστία [এউখারিস্তিয়া], যার অর্থই ধন্যবাদজ্ঞাপন বা ধন্যবাদ-স্তুতি : এই বাক্য-বিশেষ 'প্রভুর ভোজ' (অর্থাৎ এউখারিস্তীয় অনুষ্ঠান বা মিসা) এবং রুটি ও

আঙুররসের আকারে 'খ্রিষ্টের দেহ' শব্দ দু'টোর দিকেই অঙুলি নির্দেশ করত ও করে থাকে।

- **পবিত্রজন:** বাপ্তিস্মের মাধ্যমে পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ করেছিল যারা, তারা সকলেই এই বিশেষ নামে আখ্যায়িত ছিল।
- **সেই বারোজন:** এঁরা হলেন যিশুর সেই মনোনীত প্রেরিতদূত (অবশ্যই, প্রেরিতদের কার্যবিবরণী অনুসারে, যুদার স্থানে মাথিয়াসকে যোগ করে দেওয়া হয়েছিল)।
- **প্রেরিতদূত:** সেই বারোজন ছাড়া তাঁদেরও প্রেরিতদূত বলা হত যাঁরা ভ্রাম্যমান হয়ে বাণীপ্রচারকর্মে সেই বারোজনের সহযোগিতা দিতেন।
- **নবী:** যে যে খ্রিষ্টভক্ত পবিত্র আত্মার অসাধারণ অনুগ্রহদানের অধিকারী ছিলেন, তাঁদেরই নবী বলা হত। এঁরাও ভ্রাম্যমান হয়ে সেই বারোজনের বাণীপ্রচারে সহযোগিতা দান করতেন।
- **শিক্ষাগুরু:** যে যে খ্রিষ্টভক্তকে সেই বারোজন ধর্মীয় শিক্ষা ও উপদেশ দানের মধ্য দিয়ে বিশ্বাসীমণ্ডলীকে গেঁথে তোলার জন্য নিযুক্ত করতেন, তাঁদের শিক্ষাগুরু বলা হত। প্রেরিতদূতগণ ও নবীদের মত এঁরা সাধারণত ভ্রাম্যমান ছিলেন না বরং একস্থানেই কর্মরত থাকতেন।
- **প্রবীণ, অধ্যক্ষ, যাজক:** সেই বারোজনের নির্দেশমত যে যে ভক্তজন একটি স্থানীয় মণ্ডলীকে চালনা ও শাসন করতেন, তাঁদের প্রবীণ বা অধ্যক্ষ (বা ধর্মাধ্যক্ষ) বলা হত। কালক্রমে অধ্যক্ষ বলতে বিশপ বোঝাতে লাগল। কিন্তু, চতুর্থ শতাব্দী পর্যন্ত যাজক শব্দটা কেবল সকল খ্রিষ্টভক্তদের বেলায় ব্যবহৃত ছিল। পরবর্তীকালে যাজক নামটা প্রবীণদের নির্দেশ করতে লাগল, তবু এব্যাপারে ভাতিকান মহাসভা আবার প্রাচীনকালের নিয়ম মেনে নিতে লাগল, অর্থাৎ: যাজক নামটা সকল খ্রিষ্টভক্তদের জন্যই প্রযোজ্য নাম।
- **পরিসেবক:** এঁদের দায়িত্ব ছিল প্রবীণ ও বিশপদের সহযোগিতা দান করা।

দিদাখে

(বারো প্রেরিতদূতের শিক্ষাবাণী)

‘দিদাখে’ পুস্তকটি খ্রিষ্টধর্মের আদিলগ্নে খুবই পরিচিত ছিল: দ্বিতীয় শতাব্দীতে

মহান শাস্ত্র-ব্যাখ্যাতা অরিগেনেস ও আলেক্সান্দ্রিয়ার ক্লেমেণ্ট তাতে শাস্ত্রীয় মর্যাদা আরোপ করেন। এউসেবিউস, আথানাসিউস ও অন্যান্য বহু সাধুগণও শাস্ত্রীয় মর্যাদা আরোপ না করলেও তা মূল্যবান একটি পুস্তক বলে গণ্য করে নিজেদের লেখায় তা ব্যবহার করেন। অথচ দ্বাদশ শতাব্দীতে দিদাখে পুস্তকের একটিও আর পাওয়া গেল না, সবগুলো হারিয়ে গেছিল। তাই মহা আনন্দের দিন হল সেই দিন যখন, ১৮৭৩ সালে, তার একটা প্রাচীন পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়।

পুস্তকটির লেখকের সম্বন্ধে আমাদের নিশ্চিত কোন খবর না থাকলেও অনুমান করা যেতে পারে আদিখ্রিষ্টমণ্ডলীর একজন বাণীপ্রচারক (১ম শতাব্দীর শেষাংশে বা ২য় শতাবদীর শুরুতে) নিজের প্রচারকর্মের সহায়ক পুস্তক বলে কতগুলো শিক্ষাবাণী সঙ্কলিত করেছিলেন; সম্ভবত পুস্তকটি ‘দুই পথ’ বলে পরিচিত ইহুদী একটা (হারানো) ধর্মীয় পুস্তকের উপর ও স্থানীয় কোন একটা খ্রিষ্টমণ্ডলীর উপাসনা-রীতি ও পরিচালনা-কাঠামোর উপর নির্ভর করে, এবং (হয় ত) পরবর্তীকালে তাতে কতগুলো উক্তি যোগ দেওয়া হয় যেগুলো স্বয়ং যিশুর নানা বাণীর প্রতিধ্বনি। পুস্তকটি সম্ভবত ৬০ খ্রিষ্টাব্দে, আন্তিওখিয়ায়, লিপিবদ্ধ হয়। তার কাঠামো এরূপ:

১—৬ অধ্যায়: নৈতিক নির্দেশাবলি

৭—১০ অধ্যায়: উপাসনা-সংক্রান্ত নির্দেশাবলি

১১—১৫ অধ্যায়: শাসনমূলক নির্দেশাবলি

১৬ অধ্যায়: উপসংহার

সূচীপত্র

অধ্যায়ঃ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬

[বারো প্রেরিতদূত দ্বারা বিজাতীয়দের কাছে প্রভুর শিক্ষাবাণী।]

১ [১] পথ দু'টো আছে: একটা হল জীবন-পথ, অপরটা মৃত্যু-পথ; আর পথ দু'টোর মধ্যে বড় পার্থক্যই রয়েছে (ক)।

[২] জীবন-পথ এ: প্রথমত, তোমার নির্মাতা ঈশ্বরকে তুমি ভালবাসবে; দ্বিতীয়ত, তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মত ভালবাসবে (খ)। আর যা তুমি চাও না তোমার প্রতি করা হোক, তুমিও তা কাউকে করো না (গ)।

[৩] এখন, এই বাণীর শিক্ষা এ (ঘ): যারা তোমাদের অভিশাপ দেয় তাদের আশীর্বাদই কর, তোমাদের শত্রুদের মঙ্গল প্রার্থনা কর, আর যারা তোমাদের নির্যাতন করে তাদের জন্য উপবাস পালন কর। কেননা যারা তোমাদের ভালবাসে, তাদেরই ভালবাসলে তোমাদের কী মজুরি হবে? কর-আদায়কারীরাও কি সেইমত করে না? তোমরা কিন্তু তোমাদের ঘৃণা করে যারা তাদেরই ভালবাস (ঙ), তাতে তোমাদের কোন শত্রু থাকবে না।

[৪] দৈহিক ও হীন লালসা থেকে দূরে থাক।

যে কেউ তোমার ডান গালে চড় মারে, অন্য গালও তার দিকে ফিরিয়ে দাও (চ); তবেই সিদ্ধপুরুষ হবে।

যে কেউ এক মাইল যেতে তোমাকে বাধ্য করে, তার সঙ্গে দুই মাইল পথ চল।

যে কেউ তোমার জামা নেয়, তাকে চাদরও দাও (ছ)।

যে কেউ তোমার কাছ থেকে তা-ই নেয় যা তোমারই, তা আদায় করো না, কেননা তাতে তুমি অক্ষম।

[৫] যে কেউ তোমার কাছে যাচনা করে, তাকে দাও, মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না (জ), কেননা পিতার ইচ্ছাই আমরা যে যে উপকার পেয়েছি তা সকলকে দেব।

সুখী সেই জন যে আজ্ঞা অনুসারে দানশীল, কেননা সে নির্দোষ। কিন্তু যে গ্রহণ করে নেয় তাকে ধিক্! কেননা যে কেউ অভাবের চাপে গ্রহণ করে সে নির্দোষ, কিন্তু অভাবী

না হয়ে যে কেউ গ্রহণ করে নেয় তাকে কৈফিয়ত দিতে হবে কেন ও কীজন্যই গ্রহণ করেছে। তাকে কারাগারে দেওয়া হবে, তার ব্যবহারের বিষয়ে তাকে জেরা করা হবে, এবং শেষ কড়িটা শোধ না করা পর্যন্ত সে কোনমতে সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে না। [৬] এবিষয়ে আরও বলা হয়েছে, তোমার অর্থদান তোমার হাতের ঘামে ভিজে যাক যতক্ষণ না জান কাকে অর্থদান করতে যাচ্ছ (ঋ)।

২ [১] শিক্ষাবাণীর দ্বিতীয় অংশ:

[২] নরহত্যা করবে না, ব্যভিচার করবে না, সমকামী হবে না, যৌন-অনাচার করবে না, চুরি করবে না, যাদু বা মন্ত্র অনুশীলন করবে না, ভ্রূণহত্যা করবে না, নবজাত শিশুকে হত্যা করবে না।

প্রতিবেশীর সম্পদ লোভ করবে না। [৩] মিথ্যাশপথ করবে না, মিথ্যাসাক্ষ্য দেবে না, পরনিন্দা করবে না (ক), মনে মনে ক্রোধ রাখবে না।

[৪] দু-মনা বা দ্বিজিহ্ব মানুষ হবে না, কারণ দ্বিজিহ্ব মরণফাঁদ স্বরূপ।

[৫] তোমার কথন মিথ্যা ও অসার হবে না, বরং হবে কাজকর্মে প্রমাণিত।

[৬] কৃপণ হবে না, লোভীও নয়, মিথ্যাবাদীও নয়, পরনিন্দুকও নয়, গর্বিতও নয়; তোমার প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে কুমতলবও আঁটবে না।

[৭] কাউকেই ঘৃণা করবে না; অবশ্যই কাউকে ভর্ৎসনা করতেই হবে, আবার কারও মঙ্গল প্রার্থনা করতেই হবে, আবার তোমার নিজের জীবনের চেয়ে কাউকে ভালবাসতেই হবে।

৩ [১] বৎস আমার, যত অনিষ্ট, এমনকি, যা কিছু অনিষ্টকর মনে হয় তা থেকে দূরে পালাও।

[২] ক্রোধপ্রবণ হবে না, কেননা ক্রোধ মানুষকে নরহত্যায় চালিত করে। হিংসাপ্রবণও হবে না, ঝগড়াটেও নয়, হিংস্রও নয়, কেননা এই সমস্ত অনিষ্ট থেকেই নরহত্যার উদ্ভব হয়।

[৩] বৎস আমার, লম্পট হবে না, কেননা লাম্পট্য ব্যভিচারেই চালিত করে; কথনে দৃষ্টিতে অশ্লীল হবে না, কেননা এই সমস্ত অনিষ্ট থেকেই ব্যভিচারের উদ্ভব হয়।

[৪] বৎস আমার, [অসার] দৈববাণীর উপর নির্ভর করবে না, কেননা দৈববাণী প্রতিমাপূজায় চালিত করে; মন্ত্রজালিকও হবে না, গণকও নয়, যাদুকরও নয়; তেমন কিছু শোনা ও দেখা থেকে বিরত থাকবে, কেননা এসব কিছু থেকেই প্রতিমাপূজার উদ্ভব হয়।

[৫] বৎস আমার, মিথ্যাবাদী হবে না, কেননা মিথ্যাকথন চুরিতেই চালিত করে; অর্থলোভীও হবে না, অসার গৌরবের অন্বেষীও নয়, কেননা এসব কিছু থেকেই চুরির উদ্ভব হয়।

[৬] বৎস আমার, বিড়বিড় করবে না, কেননা বিড়বিড়ানি পরনিন্দায় চালিত করে; অহঙ্কারীও হবে না, অমঙ্গলকামীও নয়, কেননা এসব কিছু থেকেই পরনিন্দার উদ্ভব হয়।

[৭] তুমি বরং হবে বিনম্র, কেননা বিনম্ররাই পাবে দেশের উত্তরাধিকার (ক)। [৮] আবার তুমি হবে ধৈর্যশীল, দয়াবান, সত্যবাদী, শান্তিপ্রিয় ও মঙ্গলকর। যে শিক্ষাবাণী শুনে আসছ, তা সম্ভ্রমেই গ্রহণ কর।

[৯] বড়াই করবে না, নিজের প্রাণও দর্পিত হতে দেবে না। গর্বোদ্ধতদের সঙ্গে সাহচর্য করবে না, বরং ন্যায়নিষ্ঠ ও বিনম্র যারা তাদেরই সঙ্গে পথ চল।

[১০] তোমার যা কিছু ঘটে তা মঙ্গল বলেই গ্রহণ করে নাও, একথা জেনে যে, ঈশ্বরের ইচ্ছা ছাড়া কিছুই ঘটে না।

৪ [১] বৎস আমার, ঈশ্বরের বাণী যিনি তোমার কাছে প্রচার করেন, তাঁকে দিবারাত্র স্মরণ কর, তাঁকে প্রভুকেই যেন সম্মান কর, কেননা যেখানে প্রভুর মাহাত্ম্যের কথা প্রচারিত সেখানে তিনি উপস্থিত। [২] প্রতিদিন পবিত্রজনদের মুখ দেখতে চেষ্টা কর (ক), যাতে তাদের বাণীতে সান্ত্বনা পেতে পার। [৩] বিভেদ বাসনা করো না, যারা রেষারেষি করে তাদের মধ্যে বরং পুনর্মিলনই আনবে। বিচার সম্পাদনে ন্যায়বান হও, অপরাধের ভর্ৎসনাকালে নিরপেক্ষতা দেখাও।

[৪] ঘটবে কি ঘটবে না, এবিষয়ে দু-মনা হবে না (খ)।

[৫] তুমি তাদেরই একজন হবে না যারা গ্রহণ করার জন্য হাত পাতে কিন্তু দেওয়ার সময়ে হাত ফিরিয়ে নেয়। [৬] তোমার কাজের ফলে যখন কিছু অর্জন কর, তখন

তোমার পাপকর্মের প্রায়শ্চিত্তরূপে কিছুটা দান কর। [৭] যখন অর্থদান করবে, তখন দ্বিধাগ্রস্ত হবে না, গজগজও করবে না, তাঁরই কথা স্মরণ ক’রে যিনি তোমার অর্থদানের প্রতিদানদাতা।

[৮] অভাবীকে দূর করে দেবে না, তুমি বরং তোমার ভাইয়ের সঙ্গেই তোমার সবকিছুর অংশভাগিতা করবে, এবং এমন কথা বলবে না যে, সেই সবকিছু তোমারই। কেননা তোমরা যখন অনশ্বর বস্তুর অংশভাগী, তখন কি অধিকতর কারণে নশ্বর বস্তুরই অংশভাগী হবে না?

[৯] তোমার ছেলে বা মেয়ের প্রতি তোমার হাত যেন বেশি হালকা না হয়, বরং তাদের বাল্যকাল থেকেই তাদের প্রভুভয় শেখাবে।

[১০] একই ঈশ্বরে আশা রাখে যারা, তোমার সেই দাস ও দাসীকে তুমি রূঢ়ভাবে কোন আজ্ঞা দেবে না, পাছে তারা সেই ঈশ্বরকে আর ভয় না করে যিনি তোমার ও তাদেরও একমাত্র প্রভু; আর তিনি যখন আহ্বান করেন, তখন ব্যক্তি-পক্ষপাত করেন না বরং [পবিত্র] আত্মা যাদের প্রস্তুত করেছেন তিনি তাদেরই কাছে আসেন। [১১] কিন্তু তোমরা, হে ক্রীতদাস, তোমাদের মনিবদের প্রতি কেমন যেন ঈশ্বরের প্রতিনিধিদেরই প্রতি সসম্মানে ও সভয়ে বশীভূত হও।

[১২] যা কিছু মিথ্যা, সেসব কিছু ঘৃণা কর, যাতে প্রভু প্রীত নন তাও ঘৃণা কর। [১৩] প্রভুর আজ্ঞাবলি কখনও অবহেলা করবে না, বরং যেইভাবে সেগুলো গ্রহণ করেছিলে সেইভাবে সেগুলো পালন কর, আর সেগুলোতে কিছু যোগও দেবে না, সেগুলো থেকে কিছু বাতিলও করবে না (গ)।

[১৪] জনমণ্ডলীতে তোমার অপরাধ স্বীকার করবে (ঘ), প্রার্থনাসভায়ও মন্দ বিবেক নিয়ে যোগ দেবে না।

এটিই জীবন-পথ।

৫ [১] কিন্তু মৃত্যু-পথ এ:

প্রথমত, পথটা অমঙ্গলময় ও অভিশাপে পরিপূর্ণ যথা: নরহত্যা, কুকামনা, লালসা, ব্যভিচার, চুরি, প্রতিমাপূজা, যাদুকর্ম, মন্ত্র-তন্ত্র, অপহরণ, মিথ্যাসাক্ষ্য, মিথ্যাকথা,

দ্বিমনা ভাব, প্রতারণা, গর্ব, মন্দতা, অহংকার, কৃপণতা, কটুবাক্য, ঈর্ষা, দম্ভ, উদ্ধত ভাব, বড়াই।

[২] ওরা সৎমানুষকে নির্যাতন করে, সত্য ঘৃণা করে, মিথ্যা ভালবাসে, ধর্মময়তার পুরস্কার জানে না, শুভকর্ম সাধনে নিবিষ্ট থাকে না, বিচার সম্পাদনে ন্যায় সমর্থন করে না, মঙ্গলের জন্য নয়, কুকর্মের জন্যই রাতে জাগ্রত থাকে, কমোলতা ও সহিষ্ণুতা তাদের কাছ থেকে বহু দূরে আছে, অসার সমস্ত কিছু ভালবাসে, প্রতিদানের অন্বেষণ করে, গরিবের প্রতি দয়াবান নয়, ভারাক্রান্তের প্রতি তৎপর হয় না, নিজেদের নির্মাতাকে জানে না, বাচ্চাদের খুন করে, ঈশ্বরের সৃষ্টি বিকৃত করে, অভাবীকে দূরে সরিয়ে দেয়, কষ্টভোগীকে অত্যাচার করে; ওরা ধনীদের উকিল, দীনহীনদের অন্যায়-বিচারক; ওরা যত পাপকর্মে পরিপূর্ণ।

সন্তান আমার, ওদের কাছ থেকে তোমরা যেন রেহাই পাও!

৬ [১] সতর্ক থাক যেন কেউই এই শিক্ষাবাণী থেকে তোমাকে পথভ্রষ্ট না করে; তেমন মানুষ ঈশ্বরের মন অনুসারে শিক্ষাদান করে না।

[২] তুমি যদি প্রভুর পুরাটা জোয়াল বহন করতে পার, তাহলে সিদ্ধপুরুষ হবে; কিন্তু যদি না পার, তাহলে যেটুকু পার সেটুকু কর। [৩] খাদ্য সম্বন্ধে যা যা পালন করতে পার তা পালন কর; কিন্তু তবুও দেবতাদের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত খাদ্য থেকে নিজেকে বিরত রাখ, কেননা সেটা হল মৃত দেবতাদের প্রতি উপাসনা (ক)।

৭ [১] বাপ্তিস্মের কথা বলতে গিয়ে, এভাবে বাপ্তিস্ম সম্পাদন কর: স্রোত-জলের মধ্যেই পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মা-নামের উদ্দেশে বাপ্তিস্ম সম্পাদন কর; [২] কিন্তু স্রোত-জল না থাকলে অন্য জলে বাপ্তিস্ম সম্পাদন কর; ঠাণ্ডা জলে যদি না পার, তাহলে গরম জলে তা সম্পাদন কর। [৩] জলের অভাব থাকলে তবে পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মা-নামের উদ্দেশে জল মাথার উপরে ঢাল।

[৪] বাপ্তিস্মের আগে বাপ্তিস্ম-সম্পাদনকারী ও বাপ্তিস্মপ্রার্থি দু'জনেই উপবাস পালন করুক, পারলে অন্যান্যরাও করুক। কিন্তু প্রার্থীকে কমপক্ষে দুই তিন দিন উপবাস পালন করার জন্য আহ্বান করবে।

৮ [১] তোমরা ভণ্ডদের সঙ্গে উপবাস পালন করবে না; ওরা (ক) সপ্তাহের দ্বিতীয় ও পঞ্চম দিনে উপবাস পালন করে, কিন্তু তোমরা চতুর্থ দিনে ও শনিবারের প্রস্তুতি দিবসে উপবাস পালন করবে।

[২] ভণ্ডদের মত প্রার্থনাও করবে না, কিন্তু নিজ সুসমাচারে (খ) প্রভু যেমন শিক্ষা দিয়েছিলেন, তেমনি তোমরা বলবে,

হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা,
তোমার নাম পবিত্র বলে প্রকাশিত হোক,
তোমার রাজ্য আসুক,
তোমার ইচ্ছা যেমন স্বর্গে তেমনি মর্তেও পূর্ণ হোক।
আমাদের সত্তার জন্য প্রয়োজনীয় (গ) রুটি আজ আমাদের দাও;
এবং আমাদের ঋণ ক্ষমা কর,
যেমন আমরাও আমাদের কাছে ঋণী যারা তাদের ক্ষমা করি;
আর আমাদের পরীক্ষায় এনো না,
কিন্তু সেই ধূর্তজন থেকে আমাদের নিস্তার কর।
কারণ পরাক্রম ও গৌরব যুগে যুগে তোমারই। আমেন।

[৩] তোমরা দিনে তিনবার এভাবে প্রার্থনা করবে।

৯ [১] আর এউখারিস্তিয়া সম্পর্কে তোমরা এভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন (ক) কর:

[২] আগে পানপাত্রের বেলায় বল,

হে আমাদের পিতা,
আমরা তোমাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি তোমার দাস দাউদের সেই পবিত্র আঙুরলতার জন্য (খ)
যা তুমি তোমার দাস (গ) যিশু দ্বারা আমাদের কাছে জ্ঞাত করেছ।
গৌরব তোমারই চিরকাল ধরে। [আমেন।]

[৩] তারপর সেই ছেঁড়া রুটির বেলায় বল,

হে আমাদের পিতা,
আমরা তোমাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি সেই জীবন ও জ্ঞানের জন্য
যা তুমি তোমার দাস যিশু দ্বারা আমাদের কাছে জ্ঞাত করেছ।
গৌরব তোমারই চিরকাল ধরে।
[৪] এ ছেঁড়া রুটি যেমন পর্বত পর্বত জুড়ে বিক্ষিপ্ত ছিল
ও একসাথে জড় হয়ে এখন একরুটি হয়ে উঠেছে,
তেমনি তোমার মণ্ডলী যেন পৃথিবীর প্রান্তসীমা থেকে তোমার রাজ্যে জড় হয়,
কারণ যিশু খ্রিষ্ট দ্বারা গৌরব ও পরাক্রম তোমারই চিরকাল ধরে।
আমেন।

[৫] প্রভুর নামে বাপ্তিস্মপ্রাপ্ত যারা, তারা ছাড়া কেউই যেন তোমাদের এউখারিস্তিয়ার (ঘ) কিছুই না খায় বা পান না করে; কেননা এবিষয়েও প্রভু বলেছেন, *যা পবিত্র, তা কুকুরদের দিয়ো না* (ঙ)।

১০ [১] খাদ্য গ্রহণে পরিতৃপ্ত (ক) হলে পর তোমরা এভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কর,

[২] হে পবিত্র পিতা,
আমরা তোমাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি তোমার সেই পবিত্র নামের জন্য
যা তুমি আমাদের হৃদয়ে বাস করিয়েছ;
সেই জ্ঞান, বিশ্বাস ও অমরতার জন্যও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি
যা তুমি তোমার দাস যিশু দ্বারা
আমাদের কাছে জ্ঞাত করেছ।
গৌরব তোমারই চিরকাল ধরে। আমেন।
[৩] হে সর্বশক্তিমান মহাপ্রভু,
তুমি তোমার নামের খাতিরেই সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছ;
মানুষকে তুমি খাদ্য ও পানীয় ভোগ করতে দিয়েছ
তারা যেন তোমাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে;
আমাদের কিন্তু তোমার দাস দ্বারা তুমি

আত্মিক খাদ্য ও পানীয়, ও শাশ্বত আলো দানেই ধন্য করেছ।
[৪] সর্বোপরি আমরা তোমাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি
কারণ তুমি পরাক্রমশালী।
গৌরব তোমারই চিরকাল ধরে।
[৫] প্রভু, তোমার মণ্ডলীর কথা স্মরণে রাখ,
সকল অনর্থ থেকে তাকে নিস্তার কর,
তোমার ভালবাসায় তাকে সিদ্ধতামণ্ডিত কর,
চারপ্রান্ত থেকে তাকে জড় ক'রে (খ)
তোমার সেই রাজ্যে পবিত্রিত করে তোল যা তার জন্য প্রস্তুত করেছ।
কারণ পরাক্রম ও গৌরব তোমারই চিরকাল ধরে। আমেন।

[৬] অনুগ্রহের আগমন হোক ও এসংসার কেটে যাক।
দাউদের ঈশ্বরের হোশান্না!
যে কেউ পবিত্র, সে এগিয়ে আসুক!
যে কেউ পবিত্র নয়, সে মনপরিবর্তন করুক (গ) :
মারান্ আথা (ঘ), আমেন।

[৭] কিন্তু নবী যারা, তারা যেইভাবে ইচ্ছা করে, তাদের সেইভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে দেওয়া হোক।

১১ [১] সুতরাং, যে কেউ এসে এ সমস্ত কথা শেখায় তাকে গ্রহণ কর; [২] কিন্তু লোকটা নকল শিক্ষাগুরু হলে কিংবা এই সমস্ত কথা নাশ করার জন্য অন্য ধরনের ধর্মশিক্ষা শেখালে তোমরা তাকে শুনো না। কিন্তু তার শিক্ষার উদ্দেশ্য ধর্মময়তা ও ঈশ্বরজ্ঞান হলে তবে প্রভুকেই যেন তাকে গ্রহণ কর।

[৩] আর প্রেরিতদূত ও নবীদের বেলায়, সুসমাচারের নিয়ম অনুসারেই ব্যবহার কর।

[৪] যে কোন প্রেরিতদূত তোমাদের কাছে আসেন, তাঁকে প্রভুকেই যেন গ্রহণ কর;
[৫] তিনি একদিনের বেশি যেন না থাকেন, প্রয়োজন হলে আর এক দিন থাকতে

পারবেন; কিন্তু লোকটা তিন দিন থাকলে সে নকল নবী (ক)। [৬] আর বিদায় নেওয়ার সময়ে সেই প্রেরিতদূত তাঁর যাত্রার পরবর্তী স্থান পৌঁছবার জন্য প্রয়োজনীয় রুটি ছাড়া অন্য কিছুই সঙ্গে নেবেন না; লোকটা অর্থ চাইলে সে নকল নবী।

[৭] যে নবী আত্মার প্রেরণায় কথা বলেন, তাঁকে তোমরা যাচাই বা পরীক্ষা করবে না, কেননা যে কোন পাপ ক্ষমা করা হবে, কিন্তু এই পাপের ক্ষমা হবে না (খ)। [৮] যে কেউ প্রেরণার বশে কথা বলে সে যে নবী এমন নয়, সে-ই নবী, যার ব্যবহার প্রভুর ব্যবহারের মত। সুতরাং ব্যবহারের মধ্য দিয়েই নকল ও প্রকৃত নবীকে নির্ণয় করা যাবে।

[৯] প্রেরণার বশে যে নবী ভোজনের আয়োজন আজ্ঞা করেছেন, সেই নবী সেই ভোজনে অংশ নেবেন না, অন্যথা লোকটা নকল নবী। [১০] যে কোন নবী সত্য শেখায় অথচ শেখানো সত্য অনুসারে চলে না, সে নকল নবী।

[১১] অপরদিকে, পরীক্ষাসিদ্ধ ও সত্যকার এক নবী যদি মণ্ডলীর সার্বিক সেবায় নিয়োজিত থাকেন এবং তিনি যা যা করেন যদি অন্যদের তেমনটি করতে না শেখান (গ), তাহলে তোমরা তাঁকে বিচার করবে না, কেননা বিচার ঈশ্বরেরই। আসলে, প্রাচীনকালের নবীরাও তেমনি করেছিলেন। [১২] কিন্তু যে কেউ প্রেরণার বশে 'আমাকে অর্থ দাও' কিংবা এধরনের অন্য কথা বলে, তাকে তোমরা শুনবে না। কিন্তু নবী অন্য অভাবগ্রস্তদেরই জন্য তোমাদের অর্থদান করতে বললে, তাহলে কেউই যেন তাঁকে বিচার না করে।

১২ [১] যে কেউ প্রভুর নামে আসছে তাকে গ্রহণ করা হোক (ক); কিন্তু পরবর্তীকালে তাকে যাচাই করে জেনে নাও সে কে; কেননা বাঁ হাত থেকে ডান হাত নির্ণয় করার জন্য তোমাদের তো বোধ আছে।

[২] লোকটি ভ্রমণকারী হলে তাকে যথাসাধ্য সাহায্য কর; কিন্তু তবুও সে যেন তোমাদের কাছে দু' দিন, কিংবা প্রয়োজন হলে, তিন দিনের বেশি না থাকে। [৩] সে যদি তোমাদের মধ্যে বাস করতে ইচ্ছা করে ও একটা কাজ জানে, তাহলে সে নিজের উপার্জনের জন্য নিজেই কাজ করুক। [৪] কিন্তু, সে যদি কোন কাজ না জানে, তাহলে

সুবুদ্ধির সঙ্গে একটা ব্যবস্থা কর, যাতে তোমাদের মধ্যে খ্রিষ্টিয়ান বলে কোন নিষ্কর্মা জীবনযাপন না করে। [৫] তাতে রাজি না হলে লোকটা খ্রিষ্টকে নিয়ে ব্যবসাই করে; তেমন লোকের বিষয়ে সতর্ক থাক।

১৩ [১] অপরদিকে, যে কোন প্রকৃত নবী তোমাদের মধ্যে বাস করতে ইচ্ছা করেন, তিনি খাদ্য পাবার অধিকার রাখেন; [২] একই প্রকারে প্রকৃত শিক্ষাগুরুও, যে কোন মজুরের ন্যায়, খাদ্য পাবার অধিকার রাখেন (ক)। [৩] সুতরাং তোমার আঙুরপেষাইযন্ত্র, খামার, বলদ ও মেষের প্রথমফল তুলে নিয়ে তা নবীদের দান কর, কেননা তাঁরাই তোমাদের মহাযাজক (খ)। [৪] তোমাদের মধ্যে কোন নবী না থাকলে তা গরিবদের দান কর।

[৫] রুটি তৈরি করলে তার প্রথমফল তুলে নাও, ও আজ্ঞা অনুসারে দান কর। [৬] একই প্রকারে, যখন আঙুররস বা তেলের একটি পাত্র খোল, তার প্রথমফল নবীদেরই দান কর। [৭] যেভাবে তুমি ভাল মনে কর, সেই অনুসারে অর্থ, কাপড় ও তোমার যত সম্পদেরও প্রথমফল তুলে নিয়ে আজ্ঞা অনুসারে তা দান কর।

১৪ [১] প্রভুর দিনে তোমরা একত্র হও, ও রুটি ছিঁড়ে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কর—আগে কিন্তু তোমাদের অপরাধ স্বীকার কর, যাতে তোমাদের এ যজ্ঞ বিশুদ্ধ হয়।

[২] প্রতিবেশীর সঙ্গে যাদের বিবাদ আছে, পুনর্মিলিত না হওয়া পর্যন্ত তারা যেন তোমাদের সঙ্গে না বসে, পাছে তোমাদের যজ্ঞ কলুষিত হয়। [৩] কেননা প্রভু একথা বললেন, *সর্বস্থানে ও সর্বক্ষণে আমার উদ্দেশে শুদ্ধ যজ্ঞ উৎসর্গ করা হোক, কারণ আমি মহান রাজা—প্রভুর উক্তি—আর সর্বদেশের মাঝে আমার নাম অপরূপ* (ক)।

১৫ [১] সুতরাং নিজেদের জন্য প্রভুর যোগ্য অধ্যক্ষ ও পরিসেবক নিযুক্ত কর: তাঁরা যেন হন নম্র মানুষ, অর্থলালসা থেকে মুক্ত, সত্যবাদী ও পরীক্ষাসিদ্ধ, কেননা তোমাদের মধ্যে তাঁরা নবী ও শিক্ষাগুরুর ভূমিকা পালন করেন। [২] তাই তাঁদের অবজ্ঞা করবে না, কেননা নবী ও শিক্ষাগুরুদের সঙ্গে তাঁরাই তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মাননীয় ব্যক্তি।

[৩] একে অন্যকে ভর্ৎসনা কর, কিন্তু ক্রোধভরে নয় বরং শান্তিতে, যেইভাবে সুসমাচার শেখায়। যে কেউ প্রতিবেশীকে অপমান করে কেউই যেন তার সঙ্গে কথা না বলে, মন না ফেরালে পর্যন্ত সে যেন তোমাদের কাছ থেকে কোন কথা না শুনতে পায়।

[৪] তোমাদের প্রার্থনা, অর্থদান ও সমস্ত কাজ সেইভাবে সাধন কর যেইভাবে আমাদের প্রভুর সুসমাচারে নির্দেশ করা আছে।

১৬ [১] তোমাদের জীবনধারণের বিষয়ে সজাগ থাক: তোমাদের প্রদীপ যেন নিভে না যায় ও তোমাদের কোমরের বাঁধন যেন খুলে না যায়, বরং তৈরী থাক, কেননা কোন্ প্রহরে আমাদের প্রভু আসবেন তা জান না (ক)। [২] যা যা তোমাদের প্রাণের উপকারিতায় আসে তা ভাবার জন্য বারবার একত্রে সম্মিলিত হও। শেষ ক্ষণে যদি সিদ্ধপুরুষ না হয়ে থাক তবে সবসময় বিশ্বাস-পথে চলতে থাকা অর্থহীন হবে।

[৩] কেননা সেই অন্তিম দিনগুলিতে নকল নবীদের সংখ্যা ও পরকে দূষিত করে যারা তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে, এবং মেষ নেকড়েতে পরিণত হবে; ভালবাসা হিংসায় পরিণত হবে। [৪] কেননা শঠতা বৃদ্ধি পেতে পেতে মানুষ একে অন্যকে ঘৃণা করবে, নির্যাতন করবে ও বিশ্বাসঘাতকতা করবে; আর তখন জগতের প্রবঞ্চক ঈশ্বরের পুত্রই যেন দেখা দেবে, আর সে মহাচিহ্ন ও অলৌকিক লক্ষণ সাধন করবে (খ); পৃথিবী তারই হাতে তুলে দেওয়া হবে, আর সে এমন শঠতাপূর্ণ কাজ সাধন করবে যা জগৎপত্তনের সময় থেকে কখনও ঘটেনি। [৫] তখন গোটা মানবসৃষ্টি অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হবে: অনেকে সরে পড়ে (গ) বিলুপ্ত হবে, কিন্তু যারা বিশ্বাসে নিষ্ঠাবান থাকবে তারা সেই অভিশাপ দ্বারাই পরিত্রাণ পাবে (ঘ)।

[৬] আর তখন সত্যের চিহ্নসকল দেখা দেবে। প্রথম চিহ্ন: স্বর্গ উন্মুক্ত; দ্বিতীয় চিহ্ন: তুরিটা বাজবে (ঙ); তৃতীয় চিহ্ন: মৃতদের পুনরুত্থান। [৭] সকল মৃতজন পুনরুত্থিত হবে এমন নয়, যেমনটি বলা হয়েছিল: প্রভু আসবেন, তাঁর সকল পবিত্রজনেরাও আসবেন তাঁর সঙ্গে (চ)। [৮] তখনই জগৎ প্রভুকে আকাশের মেঘে করে আসতে দেখবে (ছ)।

---

১ (ক) যেরে ২১:৮।

(খ) দ্বিঃবিঃ ৬:৫; লে ১৯:১৮; মথি ২২:৩৭-৩৯।

(গ) তোবিত ৪:১৫।

(ঘ) এখান থেকে শুরু ক'রে ২ অধ্যায় পর্যন্ত যে যে বচন উল্লিখিত, সেগুলো সম্ভবত মূল হিব্রু পাণ্ডুলিপিতে অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

(ঙ) মথি ৫:৪৪-৪৬; লুক ৬:২৭-২৮,৩২,৩৫।

(চ) মথি ৫:৩৯; লুক ৬:২৯।

(ছ) মথি ৫:৪১-৪১; লুক ৬:২৯।

(জ) মথি ৫:৪২; লুক ৬:৩০।

(ঝ) এই বাক্য বাইবেলে পাওয়া যায় না। সম্ভবত বাক্যটি বেন-সিরা ১২:১ ভিত্তিক।

২ (ক) যাত্রা ২০তে অন্তর্ভুক্ত আজ্ঞাগুলি ছাড়া এখানে কতগুলো নিষেধাজ্ঞা যুক্ত আছে যেগুলো পৌত্তলিকদের মধ্যে প্রচলিত কুঅভ্যাস লক্ষ করে।

৩ (ক) সাম ৩৭:১১; মথি ৫:৫।

৪ (ক) নূতন নিয়মের ভাষায়, পবিত্রজন বলতে খ্রিষ্টভক্ত বোঝায়; সুতরাং, এখানে খ্রিষ্টভক্তদের উপাসনা-অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

(খ) এই উক্তির অর্থ রহস্যময়। হয়ত প্রার্থনার ফল সম্বন্ধে দুশ্চিন্তা না করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

(গ) দ্বিঃবিঃ ৬:২; ১২:৩২।

(ঘ) এমন পাপস্বীকারের কথা ইঙ্গিত করা হচ্ছে যা সর্বসমক্ষে করণীয়; সুতরাং, পুনর্মিলন সাক্রামেন্তের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করা হচ্ছে না।

৬ (ক) রোমীয় ১৬ দ্রষ্টব্য।

৮ (ক) 'ওরা', অর্থাৎ ইহুদীরা। সেইকালে সপ্তাহের প্রথম দিন সোমবার হওয়ায় দ্বিতীয় দিন ছিল মঙ্গলবার; শনিবারের প্রস্তুতি দিবস হল শুক্রবার যখন উপবাস যিশুর যন্ত্রণাভোগ স্মরণেই পালিত।

(খ) এখানে সুসমাচার বলতে যিশুর প্রচারিত সার্বিক শুভসংবাদও বোঝায়। উল্লিখিত প্রভুর প্রার্থনা মোটামুটি মথি ৬ অনুসারে।

(গ) 'সত্তার জন্য প্রয়োজনীয়', গ্রীক শব্দের অর্থ অস্পষ্ট। প্রাচীনকাল থেকে পাশ্চাত্য মণ্ডলীতে প্রচলিত অনুবাদ হল 'দৈনিক রুটি' ও প্রাচ্য মণ্ডলীতে 'সত্তার জন্য প্রয়োজনীয় রুটি'। কিন্তু সেই রুটি কি? সেকালের ব্যাখ্যা অনুসারে, যে 'সত্যকার রুটি' যাচনা করা হয় তা হলো ঈশ্বরের বাণী-খ্রিষ্ট, এমনকি তাঁর নিজের মাংস যা খেলে মানুষ 'অনন্তকাল জীবিত থাকবে' (যোহন ৬:৩১-৫৮); সেই যে রুটি তিনি অন্তিম ভোজে 'এ আমার দেহ' বলে শিষ্যদের খেতে বলেছিলেন (মথি ২৬:২৬; মার্ক ১৪:২২; লুক ২২:১৯; ১ করি ১১:২৪)।

৯ (ক) সুসমাচারের বর্ণনা অনুসারে, বিদায়-ভোজে প্রভু রুটি গ্রহণ করে নিয়ে ধন্যবাদ-স্তুতি উচ্চারণ করেছিলেন, অর্থাৎ পিতা ঈশ্বরের মঙ্গলময়তার জন্য তাঁর স্তুতি-বন্দনা করেছিলেন। এজন্য আদিখ্রিষ্টমণ্ডলীর সময়, 'রুটি-ছেঁড়া' ও 'প্রভুর ভোজ' ছাড়া বিদায়-ভোজের স্মারক অনুষ্ঠানের আর এক নাম ছিল 'এউখারিস্তিয়া', (যার অর্থ হলো ধন্যবাদ-স্তুতি, ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা, ইত্যাদি) বা 'এউখারিস্তীয় অনুষ্ঠান' বা 'ধন্যবাদ-স্তুতি'।

(খ) কাকে নির্দেশ করা হচ্ছে, সেবিষয়ে ব্যাখ্যাতাদের মধ্যে বিমত রয়েছে। প্রস্তাবিত সমাধান হল: স্বয়ং যিশু, ভক্তমণ্ডলী, কিংবা ভোজের আঙুররস।

(গ) প্রভুর কষ্টভোগী দাসের ভাববাণী (ইশা ৪২ ...) যিশুতে পূর্ণতা লাভ করেছে।

(ঘ) অর্থাৎ দীক্ষাপ্রাপ্ত যারা তারাই এউখারিস্তিয়া অনুষ্ঠানে পবিত্রীকৃত রুটি বা আঙুররস গ্রহণ করবে।

(ঙ) মথি ৭:৬।

১০ (ক) অর্থাৎ, আধ্যাত্মিক দিক দিয়েই পরিতৃপ্ত। এক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয় হল এই যে, এই 'ধন্যবাদ-স্তুতিতে' এমন প্রার্থনা নেই যাতে রুটি ও আঙুররস খ্রিষ্টের দেহ-রক্ত হয়ে ওঠে; এর কারণ, 'দিদাখে' পুস্তিকা প্রবীণদের নয়, ভক্তদেরই উদ্দেশ করে শিক্ষা দেয়।

(খ) মথি ২৪:৩১।

(গ) অর্থাৎ, যে কেউ খ্রিষ্টবিশ্বাসী, সে খ্রিষ্টদেহ সাক্রামেন্ত গ্রহণ করার জন্য এগিয়ে আসুক; যে কেউ খ্রিষ্টবিশ্বাসী নয়, সে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করুক।

(ঘ) 'মারান্ আথা': আরামীয় বাক্য-বিশেষ যার অর্থই 'প্রভু আসছেন'; কিন্তু, উক্তিটা 'মারানা থা' বলেও ব্যবহৃত, যার অর্থ দাঁড়ায়, 'আমাদের প্রভু, এসো' (১ করি ১৬:২২; প্রকাশ ২২:২০)।

১১ (ক) যাঁদের কথা এখানে বলা হচ্ছে, তাঁরা ছিলেন সেই বারোজনের সহকারী ব্যক্তিবৃন্দ (ভূমিকা দ্রঃ)।

(খ) অর্থাৎ, তেমন পাপ হল পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধে পাপ, যা বিষয়ে মথি ১২:৩১ দ্রঃ।

(গ) হয়ত কৌমার্য সংক্রান্ত কিংবা প্রতীকমূলক কোন ধর্মানুষ্ঠান সংক্রান্ত শিক্ষার কথা বলা হচ্ছে।

১২ (ক) সাম ১১৮:২৬; মথি ২১:৯।

১৩ (ক) মথি ১০:১০।

(খ) নবী সেই প্রথমফল পাবার অধিকার রাখেন যা ইহুদী মহাযাজকগণের পাবার কথা।

১৪ (ক) মালাখি ১:১১। এউখারিস্তীয় যজ্ঞ তখনই শুদ্ধ যখন ভক্তজনদের মধ্যে ভ্রাতৃপ্রেম বিরাজ করে।

১৬ (ক) মথি ২৪:৪২-৪৪; লুক ১২:৩৫।

(খ) মথি ২৪:২৪।

(গ) মথি ২৪:১০।

(ঘ) মথি ২৪:১৩।

(ঙ) মথি ২৪:৩১।

(চ) জাখারিয়া ২৪:৫।

(ছ) মথি ২৪:৩০; ২৬:৬৪।

দিদাখে এর মূলপাঠ্য

ΔΙΔΑΧΗ ΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

Διδαχὴ κυρίου διὰ τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῖς ἔθνεσιν.

I

1. Ὁδοὶ δύο εἰσί, μία τῆς ζωῆς καὶ μία τοῦ θανάτου, διαφορὰ δὲ πολλὴ μεταξὺ τῶν δύο ὁδῶν.
2. Ἡ μὲν οὖν τῆς ζωῆς ἐστιν αὕτη· πρῶτον ἀγαπήσεις τὸν θεὸν τὸν ποιήσαντά σε, δεύτερον τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν· πάντα δὲ ὅσα ἐὰν θελήσῃς μὴ γίνεσθαί σοι, καὶ σὺ ἄλλῳ μὴ ποίει.

3. Τούτων δὲ τῶν λόγων ἡ διδαχή ἐστιν αὕτη· εὐλογεῖτε τοὺς καταρωμένους ὑμῖν καὶ προσεύχεσθε ὑπὲρ τῶν ἐχθρῶν ὑμῶν, νηστεύετε δὲ ὑπὲρ τῶν διωκότων ὑμᾶς· ποία γὰρ χάρις, ἐὰν ἀγαπᾶτε τοὺς ἀγαπῶντας ὑμᾶς; οὐχὶ καὶ τὰ ἔθνη τὸ αὐτὸ ποιοῦσιν; ὑμεῖς δὲ ἀγαπᾶτε τοὺς μισοῦντας ὑμᾶς, καὶ οὐχ ἕξετε ἐχθρόν. 4. ἀπέχου τῶν σαρκικῶν καὶ σωματικῶν ἐπιθυμιῶν· ἐὰν τίς σοι δῷ ῥάπισμα εἰς τὴν δεξιὰν σιαγόνα, στέψον αὐτῷ καὶ τὴν ἄλλην, καὶ ἔσῃ τέλειος· ἐὰν ἀγγαρεύσῃ σέ τις μίλιον ἕν, ὕπαγε μετ’ αυτοῦ δύο· ἐὰν ἄρῃ τις τὸ ἱμάτιόν σου, δὸς αὐτῳ καὶ τὸν χιτῶνα· ἐὰν λάβῃ τις ἀπὸ σοῦ τὸ σόν, μὴ ἀπαίτει· οὐδὲ γὰρ δύνασαι. 5. παντὶ τῷ αἰτοῦντί σε δίδου καὶ μὴ ἀπαίτεν· πᾶσι γὰρ θέλει δίδοσθαι ὁ πατὴρ ἐκ τῶν ἰδίων χαρισμάτων. μακάριος ὁ διδοὺς κατὰ τὴν ἐντολήν· ἀθῷος γάρ ἐστιν. οὐαὶ τῷ λαμβάνοντι τις, ἀθῷος ἔσται· ὁ δὲ μὴ χρείαν ἔχων ἔχων δώσει δίκην, ἱνατί ἔλαε καὶ εἰς τί· ἐν συνοωῇ δὲ γενόμενος ἐξετασθήσεται περὶ ὧν ἔπραξε, καὶ οὐκ ἐξελεύσεται ἐκεῖθεν, μέχρις οὗ ἀποδῷ τὸν ἔσχατον κοδράντην. 6. ἀλλὰ καὶ περὶ τούτου δὲ εἴρηται· Ἱδρωσάτω ἡ ἐλεημοσύνη σου εἰς τὰς χεῖρας σου, μέχρις ἂν γνῷς τίνι δῷς.

II

1. Δευτέρα δὲ ἐντολὴ τῆς διδαχῆς· 2. οὐ φονεύσεις, οὐ μοιχεύσεις, οὐ παιδοφθορήσεις, οὐ πορνεύσεις, οὐ κλέψεις, οὐ μαγεύσεις, οὐ φαρμακεύσεις, οὐ φονεύσεις τ́κνον ἐν φθορᾷ, οὐδὲ γεννηθὲν ἀποκτενεῖς, οὐκ ἐπιθυμήσεις τὰ τοῦ πλησίον. 3. οὐκ ἐπιορκήσεις, οὐ ψευδομαρτυρήσεις, οὐ κακολογήσεις, οὐ μνησικακήσεις. 4. οὐκ ἔσῃ διγνώμων οὐδὲ δίγλωσσος· παγὶς γὰρ θανάτου ἡ διγλωσσία. 5. οὐκ ἔσται ὁ λόγος σου ψευδής, οὐ κενός, ἀλλὰ μεμεστωμένος πράξει. 6. οὐκ ἔσῃ πλεονέκτης οὐδὲ ἅρπαξ οὐδὲ ὑποκριτὴς οὐδὲ κακοήθης οὐδὲ ὑπερήφανος. οὐ λήψῃ βουλὴν πονηρὰν κατὰ τοῦ πλησίον σου. 7. οὐ

μισήσεις πάντα ἄνθρώπον, ἀλλὰ οὓς μὲν ἐλέγξεις, περὶ δὲ ὧν προσεύξῃ, οὓς δὲ ἀγαπήσεις ὑπὲρ τὴν ψυχήν σου.

III

1. Τέκνον μου, φεῦγε ἀπὸ παντὸς πονηροῦ καὶ ἀπὸ παντὸς ὁμοίου αὐτου. 2. μὴ γίνου ὀργίλος, ὁδηγεῖ γὰρ ἡ ὀργὴ πρὸς τὸν φόνον, μηδὲ ζηλωτὴς μηδὲ ἐπιστικὸς μηδὲ θυμικός· ἐκ γὰρ τούτων ἁπάντων φόνοι γεννῶνται. 3. τέκνον μου, μὴ γίνου ἐπιθυμητής, ὁδηγεῖ γὰρ ἡ ἐπιθυμία πρὸς τὴν πορνείαν, μηδὲ αἰσψρολόγος μηδὲ υψηλόφθαλμος· ἐκ γὰρ τούτων ἁπαντων μοιχεῖαι γεννῶνται. 4. τέκνον μου, μὴ γίνου οἰωνοσκόκος, ἐπειδὴ ὁδηγεῖ εἰς τὴν είδωλολοατρίαν, μηδὲ ἐπαοιδὸς μηδὲ μαθηματικὸς μηδὲ περικαθαίρίαν, μηδὲ θέλε αὐτὰ βλέπειν· ἐκ γὰρ τοῦτων ἁπάντων εἰδωλολατρία γεννᾶται. 5. τέκνον μου, μῃ γίνου ψεύστης, ἐπειδὴ ὁδηγεῖ τὸ ψεῦσμα εἰς τὴν κλοπήν, μηδὲ φιλάργυρος μηδὲ κενόδοξος· ἐκ γὰρ τούτων ἁπάντων κλοπαὶ γεννῶνται. 6. τέκνον μου, μὴ γίνου γόγγυσος, ἐπειδὴ ὁδηγεῖ εἰς τὴν βλασφημίαν, μηδὲ αὐθάδης μηδὲ πονηρόφρων· ἐκ γὰρ τούτων ἁπάντων βλασφημίαι γεννῶνται. 7. ἴσθι δὲ πραΰς, ἐπεὶ οἱ πραεῖς κληρονομήσουσιν τὴν γῆν. 8. γίνου μακρόθυμος καὶ ἐλεήμων καὶ ἄκακος καὶ ἡσύχιος καὶ ἀγαθὸς καὶ τρέμων τοὺς λόγους διὰ παντός, οὓς ἤκουσας. 9. οὐχ ὑψώσεις σεαυτὸν οὐδὲ δώσεις τῇ ψυχῇ σου θράσος. οὐ κολληθήσεται ἡ ψυχή σου μετὰ ὑψηλῶν, ἀλλὰ μετὰ δικαίων καὶ ταπεινῶν ἀναστραφήσῃ. 10. τὰ συμβαίνοντά σοι ἐνεργήματα ὡς ἀγαθὰ προσδέξῃ, εἰδὼς ὅτι ἄτερ θεοῦ οὐδὲν γίνεται.

IV

1. Τέκνον μου, τοῦ λαλοῦντός σοι τὸν λόγον τοῦ θεοῦ μνησθήσῃ νυκτὸς καὶ ἡμέρας, τιμήσεις δὲ αὐτὸν ὡς

κύριον· ὅθεν γὰρ ἡ κυριότης λαλεῖται, ἐκεῖ κύριός ἐστιν. 2. ἐκζητήσεις δὲ καθ’ ἡμέραν τὰ πρόσωπα τῶν ἁγίων, ἵνα ἐπαναπαῇς τοῖς λόγοις αὐτῶν. 3. οὐ ποθήσεις σψίσμα, εἰρηνεύσεις δὲ μαχομένους· κρινεῖς δικαίως, οὐ λήψῃ πρόσωπον ἐλέγξαι ἐπὶ παραπτώμασιν. 4. οὐ διψυχήσεις, πότερον ἔσται ἢ οὔ.

5. Μὴ γίνου πρὸς μὲν τὸ λαβεῖν ἐκτείνων τὰς χεῖρας, πρὸς δὲ τὸ δοῦναι συσπῶν. 6. ἐὰν ἔχῃς διὰ τῶν χειρῶν σου, δώσεις λύτρωσιν ἁμαρτιῶν σου. 7. οὐ διστάσεις δοῦναι οὐδὲ διδοὺς γογγύσεις· γνώσῃ γάρ, τίς ἐστιν ὁ τοῦ μισθοῦ καλὸς ἀνταποδότης. 8. οὐκ ἀποστραφήσῃ τὸν ἐνδεόμενον, συγκοινωνήσεις δὲ πάντα τῷ ἀδελφῷ σοῦ καὶ οὐκ ἐρεῖς ἴδια εἶναι· εἰ γὰρ ἐν τῷ ἀθανάτῳ κοινωνοί ἐστε, πόσῳ μᾶλλον ἐν τοῖς θνητοῖς;

9. Οὐκ ἀρεῖς τὴν χεῖρα σου ἀπὸ τοῦ υἱοῦ σου ἢ ἀπὸ τῆς θυγατρός σου, ἀλλὰ ἀπὸ νεότητος διδάξεις τὸν φόβον τοῦ θεοῦ. 10. οὐκ ἐπιτάξεις δούλῳ σου ἢ παιδίσκῃ, τοῖς ἐπὶ τὸν αὐτὸν θεὸν ἐλπίζουσιν, ἐν πικρίᾳ σου, μήποτε οὐ μὴ φοβηθήσονται τὸν ἐπ’ ἀμφοτέροις θεόν· οὐ γὰρ ἔρχεται κατὰ πρόσωπον καλέσαι, ἀλλ’ ἐφ’ οὓς τὸ πνεῦμα ἡτοίμασεν. 11. ὑμεῖς δὲ οἱ δοῦλοι ὑποταγήσεσθε τοῖς κυρίοις ὑμῶν ὡς τύπτῳ θεοῦ ἐν αἰσχύνῃ καὶ φόβῳ.

12. Μισήσεις πᾶσαν ὑπόκρισιν καὶ πᾶν ὃ μὴ ἀρεστὸν τῷ κυρίῳ. 13. οὐ μὴ ἐγκαταλίπῃς ἐντολὰς κυρίου, φυλάξεις δὲ ἃ παρέλαβες, μήτε προστιθεὶς μήτε ἀφαιρῶν. 14. ἐν ἐκκλησίᾳ ἐξομολογήσῃ τὰ παραπτώματά σου, καὶ οὐ προσελεύσῃ ἐπὶ προσευχήν σου ἐν συνειδήσει πονηρᾷ· αὕτη ἐστὶν ἡ ὁδὸς τῆς ζωῆς.

V

1. Ἡ δὲ τοῦ θανάτου ὁδός ἐστιν αὕτη· πρῶτονπάντων πονηρά ἐστι καὶ κατάρας μεστή· φόνοι, μοιχεῖαι, ἐπιθυμίαι, προνεῖαι, κλοπαί, εἰδωλολατρίαι, μαγεῖαι, φαρμακίαι,

ἁρπαγαί, ψευδομαρτυριαι, ὑποκρίσεις, διπλοκαρδία, δόλος, ὑπερηφανία, κακία, αὐθάδεια, πλεονεξία, αἰσχρολογία, ζηλοτυπία, θρασύτης, ὕψος, ἀλαζονεία. 2. διῶκται ἀγαθῶν, μισοῦντες ἀληθειαν, ἀγαπῶντες ψεῦδος, οὐ γινώσκοντες μισθὸν δικαιοσύνης, οὐ κολλώμενοι ἀγαθῷ οὐδὲ κρίσει δικαίᾳ ἀρυπνοῦντες οὐκ εἰς τὸ ἀγαθόν, ἀλλ' εἰς τὸ πονηρόν· ὧν μακρὰν πραΰτης καὶ ὑπομονή, μάταια ἀγαπῶντες, διώκοντε ἀνταπόδομα, οὐκ ἐλεοῦντες πρωχόν, οὐ πονοῦντες ἐπὶ καταπονουμένῳ, οὐ γινώσκοντες τὸν ποιήσαντα αὐτούς, φονεῖς τέκνων, γινώσκοντες τὸν ποιήσαντα αὐτούς, φονεῖς τέκνων, φθορεῖς πλάσματος θεοῦ, ἀποστρεφόμενοι τὸν ἐνδεόμενον, καταπονοῦντες τὸν θλιβόμενον, πλουσίων παράκλητοι, πενήτων ἄνομοι κριταί, πανθαμάρτητοι· ῥυσθείητε, τέκνα, ἀπὸ τούτων ἁπάντων.

VI

1. Ὅρα, μὴ τίς σε πλανήσῃ ἀπὸ ταύτης τῆς ὁδοῦ τῆς διδαχῆς, ἐπεὶ παρεκτὸς θεοῦ σε διδάσκει. 2. εἰ μὲν γὰρ δύνασαι βαστάσαι ὅολον τὸν ζυγὸν τοῦ κυρίου, τέλειος ἔσῃ· εἰ δ' οὐ δύνασαι, ὃ δύνῃ, τοῦτο ποίει. 3. περὶ δὲ τῆς βρώσεως, ὃ δύνασαι βάστασον· ἀπὸ δὲ τοῦ εἰδωλοθύτου λίαν πρόσεχε· λατρεία γάρ ἐστι θεῶν νεκρῶν.

VII

1. Περὶ δὲ τοῦ βαπτίσματος, οὕτω βαπτίσατε· ταῦτα πάντα πρειπόντες, βαπτίσατε εἰς τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος ἐν ὕδατι ζῶντι. 2. ἐὰν δὲ μὴ ἔχῃς ὕδωρ ζῶν, εἰς ἄλλο ὕδωρ βάπτισον· εἰ δ' οὐ δύνασαι ἐν ψυχρῷ, ἐν θερμῷ. 3. ἐὰν δὲ ἀμφότερα μὴ ἔχῃς, ἔκχεον εἰς τὴν κεφαλὴν τρὶς ὕδωρ εἰς ὄνομα πατρὸς καὶ υἱοῦ καὶ ἁγίου πνεύματος. 4. πρὸ δὲ τοῦ βαπτίσμος προνηστευσάτω

ὁ βαπτίζων καὶ ὁ βαπτιζόμενος καὶ εἴ τινες ἄλλοι δύναται· κελεύεις δὲ νηστεῦσαι τὸν βαπτιζόμενον πρὸ μιᾶς ἢ δύο.

VIII

1. Αἱ δὲ νηστεῖαι ὑμῶν μὴ ἔστωσαν μετὰ τῶν ὑποκριτῶν. νηστεύουσι γὰρ δευτέρα σαββάτων καὶ πέμτῃ· ὑμεῖς δὲ νηστεύσατε τετράδα καὶ παρασκευήν. 2. μηδὲ προσεύχεσθε ὡς οἱ ὑποκριταί, ἀλλ' ὡς ἐκέλευσεν ὁ κύριος ἐν τῷ εὐαγγελίῳ αὐτοῦ, οὕτω προσεύχεσθε· Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τῷ οὐρανῷ, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου, ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου, γενηθήτω τὸ θέλημά σου ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς· τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸ ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς οφειλέταις ἡμῶν, καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ· ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας. 3. τρὶς τῆς ἡμέρας οὕτω προσεύχεσθε.

IX

1. Περὶ δὲ τῆς εὐχαριστίας, οὕτως εὐχαριστήσατε· 2. πρῶτον περὶ τοῦ ποτηρίον· Εὐχαριστοῦμεν σοι, πάτερ ἡμῶν, ὑπὲρ τῆς ἁγίας ἀμπέλον Δαυεὶδ τοῦ παιδός σου· σοὶ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας. 3. περὶ δὲ τοῦ κλάσμος· Εὐχαριστοῦμέν σοι, πάτερ ἡμῶν, ὑπὲρ τῆς ζωῆς καὶ γνώσεως, ἧς ἐγνώρισας ἡμῖν διὰ Ἰησοῦ τοῦ παιδός σου. σοὶ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας. 4. ὥσπερ ἦν τοῦτο τὸ κλάσμα διεσκορπισμένον ἐπάνω τῶν ὀρέων καὶ συναχθὲν ἐγένετο ἕν, οὕτω συναχθήτω σου ἡ ἐκκλησία ἀπὸ τῶν περάτων τῆς γῆς εἰς τὴν σὴν βασιλείαν. ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ δόξα καὶ ἡ δύναμις διὰ Ἰησοῦ εἰς τοὺς αἰῶνας. 5. μηδεὶς δὲ φαγέτω μηδὲ πιέτω ἀπὸ τῆς εὐχαριστίας ὑμῶν, ἀλλ' οἱ βαπτισθέντες εἰς ὄνομα κυρίου· καὶ γὰρ περὶ τούτου εἴρηκεν ὁ κύριος· Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσί.

X

1. Μετὰ δὲ τὸ ἐμπλησθῆσαι οὗτως εὐχαριστήσατε· 2. Εὐχαριστοῦμέν σοι, πάτερ ἅγιε, ὑπὲρ τοῦ ἁγίου ὀνόματος σου, οὗ κατεσκήνωσας ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν, καὶ ὑπὲρ τῆς γνώσεως καὶ πίστεως καὶ ἀθανασίας ἡμῖν διὰ Ἰησοῦ τοῦ παιδός σου· σοὶ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας. 3. σύ, δέσποτα παντοκράτορ, ἔκτισας τὰ πάντα ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου, τροφήν τε καὶ ποτὸν ἔδωκας τοῖς ἀνθρώποις εἰς ἀπόλαυσιν, ἵνα σοι εὐχαριστήσωσιν, ἡμῖν δὲ ἐχαρίσω πνευματικὴν τροφὴν καὶ ποτὸν καὶ ζωὴν αἰώνιον διὰ τοῦ παιδός σου. 4. πρὸ πάντων εὐχαριστοῦμέν σοι, ὅτι δυνατὸς εἶ· σοὶ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας. 5. μνήσθητι, κύριε, τῆς ἐκκλησίας σου, τοῦ ῥύσασθαι αὐτὴν ἐν τῇ ἀγάπῃ σου, καὶ σύναξον αὐτὴν ἀπὸ τῶν τεσσάρων ἀνέμων, τὴν ἁγιασθεῖσαν, εἰς τὴν σὴν βασιλείαν, ἣν ἡτοίμασας αὐτῇ· ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας. 6. ἐλθέτω χάρις καὶ παρελθέτω ὁ κόσμος οὗτος. Ὡσαννὰ τῷ θεῷ Δαείδ. εἴ τις ἅγιός ἐστιν, ἐρχέθω· εἴ τις οὐκ ἔστι, μετανοείτω· μαρὰν ἀθά· ἀμήν. 7. τοῖς δὲ προφήταις ἐπιτρέπετε εὐχαριστεῖν ὅσα θέλουσιν.

XI

1. Ὃς ἂν οὖν ἐλθὼν διδάξῃ ὑμᾶς ταῦτα πάντα τὰ προειρημένα, δέξασθε αὐτόν· 2. ἐὰν δὲ αὐτὸς ὁ διδάσκων στραφεὶς διδάσκῃ ἄλλην διδαχὴν εἰς τὸ καταλῦσαι, μὴ αὐτοῦ ἀκούσητε· εἰς δὲ τὸ προσθεῖναι δικαοσύνην καὶ γνῶσιν κυρίου, δέξασθε αὐτὸν ὡς κύριον.

3. Περὶ δὲ τὼν ἀποστόλων καὶ προπητῶν, κατὰ τὰ δόγμα τοῦ εὐαγγελίου οὔτω ποιήσατε. 4. πᾶς δὲ ἀπόστολος ἐρχόμενος πρὸς ὑμᾶς δεχθήτω ὡς κύριος· 5. οὐ μενεῖ δὲ εἰ μὴ ἡμέραν μίαν· ἐὰν δὲ ᾖ χρεία, καὶ τὴν ἄλλην· τρεῖς δὲ ἐὰν μείνῃ, ψευδοπροφήτης ἐστίν. 6. ἐρχόμενος δὲ ὁ

ἀπόστολος μηδὲν λαμβανέτω εἰ μὴ ἄρτον, ἕως οὗ αὐλισθῇ· ἐὰν δὲ ἀργυριον αἰτῇ, ψευδοπροφήτης ἐστί.
7. Καὶ πάντα προφήτην λαλοῦντα ἐν πνεύματι οὐ πειράσετε οὐδὲ διακρινεῖτε· πᾶσα γὰρ ἁμαρτία ἀφεθήσεται, αὕτη δὲ ἡ ἁμαρτία οὐκ ἀφεθήσεται. 8. οὐ πᾶς δὲ ὁ λαλῶν ἐν πνεύματι προφήτης ἐστίν, ἀλλ' ἐὰν ἔχῃ τοὺς τρόπους κυρίου. ἀπὸ οὖν τῶν τρόπων γνωσθήσεται ὁ ψευδοπροφήτης καὶ ὁ προφήτης. 9. καὶ πᾶς προφήτης ὁριζων τράπεζαν ἐν πνεύματι οὐ φάγεται ἀπ' αὐτῆς, εἰ δὲ μήγε ψευδοπροφήτης ἐστί. 10. πᾶς δὲ προφήτης διδάσκων τὴν ἀληθειαν, εἰ ἃ διδάσκει οὐ ποιεῖ, ψευδοπρφήτης ἐστί. 11. πᾶς δὲ προφήτης δεδοκιμασμένος, ἀληθινός, ποιῶν εἰς μυστήριον κοσμικὸν ἐκκλησίας, μὴ διδάσκων δὲ ποιεῖν, ὅσα αὐτὸς ποιεῖ, οὐ κριθήσεται ἐφ' ὑμῶν· μετὰ θεοῦ γὰρ ἔχει τὴν κρίσιν· ὡσαύτως γὰρ ἐποίησαν καὶ οἱ ἀρχαῖοι προφῆται. 12. ὃς δ' ἂν εἴπῃ ἐν πνεύματι· δός μοι ἀργύρια ἢ ἕτερά τινα, οὐκ ἀκούσεσθε αὐτοῦ· ἐὰν δὲ περὶ ἄλλων ὑστερούντων εἴπῃ δοῦναι, μηδεὶς αὐτὸν κρινέτω.

XII

1. Πᾶς δὲ ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι κυρίου δεχθήτω· ἔπειτα δὲ δοκιμάσαντες αὐτὸν γνώσεσθε, σύνεσιν γὰρ ἕξετε δεξιὰν καὶ ἀριστεράν. 2. εἰ μὲν παρόδιός ἐστιν ὁ ἐρχόμενος, βοηθεῖτε αὐτῷ, ὅσον δύνασθε· οὐ μενεῖ δὲ πρὸς ὑμᾶς εἰ μὴ δύο ἢ τρεῖς ἡμέρας, ἐὰν ᾖ ἀνάγκη. 3. εἰ δὲ θέλει πρὸς ὑμᾶς καθῆσθαι, τεχνίτης ὤν, ἐργαζέσθω καὶ φαγέτω. 4. εἰ δὲ οὐκ ἔχει τέχνην, κατὰ τὴν σύνεσιν ὑμῶν προνοήσατε, πῶς μὴ ἀργὸς μεθ' ὑμῶν ζήσεται Χριστιανός. 5. εἰ δ' οὐ θέλει οὑτω ποιεῖν, χριστέμπρός ἐστι· προσέχετε ἀπὸ τῶν τοιούτων.

XIII

1. Πᾶς δὲ προφήτης ἀληθινὸς θέλων καθῆσθαι πρὸς ὑμᾶς ἄξιός ἐστι τῆς τροφῆς αὐτοῦ. 2. ὡσαύτως διδάσκαλος ἀληθινός ἐστιν ἄξιος καὶ αὐτὸς ὥσπερ ὁ ἐργάτης τῆς τροφῆς αὐτοῦ. 3. πᾶσαν οὖν ἀπαρχὴν γεννημάτων ληνοῦ καὶ ἅλωνος, βοῶν τε καὶ προβάτων λαβὼν δώσεις τὴν ἀπαρχὴν τοῖς προφήταις· αὐτοὶ γάρ εἰσιν οἱ ἀρχιερεῖς ὑμῶν. 4. ἐὰν δὲ μὴ ἔχητε προφήτην, δότε τοῖς πτωχοῖς. 5. ἐὰν σιτίαν ποιῇς, τὴν ἀπαρχὴν λαβὼν δὸς κατὰ τὴν ἐντολήν. 6. ὡσαύτως κεράμιον οἴνου ἢ ἐλαίου ἀνοίξας, τὴν ἀπαρχὴν λαβὼν δὸς τοῖς προφήταις· 7. ἀργυρίου δὲ καὶ ἱματισμοῦ καὶ παντὸς κτήματος λαβὼν τὴν ἀπαρχήν, ὡς ἂν σοι δόξῃ, δὸς κατὰ τὴν ἐντολήν.

XIV

1. Κατὰ κυριακὴν δὲ κυρίου συναχθέντες κλάσατε ἄρτον καὶ εὐχαριστήσατε, προεξομολογησάμενοι τὰ παραπτώματα ὑμῶν, ὅπως καθαρὰ ἡ θυσία ὑμῶν ᾖ. 2. πᾶς δὲ ἔχων τὴν ἀμφιβολίαν μετὰ τοῦ ἑταίρου αὐτοῦ μὴ συνελθέτω ὑμῖν, ἕως οὗ διαλλαγῶσιν, ἵνα μὴ κοινωθῇ ἡ θυσία ὑμῶν. 3. αὕτη γάρ ἐστιν ἡ ῥηθεῖσα ὑπὸ κυρίου· Ἐν παντὶ τόπῳ καὶ χρόνῳ προσφέρειν μοι θυσίαν καθαράν. ὅτι βασιλεὺς μέγας εἰμί, λέγει κύριος, καὶ τὸ ὄνομά μου θαυμαστὸν ἐν τοῖς ἔθνεσι.

XV

1. Χειροτονήσατε οὖν ἑαυτοῖς ἐπισκόπους καὶ διακόνους ἀξίους τοῦ κυρίου, ἄνδρας πραεῖς καὶ ἀφιλαργύρους καὶ ἀληθεῖς καὶ δεδοκιμασμένους· ὑμῖν γὰρ λειτουργοῦσι καὶ αὐτοὶ τὴν λειτουργίαν τῶν προφητῶν καὶ διδασκάλων. 2. μὴ οὖν ὑπερίδητε αὐτούς· αὐτοὶ γάρ εἰσιν οἱ τετιμημένοι ὑμῶν μετὰ τῶν προφητῶν καὶ διδασκάλων.

3. Ἐλέγχετε δὲ ἀλλήλους μὴ ἐν ὀργῇ, ἀλλ’ ἐν εἰρήνῃ ὡς ἔχετε ἐν τῷ εὐαγγελίῳ· καὶ παντὶ ἀστοχοῦντι κατὰ τοῦ ἑτέρου μηδεὶς λαλείτω μηδὲ παρ’ ὑμῶν ἀκουέτω, ἕως οὗ μετανοήσῃ. 4. τὰς δὲ εὐχὰς ὑμῶν καὶ τὰς ἐλεημοσύνας καὶ πάσας τὰς πράξεις οὕτω ποιήσατε, ὡς ἔχετε ἐν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ κυρίου ἡμῶν.

XVI

1. Γρηγορεῖτε ὑπὲρ τῆς ζωῆς ὑμῶν· οἱ λύχνοι ὑμῶν μὴ σβεσθήτωσαν, καὶ αἱ ὀσφύες ὑμῶν μὴ ἐκλυέσθωσαν, ἀλλὰ γίνεσθε ἕτοιμοι· οὐ γὰρ οἴδατε τὴν ὥραν, ἐν ᾖ ὁ κύριος ἡμῶν ἔρχεται. 2. πυκνῶς δὲ συναχθήσεσθε ζητοῦντες τὰ ἀνήκοντα ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν· οὐ γὰρ ὠφελήσει ὑμᾶς ὁ πᾶς χρόνος τῆς πίστεως ὑμῶν, ἐὰν μὴ ἐν τῷ ἐσχάτῳ καιρῷ τελειωθῆτε. 3. ἐν γὰρ ταῖς ἐσχάταις ἡμέραις πληθυνθήσονται οἱ ψευδοπροφῆται καὶ οἱ φθορεῖς, καὶ στραφήσονται τὰ πρόβατα εἰς λύκους, και ἡ ἀγάπη στραφήσεται εἰς μῖσος. 4. αὐξανούσης γὰρ τῆς ἀνομίας μισήσουσιν ἀλλήλους καὶ διώξουσι καὶ παραδώσουσι, καὶ τότε φανήσεται ὁ κοσμοπλανὴς ὡς υἱὸσ θεοῦ, καὶ ποιήσει σημεῖα καὶ τέρατα, καὶ ἡ γῆ παραδοθήσεται εἰς χεῖρας αὐτοῦ, καὶ ποιήσει ἀθέμιτα, ἃ οὐδέποτε γέγονεν ἐξ αἰῶνος. 5. τότε ἥξει ἡ κτίσις τῶν ἀντρώπων εἰς τὴν πύρωσιν τῆς δοκιμασίας, καὶ σκανδαλισθήσονται πολλοὶ καὶ ἀπολοῦνται, οἱ δὲ ὑπομείναντες ἐν τῇ πίστει αὐτῶν σωθήσονται ὑπ’ αὐτου τοῦ καταθέματος. 6. καὶ τότε φανήσεται τὰ σημεῖα τῆς ἀληθείας· πρῶτον σημεῖον ἐκπετάσεως ἐν οὐρανῷ, εἶτα σημεῖον φωνῆς σάπιγγος, καὶ τὸ τρίτον ἀνάστασις νεκρῶν. 7. οὐ πάντων δέ, ἀλλ’ ὡς ἐρρέθη· Ἥξει ὁ κύριος καὶ πάντες οἱ ἅγιοι μετ’ αὐτοῦ. 8. τότε ὄψεται ὁ κόσμος τὸν κύριον ἐρχόμενον ἐπάνω τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ.

করিন্থীয়দের কাছে ক্লেমেণ্টের প্রথম পত্র

প্রৈরিতিক পিতৃগণের লেখা পড়ে আমরা লক্ষ করি বিভিন্ন স্থানীয় মণ্ডলীর মধ্যে গভীর একাত্মতা বিরাজ করত: এক একটি স্থানীয় মণ্ডলী প্রেরিতদূতদের প্রচারিত সত্যসমূহ বজায় রাখত, নিজেদের মধ্যে খবরাখবর রাখত, ভ্রমণকারী খ্রিষ্টভক্তদের প্রতি আন্তরিক আতিথেয়তা ব্যক্ত করত, নানা স্থানীয় মণ্ডলীর বিশপদের মধ্যে ভ্রাতৃসুলভ ঐক্য উজ্জ্বলই ছিল।

যদিও এই একাত্মতা অনস্বীকার্য তবু একথাও স্বীকার করা বাঞ্ছনীয় যে, বিশেষ একটি স্থানীয় মণ্ডলী—রোম মণ্ডলীই—ছিল তেমন একাত্মতার কেন্দ্রবিন্দু স্বরূপ, যেহেতু রোম মণ্ডলীর বিশপ ছিলেন প্রেরিতদূতদের প্রধান সেই পিতরের উত্তরসূরী, আর তাই বলে সকল স্থানীয় মণ্ডলীর প্রতি যত্নপূর্ণ দৃষ্টি রাখা তাঁরই বিশেষ অধিকার ও দায়িত্ব।

এই পত্রের লেখক যিনি, সেই ক্লেমেণ্ট ছিলেন রোম মণ্ডলীতে পিতরের তৃতীয় উত্তরসূরী, অর্থাৎ বিশ্বমণ্ডলীর চতুর্থ পোপ (৮৮-৯৯ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত), আর তিনি এই পত্র লিখলেন বিশ্বমণ্ডলীর একাত্মতা রক্ষার করার উদ্দেশ্যে। দ্বিতীয় শতাব্দীতে সাধু ইরেনেউস এবিষয়ে লেখেন: ‘ক্লেমেণ্ট পোপ হওয়ার সময়ে করিন্থ মণ্ডলীতে তীব্র অমিল দেখা দেয়; তাই রোম মণ্ডলী তাদের মধ্যে শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য, তাদের বিশ্বাস ও প্রেরিতদূতদের কাছ থেকে তাদের গ্রহণ করা শিক্ষাবাণী পুনর্জাগরিত করার জন্য তাদের কাছে অধিক গুরুত্বপূর্ণ একটি পত্র লেখে।’ লক্ষণীয় বিষয় হল এই যে, পত্র লেখার সময়ে (সম্ভবত ৯৬ খ্রিষ্টাব্দ) প্রেরিতদূত যোহন তখনও জীবিত ছিলেন।

পত্রটি পড়ে আমরা ক্লেমেণ্টের ব্যক্তিত্ব বিষয়ে কিছুটা জানতে পারি: যথেষ্ট মনোবলের মানুষ হয়েও তিনি উদার মনোভাব প্রকাশ করেন; করিন্থীয়দের কাছে তাঁর পরামর্শগুলোতে এমন বাস্তবমুখী প্রজ্ঞা ও নিরপেক্ষতাও প্রকাশ পায় যা তাঁকে অসাধারণ গুণসম্পন্ন শাসনকর্তা বলে চিহ্নিত করে। পবিত্র বাইবেলের সঙ্গে তিনি যথেষ্ট পরিচিত, এবং সেকালের খ্রিষ্টীয় লেখকদের মত তিনিও পুরাতন নিয়মকে এমন ভাববাণী বা পূর্বচ্ছবি বলে জ্ঞান করেন যা নূতন নিয়মে পূর্ণতা লাভ করল।

সূচীপত্র

অধ্যায়ঃ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬ ২৭ ২৮ ২৯ ৩০ ৩১ ৩২ ৩৩ ৩৪ ৩৫ ৩৬ ৩৭ ৩৮ ৩৯ ৪০ ৪১ ৪২ ৪৩ ৪৪ ৪৫ ৪৬ ৪৭ ৪৮ ৪৯ ৫০ ৫১ ৫২ ৫৩ ৫৪ ৫৫ ৫৬ ৫৭ ৫৮ ৫৯ ৬০ ৬১ ৬২ ৬৩ ৬৪ ৬৫

রোমে প্রবাসী ঈশ্বরমণ্ডলী করিন্থে প্রবাসী ঈশ্বরমণ্ডলীর সমীপে, তথা যারা আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছা দ্বারা আহূত ও পবিত্রীকৃত, তাদের সমীপে: যিশু খ্রিষ্টের মধ্য দিয়ে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কাছ থেকে অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের উপর শতগুণে বর্ষিত হোক।

১ [১] প্রিয়জনেরা, আকস্মিক দুর্ঘটনা ও অবিরত দুর্দশা আমাদের উপর এসে পড়েছে বিধায় (ক) আমরা মনে করি, তোমাদের মধ্যে যে সমস্ত বিষয়ে তর্কাতর্কি চলছে সেদিকে মনোযোগ দিতে অধিক দেরি করেছি—সেই জঘন্য ও অপবিত্র বিভেদ যা ঈশ্বরের মনোনীতজনদের মোটেই মানায় না, সেই বিভেদ যা দুর্দন্ত ও দাম্ভিক অল্পজন লোক এমন উন্মত্ততার পর্যায়ে জ্বালিয়ে তুলেছে যে তোমাদের সেই সম্মানিত ও সুপরিচিত নাম যা সকল মানুষের ভক্তির পাত্র হবার যোগ্য কলঙ্কিত হয়েছে।

[২] কেননা কেইবা তোমাদের মধ্যে থেকে তোমাদের সদ্‌গুণ ও দৃঢ় বিশ্বাসের প্রমাণ পায়নি? কেইবা তোমাদের নম্র ও মার্জিত খ্রিষ্টভক্তির আদর্শ দেখেনি? কেইবা তোমাদের উদার আতিথ্য-বোধের (খ) গুণকীর্তন করেনি? আর কেইবা তোমাদের নিখুঁত ও নিশ্চিত ধর্মজ্ঞান ধন্য করেনি?

[৩] তোমরা তো এসব কিছু পক্ষপাত না করেই করেছ, এবং তোমাদের ধর্মনেতাদের অধীন হয়ে (গ) ও তোমাদের প্রবীণদের প্রতি (ঘ) উপযুক্ত সম্মান দেখিয়ে ঈশ্বরের বিধিনিয়মে এগিয়ে চলেছ। যুবকদের কাছে তোমরা আত্মসংযম ও সততার কথা উপস্থাপন করতে; মহিলাদের কাছে তোমরা নির্দেশবাণী দিতে তারা যেন স্বামীকে যথার্থভাবে ভালবেসে অনিন্দনীয়, সৎ ও পবিত্র বিবেকের সঙ্গে সবকিছু করে; তোমরা

তাদের এ শিক্ষাও দিয়েছ, তারা যেন বাধ্যতা-নিয়মের প্রতি বিশ্বস্ত থেকে ও সততা সম্পূর্ণরূপে বজায় রেখে দায়িত্বশীল ভাবে ঘরের সেবাযত্ন করে যায়।

২ [১] তোমরা সকলে ছিলে নম্রহৃদয়, অসার দম্ভ থেকে মুক্ত; কোন দাবি না রেখে তোমরা বরং বাধ্যই ছিলে; পাবার চেয়ে দিতেই অধিক ইচ্ছুক ছিলে (ক)। তোমরা খ্রিষ্টের ব্যবস্থা নিয়ে খুশিই ছিলে, তাঁর বাণীর প্রতি মনোযোগী হয়ে নিজেদের অন্তরে তা গেঁথে রাখছিলে, ও তাঁর যন্ত্রণাভোগের কথা সবসময় তোমাদের চোখের সামনে ছিল (খ)। [২] তাই সকলকে গভীর ও উদার শান্তি (গ) দেওয়া হচ্ছিল, ভালোর জন্য তোমাদের অতৃপ্তিময় আকাঙ্ক্ষা ছিল, ও সকলের উপর পবিত্র আত্মা পূর্ণ মাত্রায় সঞ্চারিত ছিলেন। [৩] তোমরা পুণ্য সঙ্কল্পে পূর্ণ ছিলে, ও ভক্তিপূর্ণ আস্থার সঙ্গে ভালোর বাসনায় সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের প্রতি হাত প্রসারিত করছিলে (ঘ), তাঁকে অনুরোধ করছিলে তোমরা অনিচ্ছাকৃত পাপ করলেও তিনি যেন তোমাদের প্রতি করুণাময় হন। [৪] তোমরা দিনরাত সমগ্র ভ্রাতৃত্বের জন্য ব্যস্ত ছিলে, যাতে তাঁর মনোনীতদের সংখ্যা দয়া ও করুণার খাতিরে পরিত্রাণ পেতে পারে (ঙ)। [৫] তোমরা সরল সোজা ছিলে, পরস্পরের প্রতি তোমাদের কোন কুচিন্তা ছিলই না। [৬] যত বিভেদ ও বিচ্ছেদ তোমাদের কাছে জঘন্যই ছিল; প্রতিবেশীর ত্রুটিতে তোমরা শোক করছিলে, তাদের ভুল নিজেরই বলে মনে করছিলে। [৭] *যে কেন সৎকর্মের জন্য প্রস্তুত হয়ে* (চ) তোমাদের যে কোন প্রকার সৎকাজ করার জন্য কখনও দুঃখ করতে হয়নি। [৮] পুণ্য ও মর্যাদাপূর্ণ নাগরিকতায় সুসজ্জিত হয়ে তোমরা ঈশ্বরভীতিতে সবকিছু করছিলে; প্রভুর আজ্ঞা ও বিধি সকল তোমাদের হৃদয়-ফলকেই লিপিবদ্ধ ছিল।

৩ [১] তোমাদের যত গৌরব ও আত্মিক উন্নতি দেওয়া হয়েছিল, অথচ যা লেখা আছে তা এবার পূর্ণতা লাভ করেছে, *আমার প্রিয়জন পান-আহার করে স্ফীত হল, মোটা-সোটা হয়ে লাথি মারল* (ক)। [২] এ থেকেই উৎপন্ন হল ঈর্ষা ও হিংসা, বিবাদ ও বিভেদ, নির্যাতন ও বিশৃঙ্খলা, সংগ্রাম ও বন্দিদশা। [৩] এভাবে নিকৃষ্টরা সম্মাননীয়দের বিরুদ্ধে, অযোগ্যরা যোগ্যদের বিরুদ্ধে, নির্বোধেরা বুদ্ধিমানদের বিরুদ্ধে, ও তরুণেরা প্রবীণদের (খ) বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল। [৪] এজন্য ধর্মময়তা ও শান্তি দূরে সরে গেল,

কেননা এক একজন ঈশ্বরভীতি ছেড়ে দিয়েছে, ঈশ্বরবিশ্বাসে দুর্বল হয়েছে, তাঁর আদিষ্ট পথে চলে না, ও খ্রিষ্টীয় নাগরিকতার যোগ্য আচরণ করে না, বরং যে হিংসা দ্বারা মৃত্যুও এজগতে প্রবেশ করেছিল (গ), তেমন অধর্মময় ও ভক্তিহীন হিংসা পুনরায় জাগরিত করে এক একজন নিজ নিজ দুষ্ট হৃদয়ের কামনা অনুসারেই চলছে।

৪ [১] কেননা শাস্ত্রে বলে, *কিছুদিন পর এমনটি ঘটল যে, কাইন ভূমির ফল প্রভুর কাছে অর্ঘ্যরূপে উৎসর্গ করল। আবেলও নিজের পশুপালের প্রথমজাত কয়েকটা শাবককে ও তাদের চর্বি উৎসর্গ করল।* [২] *প্রভু আবেলের প্রতি ও তার অর্ঘ্যের প্রতি মুখ তুলে চাইলেন, কিন্তু কাইন ও তার অর্ঘ্যের প্রতি মুখ তুলে চাইলেন না;* [৩] *তাতে কাইন অধিক রেগে উঠল, তার মুখ বিষণ্ন হল।* [৪] *প্রভু কাইনকে বললেন, তোমার এই রাগ কেন? তোমার মুখ বিষণ্ন কেন? তুমি যখন অর্ঘ্য সঠিকভাবে উৎসর্গ করেছ কিন্তু অংশগুলো সঠিকভাবে ভাগ করনি, তখন কি তোমার পাপ হয়নি?* [৫] *ক্ষান্ত হও, তোমার উপহার তোমাকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে, আর তুমি তা নিয়ে যা খুশি তা-ই করবে।* [৬] *তখন কাইন ভাই আবেলকে বলল, এসো, মাঠে যাই। আর তারা মাঠে গেলে কাইন তাঁর ভাই আবেলকে আক্রমণ করে হত্যা করল* (ক)।

[৭] ভাই, তোমরা তো দেখতে পাচ্ছ, কেমন করে ঈর্ষা ও হিংসাই ভ্রাতৃহত্যা জন্মাল। [৮] ঈর্ষার কারণে আমাদের পিতা যাকোব নিজ ভাই এসৌয়ের সামনে থেকে পালিয়ে গেলেন। [৯] ঈর্ষার জন্য যোসেফ মৃত্যু পর্যন্ত নির্যাতিত হলেন ও দাসত্বের হাতে এসে পড়লেন। [১০] *কে তোমাকে আমাদের উপরে নেতা ও বিচারকর্তা করে নিযুক্ত করেছে? তুমি যেমন সেই মিশরীয়কে হত্যা করেছ, তেমনি কি আমাকেও হত্যা করতে চাও?* (খ) নিজ বংশের মানুষের তেমন ঈর্ষার কথা শুনে মোশি মিশররাজ ফারাওর সামনে থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হলেন। [১১] ঈর্ষার ফলে আরোন ও মারীয়াকে (গ) শিবিরের বাইরে বসে থাকতে হল (ঘ)। [১২] ঈশ্বরের দাস মোশির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল বিধায় ঈর্ষাই দাথান ও আবিরামকে জিয়ন্তই পাতালে নিয়ে গেল (ঙ)। [১৩] ঈর্ষার জন্যই দাউদ বিদেশীদের ঘৃণা শুধু নয়, ইস্রায়েলের রাজা শৌলের হাতে নির্যাতনও ভোগ করলেন (চ)।

৫ [১] কিন্তু এসো, প্রাচীনকালের দৃষ্টান্ত ছেড়ে আমাদের কাছাকাছি বীরপুরুষদের দৃষ্টান্তের কথায় আসি; এসো, আমাদের নিজ যুগের যোগ্যতম দৃষ্টান্তের কথা তুলে ধরি। [২] ঈর্ষা ও হিংসার জন্যই মণ্ডলীর সর্বোত্তম ও সর্বন্যায়বান স্তম্ভগুলি নির্যাতিত হলেন ও মৃত্যু পর্যন্ত লড়াই করলেন (ক)। [৩] এসো, উত্তম প্রেরিতদূতদের কথা চোখের সামনে তুলে ধরি, [৪] অধর্মময় ঈর্ষার কারণে পিতর দু' একটা শুধু নয়, বহু পরীক্ষাই সহ্য করলেন, আর এভাবে সাক্ষ্যমরণ বরণ করে তাঁর যোগ্য গৌরবময় স্থানে পৌঁছলেন। [৫] পরের ঈর্ষা ও বিভেদের কারণে পল সহিষ্ণুতার আদর্শ দিলেন: [৬] তাঁকে সাত বার শেকলাবদ্ধ হতে হল, পলাতক হতে হল, তাঁকে পাথর ছুড়ে মারা হল, আর এভাবে পুব-পশ্চিমে প্রচারক হয়ে তিনি তাঁর বিশ্বাসের জন্য সুনাম অর্জন করলেন। [৭] তিনি সারা জগতে ধর্মময়তার কথা প্রচার করলেন, ও পাশ্চাত্য দেশের প্রান্তসীমায় গিয়ে (খ) শাসনকর্তাদের সামনে সাক্ষ্যমরণ বরণ করলেন; এভাবে সহিষ্ণুতার সর্বোত্তম আদর্শ হয়ে উঠে তিনি এজগৎ ছেড়ে পবিত্রধামে পৌঁছলেন।

৬ [১] এই যে সকল মানুষ পুণ্য জীবন যাপন করলেন, তাঁদের সঙ্গে মনোনীতদের এক বিরাট দল যোগ করা হয়েছে যারা ঈর্ষার কারণে বহু ও তীব্র নিপীড়ন ভোগ করে আমাদের কাছে সহিষ্ণুতার শ্রেষ্ঠ আদর্শ রেখে গেলেন। [২] ঈর্ষার জন্য আমাদের নারীরা সেই দানাইদীয় ও দির্সীয় নারীদের মত (ক) হিংস্র ও জঘন্য পীড়ন সহ্য করে নির্যাতিত হল; দেহে দুর্বল হয়েও তারা বিশ্বাসের দৌড় দৃঢ়তার সঙ্গে দৌড়োল ও উৎকৃষ্ট পুরস্কার লাভ করল।

[৩] ঈর্ষা স্বামী থেকে স্ত্রীদের দূর করে দিল ও আমাদের পিতা আব্রাহামের সেই উক্তি অর্থশূন্য করে দিল যা অনুসারে *এ আমার হাড়ের হাড় ও আমার মাংসের মাংস* (খ)। [৪] ঈর্ষা ও বিভেদ মহা মহা নগর ধ্বংস করে দিল ও মহা মহা জাতি উৎপাটন করল।

৭ [১] প্রিয়জনেরা, আমরা এসব কিছু লিখছি শুধু তোমাদেরই চেতনা দেবার জন্য নয়, বরং আমাদের নিজেদেরও জন্য, কেননা আমরা একই লড়াইক্ষেত্রে রয়েছি, ও একই লড়াই আমাদের সামনে উপস্থিত (ক)। [২] সেজন্য এসো, যত অসার ও নিরর্থক চিন্তা বাদ দিয়ে আমাদের গৌরবময় ও মর্যাদাপূর্ণ পরম্পরাগত শিক্ষার কাছে এগিয়ে আসি:

[৩] এসো, ভেবে দেখি আমাদের নির্মাতার দৃষ্টিতে ভাল, গ্রহণীয় ও সন্তোষজনক বলে কী কী আছে। [৪] এসো, খ্রিষ্টের রক্তে চোখ নিবদ্ধ রাখি, ও জেনে নিই সেই রক্ত তাঁর পিতা ঈশ্বরের কাছে কতই না মূল্যবান, কারণ আমাদের পরিত্রাণের জন্যই তা পাতিত হয়েছে ও সমগ্র জগতের কাছে মনপরিবর্তনের অনুগ্রহ এনে দিয়েছে[খ]।

[৫] এসো, সমস্ত যুগের কথা ভাবি, তখন দেখতে পারব যে, যারা তাঁর দিকে ফিরে যেতে ইচ্ছুক, যুগের পর যুগ মহাপ্রভু তাদের মনপরিবর্তনের সুযোগ দান করেছেন। [৬] নোয়া মনপরিবর্তনের কথা ঘোষণা করেছিলেন[গ], আর যারা বাধ্য হল তারা পরিত্রাণ পেল। [৭] যোনা নিনেভে-নিবাসীদের কাছে সর্বনাশের কথা ঘোষণা করেছিলেন, তারা কিন্তু নিজেদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে প্রার্থনার মাধ্যমে ঈশ্বরকে প্রসন্ন করল ও পরিত্রাণ লাভ করল—অথচ তারা তাঁর কাছে বিধর্মীই ছিল!

৮ [১] ঐশঅনুগ্রহের নানা সেবক পবিত্র আত্মার প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে মনপরিবর্তনের কথা বললেন, [২] এমনকি নিখিলের মহাপ্রভু নিজেও দিব্যি দিয়ে মনপরিবর্তনের কথা বললেন, *আমার জীবনের দিব্যি—প্রভু ঈশ্বরের উক্তি—আমি পাপীর মৃত্যু নয়, তার মনপরিবর্তন চাই*[ক]; তাছাড়া তিনি এ মমতাপূর্ণ বাণীও দিলেন, [৩] *হে ইস্রায়েলকুল, মনপরিবর্তন করে অনাচার ত্যাগ কর; আমার জাতির সন্তানদের কাছে তুমি একথা বল, তোমাদের পাপ পৃথিবী থেকে স্বর্গ পর্যন্তও প্রসারিত হলেও, সিঁদুরের চেয়েও লাল হলেও ও ছাগের লোমের চেয়েও কালো হলেও, তবু তোমরা যদি সমস্ত হৃদয় দিয়ে আমার দিকে ফের, যদি বল, 'পিতা,' তবে আমি পবিত্র জাতিই যেন তোমাদের প্রার্থনা কান পেতে শুনব*[খ]। [৪] অন্যত্র তিনি এভাবে কথা বলেন, *তোমরা নিজেদের ধৌত কর, শোধন কর, আমার দৃষ্টি থেকে তোমাদের অপকর্ম সরিয়ে দাও; অনাচার ত্যাগ কর; সদাচরণ করতে শেখ: ন্যায়ের সন্ধান কর, অত্যাচারিতের সহায়তা কর; এতিমের সুবিচার কর, বিধবার পক্ষ সমর্থন কর। এসো, একসঙ্গে চিন্তা-ভাবনা করি—একথা বলছেন প্রভু,—সিঁদুরে-লাল হলেও তোমাদের পাপ তুষারের মত শুভ্র হয়ে উঠবে; টকটকে লাল হলেও হয়ে উঠবে পশমের মত। তোমরা বাধ্য হলে ও শুনলে, তবে মাটির মঙ্গলদান ভোগ করবে; কিন্তু অবাধ্য হলে ও বিদ্রোহ করলে, তবে খড়্গ দ্বারা কবলিত হবে, কারণ প্রভুর মুখ একথা উচ্চারণ করল*[গ]। [৫] তাই আপন

সকল প্রিয়জনদের মনপরিবর্তনের অংশীদার করতে ইচ্ছা করে প্রভু আপন সর্বশক্তিশালী ইচ্ছা দ্বারাই এ বাণী সপ্রমাণ করলেন।

৯ [১] এসো, ঈশ্বরের অপরূপ ও গৌরবময় ইচ্ছার প্রতি বাধ্য হই; এসো, প্রণত হয়ে তাঁর দয়া ও মঙ্গলময়তা অনুনয় করি; মৃত্যুজনক যত অসার দুশ্চিন্তা, তর্কাতর্কি ও হিংসা ত্যাগ করে, এসো, তাঁর মমতার দিকে মন ফেরাই। [২] এসো, যারা তাঁর অপরূপ গৌরবের সেবা করেছেন, তাদের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখি।

[৩] এসো, সেই এনোখের কথা ভাবি: তাঁকে বাধ্যতায় ধর্মময় পাওয়া গেল, তাঁকে এজগৎ থেকে তুলে নেওয়া হল, আর তাঁর মৃত্যুর কোন চিহ্ন পাওয়া গেল না (ক)। [৪] নোয়া বিশ্বস্ততা দেখিয়ে নিজ দায়িত্ব পালন করে জগতের কাছে নবীন সূচনার কথা প্রচার করলেন, এবং তাঁর মধ্য দিয়ে মহাপ্রভু, যে প্রাণী পুনর্মিলন-বন্ধনে জাহাজে প্রবেশ করেছিল, তাদের সকলকে বাঁচিয়েছিলেন।

১০ [১] যিনি ঈশ্বরের বন্ধু বলে অভিহিত হয়েছিলেন, সেই আব্রাহাম ঐশবাণীর প্রতি বাধ্যতায় বিশ্বস্ততা দেখালেন। [২] বাধ্যতায় তিনি নিজ দেশ, জ্ঞাতিকুটুম্ব ও পিতৃগৃহ ছেড়ে চলে গেলেন, যেন ছোট একটা দেশ, দুর্বল একটা কুটুম্ব ও ক্ষুদ্র গৃহ ত্যাগ করে ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি লাভ করতে পারেন। কেননা ঈশ্বর তাঁকে বলেন, [৩] *তোমার দেশ, জ্ঞাতিকুটুম্ব ও পিতৃগৃহ ছেড়ে চলে যাও, সেই দেশের দিকেই যাও যা আমি তোমাকে দেখাব। আমি তোমাকে এক মহাজাতি করে তুলব, তোমাকে আশীর্বাদ করব ও তোমার নাম মহৎ করব; তুমি নিজেই হবে আশীর্বাদ স্বরূপ। যারা তোমাকে আশীর্বাদ করে, আমি তাদের আশীর্বাদ করব; যে কেউ তোমাকে অভিশাপ দেয়, আমি তাকে অভিশাপ দেব; এবং পৃথিবীর সকল গোত্র তোমাতে আশিসপ্রাপ্ত হবে* (ক)। [৪] আবার, তিনি লোট থেকে পৃথক হচ্ছিলেন, এমন সময় ঈশ্বর তাঁকে বললেন, *চোখ তুলে এই যে স্থানে তুমি আছ, এই স্থান থেকে উত্তর দক্ষিণ ও পুব পশ্চিমের দিকে চেয়ে দেখ, কেননা এই যে সমস্ত অঞ্চল তুমি দেখতে পাচ্ছ, তা আমি তোমাকে ও চিরকাল ধরে তোমার বংশকে দেব। [৫] আমি তোমার বংশকে পৃথিবীর ধূলিকণার মত করে তুলব—কেউ যদি পৃথিবীর ধূলিকণা গুনতে পারে, সে তোমার বংশধরদেরও গুনতে পারবে* (খ)। [৬] ঈশ্বর

আবার আব্রাহামকে বাইরে এনে বললেন, *আকাশের দিকে তাকাও, আর যদি পার, তারানক্ষত্রের সংখ্যা গুনে নাও। তিনি বলে চললেন, তোমার বংশ সেইমত হবে! তিনি প্রভুতে বিশ্বাস রাখলেন, আর প্রভু তাঁর পক্ষে তা ধর্মময়তা বলে পরিগণিত করলেন* (গ)। [৭] তাঁর বিশ্বাস ও আতিথেয়তার জন্য বৃদ্ধ বয়সে তাঁকে একটা সন্তানকে দেওয়া হল, আর বাধ্যতায় তিনি, ঈশ্বর যে পাহাড় তাঁকে দেখালেন, সেই পাহাড়ে তাঁর সেই সন্তানকে ঈশ্বরের উদ্দেশে বলিরূপে উৎসর্গ করলেন।

১১ [১] সমস্ত অঞ্চলটা আগুন ও শিলাবৃষ্টির আঘাতে দণ্ডিত হচ্ছিল, এমন সময় আতিথেয়তা ও ধর্মপরায়ণতার জন্য লোট সদোমের মধ্য থেকে পরিত্রাণ পেলেন: এতে মহাপ্রভু স্পষ্ট দেখাচ্ছিলেন যে, যারা তাঁর উপর প্রত্যাশা রাখে, তিনি তাদের পরিত্যাগ করেন না, কিন্তু যারা বিদ্রোহ করে, তিনি তাদের কঠোর শাস্তি দেন। [২] এক্ষেত্রে একটা প্রমাণ দেওয়া হল যখন তাঁর স্ত্রী তাঁর সঙ্গে গেলেন, কিন্তু মন পাল্টিয়ে তাঁর সঙ্গে আর একমন হননি, ফলে তিনি আজ পর্যন্তও লবণের স্তম্ভ হয়ে রয়েছেন (ক), যেন সকলের কাছে জ্ঞাত হয়, যারা দোমনা ও ঈশ্বরের শক্তি সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ, তারা শাস্তি পায় ও সকল যুগের মানুষের কাছে সাবধান-চিহ্ন বলে দাঁড়ায়।

১২ [১] তার বিশ্বাস ও আতিথেয়তার জন্য বেশ্যা রাহাব ত্রাণ পেল (ক); [২] কারণ যখন সেই গুপ্তচর দু'জন নাবের সন্তান যিশু [অর্থাৎ নূনের সন্তান যোশুয়া] দ্বারা যেরিখোতে প্রেরিত হল, তখন সেই দেশের রাজা জানতে পারলেন তারা তাঁর দেশ অনুসন্ধান করতেই এসেছিল, ফলে তাদের ধরতে মানুষ পাঠালেন যেন তাদের ধরে নিয়ে মেরে ফেলা হয়। [৩] কিন্তু রাহাব অতিথিপরায়ণ হয়ে তাদের নিজ ঘরে গ্রহণ করল ও ছাদের উপরে নিজের সাজানো মসিনার ডাঁটার মধ্যে লুকিয়ে রাখল; [৪] তাই যখন রাজার লোক এসে বলল, 'আমাদের দেশের গুপ্তচর এখানে তোমার কাছে এসেছে, তাদের বের করে আন, কেননা এ রাজারই হুকুম,' তখন সে উত্তর দিল, 'হ্যাঁ, যাদের আপনারা অনুসন্ধান করছেন, সেই লোকেরা আমার কাছে এসেছিল বটে, কিন্তু তারা সঙ্গে সঙ্গে চলে গিয়ে নিজেদের যাত্রা পথে এগিয়ে গেল,' আর তাই বলে সে তাদের ভুল দিগনির্দেশ দিল। [৫] তারপর সে সেই লোকদের বলল, 'আমি নিশ্চিত জানি, প্রভু

ঈশ্বর এ দেশ তোমাদের হাতে দিতে যাচ্ছেন, কেননা তোমাদের নিয়ে এখানকার বাসিন্দারা ভয়ে অভিভূত ও সন্ত্রাসিত; অতএব, যখন তোমরা এ দেশ দখল করবে, তখন আমাকে ও আমার পিতৃগৃহ বাঁচাও।' [৬] তারা তাকে বলল, 'তুমি যেভাবে কথা বলেছ, তাই হবে; সুতরাং, যখন তুমি জানতে পারবে আমরা আসছি, তখন তুমি তোমার সমস্ত গোষ্ঠী ছাদের নিচে জড় কর, তবে তারা প্রাণে বাঁচবে; কেননা যত মানুষ ঘরের বাইরে ধরা পড়বে তারা মরবে।' [৭] তখন তারা তাকে একটা চিহ্ন দিল, সে যেন ঘরের বাইরে জানালায় সিঁদুরে-লাল সুতোর একটা দড়ি বেঁধে রাখে: এতে পূর্বপ্রদর্শিত হয় যে, যারা ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস ও প্রত্যাশা রাখে, তারা প্রভুর রক্ত দ্বারাই পরিত্রাণ পাবে। [৮] প্রিয়জনেরা, তোমরা দেখতে পাচ্ছ, এই নারী বিশ্বাসের শুধু নয়, ভাববাণী দেওয়ার অধিকারিণীও ছিল (খ)।

১৩ [১] তবে, ভাই, এসো, যত দম্ভ, দর্প, নির্বুদ্ধিতা ও ক্রোধ বর্জন করে নম্রচিত্ত হই (ক); যা লেখা আছে তাই করি; কেননা পবিত্র আত্মা বলেন, *প্রজ্ঞাবান নিজের প্রজ্ঞায় গর্ব না করুক, বলবান তার বলে গর্ব না করুক, ধনবান তার ধনে গর্ব না করুক; কিন্তু যে কেউ গর্ব করতে চায়, সে এতে গর্ব করুক যে, সে প্রভুর অন্বেষণ ক'রে ও সুবিচার ও ন্যায় পালন ক'রে প্রভুকে জানে* (খ)। এসো, আমরা বিশেষভাবে প্রভু যিশুর সেই বচনগুলি স্মরণ করি যেগুলিতে তিনি সদ্ভাব ও সহিষ্ণুতা প্রসঙ্গে শিক্ষা দিলেন। [২] তিনি বললেন, *দয়াবান হও, যেন দয়া পেতে পার; ক্ষমা কর, যেন তোমাদের ক্ষমা করা হয়; তোমরা যেভাবে ব্যবহার কর, সেইভাবে তোমাদের প্রতি ব্যবহার করা হবে; তোমরা যতখানি দেবে, ততখানি তোমাদের দেওয়া হবে; যেভাবে পরের বিচার কর, সেইভাবে তোমাদের বিচার করা হবে; যত মঙ্গলকারী হবে, তত মঙ্গলময়তা পাবে; যে মাপকাঠিতে পরিমাপ কর, ঠিক সেই মাপকাঠিতে তোমাদের জন্য পরিমাপ করা হবে* (গ)। [৩] এসো, এ আজ্ঞা ও আদেশগুলিতে নিজেদের সুস্থির রাখি, যাতে বিনম্রতার সঙ্গে তাঁর পুণ্য বচনগুলির প্রতি বাধ্যতা দেখিয়ে সর্বদা চলতে পারি; কেননা একটি পবিত্র বচন বলে, [৪] *আমি কার্ দিকেই বা তাকাই, সেই বিনম্র ও কোমল মানুষের দিকেই ছাড়া, যে আমার বাণীতে কম্পিত হয়?* (ঘ)।

১৪ [১] ভাই, যারা গর্ব ও উচ্ছৃঙ্খলতায় নিকৃষ্ট ঈর্ষার উত্তেজক, তাদের অনুসরণ করার চেয়ে আমাদের পক্ষে ঈশ্বরের প্রতি বাধ্য হওয়াই (ক) ন্যায্য ও পবিত্র। [২] আমরা তো ক্ষতিগ্রস্ত শুধু নয়, বড়ই বিপদে পতিত হব যদি অবিবেচক হয়ে এই লোকদেরই ষড়যন্ত্রের হাতে নিজেদের সঁপে দিই যারা ভাল থেকে আমাদের সরাবার জন্য বিবাদ ও বিভেদের দিকে ধাবিত। [৩] এসো, আমাদের নির্মাতার করুণা ও মাধুর্য অনুসারে আমরা বরং একে অন্যের প্রতি প্রসন্ন হই। [৪] কেননা লেখা আছে, *ন্যায়বান মানুষই দেশে বসবাস করবে, নিখুঁত মানুষই সেখানে বসতি করবে; কিন্তু দুর্জনেরা দেশ থেকে উচ্ছিন্ন হবে* (খ)। [৫] আর এক স্থানে শাস্ত্রে বলে,

আমি দুর্জনকে মহীয়ান দেখলাম,
সে ছিল সুপ্রসারী, যেন লেবাননের এরসগাছের মত;
সেদিকে আবার গেলাম—কৈ! আর ছিল না সে;
তার স্থানে তাকে খুঁজলাম—কিন্তু তাকে আর পেলাম না।
নির্দোষিতা পালন কর, ন্যায়নিষ্ঠা লক্ষ কর:
শান্তিপ্রিয় মানুষের জন্য ভাবী বংশ আছে (গ)।

১৫ [১] সুতরাং এসো, শান্তির প্রতি যাদের কামনা মিথ্যা মাত্র তাদের নয়, যারা ধর্মময়তার সঙ্গে শান্তি বজায় রাখে তাদেরই আঁকড়ে ধরে থাকি। [২] কেননা শাস্ত্রের এক স্থানে লেখা আছে, *এই জনগণ আমাকে ওষ্ঠেই সম্মান করে, কিন্তু তাদের হৃদয় আমা থেকে দূরে রয়েছে* (ক)। [৩] আরও, *মুখে তারা আশীর্বাদ করত, কিন্তু মনে মনে অভিশাপ দিত* (খ)। [৪] শাস্ত্রে আরও বলে,

মুখে তারা তাঁকে ভালবাসত,
জিহ্বায় তাঁকে মিথ্যা বলত;
তাঁর প্রতি নিষ্ঠাবান ছিল না কো তাদের অন্তর,
বিশ্বস্ত ছিল না তারা তাঁর সন্ধির প্রতি (গ)।
[৫] *তাই নির্বাক্ হোক মিথ্যাপটু সেই ঠোঁট*
যা ধার্মিকের বিরুদ্ধে অমঙ্গলের কথা বলে (ঘ)।

আরও,

ধ্বংস করুন প্রভু তোষামোদে পটু সকল ঠোঁট,
বড়াই প্রিয় যত জিভ;
তাদেরও ধ্বংস করুন যারা বলে,
এসো, আমাদের জিহ্বা মহিমান্বিত করি,
আমাদের ঠোঁট তো আমাদেরই! কেবা আমাদের প্রভু?
[৬] *দীনহীনদের অত্যাচার, নিঃস্বদের আর্তনাদের জন্য এখন উত্থিত হব*
—বলছেন প্রভু;
তাকে আমি পরিত্রাণে অধিষ্ঠিত করব;
[৭] *তার সঙ্গে সৎসাহসের সঙ্গেই ব্যবহার করব* (ঙ)।

১৬ [১] কেননা যারা তাঁর পালের উপর নিজেদের বড় করে, খ্রিষ্ট তাদের নয়, বরং তিনি তাদেরই যারা নম্রচিত্ত। [২] যিনি ঈশ্বরের রাজদণ্ড, সেই প্রভু যিশু খ্রিষ্ট পারলেও গর্ব ও দম্ভের আড়ম্বরে আসেননি, বিনম্রতায়ই এলেন, যেইভাবে তাঁর বিষয়ে পবিত্র আত্মা কথা বলেছিলেন। কেননা শাস্ত্রে বলে, [৩] *আমাদের প্রচারে কে বিশ্বাস রেখেছে? প্রভুর বাহু কার্ কাছে প্রকাশিত হয়েছে? আমরা তাঁর কথা প্রভুর সামনে প্রচার করেছিলাম। তিনি একটি শিশুর মত, শুষ্ক ভূমিতে একটা শিকড়ের মত। তাঁর রূপ বা শোভা নেই। আমরা তো তাঁকে দেখেছিলাম: তাঁর তেমন আকৃতি বা সৌন্দর্য ছিল না, বরং তাঁর চেহারা অবজ্ঞা সৃষ্টি করত, তাঁর সেই চেহারা আর মানবীয় ছিল না। তিনি ছিলেন এমন মানুষের মত যে আঘাত ও কষ্টের মধ্যে জীবনযাপন করে, যন্ত্রণাভোগের সঙ্গে যার দীর্ঘ পরিচয়, নিজের মুখ যে লুকোতে সচেষ্ট। তিনি অবজ্ঞাত, তাঁকে কোন সম্মানই দেওয়া হয় না।* [৪] *অথচ তিনি আমাদেরই পাপ তুলে বহন করেন; আমাদের জন্যই কষ্টভোগ করেন; আর আমরা নাকি মনে করছিলাম, সেই কষ্ট, সেই আঘাত, সেই যন্ত্রণা তাঁর প্রাপ্য!* [৫] *অথচ তিনি আমাদেরই পাপের কারণে প্রহারিত হয়েছিলেন, আমাদের শঠতার কারণেই চূর্ণবিচূর্ণ হয়েছিলেন। যে শাস্তি আমাদের শান্তি এনে দেবে, তা তাঁর উপরে নেমে পড়ল। তাঁরই ক্ষতগুণে আমরা নিরাময় হলাম।* [৬] *আমরা সকলে মেষপালের মত পথভ্রষ্ট ছিলাম, প্রত্যেকে বিপথে চলছিলাম;* [৭] *এবং প্রভু আমাদের*

পাপের কারণে তাঁকে ছেড়ে দিলেন। অত্যাচারিত হয়ে তিনি খুললেন না মুখ। তিনি মেষের মত জবাইখানায় চালিত হলেন, ও লোমকাটিয়ের সামনে মেষশাবক যেমন নীরব থাকে, তেমনি তিনি মুখ খুললেন না। তাঁর নিজের বিচার কেড়ে নেওয়া হল বলে অবনমিত হলেন। [৮] কে তাঁর প্রজন্মের কথা বোঝাতে পারবে? কারণ তাঁর জীবন পৃথিবী থেকে উচ্ছেদ করা হল। [৯] আমার জনগণের শঠতার জন্যই তাঁকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। [১০] আমি তাঁর সমাধির বদলে দুর্জনদের, ও তাঁর মৃত্যুর বদলে ধনবানদের দিয়ে দেব, কেননা তিনি কোন অপকর্ম করেননি, তাঁর মুখেও ছলনা ছিল না। প্রভুর মঙ্গল-ইচ্ছাই তিনি তাঁকে আঘাত থেকে মুক্ত করবেন। [১১] যদি সংস্কার-বলি উৎসর্গ কর, তাহলে তোমাদের প্রাণ দীর্ঘায়ু এক বংশকে দেখতে পাবে। [১২] প্রভুর মঙ্গল-ইচ্ছাই তিনি তাঁর আন্তর পীড়ন থেকে তাঁকে মুক্ত করবেন, তাঁকে আলো দেখাবেন, তাঁকে জ্ঞান দানে গঠন করবেন, এবং এমন ধর্মাত্মাকে ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করবেন যিনি অনেককে উত্তমরূপে সেবা করলেন। তিনি নিজেই তাদের শঠতা বহন করবেন, [১৩] তাই উত্তরাধিকার রূপে বহু মানুষকে পাবেন ও ক্ষমতাশালীদের লুটের মাল ভাগ করে নেবেন; কেননা তাঁর প্রাণ মৃত্যুর হাতে সঁপে দেওয়া হয়েছিল, এবং নিজে অপরাধীদের একজন বলে গণ্য হয়েছিলেন। [১৪] তিনি বহু মানুষের পাপ বহন করেছিলেন ও তাদের পাপের জন্য তাঁকে মৃত্যুর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল (ক)।

[১৫] শাস্ত্রে আরও বলে,

কিন্তু আমি তো কীট, মানুষ নই,
লোকদের অপবাদ, জনতার অবজ্ঞার পাত্র।
[১৬] আমাকে দেখে সকলে উপহাস করছিল,
মুখ বেঁকিয়ে মাথা নাড়াচ্ছিল; বলছিল:
প্রভুর উপর ও নির্ভর করেছে, ওকে তিনিই রেহাই দিন;
ওকে তিনিই উদ্ধার করুন যেহেতু তিনি তা-ই ইচ্ছা করেন (খ)।

[১৭] প্রিয়জনেরা, তোমরা তো দেখতেই পাচ্ছ কেমন আদর্শ আমাদের দেওয়া হচ্ছে: প্রভু যখন এতই বিনম্র হলেন, আমরা যারা তাঁর মধ্য দিয়ে তাঁর অনুগ্রহের জোয়ালের অধীনে এসেছি, সেই আমরা তখন কী করব?

১৭ [১] এসো, আমরা তাঁদেরও অনুকারী হই, যাঁরা খ্রিষ্টের আগমনের বার্তা প্রচারে ছাগ ও ভেড়ার চামড়া পরে ঘুরে বেড়াতেন; আমরা নবী এলিয়, এলিশেয় ও এজেকিয়েলের কথা, আর এঁদের সঙ্গে প্রাচীনকালের সকল স্মরণীয় লোকদের কথা বলছি। [২] মহাস্মরণীয় হলেন সেই আব্রাহাম, যিনি ঈশ্বরের বন্ধু বলে অভিহিত হলেও বিনম্রতার সঙ্গে ঈশ্বরের গৌরবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বলেছিলেন, *আমি ধুলা, আমি ছাইমাত্র*। [৩] তাছাড়া যোব বিষয়ে একথা লেখা আছে, *যোব ছিলেন সৎ ও ন্যায়বান* (ক); *ঈশ্বরকে ভয় করতেন এবং অধর্ম থেকে দূরে থাকতেন*। [৪] অথচ তিনি নিজেকে অভিযুক্ত করে বলেন, *কোন মানুষ অশুচিতা থেকে [মুক্ত হয়ে] শুচী নয়, তার আয়ু একদিন মাত্র হলেও নয়* (খ)। [৫] মোশি *ঈশ্বরের সমস্ত গৃহের মধ্যে বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি* বলে অভিহিত হলেন (গ), আর তাঁর সেবাকর্মের মাধ্যমে ঈশ্বর আঘাত ও নিপীড়ন দ্বারা মিশর দণ্ডিত করলেন; অথচ তিনি মহাগৌরব লাভ করা সত্ত্বেও কখনও বড় বড় কথা বলেননি, বরং সেই ঝোপের ভিতর থেকে তাঁকে দিব্যবাণী দেওয়া হলে তিনি বললেন, আমি কে যে তুমি আমাকেই প্রেরণ করবে? (ঘ) আমার কণ্ঠ তো ক্ষীণ, নিজেও *বাকপটু নই* (ঙ); [৬] আরও বলেন, আমি তো হাঁড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়া বাষ্প মাত্র (চ)।

১৮ [১] বিখ্যাত দাউদ সম্বন্ধে আমরা কী বলব? তাঁর বিষয়ে ঈশ্বর বললেন, *আমি যেসের পুত্র দাউদকে পেয়েছি, সে আমার মনের মত মানুষ; তাঁকে অনন্তকালস্থায়ী কৃপায় তৈলাভিষিক্ত করেছি* (ক)। [২] অথচ তিনিও প্রভুকে বলেন,

আমাকে দয়া কর গো ঈশ্বর, তোমার কৃপা অনুসারে;
তোমার অপার স্নেহে মুছে দাও আমার অপরাধ।
[৩] *আমার অন্যায় থেকে আমাকে নিঃশেষে ধৌত কর,*
আমার পাপ থেকে শোধন কর আমায়।
কেননা আমার অপরাধ আমি তো জানি;
আমার সামনেই অনুক্ষণ আমার পাপ;
[৪] *তোমার বিরুদ্ধে, কেবল তোমারই বিরুদ্ধে করেছি পাপ;*

তোমার চোখে যা কুৎসিত, তাই করেছি আমি।
তা-ই বলি যাতে তোমার বাণীতে তুমি ধর্মময় বলে প্রতিপন্ন হতে পার,
ও বিচারের সময়ে যেন বিজয়ী হতে পার।
[৫] দেখ! অন্যায়েই হয়েছে আমার জন্ম,
পাপেই আমার জননী আমায় গর্ভধারণ করলেন।
[৬] দেখ! সত্যনিষ্ঠায় তুমি প্রীত,
ও তোমার প্রজ্ঞার নিগূঢ় সত্য ও রহস্য দেখিয়েছ আমায়।
[৭] হিসোপ দিয়ে আমায় পাপমুক্ত কর, তবেই শুদ্ধ হব;
আমাকে ধৌত কর, তবেই তুষারের চেয়েও শুভ্র হয়ে উঠব;
[৮] আমাকে শোনাও পুলক ও আনন্দের সুর,
মেতে উঠবে আমার এই চূর্ণ হাড়।
[৯] আমার পাপ থেকে ঢেকে রাখ শ্রীমুখ,
আমার সমস্ত অন্যায় মুছে ফেল।
[১০] আমার মধ্যে এক শুদ্ধ হৃদয় সৃষ্টি কর গো ঈশ্বর আমার,
আমার অন্তরাজিতে এক সুস্থির আত্মা নবীন করে তোল।
[১১] তোমার শ্রীমুখ থেকে আমাকে সরিয়ে দিয়ো না কো দূরে,
আমা থেকে তোমার পবিত্র আত্মাকে করো না হরণ।
[১২] আমাকে ফিরিয়ে দাও তোমার ত্রাণের পুলক,
তোমার আত্মা দানে আমাকে বলবান কর:
সেই আত্মাই আমাকে চালনা করবেন।
[১৩] আমি অপরাধীদের শেখাব তোমার পথসকল,
পাপীরা তখন ফিরবে তোমার কাছে।
[১৪] হে ঈশ্বর, আমার ত্রাণেশ্বর, রক্তপাত থেকে উদ্ধার কর আমায়,
[১৫] আর আমার জিহ্বা করবে তোমার ধর্মময়তার গুণকীর্তন।
হে প্রভু, খুলে দাও আমার মুখ,
আর আমার ওষ্ঠ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ।
[১৬] বলিদানে তুমি প্রীত হলে আমি বলি দিতাম,

তুমি কিন্তু আহুতিতে প্রসন্ন নও।
[১৭] *ভগ্ন প্রাণ, এই তো ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্য বলি,*
ভগ্ন চূর্ণ হৃদয়কে ঈশ্বর অবজ্ঞা করেন না (খ)।

১৯ [১] তেমন মহা বিখ্যাত বহু মানুষের বিনম্রতা ও বাধ্যতা আমাদের শুধু নয়, যারা তাঁর বচনগুলো ভয় ও সত্যের আশ্রয়ে গ্রহণ করেছিল, আমাদের সেই পূর্ববর্তী যুগের মানুষদেরও ভালো করে তুলেছে। [২] অতএব, তেমন মহান ও উৎকৃষ্ট কর্মকীর্তির অংশীদার হয়ে উঠে, এসো, সেই শান্তির লক্ষ্যের দিকে ধাবিত হই যা আদি থেকে আমাদের জন্য প্রস্তুত আছে; এসো, বিশ্বজগতের পিতা ও স্রষ্টার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখি (ক), ও তাঁর অপরূপ ও অতুলনীয় শান্তিদায়ী মঙ্গলদান ও তাঁর যত উপকারে আঁকড়ে থাকি। [৩] এসো, তাঁর কথা ধ্যান করি; এসো, মনশ্চক্ষু দিয়ে তাঁর এত সহিষ্ণু সঙ্কল্প নিরীক্ষণ করি; এসো, ভেবে দেখি, তাঁর সমস্ত সৃষ্টির প্রতি তিনি কতই না ধৈর্যশীল।

২০ [১] যার গতি তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন, সেই আকাশমণ্ডল শান্তির সঙ্গেই তাঁর প্রতি বাধ্য; [২] দিবস ও রাত্রি পরস্পরের কোন ব্যাঘাত না ঘটিয়ে তাঁর নির্দিষ্ট দৌড় পালন করে থাকে; [৩] তাঁর পরিচালনা মতো সূর্য চন্দ্র ও তারকা-বাহিনী নিজেদের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রেখে ও নিজ নিজ কক্ষপথ ভ্রষ্ট না হয়ে আপন নির্ধারিত কক্ষপথে চলতে থাকে; [৪] কোন অমত প্রকাশ না করে ও তাঁর কোন নিয়ম পরিবর্তন না করে পৃথিবী তাঁর ইচ্ছা অনুসারে যথাসময় উর্বর হয় ও মানুষ, পশু ও সমস্ত জীবজন্তুর জন্য অপর্যাপ্ত খাদ্য উৎপাদন করে; [৫] একই বিধি অগম্য অতলদেশ ও গভীরতম অধোলোক নিয়ন্ত্রণ করে; [৬] তাঁর আদেশে সেই বিরাট ও সীমাহীন সাগর নির্ধারিত এলাকায় একীভূত হয়ে থেকে আদিষ্ট সীমানা অতিক্রম করে না, বরং সেইভাবে ব্যবহার করে ঈশ্বর যেভাবে নির্দেশ দিয়েছেন, [৭] কেননা তিনি বলেছিলেন, *তুমি এপর্যন্ত আসবে, আর নয়; এইখানে তোমার তরঙ্গমালার দর্প চূর্ণ হবে* (ক)। [৮] মানুষের পক্ষে পারের অসাধ্য সেই মহাসাগর ও তার অতীতে যত জগৎ প্রভুর একই শাসন দ্বারা শাসিত। [৯] গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত ইত্যাদি ঋতু শান্তি বজায় রেখে একটার পর একটা এগিয়ে আসে;

[১০] বায়ুরাজি যথাসময় কোন ব্যাঘাত না ঘটিয়ে নিজ কর্তব্য পালন করে থাকে; চিরস্থায়ী জলের উৎসধারা মানুষের বিনোদন ও স্বাস্থ্যের জন্য সৃষ্ট হয়ে মানবজীবনের জন্য অবিরত জল সরবরাহ করে থাকে; ক্ষুদ্রতম প্রাণীও শান্তি ও সুসম্পর্কের বন্ধনে নিজেদের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকে।

[১১] নিখিলের মহাস্রষ্টা ও প্রভু আদেশ করেছেন, এসব কিছু শান্তি ও সুসম্পর্কের বন্ধনে ঘটতে থাকবে; তিনি সবকিছুর প্রতি উপকারী, কিন্তু বিশেষভাবে আমাদেরই প্রতি, যারা তাঁর দয়ায় আশ্রয় নিয়েছি আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের মধ্য দিয়ে [১২] যাঁর গৌরব ও মহিমা হোক যুগে যুগান্তরে। আমেন।

২১ [১] প্রিয়জনেরা, আমরা যদি ঈশ্বরের সামনে সুসম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে ভাল ও সদ্‌গুণমণ্ডিত কাজ না করি ও তাঁর যোগ্য নাগরিক না হই, তবে সাবধান থাক, পাছে আমাদের প্রতি তাঁর এত বহু ও মহান উপকার আমাদের বিচারদণ্ড হয়ে দাঁড়ায়। [২] কেননা শাস্ত্রের এক স্থানে তিনি বলেন, *প্রভুর আত্মা এমন মশালের মত যা হৃদয়ের অন্তঃপুর তন্ন তন্ন করে তদন্ত করে* [ক]।

[৩] এসো, ভেবে দেখি তিনি কতই না কাছে রয়েছেন; এও ভেবে দেখি যে, আমাদের মনোভাব বা সঙ্কল্পের কোন কিছুই তাঁকে এড়াতে পারে না। [৪] অতএব এ সমীচীন যে, আমরা যেন তাঁর ইচ্ছা থেকে দূরে সরে না যাই। [৫] এসো, ঈশ্বরের চেয়ে আমরা বরং যেন নির্বোধ ও অবিবেচক সেই মানুষকেই অবজ্ঞা করি যারা দাম্ভিক ও নিজেদের অসার কথা নিয়ে গর্ব করে। [৬] এসো, আমরা সেই প্রভু যিশু খ্রিষ্টেরই প্রতি সম্মান দেখাই, যাঁর রক্ত আমাদের জন্য দেওয়া হয়েছে; যাঁরা আমাদের শাসন করেন, তাঁদের সম্মান করি, গুরুজনদের প্রতি মর্যাদা দেখাই, যুবকদের ঈশ্বরভীতি-জ্ঞানে উদ্বুদ্ধ করে তুলি, আমাদের স্ত্রীদের মঙ্গলের দিকে চালিত করি; [৭] তারা যেন শুচিতার বিনয়ী আচরণ দেখায়, কোমলতার মনোভাবের প্রমাণ দেয়, নীরবতা বজায় রেখে জিহ্বা-সংযম প্রকাশ করে, পক্ষপাত না ক'রে যেন সেই সকলেরই কাছে প্রীতি-স্নেহ দেখায় যারা পবিত্রতার সঙ্গে ঈশ্বরকে ভয় করে। [৮] আমাদের সন্তানেরা যেন খ্রিষ্টীয় শিক্ষায় অংশ নেয়, যেন শিখতে পারে ঈশ্বরের কাছে বিনম্রতা কতই না শক্তিশালী,

ঈশ্বরের কাছে পুণ্যপ্রেম কতই না পরাক্রমী, ও তাঁর ভয় কতই না সুন্দর ও মহান—সেই ভয়ই তো তাদের সকলকেই ত্রাণ করে যারা শুচি মনে সেই ভয়তে পবিত্রতার সঙ্গে জীবনযাপন করে। [৯] কেননা তিনি সমস্ত মনোভাব ও বাসনা তলিয়ে দেখেন; তাঁর প্রাণবায়ু আমাদের অন্তরে, আর যখন ইচ্ছে তিনি তখন তা কেড়ে নেন।

২২ [১] খ্রিষ্টে আমাদের বিশ্বাস এসব কিছু সপ্রমাণ করে থাকে, কারণ তিনি নিজে পবিত্র আত্মার মধ্য দিয়ে আমাদের এভাবে আহ্বান করেন,

এসো, সন্তানেরা, আমাকে শোন; তোমাদের শেখাব প্রভুভয়।
[২] *কে সেই মানুষ, জীবনই যার অভিলাষ? মঙ্গলদিন দেখা যার আকাঙ্ক্ষা?*
[৩] *কুকর্ম থেকে তোমার জিহ্বা মুক্ত রাখ, ছলনার কথা থেকে তোমার ওষ্ঠ,*
[৪] *পাপ থেকে সরে গিয়ে সৎকর্ম কর,* [৫] *শান্তির অন্বেষণ ক'রে কর অনুসরণ।*
[৬] *ধার্মিকদের উপর নিবদ্ধ প্রভুর চোখ,*
তাদের যাচনার প্রতি তাঁর কান;
কিন্তু প্রভুর মুখ অপকর্মাদের প্রতিকূল
পৃথিবী থেকে তাদের স্মৃতি উচ্ছেদ করার জন্য।
[৭] *ধার্মিক চিৎকার করে, প্রভু শোনেন,*
তার সকল সঙ্কট থেকে তাদের উদ্ধার করেন।
[৮] *ধার্মিকের অনেক দুর্দশা আছে,*
কিন্তু সেই সবকিছু থেকে প্রভু তাকে উদ্ধার করেন (ক)।

[৯] আরও,

দুর্জনের অনেক যন্ত্রণা আছে,
কিন্তু প্রভুতে যে ভরসা রাখে, কৃপাই তাকে ঘিরে থাকে (খ)।

২৩ [১] যারা তাঁকে ভয় করে, সেই মহাদয়াবান ও উপকর্তা পিতা তাদের প্রতি করুণা দেখান; যারা সরল মনে তাঁর কাছে এগিয়ে যায়, তিনি তাদের উপর আপন অনুগ্রহদানগুলি বর্ষণ করেন। [২] সুতরাং এসো, আমরা যেন দুমনা না হই, আমাদের

প্রাণও যেন তাঁর উৎকৃষ্ট ও গৌরবময় দানগুলিকে নিয়ে গর্বোদ্ধত না হয়; [৩] এর ফলে যেন শাস্ত্রের এই উক্তি আমাদের বেলায় প্রযোজ্য না হয়, তথা, *ধিক সেই দুমনা মানুষদের যারা মনে মনে সন্দেহ করে বলে: এসব কিছু আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের সময় থেকেই শুনে আসছি; দেখ, আমরা বৃদ্ধ হয়েছি অথচ সেই সবকিছু এখনও সিদ্ধিলাভ করেনি। [৪] হে অবোধ মানুষ, নিজেদের তুলনা কর একটা গাছের সঙ্গে: আঙুরলতাকে লক্ষ কর, প্রথমে সে নিজের পাতাগুলো হারায়, পরে কুঁড়ির উদ্ভব হয়, তারপর পল্লব, তারপর ফুল, তারপর আশুপক্ক আঙুরগুচ্ছ, আর অবশেষে পরিপক্ক আঙুর দেখা দেয়* (ক)। [৫] দেখ কেমন অল্প সময়ের মধ্যেই একটা গাছের ফল পরিপক্কতা অর্জন করে! সত্যিই, তাঁর ইচ্ছা অল্প সময়ের মধ্যে, এমনকি হঠাৎ সিদ্ধিলাভ করবে, যেমনটি শাস্ত্র সাক্ষ্যদান করে বলে, *তিনি শীঘ্রই আসবেন, দেরি করবেন না* (খ); *প্রভু হঠাৎ আপন মন্দিরে আসবেন; আসবেন সেই পবিত্রজন যাঁকে তোমরা অপেক্ষা করছ* (গ)।

২৪ [১] এসো, প্রিয়জনেরা, একথা ভাবি, কেমন করে মহাপ্রভু আমাদের অবিরতই দেখাচ্ছেন এমন ভাবী পুনরুত্থান হবে (ক), যার প্রথমফল তিনি মৃতদের মধ্য থেকে প্রভু যিশু খ্রিষ্টকে পুনরুত্থিত করায়ই উপস্থাপন করেছেন। [২] এসো, প্রিয়জনেরা, কালচক্রে প্রতীয়মান পুনরুত্থানের দিকে দৃষ্টিপাত করি। [৩] দিন ও রাত আমাদের একপ্রকার পুনরুত্থান দেখায়: রাত নিদ্রা গেলে দিনের আবির্ভাব, দিন প্রস্থান করলে রাতের আগমন। [৪] এসো, ফসলের কথা ধরি: বীজ কী, ও কীভাবে অঙ্কুরিত হয়? [৫] বীজবুনিয়ে বেরিয়ে পড়ে এক একটা বীজ মাটিতে ছড়িয়ে দেয়, আর সেগুলো মাটিতে পড়ে শুষ্ক ও কেমন যেন উলঙ্গ হয়ে পচে। তারপর মহাপ্রভুর সুব্যবস্থার মাহাত্ম্য অবক্ষয় থেকে সেগুলোকে পুনরুত্থিত করে, এবং এক বীজ থেকে বহু বীজ উৎপন্ন করে ও সেগুলোকে ফলদায়ী করে তোলে।

২৫ [১] এসো, সেই আশ্চর্য চিহ্নের কথা ভাবি যা প্রাচ্য দেশগুলোতে অর্থাৎ আরবের নিকটবর্তী দেশগুলোতে ঘটে। [২] সেখানে এমন একটা পাখি আছে যার নাম ফৈনিক্স। নিজ প্রজাতির মধ্যে পাখিটা একক, আর সে পাঁচশ' বছর বাঁচে। সে যখন অনুভব করে মৃত্যু আসন্ন তখন এমন বাসা বাঁধে যা ধূপধুনো, গন্ধনির্যাস ও অন্যান্য গন্ধদ্রব্যে তৈরী;

এবং সময় হলে পাখিটা সেই বাসায় ঢুকে মরে। [৩] কিন্তু, তার মাংস ক্ষয়প্রাপ্ত হতে হতে একটা পোকা জন্ম নেয় যা পচনশীল লাশে পরিপুষ্ট হয়ে বৃদ্ধি পায়, পাখা গজায় ও শক্তিশালী হয়। পরে যে বাসায় তার জন্মদাতার হাড় রয়েছে সেই বাসা তুলে তা বহন করতে করতে আরব থেকে মিশরে অবস্থিত এক শহরে যাত্রা করে যার নাম এলিওপলিস। [৪] সেখানে এসে পৌঁছে পাখিটা দিনের বেলায় সকলের দৃষ্টিগোচরে সূর্য-বেদির উপরে উড়ে এসে সেখানে সেই হাড়গুলো রেখে দেয়। তেমন কাজ সমাধা করে পাখিটা নিজের দেশে ফিরে যায়। [৫] তখন যাজকেরা বংশতালিকার ফলক পরীক্ষা করে স্বীকার করে যে পাখিটা ঠিক পাঁচশ' বছর পূর্ণ হলেই এসেছে (ক)।

২৬ [১] যখন একটা পাখির মধ্য দিয়েও তিনি তাঁর মহৎ ও সুন্দরতম প্রতিশ্রুতি সপ্রমাণ করেন তখন আমরা এ কি অধিক মহৎ ও অধিক অদ্ভুত মনে করব যে বিশ্বনির্মাতা তাদেরই পুনরুত্থিত করেন যারা পবিত্রতা, ভরসা ও ন্যায় বিশ্বাসে তাঁর সেবা করে? [২] শাস্ত্রে বলে, *তুমি আমাকে পুনরুত্থিত করবে আর আমি তোমার প্রশংসা করব* (ক)। আরও, *শয়ন করে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম, পরে আবার জেগে উঠলাম কারণ তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে আছ* (খ)। [৩] এবং যোব আরও বলেন, *আমার এই যে মাংস এতখানি অমঙ্গল সহ্য করেছে তুমি তা পুনরুত্থিত করবে* (গ)।

২৭ [১] সুতরাং এ আশা নিয়ে আমাদের আত্মা তাঁর প্রতি আবদ্ধ থাকুক, কারণ তিনি আপন প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বস্ত ও আপন বিচারগুলিতে ন্যায়শীল (ক)। [২] যিনি মিথ্যা বলতে নিষেধাজ্ঞা দিলেন, তিনি অবশ্যই মিথ্যাবাদী হবেন না, কেননা মিথ্যাকথা বলা ছাড়া ঈশ্বরের পক্ষে অসাধ্য কিছু নেই। [৩] সেজন্য এসো, তাঁর প্রতি আমাদের বিশ্বাস পুনঃপ্রজ্বলিত করে তুলি, এবং একথা ভাবি যে, সবকিছু তাঁর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। [৪] আপন মাহাত্ম্যের বাণীগুণে তিনি সবকিছু স্থাপন করলেন, আবার আপন বাণীগুণে সেসব কিছু বিনাশ করতে পারেন। [৫] *কেইবা তাঁকে বলতে পারবে, 'আপনি কী করলেন?' আর কেইবা তাঁর শক্তির পরাক্রমের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারবে?* (খ)। যখন ইচ্ছা করবেন ও যেভাবে ইচ্ছা করবেন, তখনই তিনি সবকিছু সাধন করবেন, আর তাঁর কোন বিধি লোপ

পাবে না। [৬] তাঁর সম্মুখে সবকিছুই রয়েছে, আর কোন কিছুই তাঁর ইচ্ছাকে এড়াতে পারেনি, [৭] কারণ

আকাশমণ্ডল বর্ণনা করে ঈশ্বরের গৌরব,
গগনতল ঘোষণা করে তাঁর হাতের কর্মকীর্তি;
দিন দিনের কাছে সেই কথা ব্যক্ত করে,
রাত রাতের কাছে সেই জ্ঞান জ্ঞাত করে।
নেই কোন কথা, নেই কোন বাণী,
শোনা যায় না কো তাদের কণ্ঠস্বর (গ)।

২৮ [১] অতএব, যেহেতু সবকিছু তাঁর দৃষ্টি ও কর্ণগোচর হয়, সেজন্য এসো, আমরা তাঁকে ভয় করি ও কুকর্মের যত অসার কামনা পরিত্যাগ করি, যেন আগামী বিচারের সামনে তাঁর দয়ায় আশ্রয় পেতে পারি। [২] কেননা আমাদের যে কোন একজন তাঁর শক্তিশালী হাত থেকে কোথায় বা উড়ে যেতে পারে? আর কোন্ জগৎ তাদের গ্রহণ করবে যারা তাঁর কাছ থেকে পালাতে চেষ্টা করে? [৩] বস্তুতপক্ষে শাস্ত্র এক স্থানে বলে, *আমি কোথায় বা যাব? তোমার শ্রীমুখ থেকে আমি কোথায় নিজেকে লুকাতে পারব? স্বর্গে যদি গিয়ে উঠি, সেখানে তুমি আছ; পৃথিবীর প্রান্তসীমায় যদি যাই, সেখানে তোমার ডান হাত আছে; পাতালে যদি শয্যা পাতি, দেখ, সেখানে তোমার আত্মা আছেন* (ক)। [৪] তাই কোথায় যাওয়া যাবে, বা কোথায় তাঁরই কাছ থেকে পালানো যাবে যিনি সবকিছু ঘিরে রাখেন?

২৯ [১] সুতরাং আমরা তাঁর প্রতি বিশুদ্ধ ও অকলুষিত হাত উত্তোলন করে ও যিনি আমাদের তাঁর নিজের স্বত্বাংশ করে তুলেছেন, আমাদের সেই কৃপাশীল ও করুণাময় পিতাকে ভালবেসে, এসো, আত্মার পবিত্রতায় তাঁর কাছে এগিয়ে যাই। [২] কেননা লেখা আছে, *সেই পরাৎপর যখন প্রতিটি দেশকে দিতেন যার যার আপন অংশ, যখন আদমসন্তানদের পৃথক পৃথক করতেন, তখন ঈশ্বরের দূতদের সংখ্যা অনুসারে তিনি স্থির করেছিলেন জাতিগুলির সীমারেখা; কিন্তু প্রভুর স্বত্বাংশ ছিল তাঁর আপন জাতি যাকোব, ইস্রায়েলই ছিল তাঁর নির্ধারিত উত্তরাধিকার* (ক)। [৩] এবং আর এক স্থানে শাস্ত্র

বলে, *প্রভু জাতিসকলের মধ্য থেকে নিজের জন্য এক জনগণকে স্থির করেছেন, যেমনটি এক মানুষ তার নিজের খামারের প্রথমফসল নিজের জন্য স্থির করে; এবং পরমপবিত্রজন যিনি, তিনি তেমন জনগণের মধ্য থেকেই উদ্ভূত হবেন* [খ]।

৩০ [১] আমরা যখন সেই পবিত্রজনের অংশ, তখন এসো, পরনিন্দা, অপবিত্রতা, অশুচিতা, মাতলামি, নতুনত্বের প্রবণতা, জঘন্য ভাবাবেগ, নিন্দনীয় ব্যভিচার ও জঘন্য গর্ব এড়িয়ে সেইসব কিছুই বরং সাধন করি যা পবিত্র, [২] কারণ *ঈশ্বর অহঙ্কারীদের প্রতিরোধ করেন, কিন্তু বিনম্রদের অনুগ্রহ দান করেন* [ক]।

[৩] ঈশ্বর থেকে যাদের অনুগ্রহ দেওয়া আছে, এসো, আমরা তাদেরই আঁকড়িয়ে ধরে থাকি; যত পরচর্চা ও পরনিন্দা থেকে দূরে থেকে ও কথায় নয়, কাজেই ধর্মময় বলে সাব্যস্ত হয়ে উঠে, এসো, আত্মার নম্রতা ও শুচিতা বজায় রেখে সুসম্পর্ক পরিধান করি। [৪] কারণ লেখা আছে, *এত প্রলাপের কি উত্তর দিতে হবে না? বাচাল বলেই মানুষ কি ঠিক?* [৫] *সুখী সেই মানুষ—নারীজাত যে মানুষ, স্বল্পায়ু ও অস্থিরতায় পরিপূর্ণ যে মানুষ। অতিরিক্ত কথা বলো না* [খ]। [৬] নিজেতে নয়, ঈশ্বরেই আমাদের প্রশংসা স্থাপিত হোক, কারণ যারা নিজেদের প্রশংসা করে, ঈশ্বর তাদের ঘৃণা করেন। [৭] ধর্মময় আমাদের সেই পিতৃপুরুষদের বেলায় যেমন ঘটেছিল, তেমনি আমাদের সৎকর্মের বিষয়েও সাক্ষ্যদান অন্য মানুষের কাছ থেকেই আসুক। [৮] স্পর্ধা, দুঃসাহস ও দম্ভ তাদেরই চিহ্ন, যারা ঈশ্বর থেকে পরিত্যক্ত; শালীনতা, বিনম্রতা ও কোমলতা তাদেরই অনুচর, যারা ঈশ্বরের আশীর্বাদের পাত্র।

৩১ [১] সুতরাং এসো, তাঁর আশীর্বাদ আঁকড়িয়ে ধরে থাকি ও আশীর্বাদের পথগুলির অন্বেষণ করি। এসো, প্রাচীনকালের ঘটনা স্মরণ করি। [২] আমাদের পিতা আব্রাহাম কেন আশীর্বাদের পাত্র হলেন, যদি-না এ কারণেই যে তিনি বিশ্বাসগুণে ধর্মময়তা ও সত্যের সাধক হলেন? [৩] ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আস্থাপূর্ণ জ্ঞান নিয়ে ইস্‌হাক বলি হবার জন্য আনন্দের সঙ্গেই [ক] নিজেকে চালিত হতে দিলেন। [৪] ভাইয়ের জন্য যাকোব বিনম্রতার সঙ্গে দেশ ত্যাগ করে লাবানের কাছে গিয়ে তাঁর সেবা করলেন: তাঁকেই ইস্রায়েলের বারোটি কুলের রাজদণ্ড দেওয়া হল।

৩২ [১] আর যে কেউ এসব কিছু সরল মনে তন্ন তন্ন করে নিরীক্ষণ করে, যে সমস্ত দান তাকে দেওয়া হয়েছে সে তার মহত্ত্ব উপলব্ধি করবে। [২] যাকোব থেকেই তো আগত সেই সকল যাজক ও লেবীয় যারা ঈশ্বরের বেদির পরিসেবক; তাঁর কাছ থেকেই আগত মাংস অনুসারে (ক) প্রভু যিশু; তাঁরই কাছ থেকে আগত যুদার বংশ-পরম্পরায় সমস্ত রাজা, নেতা ও শাসনকর্তা; আর অন্যান্য কুলের রাজদণ্ড কম বিখ্যাত নয়, কারণ ঈশ্বর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, *আমি তোমার বংশের সংখ্যা আকাশের তারানক্ষত্রের* মত করব (খ)।

[৩] অতএব, এঁরা সকলে নিজেদের মধ্য দিয়ে নয়, নিজেদের কাজকর্ম গুণেও নয়, নিজেদের সাধিত ধর্মকাজ গুণেও নয়, বরং তাঁরই ইচ্ছা গুণে সুনাম ও মহিমা লাভ করলেন। [৪] সুতরাং আমরা যারা তাঁর ইচ্ছা অনুসারে খ্রিষ্ট যিশুতে আহূত হয়েছি, আমাদের নিজেদের গুণে, কিংবা আমাদের জ্ঞান, সুবুদ্ধি, ভক্তি বা পবিত্র অন্তরে সাধিত কোন কাজকর্মের গুণে নয়, বরং সেই বিশ্বাস গুণেই ধর্মময় বলে সাব্যস্ত হয়ে উঠি, যে বিশ্বাস গুণে জগতের শুরু থেকে সকল মানুষকে ধর্মময় বলে প্রতিপন্ন করলেন সেই সর্বশক্তিমান ঈশ্বর যাঁর গৌরব হোক যুগে যুগান্তরে। আমেন।

৩৩ [১] তবে ভ্রাতৃগণ, আমরা কী করব? আমরা কি সৎকর্মে শিথিল ও ভালবাসায় ক্ষান্ত হব? তা মহাপ্রভু যেন না ঘটতে দেন—কমপক্ষে আমাদের বেলায়! আমরা বরং দৃঢ়তা ও আগ্রহের সঙ্গে যেন যত সৎকর্ম সাধনে তৎপর হই। [২] কেননা বিশ্বের নির্মাতা ও মহাপ্রভু নিজ কর্মে উল্লসিত। [৩] তিনি নিজ অসীম মহত্ত্বে আকাশমণ্ডল স্থাপন করলেন, ও তাঁর দুর্জ্ঞেয় সুবুদ্ধিতে তা অলঙ্কৃত করলেন; তিনি পৃথিবীকে তার চারদিকের জল থেকে পৃথক করলেন, ও তাঁর আপন ইচ্ছার অটল ভিত্তির উপরে তা অবিচল করলেন; তিনি চাইলেন, পৃথিবীতে জীবজন্তুও থাকবে; সমুদ্র ও তার মধ্যে যত প্রাণীকে তিনিই প্রস্তুত করলেন ও আপন শক্তিতে তা সীমাবদ্ধ করলেন। [৪] সর্বোপরি তিনি আপন পবিত্র ও নিষ্কলঙ্ক হাতে গড়লেন সেই মানুষ যে তাঁর আপন প্রতিমূর্তির মুদ্রাঙ্কন তথা তাঁর আপন ধীশক্তি লাভের ফলে শ্রেষ্ঠ ও মহত্তম জীব; [৫] কেননা ঈশ্বর একথা বললেন, *এসো, আমরা আমাদের আপন প্রতিমূর্তি ও সাদৃশ্য অনুসারে মানুষ*

নির্মাণ করি; ঈশ্বর মানুষ নির্মাণ করলেন, পুরুষ ও নারী করে তাকে নির্মাণ করলেন। [৬] এসব কিছু শেষ করার পর তিনি তার প্রশংসা ও আশীর্বাদ করে বললেন, *তোমরা ফলবান হও, বংশবৃদ্ধি কর* (ক)।

[৭] এসো, লক্ষ করি কেমন করে ধার্মিক সকলেই সৎকর্মে ভূষিত হল; এমনকি প্রভু নিজেই নিজেকে সৎকর্মে ভূষিত করে আনন্দ পেলেন। [৮] সুতরাং, তেমন দৃষ্টান্তের সম্মুখীন হয়ে, এসো, তাঁর ইচ্ছা বিলম্ব না করেই পালন করি, ধর্মময়তার কাজ যথাশক্তি সাধন করি।

৩৪ [১] সৎ মজুর গর্বের সঙ্গেই নিজ শ্রমের অন্ন নেয়; অন্যদিকে শিথিল ও উদাসীন মজুর মনিবকে মুখোমুখি দেখতে পারে না; [২] এজন্য সৎকর্মে আমাদের তৎপর হতে হবে, কারণ সবকিছুই তাঁর কাছ থেকে আগত। [৩] বস্তুত তিনি সতর্কবাণী দিয়ে বলেন, *দেখ, প্রভু আসছেন, তাঁর মজুরি আছে তাঁরই সামনে, তিনি যেন প্রত্যেক মানুষকে তার কর্ম অনুযায়ী প্রতিফল দিতে পারেন* (ক)। [৪] এজন্য আমরা যারা সমস্ত হৃদয় দিয়ে তাঁকে ভালবাসি, তিনি এ আমাদের উপদেশ দেন যেন যে কোন সৎকর্মে শিথিল ও উদাসীন না হই। [৫] আমাদের গৌরব ও আস্থা ঈশ্বরেই থাকুক; এসো, আমরা তাঁর ইচ্ছার অধীন হই; স্বর্গদূতদের গোটা বাহিনীর কথা ভেবে দেখি, তাঁরা কেমন করে প্রস্তুত থেকে তাঁর ইচ্ছার সেবা করে চলেন। [৬] এবিষয়ে শাস্ত্র বলে, *লক্ষ লক্ষ কারা যেন তাঁর সেবা করছিলেন* (খ), *এবং কোটি কোটি কারা যেন তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন; তাঁরা উচ্চকণ্ঠে বলছিলেন, পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র সেনাবাহিনীর প্রভু, সমগ্র সৃষ্টি তাঁর গৌরবে পরিপূর্ণ* (গ)। [৭] ফলে এসো, সচেতন হয়ে ও সুসম্পর্কের বন্ধনে একত্র হয়ে আমরাও একসুরে তাঁর কাছে আমাদের চিৎকার তুলি, যেন তাঁর মহা ও গৌরবময় প্রতিশ্রুতির অংশীদার হতে পারি; [৮] কেননা তিনি বলেন, *কোন চোখ যা যা দেখেনি ও কোন কান যা যা শোনেনি ও কোন মানুষের হৃদয়ে-মনে যা যা কখনও ভেসে ওঠেনি, যারা তাঁর প্রত্যাশায় আছে, প্রভু তাদেরই জন্য এসব কিছু প্রস্তুত করেছেন* (ঘ)।

৩৫ [১] প্রিয়জনেরা, ঈশ্বরের দানগুলি কতই না চমৎকার ও অপরূপ! [২] অমর জীবন, ধর্মময়তা জনিত জ্যোতি, স্বাধীনতার আশ্রয়ে সত্য, আস্থাপূর্ণ বিশ্বাস, পবিত্র

শুচিতা : এমনকি এসব কিছু আমাদের উপলব্ধির আয়ত্তে! [৩] তবে যে দানগুলি ঈশ্বর প্রস্তুত করেছেন তাদের জন্য যারা তাঁর প্রতীক্ষায় রয়েছে, সেগুলি কী কী? সর্বযুগের সেই নির্মাতা ও মহাপ্রভু, সেই পরমপবিত্রজন, তিনিই তো সেগুলির মহত্ত্ব ও সৌন্দর্য জানেন। [৪] সুতরাং এসো, সংগ্রাম করি যেন তাদের মধ্যে পরিগণিত হতে পারি যারা তাঁর প্রতীক্ষায় রয়েছে, যেন অঙ্গীকৃত দানগুলির সহভাগী হতে পারি।

[৫] কিন্তু প্রিয়জনেরা, তেমন কিছু কেমন করে হতে পারবে? (ক)। যত অন্যায়, অধর্ম, কৃপণতা, বিভেদ, শঠতা, চালাকি, পরচর্চা, পরনিন্দা, ঈশ্বরঘৃণা, গর্ব, দর্প, দম্ভ ও আতিথেয়তা-শূন্যতা আমাদের কাছ থেকে দূর করে দিয়ে আমাদের মন যদি বিশ্বস্ততার সঙ্গে ঈশ্বরে স্থির থাকে, আমরা যদি সেই সবকিছুর অন্বেষণ করি যা তাঁর কাছে সন্তোষজনক ও গ্রহণীয়, আমরা যদি সেই সবকিছু পূরণ করি যা তাঁর নিখুঁত ইচ্ছা অনুযায়ী, ও তাঁর সত্যপথ পালন করি, তবেই সেগুলি লাভ করব। [৬] কেননা যারা সেসব কিছু করে, তারা সকলে ঈশ্বরের ঘৃণার পাত্র; এমনকি যারা তা করে, তারা শুধু নয়, যারা তাতে প্রীত, তারাও; [৭] কারণ শাস্ত্র বলে,

কিন্তু পাপীকে ঈশ্বর বলেন,
কি করে আমার বিধিনিয়ম আবৃত্তি কর?
কি করে আমার সন্ধির কথা মুখে তুলে আন?
[৮] *তুমি তো যে শৃঙ্খলা ঘৃণা করেছ,*
পিছনে ফেলে দিয়েছ আমার বাণীসকল।
চোরকে দেখে তুমি তার সঙ্গে কত খুশি ছিলে,
ব্যভিচারীদের সঙ্গে বন্ধুত্বই করছিলে;
তোমার মুখ অনিষ্ট কথনে পূর্ণ ছিল,
ছলনাই আঁটছিল তোমার জিহ্বা;
সারাদিন বসে তুমি তোমার ভাইদের বিরুদ্ধে কথা বলছিলে,
আপন সহোদরদের কুৎসা রটাচ্ছিলে।
[৯] *তুমি তাই করছিলে আর আমি নীরব থাকতাম;*
হে দুর্জন, তুমি মনে করছিলে আমি তোমার মত।

[১০] *আমি তোমাকে ভর্ৎসনা করব,*
তোমার মুখের উপরেই তোমাকে অভিযুক্ত করব।
[১১] *একথা শিখে নাও তোমরা, যারা ঈশ্বরকে ভুলে গেছ,*
পাছে তিনি সিংহের মত তোমাদের কেড়ে নেন,
তবে উদ্ধারকর্তা থাকবে না কেউ।
[১২] *স্তুতি-যজ্ঞই আমাকে গৌরবান্বিত করবে,*
এটিই সেই পথ যে পথ ধরে আমি তাকে দেখাব ঈশ্বরের পরিত্রাণ (খ)।

৩৬ [১] প্রিয়জনেরা, এই তো সেই পথ যেখানে আমরা আমাদের পরিত্রাণ পাই, যেখানে পাই সেই যিশু খ্রিষ্টকে যিনি আমাদের অর্ঘ্য-নিবেদনের মহাযাজক, আমাদের দুর্বলতায় রক্ষাকর্তা ও সহায়ক (ক)।

[২] তাঁর মধ্য দিয়ে আমরা ঊর্ধ্বলোকে দৃষ্টি রাখি, তাঁর মধ্য দিয়ে তাঁর নিষ্কলঙ্ক ও সর্বোচ্চ শ্রীমুখ দেখি, তাঁর মধ্য দিয়ে আমাদের মনশ্চক্ষু উন্মোচিত হল, তাঁর মধ্য দিয়ে আমাদের নির্বোধ ও অন্ধকারাচ্ছন্ন মন আলোর দিকে প্রস্ফুটিত হয়, তাঁর মধ্য দিয়ে আমাদের প্রভু ইচ্ছা করলেন আমরা অমর প্রজ্ঞা আস্বাদন করব; কারণ *যিনি ঈশ্বরের গৌরবের প্রতিবিম্ব,* তিনি *স্বর্গদূতদের তুলনায় ততই মহান, যত শ্রেষ্ঠ হল সেই নাম যা তাঁকে দেওয়া হয়েছে* (খ)। [৩] বস্তুতপক্ষে লেখা রয়েছে,

আপন দূতদের তিনি বায়ুর মত করে তোলেন,
ও আপন সেবকদের করে তোলেন অগ্নিশিখার মত (গ),
[৪] কিন্তু আপন পুত্র বিষয়ে মহাপ্রভু বললেন,
তুমি আমার পুত্র; আমি আজ তোমাকে জন্ম দিলাম (ঘ)।
আমার কাছে যাচনা কর, দেশগুলিকে করব তোমার উত্তরাধিকার,
পৃথিবীর প্রান্তসীমা করব তোমার সম্পদ (ঙ)।

[৫] তিনি তাঁকে আরও বলেন,

আমার ডান পাশে আসন গ্রহণ কর,

যতক্ষণ না তোমার শত্রুদের আমি করি তোমার পাদপীঠ (চ)।

[৬] তবে এ শত্রুরা কারা? যারা দুর্জন, যারা তাঁর ইচ্ছার বিরোধী, তারাই।

৩৭ [১] অতএব ভ্রাতৃগণ, এসো, তাঁর নির্ভুল আদেশগুলো পালন করে যথাশক্তি সংগ্রাম করি। [২] এসো, ভেবে দেখি, যারা আমাদের সেনাপতিদের অধীনে সংগ্রাম করে তারা কতই না শৃঙ্খলার সঙ্গে, কতই না তৎপরতা ও বাধ্যতার সঙ্গে তাদের আদেশ পালন করে! (ক) [৩] সকলেই যে অধিপতি বা সহস্রপতি কিংবা শতপতি বা পঞ্চাশপতি হতে পারে এমন নয়, এক একজন বরং নিজ নিজ পদ অনুসারে রাজা ও সেনাপতির আদেশ পালন করে। [৪] ছোটদের ছাড়া বড়রা থাকতে পারে না, বড়দের ছাড়া ছোটরাও নয়; সকলের মধ্যে একপ্রকার সংমিশ্রণ রয়েছে; আর এতেই তো রয়েছে উপকার! [৫] এসো, আমাদের নিজেদের দেহের কথা ধরি (খ): পা বিনা, মাথা কিছু নয়, একইপ্রকারে মাথা বিনা, পা কিছু নয়; আমাদের দেহের কনিষ্ঠ অঙ্গগুলি সমগ্র দেহের জন্য প্রয়োজনীয় ও উপকারী; এমনকি যাতে গোটা দেহ রক্ষা পায়, সবগুলো একসঙ্গে কাজ করে ও একই অধীনতায় একতাবদ্ধ হয়।

৩৮ [১] অতএব আমাদের গোটা দেহ যেন খ্রিষ্ট যিশুতে রক্ষা পায়; এক একজনকে দেওয়া ভূমিকা অনুসারে এক একজন যেন আপন প্রতিবেশীর অধীনে থাকে (ক)। [২] যে শক্তিশালী, সে দুর্বলের প্রতি যত্নশীল হোক; যে দুর্বল, সে শক্তিশালীর মর্যাদা মেনে নিক। যে ধনী, সে গরিবকে সাহায্য করুক; যে গরিব, সে ঈশ্বরকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করুক, কারণ ঈশ্বর তার জন্য এমন ব্যবস্থা করেছেন যাতে কেউ না কেউ তার নিঃস্বতায় তাকে সাহায্য করে। যে জ্ঞানী, সে কথায় নয়, কল্যাণকর কাজেই যেন নিজ জ্ঞান প্রকাশ করে। যে বিনম্র, সে যেন নিজের বিষয়ে সাক্ষ্য না দেয়, অন্যরাই বরং যেন তার বিনম্রতা বিষয়ে সাক্ষ্য বহন করে। যে শুচিতা বজায় রাখে, সে যেন গর্ব না করে, সে বরং যেন স্বীকার করে, অন্য কেউই আছেন যিনি তার উপর শুচিতা বর্ষণ করেন।

[৩] সুতরাং ভ্রাতৃগণ, একটু চিন্তা করি, আমরা কোথা থেকে গঠিত হয়েছি, আমরা যে কী, জগতে আসবার সময়ে আমরা কী রকম ছিলাম; এসো, চিন্তা করি, যিনি

আমাদের গড়লেন ও সৃষ্টি করলেন, তিনি কোন্ অন্ধকারময় গহ্বর থেকে [খ] আমাদের এজগতে বের করে এনে আমাদের জন্মের আগেই আমাদের জন্য তাঁর সমস্ত উপকার প্রস্তুত করলেন। [৪] তাই, যেহেতু আমরা তাঁরই কাছ থেকে সবকিছু পেয়েছি, সেজন্য সবকিছুতে তাঁকেই কৃতজ্ঞতা জানানো উচিত, যাঁর গৌরব যুগে যুগান্তরে। আমেন।

৩৯ [১] অবোধ, বুদ্ধিহীন, অজ্ঞ ও পাগল যারা, তারা আমাদের বিদ্রূপ করে ও আমাদের নিয়ে ঠাট্টা করে; আর মনে করে এভাবে নিজেদেরই বড় করে। [২] কিন্তু মরণশীল মানুষ কী করতে পারে? পৃথিবী থেকে জাত মানুষের কি মূল্য আছে?

[৩] বস্তুত লেখা আছে,

আমার চোখের সামনে কোন ছায়ামূর্তি ছিল না;
শুধু মৃদু এক মর্মরধ্বনি ও এক কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম।
[৪] *তবে কী, মরণশীল মানুষ ঈশ্বরের দৃষ্টিতে পবিত্র হতে পারে?*
কিংবা নিজের কাজকর্মে মানুষ কি নিরপরাধী হতে পারে?
নিজের দাসদেরও তিনি বিশ্বাস করেন না,
নিজের দূতদের মধ্যেও তিনি ত্রুটি পান;
[৫] *আকাশমণ্ডলও তাঁর সাক্ষাতে অপবিত্র!*
তাহলে যারা সেই মাটির ঘরে বাস করে,
অর্থাৎ সেই একই মাটিতে গড়া এই আমরা কি পবিত্র হব?
তিনি কীট যেনই ওদের চূর্ণ-বিচূর্ণ করলেন।
সকাল থেকে সন্ধ্যার মধ্যেই ওরা বিলুপ্ত হল।
ওদের বিলোপ ঘটল, যেহেতু নিজেদের সাহায্য করতে অক্ষম!
[৬] *তিনি ওদের উপর ফুৎকার দিলে ওরা মরল,*
কারণ ছিল প্রজ্ঞাবিহীন।
[৭] *তবে তুমি ডাক! দেখ কেউ তোমাকে সাড়া দেবে কিনা,*
স্বর্গদূতদের একজনও তোমাকে দেখা দেবেন কিনা।
কেননা ক্ষোভ মূর্খের মৃত্যু ঘটায়,
ঈর্ষা নির্বোধের বিনাশ ঘটায়।

[৮] আমি দেখেছিলাম, মূর্খ মাটিতে নিজের শিকড় নামাল,
কিন্তু তার সমৃদ্ধি একনিমেষে বিলুপ্ত হল।
[৯] তার সন্তানেরা পরিত্রাণ থেকে বঞ্চিত হোক,
নগরদ্বারে তারা হীন লোকদের দ্বারা অত্যাচারিত হোক;
তাদের জন্য উদ্ধারকর্তা কেউ যেন না থাকে।
কেননা নিজেদের জন্য ওরা যা প্রস্তুত করেছিল,
তা ন্যায়নিষ্ঠেরাই ভোগ করবে;
আর ওরা অমঙ্গল থেকে রক্ষা পাবে না (ক)।

৪০ [১] যেহেতু এসব কিছু আমাদের কাছে স্পষ্টভাবে প্রকাশিত, ও আমরা ঐশভাবনার গভীরে দৃষ্টিপাত করেছি (ক), সেজন্য মহাপ্রভু যথাসময় আমাদের যা যা করতে আদেশ করেছেন, তা যথারীতি সাধন করা আমাদের উচিত। [২] তিনি আদেশ দিয়েছেন, আমরা যজ্ঞ ও উপাসনা উদ্‌যাপন করব—আর তা যেন চিন্তাহীন ও বিশৃঙ্খল ভাবে নয়, বরং নির্ধারিত সময় ও প্রহরে করা হয়। [৩] কোথায় ও কাদের দ্বারা তিনি চান এ ধর্মানুষ্ঠানগুলো উদ্‌যাপিত হবে, তাঁর পরম ইচ্ছায় তিনি নিজেই তা স্থির করলেন, যেন সবকিছু তাঁর মঙ্গল-ইচ্ছা অনুসারে ভক্তির সঙ্গে পালিত হয় ও তাঁর ইচ্ছার কাছে গ্রহণযোগ্য হয়। [৪] সুতরাং যারা নির্ধারিত সময় তাদের অর্ঘ্য নিবেদন করে, তারা গ্রহণযোগ্য ও আশীর্বাদপ্রাপ্ত, কারণ তারা মহাপ্রভুর বিধিনিয়ম পালন করে বিধায় পাপ করে না। [৫] বস্তুতপক্ষে মহাযাজককে উপযুক্ত সেবাকর্ম আরোপিত, যাজকদের জন্য উপযুক্ত স্থান নির্ধারিত, ও লেবীয়দের জন্য উপযুক্ত সেবাকর্ম আদিষ্ট। সাধারণ ভক্তজন সাধারণ ভক্তজনদের জন্য নির্দিষ্ট ব্যবস্থায় আবদ্ধ (খ)।

৪১ [১] ভ্রাতৃগণ, আমাদের এক একজন নিজ নিজ ভূমিকা অনুসারে সদ্বিবেকের সাথে ব্যবহার ক'রে, নিজ নিজ সেবাকর্মের বিধিনিয়ম অতিক্রম না করে বরং যেন সুযোগ্য ভাবেই ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে (ক)। [২] ভ্রাতৃগণ, দৈনিক যজ্ঞ (খ) বা পাপার্থে ও সংস্কার-বলিদান (গ) সকল স্থানে নয়, কেবল যেরুশালেমেই তো উদ্‌যাপিত হয়; আর সেখানেও বলিদান সকল স্থানে নয়, কেবল পরম পবিত্রস্থানের সামনে বেদির উপরেই

অনুষ্ঠিত হয়, এবং বলিটাকে আগে মহাযাজক ও উপরোল্লিখিত সেবকদের দ্বারা নিরীক্ষণ করা হয়। [৩] সুতরাং যে কেউ এমন বিপরীত কিছু করে যা তাঁর ইচ্ছার গ্রহণযোগ্য নয়, সে মৃত্যুদণ্ড ভোগ করবে। [৪] দেখ, ভ্রাতৃগণ, আমরা যে জ্ঞানের যোগ্য হয়ে উঠেছি তা যত মহত্তর, যে বিপদের আমরা সম্মুখীন তা তত গুরুতর (ঘ)।

৪২ [১] প্রেরিতদূতেরা প্রভু যিশু খ্রিষ্ট দ্বারা আমাদের কাছে সুসমাচার প্রচার করতে প্রেরিত হয়েছিলেন, যিশু খ্রিষ্ট ঈশ্বর দ্বারা প্রেরিত হয়েছিলেন (ক)। [২] সুতরাং খ্রিষ্ট ঈশ্বর দ্বারা, ও প্রেরিতদূতেরা খ্রিষ্ট দ্বারা প্রেরিত: অতএব ব্যবস্থা দু'টোই যথারীতি ঈশ্বরের ইচ্ছা থেকেই নির্গত। [৩] তাই আদেশ গ্রহণ করে, আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের পুনরুত্থান দ্বারা সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা-প্রাপ্ত হয়ে, ও ঈশ্বরের বাণীতে দৃঢ় বিশ্বস্ততা অর্জন করে তাঁরা পবিত্র আত্মায় নিশ্চিত আস্থা রেখে আসন্ন ঐশরাজ্যের শুভসংবাদ প্রচার করতে বেরিয়ে পড়লেন (খ)। [৪] অঞ্চলে অঞ্চলে ও শহরে শহরে বাণী ঘোষণা করতে করতে তাঁরা তাঁদের প্রথম ধর্মান্তরিতদের অধিক গভীরভাবে পরীক্ষা করে ভাবী বিশ্বাসীদের অধ্যক্ষ ও পরিসেবক পদে নিযুক্ত করলেন। [৫] তেমন পদ্ধতি যে নতুন, তা নয়, কারণ বহুদিন থেকেই অধ্যক্ষ ও পরিসেবকদের কথা লেখা হয়েছিল। এবিষয়ে শাস্ত্র এক স্থানে বলে, *আমি তাদের অধ্যক্ষদের ধর্মময়তায়, ও তাদের পরিসেবকদের বিশ্বাসে সুস্থির করব* (গ)।

৪৩ [১] যাঁরা খ্রিষ্টে ঈশ্বর থেকে এ দায়িত্ব পালনে নিযুক্ত হয়েছেন, তাঁরা যে উপরোল্লিখিত ব্যক্তিদের সেই পদে নিযুক্ত করেন, এতে বিস্মিত হওয়ার কী আছে?

কেননা *সমস্ত গৃহের মধ্যে বিশ্বাসযোগ্য সেবক* সেই ধন্য মোশিও (ক), যে আদেশগুলো তাঁকেই দেওয়া হয়েছিল, তা পবিত্র শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ করেছিলেন; আর অন্যান্য নবীরা তাঁরই মত করে চললেন, আর তাই করে তাঁরা তার সঙ্গে সেই বিধিনিয়ম বিষয়ে সাক্ষ্যদান করলেন যা তিনি দিয়েছিলেন। [২] কেননা যাজকত্ব নিয়ে হিংসা দেখা দিলে ও গোষ্ঠীগুলো তর্কাতর্কি করলে তাদের মধ্যে কে কে সেই গৌরবময় নামে ভূষিত, মোশি নিজে বারো গোষ্ঠীর নেতাদের আদেশ দিলেন, তারা এক একজন নিজ নিজ লাঠি নিয়ে আসবে আর সেই লাঠিতে গোষ্ঠীর নাম লেখা থাকবে। পেলে পর তিনি সেগুলো

বেঁধে দিয়ে গোষ্ঠী-নেতাদের আঙটি দিয়ে সীলমোহর-যুক্ত করে ঈশ্বরের ভোজনপাটের উপরে সাক্ষ্য-তাঁবুতে রেখে গেলেন। [৩] তারপর তাঁবুর দরজা বন্ধ করে তিনি লাঠিগুলো নিয়ে যেভাবে করেছিলেন সেভাবে দরজা ও চাবিগুলোও সীলমোহর-যুক্ত করে [৪] তাদের বললেন, 'ভাই সকল, যে গোষ্ঠীর লাঠিতে পল্লব দেখা দেবে, সেই গোষ্ঠীকেই ঈশ্বর আপন যাজকত্ব ও ধর্মসেবার জন্য মনোনীত করবেন।' [৫] পরদিন সকালে তিনি সমস্ত ইস্রায়েলকে একত্রে ডাকলেন—ছয় লক্ষ মানুষ ছিল!—ও গোষ্ঠী-নেতাদের কাছে সীলগুলো দেখানোর পর সাক্ষ্য-তাঁবু খুলে লাঠিগুলো বের করে আনলেন; তখন দেখা গেল, আরোনের লাঠিতে কচি-ফুল ধরেছে শুধু নয়, ফলও ধরেছে (খ)। [৬] প্রিয়জনেরা, কী মনে কর? মোশি কি আগে থেকে জানতেন না যে তাই ঘটবে? অবশ্যই জানতেন, তবু তিনি তাই করলেন যেন ইস্রায়েলে কোন বিচ্ছেদ না ঘটে, যাতে করে সেই সত্যকার ও অনন্য ঈশ্বরেরই নাম গৌরবান্বিত হয় যাঁর গৌরব হোক যুগে যুগান্তরে। আমেন।

৪৪ [১] আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের মাধ্যমে প্রেরিতদূতেরা জানতেন, অধ্যক্ষ পদের জন্য বিভেদ দেখা দেবে। [২] এজন্য, তেমন নিশ্চিত পূর্বজ্ঞান লাভে তাঁরা উপরোল্লিখিত ব্যক্তিদের নিয়োগ করলেন ও পর পরেই এমন ব্যবস্থা যোগ করলেন যাতে তাঁরা নিদ্রা গেলে সুনামের অন্য ব্যক্তি তাঁদের সেবাকর্মের ভার বহন করে যান (ক)। [৩] অতএব, তাঁদের দ্বারা যাঁরা নিযুক্ত হয়েছিলেন, আবার পরবর্তীকালে যাঁরা গোটা মণ্ডলীর (খ) সম্মতি ক্রমে অন্যান্যদের দ্বারা নিযুক্ত হয়েছিলেন, এবং সুদীর্ঘ বছর ধরে সকলের স্বীকৃতি লাভ করে যাঁরা ন্যায়নিষ্ঠা ও বিনম্রতার সঙ্গে খ্রিষ্টের পালের সেবা শান্তিতে ও নিঃস্বার্থ ভাবে করে গেলেন, সেবাকর্ম থেকে তাঁদের বঞ্চিত করা আমরা ন্যায়সঙ্গত মনে করি না। [৪] বস্তুতপক্ষে, যাঁরা ন্যায়নিষ্ঠা ও পবিত্রতার সঙ্গে নিজেদের দায়িত্ব পালন করে গেলেন, আমরা অধ্যক্ষ পদ থেকে তাঁদের বঞ্চিত করলে তা লঘু পাপই হবে না। [৫] ধন্য সেই প্রবীণেরা যাঁরা নিজেদের দৌড় শেষ করে ফলপ্রসূ ও নিখুঁত সমাপ্তি অর্জন করলেন—তাঁদের তো কোন ভয় নেই, নির্ধারিত স্থান থেকে কেউই তাঁদের সরিয়ে দিতে পারবে না। [৬] তা সত্ত্বেও আমরা দেখতে পাচ্ছি, তোমরা এমন

কাউকে ধর্মসেবা থেকে পদচ্যুত করেছ যাঁরা ন্যায়বান ও পুণ্য জীবনাচরণে সেই সেবা পালন করে আসছিলেন।

৪৫ [১] ভ্রাতৃগণ, যা কিছু পরিত্রাণ সংক্রান্ত, তোমরা তা নিয়েই প্রতিযোগী ও সদাগ্রহী হও। [২] তোমরা তো পবিত্র শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছ, সেই যে শাস্ত্র সত্যাশ্রয়ী ও পবিত্র আত্মারই দেওয়া। [৩] তোমরা জান, শাস্ত্রে এমন কিছুই নেই যা অন্যায় ও জঘন্য। ধার্মিককে পুণ্যবান মানুষ দ্বারা দূর করে দেওয়া হয়েছে এমন কথা তোমরা সেখানে পাবেই না। [৪] ধার্মিকেরা নির্যাতিত হয়েছিলেন বটে, কিন্তু দুর্জনদের দ্বারা; কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন বটে, কিন্তু ধর্মবিরোধীদের দ্বারা; অপকর্মাদের দ্বারা তাঁদের পাথর ছুড়ে মারা হল; এমন মানুষদের দ্বারা তাঁদের হত্যা করা হল যারা অন্তরে অসার ও অন্যায়পূর্ণ হিংসা পোষণ করছিল। [৫] এসব কিছু সহ্য করে তাঁরা সহিষ্ণুতায় অপরাজেয় হয়ে উঠলেন।

[৬] তবে ভ্রাতৃগণ, আমরা কী বলব? ঈশ্বরভীরুদের দ্বারাই কি দানিয়েলকে সিংহের গর্তে নিক্ষেপ করা হয়েছিল? [৭] হানানিয়া, আজারিয়া ও মিশায়েলকে কি তাদেরই দ্বারা অগ্নিচুল্লিতে ফেলে দেওয়া হয়েছিল যারা পরাৎপরের মহা ও গৌরবময় ধর্ম পালন করছিল? মোটেই না! তবে কেইবা এসব কিছু করেছিল? ঘৃণ্য ও শঠতাপূর্ণ মানুষই তো এমন তীব্র রোষের পর্যায়ে উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল যার ফলে যাঁরা পবিত্র ও ন্যায়নিষ্ঠ সঙ্কল্প নিয়ে ঈশ্বরের সেবা করছিলেন, তারা তাঁদের নিপীড়িত করেছিল; তারা তো জানত না, যাঁরা পুণ্য অন্তরে তাঁর উৎকৃষ্ট নামের সেবা করেন, স্বয়ং পরাৎপরই তাঁদের রক্ষাকর্তা ও প্রতিপালক, যাঁর গৌরব হোক যুগে যুগান্তরে। আমেন।

[৮] কিন্তু যাঁরা ভরসার সঙ্গে এসব কিছু সহ্য করলেন, তাঁরা গৌরব ও সম্মানের উত্তরাধিকার পেলেন; তাঁরা ঈশ্বর দ্বারা উন্নীত হলেন, ও তাঁদের নাম তাঁর স্মৃতিতে লিপিবদ্ধ হল চিরকালের মত। আমেন।

৪৬ [১] সুতরাং ভ্রাতৃগণ, আমাদেরও তেমন দৃষ্টান্ত আঁকড়িয়ে থাকতে হবে, [২] কারণ লেখা আছে, পবিত্রজনদের আঁকড়ে ধর, কারণ যারা তাদের আঁকড়ে থাকে তারা পবিত্রিত হবে। [৩] আবার অন্যত্র লেখা রয়েছে, *নিরপরাধীর সঙ্গে তুমি নিরপরাধী*

হবে, *মনোনীতজনের সঙ্গে তুমি মনোনীত হবে; কিন্তু কুটিলের সঙ্গে তুমি কুটিল হয়ে যাবে* (ক)। [৪] তবে এসো, নিরপরাধী ও পুণ্যবান মানুষকে আঁকড়িয়ে থাকি, কারণ এরাই তো ঈশ্বরের মনোনীতজন। [৫] তোমাদের মধ্যে কেনই বা এ তর্কাতর্কি, ক্রোধ, বিচ্ছেদ ও সংগ্রাম? [৬] আমাদের কি এক ঈশ্বর, এক খ্রিষ্ট ও আমাদের উপরে সঞ্চারিত একই অনুগ্রহের আত্মা নেই? (খ)। খ্রিষ্টে আমাদের আহ্বান কি এক নয়? [৭] কেন আমরা খ্রিষ্টের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিচ্ছিন্ন ও বিদীর্ণ করি? কেন আমাদের নিজেদের দেহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করি ও উন্মত্ততার এমন পর্যায়ে উঠি যে ভুলে যাই, আমরা পরস্পরের ভাই? প্রভু যিশুর বাণী মনে রেখ; [৮] তিনি তো বললেন, *সেই মানুষকে ধিক্! আমার মনোনীতদের একজনেরও পতনের কারণ হওয়ার চেয়ে তার পক্ষে জন্ম না নেওয়াই ভাল হত; আমার মনোনীতদের একজনকেও পথভ্রান্ত করার চেয়ে তার গলায় জাঁতাকলের পাথর বেঁধে তাকে সমুদ্রে ফেলে দেওয়াই ভাল হত!*(গ) [৯] তোমাদের বিচ্ছেদ অনেককে পথভ্রান্ত করেছে, অনেককে নিরাশায়, অনেককে সন্দেহের হাতে, আমাদের সকলকেও দুঃখে নিক্ষেপ করেছে—আর তোমাদের বিভেদ এখনও চলছে!

৪৭ [১] প্রেরিতদূত পলের পত্র হাতে নাও (ক)। [২] তাঁর প্রচারকাজের আরম্ভে তিনি তোমাদের প্রথম কী লিখেছিলেন? [৩] সত্যকার প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি নিজের ও কেফাস ও আপল্লোসের কথা তোমাদের কাছে লিখেছিলেন, কারণ সেকাল থেকেও তোমাদের মধ্যে পক্ষপাতের প্রবণতা দেখা দিচ্ছিল। [৪] সেকালের পক্ষপাত কিন্তু তোমাদের লঘুতর অপরাধে অপরাধী করেছিল, কারণ তোমরা নামকরা প্রেরিতদূতদের ও তাঁদের অনুমোদিত একটি মানুষেরই পক্ষপাত করছিলে। [৫] এবার কিন্তু দেখ কারাই বা তোমাদের নিকৃষ্ট করে তুলেছে ও তোমাদের বিখ্যাত ভ্রাতৃপ্রেমের মান ক্ষুণ্ন করে ফেলেছে! [৬] ভ্রাতৃগণ, স্থিতমূল ও প্রাচীন সেই করিন্থ-মণ্ডলী যে কেবল দু' একজনের কারণে নিজের প্রবীণবর্গের প্রতি বিরুদ্ধাচরণ করেছে তেমন কথা লজ্জাকর, অধিক লজ্জাকর ও খ্রিষ্টীয় জীবনের অযোগ্য! [৭] আর তেমন কথা আমাদের কাছে শুধু নয়, যারা আমাদের মতাবলম্বী নয়, তাদেরও কাছে পৌঁছে গেছে, ফলে প্রভু-নামের নিন্দা ঘটেছে, আর তোমরা নিজেরা গুরুতর বিপদের সম্মুখীন হয়েছ (খ)।

৪৮ [১] সুতরাং এসো, এসব কিছু শীঘ্রই শেষ করে দিই, মহাপ্রভুর পায়ে পড়ে চোখের জল ফেলে তাঁকে মিনতি করি তিনি যেন প্রসন্ন হয়ে আমাদের সঙ্গে পুনর্মিলিত হন ও আমাদের পুণ্য ও সমীচীন ভ্রাতৃপ্রেম-সাধনায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। [২] কেননা এই তো জীবনের দিকে উন্মুক্ত সেই ধর্মময়তার তোরণদ্বার যা বিষয়ে লেখা আছে, *আমার জন্য খুলে দাও তোমরা ধর্মময়তার তোরণদ্বার; প্রবেশ করে আমি প্রভুকে জানাব ধন্যবাদ।* [৩] *এই তো প্রভুর তোরণদ্বার, এর মধ্য দিয়েই ধার্মিকেরা প্রবেশ করবে* (ক)। [৪] উন্মুক্ত এ তোরণদ্বার বহু বটে, কিন্তু ধর্মময়তার যে তোরণদ্বার তা হল খ্রিষ্টেরই তোরণদ্বার: সুখী তারা সকলে, যারা তার মধ্য দিয়ে প্রবেশ করেছে ও শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে সবকিছু সম্পন্ন ক'রে পবিত্রতা ও ধর্মময়তার পথে চরণ চালিত করেছে।

[৫] একজন মানুষ বিশ্বস্তই হোক, সত্য ব্যক্ত করায় উপযুক্তই হোক, ধর্মমত নির্ণয় ব্যাপারে প্রজ্ঞাবানই হোক, আচরণে পুণ্যবানই হোক; [৬] সে যত মহান বলে পরিগণিত, তার পক্ষে তত বিনম্র হওয়া দরকার; এবং নিজের স্বার্থ নয়, সর্বসাধারণেরই মঙ্গলের অন্বেষণ করা দরকার।

৪৯ [১] খ্রিষ্টভালবাসা যার আছে, সে তাঁর আজ্ঞাগুলি পালন করুক। [২] কে ঐশভালবাসার বন্ধন ব্যাখ্যা করতে পারে? (ক)। [৩] কে তার সৌন্দর্যের মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে পারে? [৪] যে উচ্চ পর্যায়ে সেই ভালবাসা আমাদের উন্নীত করে, তা বলার অতীত। [৫] ভালবাসা আমাদের ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত করে। *ভালবাসা অসংখ্য পাপ ঢেকে দেয়* (খ)। ভালবাসা সবকিছু বহন করে, ভালবাসা সবকিছুতে সহিষ্ণু। ভালবাসায় নিকৃষ্ট বা উদ্ধত বলতে কিছু নেই; ভালবাসা কোন বিভেদ ঘটায় না, ভালবাসা কোন বিদ্রোহ সৃষ্টি করে না, ভালবাসা একাত্মতায় সবকিছু সাধন করে। ভালবাসায় ঈশ্বরের মনোনীতজনেরা সিদ্ধতা লাভ করল। ভালবাসা বিনা ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্য কিছুই নেই। [৬] ভালবাসায় মহাপ্রভু আমাদের গ্রহণ করলেন; আমাদের প্রতি তাঁর ভালবাসার খাতিরেই আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্ট ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে আমাদের জন্য নিজের রক্ত, আমাদের মাংসের জন্য নিজের মাংস, ও আমাদের প্রাণের জন্য নিজের প্রাণ দান করলেন (গ)।

৫০ [১] প্রিয়জনেরা, দেখ ভালবাসা কতই না সুন্দর ও চমৎকার; দেখ কেমন করে তার শ্রেষ্ঠতা বর্ণনার অতীত। [২] ঈশ্বর যাদের যোগ্য করে তোলেন, তারা ছাড়া কেইবা ভালবাসায় স্থিতমূল থাকতে সক্ষম? সুতরাং এসো, তাঁর দয়া প্রার্থনা ও যাচনা করি, আমরা যেন মানব-পক্ষপাতশূন্য ও অনিন্দ্য হয়ে ভালবাসায় স্থিতিশীল বলে পরিগণিত হতে পারি। [৩] আদম থেকে আজ পর্যন্ত যত পুরুষপরম্পরা, সেগুলো তো সবই চলে গেল, কিন্তু যারা ঈশ্বরের অনুগ্রহে ভালবাসায় সিদ্ধ হয়ে উঠেছে, তারা স্থান পায় সেই ধার্মিকদেরই মধ্যে যারা খ্রিষ্টের রাজ্যের আগমনের সময়ে প্রকাশিত হবে। [৪] কেননা লেখা আছে, *চল, আমার জাতি; তোমার অন্তঃকক্ষে প্রবেশ কর, পিছনে দরজা বন্ধ করে দাও। কিছুক্ষণের মত লুকিয়ে থাক, যতক্ষণ না সেই কোপ গত হয়* (ক); তখন আমি শুভদিনের কথা স্মরণ করব ও *তোমাদের কবর থেকে তোমাদের উত্তোলন করব।* [৫] প্রিয়জনেরা, আমরাই তো সুখী, যদি ঈশ্বরের আজ্ঞাগুলি ভালবাসার একতায় পালন করি, যাতে ভালবাসার মধ্য দিয়ে আমাদের পাপের ক্ষমা হয়। কেননা লেখা আছে,

[৬] *সুখী তারা, যাদের অন্যায় হরণ করা হল,*
যাদের পাপ আবৃত হল।
সুখী সেই মানুষ, যাকে প্রভু দোষ আরোপ করেন না,
যার আত্মায় ছলনা নেই (খ)।

[৭] এই সুখ-বাণী তাদের উদ্দেশ্য করে দেওয়া হয়েছে যারা ঈশ্বর দ্বারা মনোনীত হয়েছে আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের মধ্য দিয়ে যাঁর গৌরব হোক যুগে যুগান্তরে। আমেন।

৫১ [১] যত অপরাধ করেছি ও সেই শত্রুর (ক) প্রবঞ্চনার ফলে যা করেছি, এসো, তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি। আর যারা সেই বিদ্রোহ ও বিবাদের নেতা ছিল, তারা যেন সর্বসাধারণ প্রত্যাশার কথা ভাবে। [২] কেননা যারা ভয় ও ভালবাসায় জীবন যাপন করে, তারা পরকে কষ্ট দেওয়ার চেয়ে নিজেরাই কষ্ট বহন করতে, ও আমাদের ঐতিহ্যগত উৎকৃষ্ট ও ন্যায়বান সুসম্পর্ক আলোড়িত করার চেয়ে নিজেরাই দোষী বলে পরিগণিত হতে ইচ্ছুক। [৩] হৃদয় কঠিন করার চেয়ে মানুষের পক্ষে নিজের অপরাধ

স্বীকার করা শ্রেয়—যেইভাবে তাদেরই হৃদয় কঠিন হয়ে থেকেছিল যারা ঈশ্বরের দাস মোশির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। তাদের দণ্ড প্রকাশ্যই হয়ে উঠেছিল, [৪] কারণ তারা *জিয়ন্তই পাতালে নেমে গেল ও মৃত্যুই হবে তাদের রাখাল* (খ)। [৫] ফারাও, তার সেনাদল, মিশরের সকল নেতা, রথ ও অশ্বারোহী সকল লোহিত সাগরে নিমজ্জিত হয়ে মরল ঠিক এ কারণে যে, মিশর দেশে ঈশ্বরের দাস মোশি দ্বারা চিহ্নকর্ম ও অলৌকিক কাজ সাধিত হওয়ার পরেও তাদের হৃদয় কঠিন হয়ে থেকেছিল।

৫২ [১] ভ্রাতৃগণ, মহাপ্রভু কোন কিছুরই অভাবী নন: তাঁর কাছে আমাদের স্বীকারোক্তি ছাড়া তিনি কারও কাছ থেকে অন্য কিছুর বাসনা করেন না; [২] কারণ সেই মনোনীত দাউদ বলেন, *আমি প্রভুর কাছে স্বীকার করব: বলদ বা শিং-ক্ষুর থাকা বাছুরগুলির চেয়ে এতেই আমি প্রভুকে প্রীত করব। তা দেখে বিনম্ররা আনন্দিত হোক* (ক)। [৩] তিনি আরও বলেন, *স্তুতিবাদই হোক ঈশ্বরের কাছে তোমার যজ্ঞ, পরাৎপরের কাছে তোমার ব্রতসকল উদ্‌যাপন কর; সঙ্কটের দিনে আমায় ডাক: আমি তোমাকে নিস্তার করব আর তুমি আমাকে সম্মান করবে* (খ)। [৪] *কারণ ভগ্ন প্রাণ, এই তো ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্য বলি* (গ)।

৫৩ [১] ভ্রাতৃগণ, তোমরা তো শাস্ত্র জান, ভাল করেই জান; তোমরা ঈশ্বরের বচনগুলি তন্ন তন্ন করে অধ্যয়ন করেছ। এসব কিছু তোমাদের স্মরণ করিয়ে দেব, এই আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। [২] কারণ যখন মোশি পর্বতের উপরে গিয়ে সেখানে উপবাস ও বিনম্রতায় চল্লিশ দিন চল্লিশ রাত কাটালেন, তখন ঈশ্বর তাঁকে বললেন, *মোশি, মোশি, এখান থেকে শীঘ্রই নেমে যাও, কারণ তোমার সেই জনগণ, যাদের তুমি মিশর থেকে বের করে এনেছ, তারা ভ্রষ্ট হয়েছে; আমি তাদের যে পথে চলবার আজ্ঞা দিয়েছি, সেই পথ ত্যাগ করতে তাদের তত দেরি হয়নি! তারা নিজেদের জন্য ছাঁচে ঢালাই-করা একটা প্রতিমা তৈরি করেছে* (ক)। [৩] এবং প্রভু বলে চললেন, *আমি তোমার সঙ্গে একবার ও দুইবার কথা বলেছিলাম; বলেছিলাম: আমি এই জাতিকে লক্ষ করলাম; তারা সত্যিই কঠিনমনা এক জাতি। তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যাও, আমি এদের বিনাশ করব, আকাশের নিচ থেকে এদের নাম মুছে ফেলব, এবং তোমাকে এদের চেয়ে*

শক্তিশালী ও মহান এক জাতি করব (খ)। [৪] তখন মোশি বললেন, *আহা! এখন যদি এদের পাপ ক্ষমা কর …! না করলে, তবে, দোহাই তোমার, তোমার লেখা পুস্তক থেকে আমার নাম মুছে দাও* (গ)।

আহা, কেমন মহা ভালবাসা (ঘ)! [৫] আহা, এ পরমসিদ্ধি এমন যা অতিক্রম করা অসাধ্য! এই দাস প্রভুর সঙ্গে সাহসী, তিনি জনগণের জন্য ক্ষমা যাচনা করেন, অন্যথা তাদের সঙ্গে বিনষ্ট হতে চান।

৫৪ [১] তবে তোমাদের মধ্যে কে উদারমনা, দয়াবান ও ভালবাসায় পূর্ণ? [২] সে বলে উঠুক, 'আমার কারণেই যদি বিভেদ, বিবাদ ও বিচ্ছেদ জেগে উঠে থাকে, আমি সরে যাব, তোমরা যেখানে ইচ্ছা কর আমি সেখানে চলে যাব, জনগণের আদেশ মেনে নিতে সম্মত হব; কিন্তু খ্রিষ্টের পাল তাদের নিযুক্ত প্রবীণদের সঙ্গে শান্তি ভোগ করুক।' [৩] যে কেউ এভাবে ব্যবহার করে, সে খ্রিষ্টে মহা গৌরব লাভ করবে, ও সকল স্থান তাকে গ্রহণ করবে, কারণ *প্রভুরই তো পৃথিবী ও তার যত বস্তু* (ক)। [৪] এমনটি হয়েছে প্রাচীনকালে ও এমনটি হবে ভাবীকালে তাদেরই ব্যবহার, যারা মন স্থির করে ঈশ্বরের নগরীতে যোগ্য নাগরিক রূপে আচরণ করে।

৫৫ [১] কিন্তু এসো, বিজাতীয়দের কয়েকটা দৃষ্টান্তও উপস্থাপন করি। মড়ক দেখা দিলে বহু রাজা ও শাসনকর্তা দৈববাণীর পরামর্শ মেনে নিয়ে নিজেদের রক্তদানে প্রজাদের বাঁচানোর জন্য নিজেদের মৃত্যুর হাতে সঁপে দিলেন (ক)। বিভেদ শেষ করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে অনেকে নিজেদের শহর ছেড়ে চলে গেলেন। আমাদের নিজেদের মধ্যে অনেককেই চিনি, যারা পরের মুক্তির জন্য নিজেদের বন্দি করল। [২] অনেকে নিজেদের ক্রীতদাস করল, ও নিজেদের স্বাধীনতার মূল্য দিয়ে পরের জন্য খাদ্য যুগিয়ে দিল। [৩] ঐশঅনুগ্রহে শক্তি লাভ করে অনেক স্ত্রীলোক বীরপুরুষেরই যোগ্য কর্মকীর্তি সাধন করল। [৪] নিজ শহর অবরোধের সময়ে ধন্যা যুদিথ প্রবীণদের অনুরোধ করলেন তাঁরা যেন তাঁকে শত্রু সৈন্যশিবিরে যেতে দেন। [৫] এভাবে বিপদের হাতে নিজেকে সঁপে দিয়ে তিনি স্বদেশ ও অবরুদ্ধ স্বজাতির ভালবাসার খাতিরে বেরিয়ে পড়লেন, এবং ঈশ্বর একটি স্ত্রীলোকের হাতেই হলোফের্নেসকে ছেড়ে দিলেন (খ)। [৬] বিশ্বাসে সিদ্ধ সেই

এস্থারও কম বিপদের হাতে নিজেকে সঁপে দেননি যাতে অবশ্যম্ভাবী বিনাশ থেকে ইস্রায়েলের বারো গোষ্ঠীকে উদ্ধার করতে পারেন। উপবাস ও বিনম্রতায় তিনি সর্বদ্রষ্টা সেই সর্বযুগের মহাপ্রভুর কাছে প্রার্থনা করলেন, আর তিনি তাঁর প্রাণের বিনম্রতা দেখে সেই জাতির মানুষকে রেহাই দিলেন যাদের জন্য এস্থার বিপদের হাতে নিজেকে সঁপে দিয়েছিলেন (গ)।

৫৬ [১] এসো (ক), তাদের জন্যও প্রার্থনা করি যারা কোন অপরাধে পড়ে রয়েছে, যেন আমাদের নয়, ঈশ্বরেরই ইচ্ছার অধীন হবার মত বাধ্যতা ও বিনম্রতা তাদের দেওয়া হয় (খ)। এভাবেই তো তাদের স্মরণে ঈশ্বর ও পবিত্রজনদের (গ) কাছে আমাদের দয়াপূর্ণ প্রার্থনা তাদের পক্ষে ফলপ্রসূ ও সিদ্ধ হবে। [২] প্রিয়জনেরা, এসো, অসন্তোষ না দেখিয়ে সংশোধন গ্রহণ করি। আমাদের পারস্পরিক সতর্কবাণী উত্তম ও অতিশয় ফলদায়ী, কারণ তা আমাদের ঈশ্বরের ইচ্ছার সঙ্গে মিলিত করে। [৩] এবিষয়ে পবিত্র বাণী একথা বলে, *প্রভু কঠোর শাস্তি দিয়েছিলেন আমায়, তবুও আমায় সঁপে দেননি মৃত্যুর হাতে* (ঘ), [৪] *কারণ যাকে প্রভু ভালবাসেন তাকে শাস্তি দেন; আপন গৃহীত সন্তানকে তিনি কশাঘাত করেন* (ঙ)। [৫] আরও লেখা আছে, *ধার্মিকজন দয়ার সঙ্গে আমায় আঘাত করুক, তিরস্কারও করুক, আমার মাথা কিন্তু যেন না মাখা হয় দুর্জনদের তেলে* (চ)। [৬] এ কথাও রয়েছে, *সুখী সেই মানুষ, যাকে ঈশ্বর দ্বারাই ভর্ৎসনা করা হয়; তাই তুমি সর্বশক্তিমানের শাসন অবজ্ঞা করো না, কেননা তিনি ক্ষত করেন, আবার বেঁধে দেন;* [৭] *তিনি আঘাত করেন, তাঁর হাত আবার নিরাময় করে।* [৮] *তিনি ছ'টা সঙ্কট থেকে তোমাকে উদ্ধার করবেন, সপ্তম সঙ্কটে কোন অমঙ্গল তোমাকে আর স্পর্শ করবে না;* [৯] *দুর্ভিক্ষের দিনে তিনি মৃত্যু থেকে তোমাকে রেহাই দেবেন, যুদ্ধের দিনে খড়্গের আঘাত থেকে তোমাকে মুক্ত করবেন।* [১০] *জিহ্বার কশাঘাত থেকে তোমাকে রক্ষা করবেন, বিনাশের আগমনেও তুমি ভীত হবে না।* [১১] *দুর্জন ও অপকর্মা হবে তোমার হাসির বিষয়, বন্যজন্তুদেরও তুমি ভয় পাবে না;* [১২] *কেননা হিংস্র পশুরাও তোমার পাশে শান্তিতে থাকবে।* [১৩] *তুমি দেখতে পাবে যে তোমার গৃহ শান্তি ভোগ করে; তোমার তাঁবুতে সর্বদাই প্রাচুর্য বিরাজ করবে।* [১৪] *তুমি দেখতে পাবে, তোমার বংশধরদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, তোমার সন্তানসন্ততিরা মাঠের ঘাসের মত বেড়ে উঠছে।*

[১৫] *সময় হলে যেমন পরিপক্ক শস্য জমা হয়, কিংবা খামারে তুলে নেওয়া আঁটি যেমন সময় হলে সংগৃহীত হয়, পূর্ণায়ু হলে তেমনি তোমাকে সমাধি দেওয়া হবে* (ছ)।

[১৬] প্রিয়তমেরা, তোমরা তো দেখতে পাচ্ছ, যারা মহাপ্রভু দ্বারা শাস্তিভোগ করে, তারা আসলে কেমন মহা রক্ষা পায়, কারণ উত্তম পিতা হওয়ায় তিনি এজন্যই আমাদের শাস্তি দেন, আমরা যেন তাঁর পুণ্য শাস্তির মধ্য দিয়ে তাঁর দয়া স্পর্শ করতে পারি।

৫৭ [১] আর তোমরা যারা বিভেদের ভিত্তি স্থাপন করেছিলে, তোমাদের প্রবীণদের অধীন হও, হৃদয় প্রণত করে মনপরিবর্তনের মনোভাবে সংশোধন গ্রহণ কর। [২] তোমাদের জিহ্বার দাম্ভিক ও উদ্ধত আত্মগর্ব সরিয়ে দিয়ে অধীনতাই শেখ, কারণ খ্যাতির দিক থেকে শ্রেষ্ঠ হয়ে তবু খ্রিষ্টের আশা থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার চেয়ে নগণ্য হয়ে তবু খ্রিষ্টের পালে উপযুক্ত বলে পরিগণিত হওয়াই তোমাদের পক্ষে শ্রেয়। [৩] বস্তুতপক্ষে সর্বোৎকৃষ্ট প্রজ্ঞা (ক) একথা বলেন,

দেখ, আমি তোমাদের কাছে আমার আত্মার কণ্ঠ আনয়ন করব,
[৪] *তোমাদের শেখাব আমার সকল বাণী;*
যেহেতু আমি ডাকলে তোমরা সম্মতি দিলে না,
আমি হাত বাড়ালে তোমরা কেউই মনোযোগ দিলে না,
বরং আমার সমস্ত পরামর্শ অবহেলা করলে,
আমার সদুপদেশ অগ্রাহ্য করলে,
সেজন্য তোমাদের বিপদের ব্যাপারে আমিও হাসব,
তোমাদের উপরে সন্ত্রাস নেমে এলে পরিহাস করব:
হ্যাঁ, যখন সন্ত্রাস তোমাদের উপরে ঝড়ো বাতাসের মত নেমে পড়বে,
বিপদ ঘূর্ণিবায়ুর মত তোমাদের কাছে এসে পৌঁছবে,
সঙ্কট ও সঙ্কোচ তোমাদের আঘাত করবে,
তখন আমি পরিহাস করব।
[৫] *তখন তোমরা আমাকে ডাকবে, কিন্তু আমি সাড়া দেব না;*
দুর্জনেরা আমার সন্ধান করবে, কিন্তু আমাকে পাবে না।
যেহেতু তারা সদ্‌জ্ঞান ঘৃণা করল, প্রভুভয়কে বেছে নিল না,

আমার সুমন্ত্রণা মেনে নিল না, আমার সমস্ত সদুপদেশ অবজ্ঞা করল,
[৬] *সেজন্য তাদের নিজেদের ব্যবহারের ফল ভোগ করবে,*
তাদের নিজেদের মতলবের ফলাফলে তৃপ্ত হবে।
[৭] *হ্যাঁ, অনভিজ্ঞদের পথভ্রান্তি তাদের নিজেদের মৃত্যু ঘটাবে,*
নির্বোধদের নিশ্চিন্ততা তাদের নিজেদের বিনাশ ডেকে আনবে;
কিন্তু আমার কথায় যে কান দেয়,
সে ভরসাভরে বাস করবে,
শান্তি ভোগ করবে, অমঙ্গলের আশঙ্কা করবে না (খ)।

৫৮ [১] সুতরাং এসো, তাঁর পবিত্রতম ও গৌরবময় নামের প্রতি বাধ্যতা দেখাই; তবেই প্রাচীনকালে প্রজ্ঞা অবাধ্যদের কাছে যে হুমকি উচ্চারণ করেছিলেন, আমরা তা থেকে রেহাই পাব ও তাঁর মাহাত্ম্যের পুণ্যতম নামের নিরাপদ আশ্রয়ে বসবাস করব। [২] তোমরা আমাদের এ পরামর্শ মেনে নাও, তবে অনুশোচনা করার মত তোমাদের কিছু থাকবে না, কারণ জীবনময় ঈশ্বরের দোহাই, জীবনময় প্রভু যিশু খ্রিষ্টের ও মনোনীতদের বিশ্বাস ও আশা সেই পবিত্র আত্মার দোহাই, বিনম্রচিত্তে ও শালীনতায় যে তৎপর হয়ে ঈশ্বরের এ আদেশ ও আজ্ঞা পালন করবে, সে তাদেরই সংখ্যায় তালিকাভুক্ত ও মনোনীত হবে যারা পরিত্রাণ পেয়েছে সেই যিশু খ্রিষ্ট দ্বারা, যাঁর দ্বারা ঈশ্বরের গৌরব কীর্তিত যুগে যুগান্তরে। আমেন।

৫৯ [১] যে কেউ আমাদের মুখ দিয়ে উচ্চারিত প্রভুর কথায় (ক) বাধ্য হবে না, তারা জেনে নিক, অপরাধে ও সত্যিকারে গুরুতর বিপদে নিজেদের জড়াবে; [২] আমরা কিন্তু এ পাপ বিষয়ে নিরপরাধী হব; ও অবিরত মিনতি ও যাচনা দ্বারা প্রার্থনা করব যেন বিশ্বপ্রভু তাঁর মনোনীতদের সংখ্যা জগদ্‌জুড়ে অক্ষতই রক্ষা করেন তাঁর পুত্র যিশু খ্রিষ্টই দ্বারা, যাঁর দ্বারা তিনি অন্ধকার থেকে আলোতে, অজ্ঞতা থেকে তাঁর নিজের নামের গৌরব জ্ঞানে আমাদের আহ্বান করেছেন। [৩] তুমি যে তোমার এ নামেই, যা সমস্ত সৃষ্টির উৎস, প্রত্যাশা রাখতে আমাদের আহ্বান করেছ (খ),

আমাদের মনশ্চক্ষু খুলে দাও আমরা যেন তোমাকে জানতে পারি
—তুমি যে একাই ঊর্ধ্বলোকে পরাৎপর,
পবিত্রজনদের মধ্যে নিত্যই পবিত্রজন (গ) ;
তুমি যে উদ্ধতদের গর্ব নমিত কর (ঘ),
জাতিগুলোর সঙ্কল্প ব্যর্থ কর (ঙ),
অবনমিতদের উন্নীত কর ও উন্নীতজনদের অবনমিত কর (চ),
ধনবান কর ও ধনহীন কর (ছ),
মৃত্যু ঘটাও ও জীবন দান কর (জ) ;
তুমি যে একাই আত্মাদের উপকর্তা ও সমস্ত মাংসের ঈশ্বর (ঝ),
তুমি যে অতলদেশ তলিয়ে দেখ (ঞ), মানুষের কাজের উপর দৃষ্টি রাখ ;
তুমি যে বিপদে পতিতদের সহায়, আশাভ্রষ্টদের ত্রাণকর্তা (ট),
সমস্ত প্রাণদের স্রষ্টা ও রক্ষাকর্তা (ঠ) ;
তুমি যে পৃথিবীর জাতিগুলির সংখ্যা শতগুণে বৃদ্ধি কর
ও সেগুলির মধ্য থেকে তাদের সকলকেই বেছে নিলে
যারা তোমাকে ভালবাসে তোমার প্রিয় পুত্র যিশু খ্রিষ্ট দ্বারা,
যাঁর দ্বারা তুমি আমাদের উদ্বুদ্ধ, পবিত্র ও সম্মানিত করে তুলেছ (ড)।
[৪] মহাপ্রভু, তোমাকে অনুনয় করি,
হও আমাদের আশ্রয় ও আমাদের ঢাল (ঢ)।
আমাদের মধ্যে যারা নিপীড়িত, তাদের ত্রাণ কর,
বিনম্রদের দয়া কর,
পতিতদের পুনরুত্থিত কর,
অভাবগ্রস্তদের কাছে গিয়ে দেখা দাও,
অসুস্থদের নিরাময় কর,
তোমার আপন জনগণের বিপথগামীদের ফিরিয়ে আন,
ক্ষুধার্তদের পরিতৃপ্ত কর,
আমাদের বন্দিদের মুক্ত কর,
দুর্বলদের সুস্থির কর,

ভীরুহৃদয়দের সান্ত্বনা দাও;
সকল জাতি তোমাকে জানুক,
জানুক যে কেবল তুমিই ঈশ্বর (ণ) ও যিশু খ্রিষ্টই তোমার পুত্র;
জানুক, আমরাই তোমার জনগণ ও তোমার চারণভূমির মেষপাল (ত)।

৬০ [১] তুমি, প্রভু, জগতের সনাতন প্রতিষ্ঠান
তোমার কর্মকীর্তিতেই প্রকাশিত করেছ (ক);
তুমিই, প্রভু, পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছ
—তুমি যে পুরুষানুক্রমে বিশ্বস্ত, বিচারগুলিতে ন্যায়বান,
শক্তি ও মহত্ত্বে অপরূপ, সৃষ্টিকর্মে প্রজ্ঞাবান,
সৃষ্টজীবদের রক্ষণাবেক্ষণে দূরদর্শী, দৃশ্যগত বস্তুতে মঙ্গলময়,
ও তোমার শরণাগতদের প্রতি প্রসন্নতাপূর্ণ;
হে দয়াবান ও করুণাময় (খ),
আমাদের অধর্ম, অধর্মময়তা, অপরাধ ও ভুলভ্রান্তি ক্ষমা কর।
[২] তোমার দাসদাসীদের সমস্ত পাপ গণনা করো না,
বরং তোমার সত্য দ্বারা আমাদের শুচিশুদ্ধ কর,
আমাদের পদক্ষেপ চালিত কর
আমরা যেন পুণ্য হৃদয়ে চলি (গ),
যেন তা-ই করি যা তোমার সাক্ষাতে
ও আমাদের নেতাদের সাক্ষাতে মঙ্গলময় ও সন্তোষজনক (ঘ)।
[৩] হ্যাঁ, প্রভু, আমাদের উপর তোমার শ্রীমুখ উজ্জ্বল করে তোল (ঙ),
আমরা যেন শান্তিতেই মঙ্গলদানে পরিপূর্ণ হয়ে উঠি,
যেন তোমার পরাক্রমশালী হাত দ্বারা আশ্রিত হতে পারি (চ)
ও তোমার উত্তোলিত হাত দ্বারা সমস্ত পাপ থেকে মুক্তি পেতে পারি;
ওগো, যারা অন্যায়ভাবে আমাদের ঘৃণা করে,
তাদের হাত থেকে আমাদের মুক্ত কর।
[৪] আমাদের ও সকল জগদ্বাসীর কাছে একাত্মতা ও শান্তি দান কর,

যেইভাবে তুমি তা দান করেছিলে আমাদের সেই পিতৃপুরুষদের কাছে
যাঁরা বিশ্বাস ও সত্যের শরণে সরল অন্তরে তোমাকে ডেকেছিলেন (ছ),
আমরা যেন তোমার পবিত্রতম ও সর্বশক্তিশালী নামের প্রতি
ও পৃথিবীতে আমাদের নেতা ও শাসনকর্তাদের প্রতি
বাধ্যতা দেখাতে পারি (জ)।

৬১ [১] প্রভু, তুমি তোমার শ্রেষ্ঠ ও অবর্ণনীয় পরাক্রম দ্বারা
তাঁদের রাজ-অধিকার দিয়েছ
আমরা যেন তাঁদের কাছে তোমার দেওয়া গৌরব ও সম্মান জেনে
তোমার ইচ্ছা কোন মতেই প্রতিরোধ না করে তাঁদের অধীন হয়ে থাকি।
প্রভু, তাঁদের দান কর সুস্বাস্থ্য, শান্তি, একাত্মতা ও দৃঢ়তা,
তাঁরা যেন যে রাজ্যভূমি তুমি তাঁদের দিয়েছ,
তা নির্ভুল ভাবে শাসন করতে পারেন।
[২] কারণ তুমি, হে স্বর্গীয় মহাপ্রভু, হে সর্বযুগের রাজা,
তুমিই তো মানবসন্তানদের কাছে পৃথিবীর যত বস্তুর উপরে গৌরব,
সম্মান ও অধিকার দান করে থাক;
তুমিই, প্রভু, তোমার দৃষ্টিতে যা মঙ্গলময় ও সন্তোষজনক,
সেই অনুসারে তাদের সুমন্ত্রণা চালিত কর (ক),
তারা যেন পুণ্যভাবে শান্তি ও কোমলতার সঙ্গে
তোমার দেওয়া অধিকার অনুশীলন ক'রে
তোমার প্রসন্নতা লাভ করতে পারে।
[৩] তুমি যে একাই আমাদের জন্য এসব কিছু ও শ্রেয়তর কিছুও সাধন করতে পার,
আমরা তোমার স্তুতিবাদ জানাই
মহাযাজক ও আমাদের প্রাণের প্রতিপালক সেই যিশু খ্রিষ্ট দ্বারা,
যাঁর দ্বারা তোমার গৌরব ও মহিমা কীর্তিত এখন ও যুগে যুগে
চিরদিন চিরকাল। আমেন।

৬২ [১] ভ্রাতৃগণ, আমাদের ধর্মনীতি প্রসঙ্গে যথেষ্ট লিখেছি, আর যারা ধর্মপরায়ণতা ও ন্যায়নিষ্ঠার সঙ্গে সদ্‌গুণমণ্ডিত জীবন যাপন করতে ইচ্ছা করে, তাদের পক্ষে তা অধিক উপকারী। [২] আমরা তো সমস্ত দিক তুলে ধরেছি যথা বিশ্বাস, প্রায়শ্চিত্ত, প্রকৃত ভালবাসা, আত্মসংযম, শুচিতা, ধৈর্য; তোমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছি যে, ধর্মময়তা, সত্য ও সহিষ্ণুতায় জীবন যাপন করেই সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়া প্রয়োজন; আবার ক্ষমাদানে একাত্ম হয়ে কোমল তৎপরতার সঙ্গে ভালবাসা ও শান্তিতেই জীবনযাপন করা দরকার, যেভাবে যাঁদের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছি, আমাদের সেই পিতৃপুরুষেরাও তাঁদের বিনম্রতায় পিতা ও স্রষ্টা ঈশ্বরের কাছে ও সকল মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হলেন।

[৩] আর আমরা এসব কিছু তোমাদের স্মরণ করিয়ে দিতে আরও আনন্দিত, কারণ সচেতন ছিলাম যে, আমরা এমন বিশ্বস্ত ও আদর্শবান মানুষদের কাছে লিখছিলাম যারা ঈশ্বরের নির্দেশবাণীর বচনগুলো অধ্যয়ন করেছিল।

৬৩ [১] সুতরাং এ ন্যায়সঙ্গত যে, আমরা তেমন মহান ও বহু দৃষ্টান্ত পালনে মাথা নত করে বাধ্যতা অবলম্বন করি, যেন অসার বিবাদ-বিভেদ ছেড়ে পুনর্মিলিত হয়ে সেই লক্ষ্যই পূর্ণমাত্রায় লাভ করতে পারি যা সত্যের শরণে আমাদের সামনে উপস্থাপিত।

[২] তোমরা তবেই আমাদের আনন্দিত ও উল্লসিত করবে যদি পবিত্র আত্মার প্রেরণায় যা লিখেছি (ক) তার প্রতি বাধ্য হও, ও শান্তি ও একাত্মতার উদ্দেশ্যে এই পত্রের অনুরোধ মেনে নিয়ে তোমাদের হিংসার নিকৃষ্ট মনোভাব উপড়ে ফেল। [৩] তোমাদের কাছে আমরা এমন বিশ্বস্ত ও সুবিবেচক লোকদের পাঠিয়েছি যাঁরা যৌবনকাল থেকে বার্ধক্যকাল পর্যন্ত আমাদের মাঝে নির্দোষিতার পরিচয় দিয়ে জীবন যাপন করেছেন; তাঁরাই আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষীরূপে দাঁড়াবেন। [৪] আমরা তেমন করেছি তোমরা যেন জানতে পার যে আমাদের একমাত্র চিন্তা এটিই হয়েছে ও হচ্ছে: তোমরা যেন শীঘ্রই শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে পার।

৬৪ [১] যিনি সর্বদ্রষ্টা, যিনি আত্মাদের মালিক ও সমস্ত মাংসের প্রভু, যিনি প্রভু যিশু খ্রিষ্টকে বেছে নিলেন ও তাঁর নিজস্ব জনগণ হবার উদ্দেশ্যে তাঁর মধ্য দিয়ে আমাদের

বেছে নিলেন, সেই ঈশ্বর সেই সকল আত্মাকে যারা তাঁর গৌরবময় ও পুণ্যময় নাম করেছে, তাদের দান করুন বিশ্বাস, ভয়, শান্তি, ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, আত্মসংযম, শুচিতা ও শুদ্ধতা, তারা যেন তাঁর নামের কাছে গ্রহণীয় হতে পারে আমাদের মহাযাজক ও প্রতিপালক সেই যিশু খ্রিষ্ট দ্বারা, যাঁর দ্বারা তাঁকে গৌরব ও মহিমা, পরাক্রম ও সম্মান আরোপিত হোক এখন ও চিরকাল। আমেন।

৬৫ [১] আমাদের দূত ক্লাউদিওস, এফেবোস, বালেরিওস ভিতো ও ফর্তুনাতোসকে শান্তি ও আনন্দের সঙ্গে আমাদের কাছে শীঘ্রই ফিরিয়ে পাঠাও, তাঁরা যেন যত শীঘ্রই সেই শান্তি ও একাত্মতারই সংবাদ দিতে পারেন যার জন্য আমরা প্রার্থনা ও আকাঙ্ক্ষা করছি, যাতে আমরাও যত শীঘ্রই তোমাদের সুশৃঙ্খলায় আনন্দ করতে পারি।

[২] আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের অনুগ্রহ তোমাদের সঙ্গে বিরাজ করুক, তাদেরও সঙ্গে যারা সর্বস্থানে ঈশ্বর দ্বারা তাঁরই মধ্য দিয়ে আহূত হয়েছে, যাঁর মধ্য দিয়ে ঈশ্বরকে গৌরব, সম্মান, পরাক্রম, মহিমা ও শাশ্বত রাজ্য আরোপিত হোক যুগে যুগান্তরে। আমেন।

---

১ (ক) সেই নির্যাতনের কথা ইঙ্গিত করা হচ্ছে, যে নির্যাতন রোম সম্রাট দোমিতিয়ানুস ৯৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত খ্রিষ্টিয়ানদের বিরুদ্ধে চালিয়েছিলেন। এজন্যই অনুমান করা যেতে পারে, পত্রটি ৯৬ সালেই লেখা হয়েছিল।

(খ) আদিখ্রিষ্টমণ্ডলীর সময়ে আতিথেয়তা মৌলিক সদগুণ বলে গণ্য ছিল (দিদাখে ১২ দ্রঃ)।

(গ) ঠিক এই সদগুণকেই করিন্থীয়রা আর অনুশীলন করে না।

(ঘ) যে প্রবীণদের কথা এখানে বলা হচ্ছে, তা সম্ভবত পুরোহিতদের নয়, বয়সে প্রবীণ ব্যক্তিদেরই দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে।

২ (ক) প্রেরিত ২০:৩৫।

(খ) ২ করি ৬:১০; গালাতীয় ৩:১।

(গ) যে শান্তি আদিখ্রিষ্টবিশ্বাসীদের মধ্যে বিরাজ করত, তা ছিল তাদের বিশ্বাস ও ভ্রাতৃপ্রেমের ফল।

(ঘ) প্রার্থনাকালে আদিখ্রিষ্টবিশ্বাসীগণ হাত দু'টো উঁচু করে রাখত।

(ঙ) ক্লেমেন্টের মতে ভ্রাতৃত্ব পরিত্রাণলাভের জন্য অপরিহার্য শর্ত। ভ্রাতৃত্বই ভক্তদের ঐক্যের ভিত্তি।

(চ) তীত ৩:১।

৩ (ক) দ্বিঃবিঃ ৩২:১৫। ক্লেমেণ্ট পুরাতন নিয়মের কথা সেকালে প্রচলিত গ্রীক অনুবাদ (গ্রীক সত্তরী পাঠ্য) অনুসারেই উদ্ধৃত করেন। তাছাড়া তিনি পুরাতন নিয়মকে নূতন নিয়মের পূর্বচ্ছবি বলে ব্যাখ্যা করেন, তাতে দ্বিতীয় বিবরণে বর্ণিত ইস্রায়েলীয়দের অপরাধ সেই অশান্তির প্রতীকস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায় যে অশান্তি করিন্থ মণ্ডলীতে দেখা দিচ্ছে।

(খ) এখানেও প্রবীণ বলতে সম্ভবত পুরোহিত নয়, বয়সে প্রবীণ ব্যক্তিই বোঝায়।

(গ) প্রজ্ঞা ২:২৪। বিভিন্ন উদাহরণ দানে ক্লেমেণ্ট করিন্থীয়দের নিজেদের শোচনীয় অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন করে তুলতে অভিপ্রেত।

৪ (ক) আদি ৪:৩-৮।

(খ) যাত্রা ২:১৪।

(গ) মারীয়া ছিলেন মোশির বোন।

(ঘ) গণনা ১২:১৪-১৫।

(ঙ) গণনা ১৬।

(চ) ১ রাজা ১৯…।

৫ (ক) পুরাতন নিয়মের যথেষ্ট উদাহরণ দেওয়ার পর এবার ক্লেমেণ্ট নূতন নিয়মের কতিপয় মহাব্যক্তিত্বের কথা উল্লেখ করেন। সাধু পিতর ও পলের কথাই বিশেষভাবে প্রদর্শিত; এর কারণ, তিনি সম্ভবত রোম মণ্ডলীর সেই অধিকার তুলে ধরতে চান যা সেই দুই স্তম্ভের উপরে স্থাপিত।

(খ) যেহেতু সেইকালে ‘পাশ্চাত্য দেশের প্রান্তসীমা’ বলতে স্পেন দেশ বুঝাত, সেজন্য অনুমান করা যেতে পারে, সাধু পল নিজ পরিকল্পিত স্পেন যাত্রা বাস্তবায়িত করতে পেরেছিলেন।

৬ (ক) এখানে রোম সম্রাট নেরোর জারীকৃত নির্যাতনের কথা ইঙ্গিত করা হচ্ছে: খ্রিষ্টিয়ানদের ধরে তিনি তাদের এমন যন্ত্রণা ভোগ করাতেন যা যে কোন মানবতার বাইরে; উদাহরণস্বরূপ, রোমীয় পুরাণের সবচেয়ে রোমাঞ্চকর কাহিনী খ্রিষ্টিয়ানদের দ্বারাই মঞ্চস্থ করাতেন; উল্লিখিত দানাইদীয় ও দির্সীয় নারীরা ছিল সেই পৌরাণিক কাহিনীর চরিত্র-বিশেষ যারা অসহ্য পীড়ন সহ্য করেছিল।

(খ) আদি ২:২৩।

৭ (ক) ১ করি ৯:২৪-২৭ দ্রষ্টব্য।

(খ) আদিখ্রিষ্টমণ্ডলীকালে প্রভুর যন্ত্রণাভোগের কথা সেই যন্ত্রণাভোগের গৌরবময় ফলই বিশেষত স্মরণ করিয়ে দিত, তথা মানব-পরিত্রাণ। এক্ষেত্রে সার্বজনীনতা-দৃষ্টিকোণও লক্ষণীয়: বাপ্তিস্মপ্রাপ্তদের সঙ্গে পুরাতন নিয়মের, এমনকি বিশ্বেরই ন্যায়বান সকল ব্যক্তিও সেই পরিত্রাণের আশীর্বাদ ভোগ করে।

(গ) আদিপুস্তক নয়, ২ পিতর ২:৫ নোয়াকে মনপরিবর্তনের প্রচারক বলে উপস্থাপন করে।

৮ (ক) এজেকিয়েল ৩৩:১১।

(খ) এই উদ্ধৃতাংশে ক্লেমেণ্ট এজেকিয়েলের বাণী অক্ষরে অক্ষরে উপস্থাপন করেন না।

(গ) ইশা ১:১৬-২০।

৯ (ক) আদি ৫:২৪; বেন-সিরা ৪৪:১৬।

১০ (ক) আদি ১২:১-৩।

(খ) আদি ১৩:১৪-১৬।

(গ) আদি ১৫:৫-৬।

১১ (ক) আদি ১৯। সেকালের ইতিহাস-লেখক যোসেফ ফ্লাভিউস লিখেছেন, তিনি স্তম্ভটি দেখেছিলেন।

১২ (ক) যোশুয়া ২ দ্রষ্টব্য।

(খ) আদিখ্রিষ্টমণ্ডলীকালে এ সাধারণ বিশ্বাস ছিল যে, পুরাতন ও নূতন নিয়মের মধ্যে ঘনিষ্ঠ ধারাবাহিকতা রয়েছে। অর্থাৎ, পুরাতন নিয়মও যিশুর কথা বলে।

১৩ (ক) ঈশ্বরের প্রতি বাধ্যতা বিষয়ে উপদেশ দেওয়ার পর ক্লেমেণ্ট বিনম্রতার কথা তুলে ধরেন, কেননা বিনম্রতাই প্রকৃত বাধ্যতার ফল। আর করিন্থীয়দের পক্ষে তেমন বিনম্রতাই একান্ত প্রয়োজন।

(খ) যেরে ৯:২২-২৩।

(গ) মথি ৬:১৪-১৫; ৮:১-২,১২; লুক ৬:৩১,৩৬-৩৮।

(ঘ) ইশা ৬৬:২।

১৪ (ক) খ্রিষ্টমণ্ডলীর অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের প্রতি বিদ্রোহ ঈশ্বরের প্রতি বিদ্রোহের শামিল।

(খ) সাম ৩৭:৯-৩৮।

(গ) সাম ৩৭:৩৫-৩৭।

১৫ (ক) ইশা ২৯:১৩।

(খ) সাম ৩২:৫।

(গ) সাম ৫৮:৩৬-৩৭।

(ঘ) সাম ৩১:১৯।

(ঙ) সাম ১২:৪-৬।

১৬ (ক) ইশা ৫৩:১-১২। লক্ষণীয় বিষয়: লুকের মত (লুক ১২:৩৭; প্রেরিত ৮:৩০-৩৫ প্রভৃতি) ক্লেমেণ্টও পুরাতন নিয়মের কতগুলো বচন এমন ভাববাণী বলে উপস্থাপন করেন যেগুলো খ্রিষ্টকেই লক্ষ করে।

(খ) সাম ২২:৭-৯।

১৭ (ক) যোব ১:১।

(খ) যোব ১৪:৪-৫।

(গ) গণনা ১২:৭।

(ঘ) যাত্রা ৩:১১ দ্রঃ।

(ঙ) যাত্রা ৪:১০।

(চ) অজানা কেনো হিব্রু লেখকের বচন।

১৮ (ক) সাম ৮৯:২১।

(খ) সাম ৫১:৩-১১।

১৯ (ক) পুরাতন নিয়মের কতিপয় প্রমাণ উপস্থাপন করার পর, এবার ক্লেমেণ্ট আর কতগুলো প্রমাণ উপস্থাপন করেন যেগুলো সৃষ্টি-ভিত্তিক, কেননা সেকালের ধারণাই যে পুরাতন নিয়মের মত সৃষ্টিও খ্রিষ্টের কথা বুঝবার জন্য প্রস্তুতিস্বরূপ। এর যুক্তি এরূপ: যেহেতু ঈশ্বর বিশ্বজগৎকে শৃঙ্খলা ও শান্তিতেই স্থাপন করলেন, সেজন্য যে কেউ ঈশ্বরের গ্রহণীয় হতে ইচ্ছা করে সে শৃঙ্খলা ও শান্তি রক্ষা করবে। বাণীপ্রচারের তেমন সৃষ্টি-ভিত্তিক পদ্ধতি বিশেষভাবে বিধর্মীদের উদ্দেশ করেই ব্যবহার করা হত, কেননা পুরাতন নিয়মের প্রস্তুতি-বঞ্চিত বলে বিধর্মীরা খ্রিষ্টের কথা বুঝবার জন্য অপ্রস্তুত ছিল। প্রেরিতদের কার্যবিবরণীও তেমন পদ্ধতি অবলম্বন করেছিল (প্রেরিত ১৪:১৫-১৭; ২৭:২২-৩১)।

২০ (ক) আদি ১:৯।

২১ (ক) প্রবচন ২০:২৭।

২২ (ক) সাম ৩৪:১২০১৮,২০।

(খ) সাম ৩২:১০।

২৩ (ক) উদ্ধৃতাংশটা স্বীকৃত বাইবেলের অন্তর্ভুক্ত অংশ নয়।

(খ) ইশা ১৩:২২।

(গ) মালাখি ৩:১।

২৪ (ক) 'পুনরুত্থান' বিষয়টি উত্থাপনের উদ্দেশ্যই যাতে আমরা সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের অনুগত হয়ে ও শেষ বিচারের কথা মনে রেখে জীবনযাপন করি। ১ করি ১৫ অনুসারে, আমাদের ভাবী পুনরুত্থান সকল মানুষের ও বিশেষভাবে যিশুরই পুনরুত্থানের উপরে স্থাপিত।

২৫ (ক) সেকালের সকল মানুষের মত ক্লেমেণ্টও মনে করতেন উল্লিখিত কাহিনী সত্যাশ্রয়ী। তবু খ্রিষ্টীয় বিশ্বাসের সঙ্গে কাহিনীটার কোন সম্পর্ক নেই।

২৬ (ক) সাম ২৮:৭।

(খ) সাম ৩:৬।

(গ) যোব ১৯:২৬।

২৭ (ক) ঈশ্বরের বিচারের কথা এমনিই জাগে যখন আমরা ভাবী পুনরুত্থানের কথা ভাবি।

(খ) প্রজ্ঞা ১২:১২; ১১:১২।

(গ) সাম ১৯:২-৪।

২৮ (ক) সাম ১৩৯:৭:১০।

২৯ (ক) দ্বিঃবিঃ ৩২:১-৯। এখানে উপস্থাপিত বিষয়বস্তু হল ঈশ্বরের মনোনয়ন, যা তাঁর প্রতি মানুষের আনুগত্য দাবি করে। ইস্রায়েল ও খ্রিষ্টমণ্ডলীর মধ্যকার ধারাবাহিকতাও লক্ষণীয়।

(খ) এখানে বাইবেলের নানা বচন একসাথে উপস্থাপিত: দ্বিঃবিঃ ৩২:৮-৯; গণনা ১৮:২৭; এজে ১৮:১২।

৩০ (ক) যাকোব ৪:৬ ও ১ পিতর ৫:১ (প্রবচন ৩:৩৪)।

(খ) যোব ১১:২-৩।

৩১ (ক) আদি ২২:৭। আদিপুস্তক কিন্তু ইস্‌হাকের আস্থা ও আনন্দের কথা উল্লেখ করে না; এক্ষেত্রে ক্লেমেণ্ট ইহুদী পরম্পরাগত একটা উপদেশের উপর নির্ভর করেন।

৩২ (ক) রোমীয় ৯:৫ দ্রঃ।

(খ) আদি ১৫:৫; ২২:১৭; ২৬:৪। পরবর্তী বচনগুলোতে একথা দৃঢ়তার সঙ্গে উপস্থাপিত যে, ঈশ্বরের ইচ্ছা ও অনুগ্রহই হল আমাদের ধর্মময়তা ও পবিত্রীকরণের প্রধান ও মৌলিক

ভিত্তি। কেবল নিজের উপর নির্ভর করলে মানুষ স্বশক্তিতে নিজের পরিত্রাণ সাধন করতে সক্ষম নয়। কিন্তু তবুও পরবর্তী পংক্তি আনুষঙ্গিক আর একটা সত্যের উপরেও জোর দেয়, তথা: পরিত্রাণ পাবার জন্য মানুষ ঈশ্বরের অনুগ্রহের সাথে সাথে নিজের সহযোগিতাও দান করবে যা শুভকর্ম, ভ্রাতৃপ্রেম ও অন্য মানুষের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখায় সাধিত।

৩৩ (ক) আদি ১:২৬-২৮। পরবর্তী পংক্তি সৃষ্টি সংক্রান্ত যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ একটি ধারণা উপস্থাপন করে: সৃষ্টজগৎ হল ঈশ্বরের ইচ্ছা ও মঙ্গলময়তার অভিব্যক্তি, সুতরাং মানুষ ঈশ্বরের অনুরূপে ব্যবহার করবে। তাতে এসত্য ভেসে ওঠে যে, ঈশ্বরকে কৃতজ্ঞতা জানানো ছাড়া মানুষ তাঁর সৃষ্টিকর্মে একপ্রকার অংশগ্রহণ করতেও আহূত।

৩৪ (ক) ইশা ৪০:১০; প্রবচন ২৪:১২।

(খ) দানিয়েল ৭:১০।

(গ) ইশা ৬:৩।

(ঘ) ইশা ৬৪:৪; ৬৫:১৬।

৩৫ (ক) অনুগত স্বর্গদূতদের উদাহরণ ছাড়া ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্য দেখাবার আর একটি কারণ হল ঈশ্বরের চিরন্তন মঙ্গলদানগুলো পাবার আশা। কিন্তু করিন্থীয়দের অমিল সেই আশা নষ্টই করে।

(খ) সাম ৫০:১৬-২৩।

৩৬ (ক) যিশুর সাধিত পরিত্রাণকর্ম ও তাঁর গৌরবায়ন যা এখানে উল্লিখিত, হিব্রুদের কাছে পত্রের কথা ধ্বনিত করে। এজন্যই ব্যাখ্যাতাদের মধ্যে কয়েকজন একথা সমর্থন করেন যে, ক্লেমেণ্টই হিব্রুদের কাছে পত্রের লেখক।

(খ) হিব্রু ১:৩-৪।

(গ) হিব্রু ১:৭-৮ (সাম ১০৪:৪)।

(ঘ) হিব্রু ১:৫ (সাম ২:৭)।

(ঙ) সাম ২:৮।

(চ) হিব্রু ১:১৩ (সাম ১১০:১)।

৩৭ (ক) ২ করি ১০:৩; ১ তিমথি ১:১৮; ২ তিমথি ২:৩; এফে ৬:১১-১৭ দ্রঃ।

(খ) ১ করি ১২:২১-৩১; রো ১২:৪।

৩৮ (ক) এফে ৫:২১; ১ পিতর ৫:৫ দ্রঃ।

(খ) সাম ১৩৯:১৫ মাতৃগর্ভকে 'পৃথিবীর গভীর' বলে।

৩৯ (ক) যোব ৪:১৬–৫:৫; ১৫:৫।

৪০ (ক) রো ২১:৩৩; ১ করি ২:১০; প্রকাশ ২:২৪ দ্রঃ।

(খ) হিব্রুদের কাছে পত্রের ধারণাধারা অনুসারে, ক্লেমেণ্ট পুরাতন নিয়মের যাজকত্ব ও বলি-ব্যবস্থাকে খ্রিষ্টীয় যাজকত্ব ও বলি-ব্যবস্থার পূর্বচ্ছবি ও তার প্রস্তুতি বলে দেখেন।

৪১ (ক) '… যেন ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে', অর্থাৎ যেন এউখারিস্তীয় অনুষ্ঠানে (মিসায়) যোগ দেয়।

(খ) যাত্রা ২৯:৩৮-৪২।

(গ) গণনা ৬; লেবীয় ৪ ও ৫।

(ঘ) খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা যদি নববিধানের যজ্ঞবলিদান সম্পাদনে ঈশ্বরের ইচ্ছা সূক্ষ্মভাবে পূর্ণ না করে, তবে ইহুদীদের চেয়ে বেশি পেয়েছে বলে তাদের জবাবদিহি করতে হবে।

৪২ (ক) যোহন ২০:২১; ১৭:১৮; ১ করি ৩:২৩ দ্রঃ। এই গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় শুরুতে সেই মূল-সত্য স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় যার উপর মাণ্ডলিক অধিকার স্থাপিত।

(খ) এখানে প্রৈরিতিক প্রেরণকর্মের তিন ধাপ সুন্দরভাবে ব্যক্ত: খ্রিস্টের প্রেরণ-আজ্ঞা (মথি ২৮:১৫; যোহন ২০:২১-২৩), পুনরুত্থান বিষয়ে সাক্ষ্যদান (প্রেরিত ১:২১-২২), পবিত্র আত্মার সহায়তা (প্রেরিত ১:৮; ২ প্রভৃতি)।

(গ) ইশা ৬০:১৭ (সেকালের গ্রীক অনুবাদ অনুসারে)। এখানে প্রৈরিতিক পরম্পরা স্পষ্টই ব্যক্ত।

৪৩ (ক) গণনা ১২:৭। পরবর্তী বচনে সেই বিশিষ্ট ধারণা আবার প্রকাশ পায় যা অনুসারে নূতন নিয়ম হল পুরাতন নিয়মের ধারাবাহিক সমাপ্তি। তেমনিভাবে খ্রিষ্টীয় সেবকদের পদ-শ্রেণি মোশির প্রবর্তিত পদ-শ্রেণির স্থান দখল করে।

(খ) গণনা ১৭। 'সীলমোহর'-এর কথা বাইবেলে উল্লিখিত নয়; সম্ভবত তা হল সেকালে প্রচলিত ব্যাখ্যার একটি অংশবিশেষ।

৪৪ (ক) এই পদ মণ্ডলীতে প্রৈরিতিক পরম্পরার উৎপত্তি বিষয়ে সবচেয়ে স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ সাক্ষী।

(খ) এখানে যিশুর মনোনীত প্রেরিতদূতগণের উত্তরসূরীদের কথা বলা হচ্ছে। যদিও একথা সত্য যে, জনমণ্ডলীর সম্মতি কোন ব্যক্তির উপরে সেই অধিকার আরোপ করতে পারে না, তবু সেই সম্মতি প্রকাশ করে ভক্তদের ও ধর্মীয় সেবকদের মধ্যকার মিল ও ঐক্য।

৪৬ (ক) সাম ১৮:২৬-২৭।

(খ) এফে ৪:৪-৬; ১ করি ৮:৬; ১২:১২-২৬। ত্রিত্বের মধ্যে যে ঐক্য বিরাজমান, সে-টিই খ্রিষ্টের দেহ অর্থাৎ মণ্ডলীর ঐক্যের ভিত।

(গ) মথি ২৬:২৪; ১৮:৬; মার্ক ১৪:২১; ৯:৪২; লুক ২২:২২; ২৭:১-২।

৪৭ (ক) উল্লিখিত পত্র হল করিন্থীয়দের কাছে প্রেরিতদূত পলের প্রথম পত্র। সেই পত্রে পল অসন্তোষ দেখিয়ে বলেন যে, করিন্থে এমন কেউ কেউ আছে যারা তাঁর পক্ষপাতী, অন্য কেউ কেফাসের (পিতরের) পক্ষপাতী, আবার অন্য কেউ আপল্লোসের পক্ষপাতী। আপল্লোসই সেই 'অনুমোদিত মানুষ' যার কথা এই অধ্যায়ে ইঙ্গিত করা হয়।

(খ) বিপদটা আধ্যাত্মিক হতে পারে, আবার নির্যাতন সংক্রান্তও হতে পারে, কেননা সেই বিবাদ-বিচ্ছেদ রোম-প্রশাসনের নজরে আসতে পারে।

৪৮ (ক) সাম ১১৮:১৯,২০।

৪৯ (ক) করিন্থীয়দের মধ্যে সুসম্পর্ক ফিরিয়ে আনার জন্য অবশেষে ক্লেমেণ্ট সবচেয়ে জরুরী কথা উপস্থাপন করেন, তথা ঐশভালবাসার কথা, কেননা যে সবচেয়ে গভীর বন্ধন মণ্ডলীকে মিলিত করে তা হল ঈশ্বরের ভালবাসা: ঐশভালবাসা ভাই-বোনদের সঙ্গে আমাদের মিলিত করায় ঈশ্বরের সঙ্গেই আমাদের সকলকে মিলিত করে। ১ করি ১৩ ঐশভালবাসার গুণকীর্তন করে।

(খ) ১ পিতর ৪:৮।

(গ) যন্ত্রণাভোগ, পুনরুত্থান, পরিত্রাণ, পবিত্রীকরণ, অনন্ত জীবন ও মণ্ডলী হল ঐশভালবাসার ফল ও ভ্রাতৃপ্রেমের ভিত্তি। পাঠক-পাঠিকা অবশ্যই লক্ষ করেছেন ক্লেমেণ্টের ভাষা এখন কেমন উদ্দীপনাপূর্ণই না হয়ে উঠেছে।

৫০ (ক) ইশা ২৬:২০; এজে ৩৭:১২।

(খ) সাম ৩২:১-২।

৫১ (ক) শয়তানই হল সেই শত্রু। এপদ থেকে শেষ পর্যন্ত ক্লেমেণ্ট বিদ্রোহ-নেতাদের উদ্দেশ করে কথা বলেন।

(খ) গণনা ১৬:৩৩; সাম ৪৯:১৫ দ্রঃ।

৫২ (ক) সাম ৬৯:৩১-৩৩।

(খ) সাম ৫০:১৪-১৫।

(গ) সাম ৫১:১১।

৫৩ (ক) দ্বিঃবিঃ ৯:১২।

(খ) দ্বিঃবিঃ ৯:১৩-১৪।

(গ) যাত্রা ৩২:৩২।

(ঘ) খ্রিষ্টীয় পরমসিদ্ধি হল ভালবাসা ও ভ্রাতৃপ্রেম; তা রক্ষা করার জন্য মোশি যেমন আপন জনগণের মঙ্গলার্থে নিজেই মরতে প্রস্তুত ছিলেন, তেমনি করিন্থের বিদ্রোহ-নেতারাও আপন জনমণ্ডলীতে যাতে শান্তি ফিরে আসে সেজন্য যেন নিজেদের ভুলে যায়; প্রয়োজন হলে যেন করিন্থ ছেড়ে অন্যত্র যায়।

৫৪ (ক) সাম ২৪:১। আতিথেয়তা ও দয়াকর্মের মধ্য দিয়ে মানুষ ঈশ্বরের দয়াপূর্ণ দূরদৃষ্টির অংশী হয়।

৫৫ (ক) এখানে এথেন্স-রাজা ক্রদোসের আদর্শ ব্যবহারের কথা ইঙ্গিত করা হচ্ছে।

(খ) যুদিথ ৮⋯।

(গ) এস্থার ৭:৮; ৪:১৬।

৫৬ (ক) এখানে ক্লেমেণ্ট আবার গোটা করিন্থ-মণ্ডলীকে উদ্দেশ করেই কথা বলেন।

(খ) অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের অধিকার-প্রকাশে ঈশ্বরের ইচ্ছাই ব্যক্ত।

(গ) পবিত্রজন বলতে খ্রিষ্টভক্ত বোঝায়।

(ঘ) সাম ১১৮:১৮।

(ঙ) প্রবচন ৩:১২।

(চ) সাম ১৪১:৫।

(ছ) যোব ৫:১৭-২৬।

৫৭ (ক) পিতৃগণের ভাষায়, ঐশপ্রজ্ঞা বলতে বাইবেলের প্রবচন-মালা বোঝায়।

(খ) প্রবচন ১:২৩–৩।

৫৯ (ক) ক্লেমেণ্ট এবিষয়ে সচেতন যে, তাঁর অধিকার ঈশ্বর থেকেই আসে।

(খ) পরবর্তী প্রার্থনা দেখায় আদিখ্রিষ্টমণ্ডলীর প্রার্থনাগুলো কেমন বাইবেল-ভিত্তিক ছিল।

(গ) ইশা ৫৭:১৫। প্রার্থনার প্রথম অংশের বিষয় হল ঈশ্বরের কর্মকীর্তির মাহাত্ম্য।

(ঘ) ইশা ১৩:১১।

(ঙ) সাম ৩৩:১০।

(চ) যোব ৫:১১।

(ছ) ১ রাজা ২:৭।

(জ) দ্বিঃবিঃ ৩২:৩৯।

(ঝ) গণনা ১৬:২২; ২৭:১৬ গ্রীক সপ্তরী পাঠ্য দ্রঃ।

(ঞ) দানিয়েল ৩:৫৫।

(ট) যুদিথ ৯:১১।

(ঠ) বিধর্মীরা দেব-দেবীকে 'রক্ষাকর্তা' বলত।

(ড) খ্রিষ্ট ও খ্রিষ্টমণ্ডলীই ঈশ্বরের কর্মকীর্তির সর্বোচ্চ গৌরব।

(ঢ) সাম ১১৯:১১৪।

(ণ) ২ রাজা ১৯:১৯।

(ত) সাম ৭৯:১৩; ১০০:৩।

৬০ (ক) এখানে প্রার্থনার দ্বিতীয় বিষয়ের আরম্ভ: ঈশ্বরের স্নেহপূর্ণ যত্ন ও করুণা।

(খ) যোব ২:১৩।

(গ) ১ রাজা ৯:৪।

(ঘ) দ্বিঃবিঃ ১৩:১৮।

(ঙ) সাম ৫৭:২।

(চ) যাত্রা ৬:১।

(ছ) সাম ১৪৫:১৮।

(জ) পত্রের নতুন আর এক বিষয় শুরু হয়: অধিকার ঈশ্বর থেকেই আসে।

৬১ (ক) দ্বিঃবিঃ ১৩:১৮।

৬৩ (ক) পবিত্র আত্মা মণ্ডলীর অধিকারপ্রাপ্ত সেবকদের প্রেরণা দেন।

সাধু ইগ্নাসিউসের পত্রাবলি

সাধু ইগ্নাসিউস ছিলেন সিরিয়ায় অবস্থিত আন্তিওখিয়ার বিশপ। তাঁর জন্মতারিখ অজানা। ১০৭ সালে, খ্রিষ্টিয়ানদের বিরুদ্ধে রোম-সাম্রাজ্যের নির্যাতনকালে তিনি

শেকলাবদ্ধ অবস্থায় সিরিয়া থেকে রোমে স্থানান্তরিত হন। যাত্রাপথে শহরে শহরে বিভিন্ন স্থানীয় মণ্ডলীর ভাই-বোনেরা তাঁকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য তাঁর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করে; তারা জানত, এমনকি ইগ্নাসিউস নিজেই জানতেন, রোমে পৌঁছে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত ইগ্নাসিউসকে বন্যজন্তুর হাতে তুলে দেওয়া হবে।

পত্রগুলিতে ইগ্নাসিউস নিজ মনের কথা ব্যক্ত করেন। এতে আমরা খ্রিষ্টের প্রতি তাঁর গভীর বিশ্বাস ও ভক্তি, এবং খ্রিষ্টবিশ্বাসের বিষয়ে তাঁর সাক্ষ্যমর হবার আকাংক্ষা দেখতে পাই যা সত্যিই প্রেরণাদায়ী।

ঐশতত্ত্ব ক্ষেত্রে ইগ্নাসিউস অসাধারণ অধিকার প্রকাশ করেন: পুরাতন নিয়মের সঙ্গে তিনি নিশ্চয় পরিচিত, কিন্তু অন্যান্য প্রৈরিতিক পিতৃগণ অপেক্ষা তিনি নিজের পত্রগুলোতে পুরাতন নিয়মের হোক কি নূতন নিয়মের হোক সেগুলোর বাণী তত প্রয়োগ করেন না, কেননা তাঁর মতে পুরাতন নিয়ম হল খ্রিষ্টীয় ধর্মতত্ত্বের ভিত্তিস্বরূপ মাত্র যাতে বসে থাকলে চলবে না; এবং নূতন নিয়ম নিজের জীবনেই বাস্তবায়িত করা চাই। আর আসলে তাঁর পত্রগুলো পড়ে আমরা স্বচক্ষেই যেন দেখতে পাই তাঁর সমস্ত স্বভাবে ও স্বরূপে খ্রিষ্টীয় মনোভাব গভীরতম রেখা পাত করেছে, যার ফলে তাঁর সমস্ত কথা অধিক প্রেরণাদায়ী ও সৃজনশীল হয়ে ওঠে। সত্যিই তাঁর কথায় ও জীবনে ঈশ্বরের বিষয়ে তাঁর জ্বলন্ত অভিজ্ঞতা আপনা আপনিই ব্যক্ত হয়; আর সম্ভবত ঠিক একারণেই তাঁর পত্রগুলো সর্বকালের খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের কাছে অতুলনীয় জনপ্রিয়তা লাভ করে এসেছে ও করে আসছে।

ক্লেমেণ্টের মত তিনিও খ্রিষ্টমণ্ডলীর একাত্মতার জন্য খুবই চিন্তিত, কেননা ঠিক সেই সময়েই খ্রিষ্ট সংক্রান্ত যথেষ্ট ভ্রান্তমত দেখা দিতে শুরু করেছিল যেগুলো খ্রিষ্টের দেহকে (অর্থাৎ মণ্ডলীকে) ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করতে চেষ্টা করছিল। এবিষয়ে তিনি খ্রিষ্টের মাংসধারণটা সর্বোচ্চ রহস্য বলে বোধ করেন, এমন রহস্য যা ঈশ্বরের নীরবতায় সাধিত

হয়েছিল: পিতা ঈশ্বরের সঙ্গে স্বরূপে এক হয়ে থেকেও খ্রিষ্ট সত্যিই সত্যকার মানুষ হলেন; আর তিনি যে সত্যকার মানুষ একথা তাঁর মাংসে, রক্তে, যন্ত্রণাভোগে ও পুনরুত্থানে প্রমাণিত; যাঁরা যোহন-রচিত সুসমাচার ও যোহনের পত্রাবলির সঙ্গে পরিচিত, তাঁরা অবশ্যই যোহনের সঙ্গে ইগ্নাসিউসের ভাষাগত ও ঐশতাত্ত্বিক মিল প্রত্যক্ষ করবেন। খ্রিষ্টীয় জীবনও একাত্মতা দ্বারা চিহ্নিত, কেননা খ্রিষ্টবিশ্বাসী খ্রিষ্টের সঙ্গে এবং তাঁর মাংস ও তাঁর রক্তের সঙ্গে একাত্ম; সাক্ষ্যমরণের মধ্য দিয়ে তাঁর যন্ত্রণাভোগের সঙ্গেও একাত্ম; এবং অনন্ত জীবনের প্রত্যাশায় তাঁর পুনরুত্থানের সঙ্গেও একাত্ম। কিন্তু তেমন একাত্মতা মনের ব্যাপারও শুধু নয়, ব্যক্তিগত একাত্মতাও শুধু নয়, বরং সেই একাত্মাতা তাঁর দেহ অর্থাৎ খ্রিষ্টমণ্ডলীর সঙ্গে একাত্মতায়ই বাস্তবায়িত, কেননা মণ্ডলী থেকে যে বিচ্ছিন্ন সে পিতা ও খ্রিষ্ট থেকেও বিচ্ছিন্ন। আবার, মণ্ডলীর সঙ্গে সেই একাত্মতা অনুভূতির ব্যাপরও নয়, বরং ভ্রাতৃপ্রেমে ও ধর্মীয় কর্তৃপক্ষের প্রতি বাধ্যতায় প্রতিফলিত হতে হবে, যেহেতু মাংসে আগত খ্রিষ্টই ভ্রাতৃপ্রেম ও বাধ্যতার আদর্শ। এবিষয়ে ইগ্নাসিউস বিশেষভাবে ও পদে পদে বিশপদের কথাই তুলে ধরেন, কেননা তাঁর মতে বিশপই হলেন মণ্ডলীর একাত্মতার রক্ষক ও কেন্দ্রস্বরূপ, তিনিই মণ্ডলীর মধ্যে খ্রিষ্টের উপস্থিতির ও পিতার ভালবাসার সাক্ষী। বিশপদের ভূমিকার উপর ইগ্নাসিউসের তেমন জোর দেওয়ার ফলেই সেকালের মণ্ডলী ভ্রান্তমত থেকে রক্ষা পেয়ে অবিচ্ছিন্ন হয়ে রইল।

আদিখ্রিষ্টমণ্ডলীর অন্যান্য ব্যক্তিত্বের মত ইগ্নাসিউসেরও দ্বিতীয় এক নাম ছিল; নামটি 'ঈশ্বরবাহক'। তেমন নামের জন্য কোন এক সময় এমন জনশ্রুতির উদ্ভব হয় যা অনুসারে ইগ্নাসিউসের হৃদয়ে সোনার অক্ষরে খ্রিষ্ট-নাম লেখা। আর একটা জনশ্রুতি তাঁর সেই নামের বিকল্প অর্থের উপর (তথা, 'ঈশ্বর কর্তৃক বহন করা') ভিত্তি করে, আর সেই অনুসারে ইগ্নাসিউস হলেন সেই শিশু যাকে যিশু কোলে করেছিলেন (মার্ক ৯:৩৫ দ্রঃ)।

এফেসীয়দের কাছে ইগ্নাসিউসের পত্র

সূচীপত্র

অধ্যায়ঃ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১

আমি ইগ্নাসিউস, ঈশ্বরবাহক বলেও পরিচিত,
—যে মণ্ডলী পিতা ঈশ্বরের পরিপূর্ণতায় আশিসধন্যা,
অনাদিকাল থেকেই নিত্য ও অপরিবর্তনীয় গৌরবের উদ্দেশে পূর্বমনোনীতা,
প্রকৃত যন্ত্রণাভোগের মধ্য দিয়ে
পিতা ও আমাদের ঈশ্বর সেই যিশু খ্রিষ্টের ইচ্ছা অনুসারে একতাবদ্ধ ও মনোনীতা
—
এশিয়ার (ক) এফেসসে স্থিত সেই আশিসযোগ্য মণ্ডলীর সমীপে:
যিশু খ্রিষ্টে ও তাঁর পূর্ণ আনন্দে শুভেচ্ছা!

১ [১] আমি তোমাদের মণ্ডলীর নামের অর্থ ভাবি; এমন নাম যা ঈশ্বরে আমার কাছে অত্যন্ত প্রিয় (ক), যে নাম আমাদের ত্রাণকর্তা খ্রিষ্ট যিশুতে বিশ্বাস ও ভালবাসা অনুসারেই তোমরা তোমাদের উত্তম স্বভাব দ্বারাই অর্জন করেছ। তোমরা ঈশ্বরের অনুকারী, ও ঈশ্বরের রক্তে জ্বলন্ত হয়ে উঠে প্রশংসনীয় একটা ভ্রাতৃকর্ম সাধন করেছ। [২] কেননা তোমরা যখন শুনেছ, খ্রিষ্টনামের ও খ্রিষ্ট-আশার খাতিরে বন্দি এ আমি সিরিয়া থেকে এ স্থান হয়েই যাত্রা করব, তখন তৎপরতার সঙ্গেই আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছ। আর আমি পূর্ণ ভরসা রাখি যে, তোমাদের প্রার্থনা লাভে আমাকে রোমে হিংস্র পশুদের সঙ্গে লড়াই করতে দেওয়া হবে, যেন প্রকৃত শিষ্য হতে সক্ষম হতে পারি।

[৩] সেজন্য আমি অবর্ণনীয় ভালবাসার মানুষ ও তোমাদের বিশপ সেই অনেসিমকে গ্রহণ করে ঈশ্বরে তোমাদের গোটা মণ্ডলীকেও গ্রহণ করেছি। আমি তোমাদের অনুরোধ করি: তোমরা তোমাদের বিশপকে ভালবাস যেইভাবে যিশু খ্রিষ্ট

চান, ও সকলে মিলে তাঁর সদৃশ হও। আহা, যিনি তেমন বিশপকে পাবার যোগ্যতা তোমাদের দিয়েছেন, তিনি ধন্য!

২ [১] আমার সহভ্রাতা বুররো সম্বন্ধে, যিনি পরমধন্য ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে তোমাদের পরিসেবক, আমি ভিক্ষা করি, তিনি যেন তোমাদের ও তোমাদের বিশপের সম্মানার্থে আমার সঙ্গেই থাকতে পারেন (ক)। ঈশ্বরের যোগ্য ও তোমাদেরও যোগ্য সেই ক্রকোসও (খ), যাঁকে আমি তোমাদের ভালবাসার দৃষ্টান্ত স্বরূপ গ্রহণ করেছি, তিনিও *আমার প্রাণ জুড়িয়ে দিয়েছেন, আমার শেকলের জন্যও কখনও লজ্জা বোধ করেননি*—যিশু খ্রিষ্টের পিতা তাঁকে সেইমত সান্ত্বনা দেন—আর তাঁর সঙ্গে অনেসিম, বুররো, এউপ্লো ও ফ্রন্তোও আমার সহায় ছিলেন—তাঁদের মধ্যে আমি ভালবাসায় তোমাদের সকলকেই দেখতে পেয়েছি। [২] যোগ্য হলে আমি তোমাদের নিয়ে সবসময় খুশি হব।

অতএব এ সমীচীন যে, যিনি তোমাদের গৌরবান্বিত করেছেন, তোমরা সেই যিশু খ্রিষ্টকে সবদিক দিয়েই গৌরবান্বিত কর, যেন বিশপ ও প্রবীণবর্গের প্রতি বাধ্য হয়ে তোমরা এক-বাধ্যতায় সংযুক্ত হতে পার ও সবকিছুতে পবিত্রীকৃত হতে পার।

৩ [১] মহাব্যক্তির মত আমি তোমাদের কোন আদেশ দিচ্ছি এমন নয়; কেননা খ্রিষ্টনামের জন্য বন্দি হয়েও আমি যিশু খ্রিষ্টে এখনও সিদ্ধপুরুষ নই; এখনই মাত্র বরং আমি শিষ্য হতে শুরু করছি (ক), আর আমার সহশিষ্য বলেই তোমাদের কাছে কথা বলছি। কেননা বিশ্বাস, চেতনাদান, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা ক্ষেত্রে তোমাদের দ্বারা আমারই দীক্ষিত হওয়া উচিত ছিল। [২] কিন্তু যেহেতু তোমাদের প্রতি আমার ভালবাসা আমাকে নীরব থাকতে দেয় না, সেজন্য আমিই প্রথম তোমাদের কাছে উপদেশমূলক এ বাণী দেওয়ার ভার নিয়েছি, তোমরা যেন একাত্ম হয়ে ঈশ্বরের মন অনুসারে জীবনযাপন কর। কেননা সেই যিশু খ্রিষ্ট, যিনি আমাদের অবিচ্ছেদ্য জীবন, তিনিই হলেন পিতার মন, আর সেইভাবে সেই বিশপসকল, যাঁরা বিশ্বজুড়ে নিযুক্ত, তাঁরাও যিশু খ্রিষ্টের মনে বিরাজিত।

৪ [১] তোমাদের বিশপের মনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে ব্যবহার করা অত্যন্ত সমীচীন—আর তোমরা তো তাই করছ। বাস্তবিকই ঈশ্বরের যোগ্য তোমাদের সেই প্রশংসনীয়

প্রবীণবর্গ বিশপের সঙ্গে একসুর, যেমনটি বীণার সঙ্গে তারগুলি। তাই তোমাদের একাত্মতা ও একসুরী ভালবাসার কণ্ঠে যিশু খ্রিষ্ট সঙ্কীর্তিত। [২] কিন্তু তোমরা প্রত্যেকেই এ সমবেত কণ্ঠের গানে যোগ দাও, যাতে একাত্মতা গুণে নিজেদের মধ্যে একসুর হয়ে ও ঈশ্বরের সঙ্গে একসুর হয়ে তোমরা এককণ্ঠে যিশু খ্রিষ্টের মধ্য দিয়ে পিতার গুণগান করতে পার, ফলে তিনি যেন তোমাদের শুনতে পান ও তোমাদের শুভকর্মের মধ্য দিয়ে সপ্রমাণও করতে পারেন যে, তোমরা তাঁর পুত্রের অঙ্গ।

তাই অনিন্দনীয় ঐক্যে স্থিতমূল থাকা তোমাদের পক্ষে সত্যি কল্যাণকর, যাতে সবকিছুতেই তোমরা ঈশ্বরের সহভাগী হতে পার।

৫ [১] কেননা আমি যখন এত অল্প সময়ের মধ্যে তোমাদের বিশপের সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠতা অর্জন করেছি যা মানবিক নয়, বরং আত্মিক, তখন কতই না মহত্তর কারণে তোমাদেরই ধন্য গণ্য করি যারা এত একসুরী ঐক্যের একাত্মতায় তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে ঐক্যবদ্ধ যেভাবে মণ্ডলী যিশু খ্রিষ্টের সঙ্গে, ও যিশু খ্রিষ্ট পিতার সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ।

[২] কেউ যেন প্রবঞ্চিত না হয়: মন্দিরের ভিতরে না থাকলে মানুষ ঈশ্বরের রুটি থেকে বঞ্চিত হবেই, কারণ একজন বা দু'জনের প্রার্থনা যখন এত প্রভাবশালী, তখন আর কতই প্রভাবশালী না হবে বিশপের ও গোটা মণ্ডলীর প্রার্থনা! [৩] অতএব যে কেউ সাধারণ জনসভায় যোগ দেয় না, সে অহঙ্কারী মানুষ, সে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করেছে; কেননা লেখা আছে, *ঈশ্বর অহঙ্কারীদের প্রতিরোধ করেন* (ক): তাই এসো, সাবধান থাকি, বিশপকে প্রতিরোধ করব না, তবেই ঈশ্বরের প্রতি আমাদের বাধ্যতা স্পষ্ট হবে।

৬ [১] এমনকি, যখন দেখা যায় বিশপ নীরব থাকেন, তখন তাঁকে আরও ভয় করতে হবে; কেননা যাকে গৃহকর্তা গৃহ-ব্যবস্থাপনার জন্য প্রেরণ করেন, আমাদের পক্ষে প্রেরণকর্তার মতই তাকে গ্রহণ করা উচিত; তাতে স্পষ্ট হচ্ছে যে, আমাদের পক্ষে বিশপকে স্বয়ং প্রভুর মতই গণ্য করা দরকার।

[২] এবিষয়ে অনেসিম নিজেই ঈশ্বরে স্থাপিত তোমাদের উজ্জ্বল শৃঙ্খলার মহাপ্রশংসাবাদ করেন, কারণ তোমরা সকলে সত্য অনুসারেই জীবনযাপন করছ, ও

তোমাদের মধ্যে কোন ভ্রান্তমত নেই; আর শুধু তা নয়, কেউ যদি যিশু খ্রিষ্ট বিষয়ে সত্য অনুযায়ী কথা না বলে, তোমরা তো তার কথা পর্যন্তও শোন না।

৭ [১] এমন কেউ কেউ রয়েছে যারা প্রতারণাপূর্ণ ভাবে খ্রিষ্টনাম বহন করে বেড়ায়, অথচ তাদের ব্যবহার এমন, যা ঈশ্বরের অযোগ্য: তেমন লোকদের তোমাদের হিংস্র পশুর মতই এড়াতে হবে, কারণ তারা রাগী কুকুরের মত যা অপ্রত্যাশিত ভাবে কামড়ায়; তাই তাদের বিষয়ে তোমাদের সাবধান থাকতে হবে, কারণ তাদের নিরাময় করার উপায় প্রায় নেই।

[২] একজন চিকিৎসক আছেন যিনি একাধারে মাংস ও আত্মা, জনিত ও অজনিত; যিনি মানুষে ঈশ্বর, মৃত্যুতে সত্যকার জীবন, একাধারে মারীয়া ও ঈশ্বরের পুত্র, আগে যন্ত্রণাসাপেক্ষ পরে যন্ত্রণাসাপেক্ষ নন—তিনি সেই যিশু খ্রিষ্ট যিনি আমাদের প্রভু।

৮ [১] সুতরাং কেউই যেন তোমাদের প্রবঞ্চনা না করে, আর আসলে তোমরা প্রবঞ্চিত হওনি, বরং তোমরা সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের। কেননা তোমাদের মধ্যে যেহেতু পীড়ন করার মত কোন বিচ্ছেদ স্থান পায়নি, সেজন্য তোমরা যথার্থই ঈশ্বর অনুসারে জীবনযাপন কর।

এফেসীয় তোমাদের কাছে ও চিরবিখ্যাত তোমাদের মণ্ডলীর কাছে আমি নিবেদিত ও সম্পূর্ণ নিয়োজিত।

[২] যারা দৈহিক, তারা আত্মিক কোন কিছু করতে সক্ষম নয় (ক), যারা আত্মিক, তারাও দৈহিক কোন কিছু করতে সক্ষম নয়, ঠিক যেভাবে বিশ্বাস অবিশ্বাসের কর্মসাধনে অক্ষম ও অবিশ্বাস বিশ্বাসের কর্মসাধনে অক্ষম। কিন্তু তোমরা দৈহিক যা কিছু কর, তাও আত্মিক, কারণ তোমরা যিশু খ্রিষ্টেই সবকিছু কর।

৯ [১] যাই হোক, আমি জানতে পেরেছি, বাইরে থেকে আগত এমন কেউ কেউ তোমাদের মধ্যে স্থান পেয়েছে, যারা অশুভ ধর্মশিক্ষা সমর্থন করে; তোমরা কিন্তু এমনটি দাওনি যাতে তারা তোমাদের মাঝে সেই আগাছার বীজ বোনে; বরং তাদের বীজ অগ্রাহ্য করার উদ্দেশ্যে কান বন্ধ করে রেখেছ—হ্যাঁ, তোমরা পিতার মন্দিরের প্রস্তরের

মত, এমন প্রস্তর যা আমাদের পিতা ঈশ্বরের নির্মাণকাজের জন্য তৈরী, ও যিশু খ্রিষ্টের যন্ত্র দ্বারা তথা তাঁর ক্রুশ দ্বারা ও পবিত্র আত্মাকে দড়ি হিসাবে ব্যবহার করে উচ্চে ওঠানো হয়েছে। আর তোমাদের বিশ্বাস-ই তোমাদের উচ্চে ওঠার উপায়, ও ভালবাসাই সেই পথ যা ঈশ্বরের কাছে চালিত করে। [২] তাই তোমরা সকলে সহপ্রবাসী, ও সঙ্গে করে তোমরা ঈশ্বর, মন্দির, খ্রিষ্ট ও পবিত্রতাকে বহন কর: সবদিক দিয়ে তোমরা যিশু খ্রিষ্টের আদেশগুলি দ্বারা অলঙ্কৃত। আর আমি এই আনন্দের সহভাগী, কারণ আমার লেখার মধ্য দিয়ে তোমাদের কাছে কথা বলার সুযোগ পেয়েছি; তাছাড়া আমি এজন্যও আনন্দিত যে, পার্থিব জীবন অনুসারে তোমরা কিছুই ভালবাস না—কেবল ঈশ্বরকেই তোমরা ভালবাস।

১০ [১] তোমরা সকল মানুষের জন্য *অবিরত প্রার্থনা কর* (ক), কারণ সকলের অন্তরে মনপরিবর্তনের এমন প্রত্যাশা রয়েছে তারা যেন ঈশ্বরের সন্ধান পায়। তাই এমনটি কর, যাতে কমপক্ষে তোমাদের আচরণের মধ্য দিয়েই তারা তোমাদের শিষ্য হয়। [২] তাদের ক্রোধের বিনিময়ে তোমরা কোমলতা দেখাও, তাদের দম্ভভরা কথনের বিনিময়ে নম্রভাব দেখাও; তাদের ঈশ্বরনিন্দার জন্য প্রার্থনা কর; তাদের ভুলভ্রান্তির সম্মুখীন হয়ে বিশ্বাসে স্থিতমূল থাক (খ)। [৩] এমনটি হোক যাতে আমাদের কোমলতার মধ্য দিয়েই প্রকাশ পায় যে আমরা তাদের ভাই; এসো, আমরা প্রভুর অনুকারী হই; তাদেরই খোঁজ করি, যারা অধিক ক্ষতিগ্রস্ত, অধিক দুর্ভাগা, অধিক অবজ্ঞাত; তোমাদের মধ্যে যেন শয়তানের কোন গাছ না থাকে, বরং সমস্ত শুচিতা ও শুদ্ধতা অক্ষুণ্ণ রেখে তোমরা দেহে ও আত্মায় যিশু খ্রিষ্টেই স্থির থাক।

১১ [১] অন্তিমকাল এসে গেছে (ক)। সুতরাং এসো, আত্মসংযমী হই, ঈশ্বরের ধৈর্য ভয় করি, পাছে তা আমাদের বিচার স্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। এসো, আমরা হয় ভাবী ক্রোধ ভয় করি, না হয় বর্তমান অনুগ্রহ ভালবাসি—দু'টোর একটা,—কিন্তু তবু আমরা যেন সত্যকার জীবনের উদ্দেশে খ্রিষ্ট যিশুতে থাকি। [২] তিনি ছাড়া কোন কিছুই যেন তোমাদের কাছে আকর্ষণীয় না হয়, কেননা তাঁরই মধ্যে আমি আমার এ শেকল বহন করে বেড়াচ্ছি—এ শেকল এমন আত্মিক রত্না যা দ্বারা আমি তোমাদের প্রার্থনা গুণে

পুনরুত্থান করার প্রত্যাশায় আছি; আহা, আমি যেন সবসময়ের মতই এ শেকলের অংশী হতে পারি, যাতে এফেসসের খ্রিষ্টভক্তদের উত্তরাধিকারে স্থান পেতে পারি—তারা যে যিশু খ্রিষ্টের পরাক্রম গুণে প্রেরিতদূতদের সঙ্গে সর্বদাই একমন হয়ে থাকল!

১২ [১] আমি তো জানি, আমি কে ও কাকে লিখছি। আমি দণ্ডিত, তোমরা দয়াপ্রাপ্ত; আমি বিপদাপন্ন, তোমরা বিপদমুক্ত (ক); [২] তোমরা সেই পথ (খ) যার মধ্য দিয়ে তারাই যায়, যারা ঈশ্বরের খাতিরে নিহত হতে যাচ্ছে; তোমরা সেই পবিত্রীকৃত ও ধন্য সাক্ষ্যমর পলের সহ-দীক্ষিত ব্যক্তি, যাদের কথা তিনি নিজের পত্রে খ্রিষ্ট যিশুতে উল্লেখ করলেন। যেদিন আমি ঈশ্বরের সামনে উপস্থিত হব, সেদিন যেন ঈশ্বর আমাকে তাঁর পদচিহ্নে পেতে পারেন।

১৩ [১] ধন্যবাদ জ্ঞাপন করার জন্য (ক) ও ঈশ্বরের গৌরবগান করার জন্য বারবার সমবেত হতে চেষ্টা কর; কেননা তোমরা বারবার সমবেত হলে শয়তানের শক্তি বিধ্বস্ত হয়, ও তোমাদের বিশ্বাসের একাত্মতা দ্বারা তার চাতুরি নিঃশেষ হয়ে যায়। [২] শান্তির চেয়ে শ্রেয় এমন কিছু নেই যা দ্বারা স্বর্গের কি মর্তের সমস্ত যুদ্ধ বাতিল হয়।

১৪ [১] তোমাদের কাছে এ সমস্ত কথা নিশ্চয়ই জানা, যদি যিশু খ্রিষ্টের প্রতি তোমাদের সিদ্ধ বিশ্বাস থাকে, আর সেই ভালবাসাও থাকে যা জীবনের সূচনা ও সমাপ্তি। বস্তুত বিশ্বাস হল সূচনা, আর ভালবাসা হল সমাপ্তি, আর যখন বিশ্বাস ও ভালবাসা ঐক্যে সংযুক্ত থাকে, তখন ঈশ্বরই উপস্থিত, আর শ্রেয় অন্য সমস্ত কিছুও তখন উপস্থিত। [২] যে কেউ বিশ্বাস স্বীকার করে, সে পাপ করে না; আর ভালবাসা যার আছে, সে ঘৃণা করে না। *নিজ নিজ ফল দ্বারাই প্রতিটি গাছ চেনা যায়* (ক), সুতরাং যারা নিজেদের খ্রিষ্টের লোক বলে স্বীকার করে, তাদের কর্মফল দ্বারা তাদের চেনা যাবে; কেননা কর্মফল বিশ্বাস-স্বীকৃতিতে প্রকাশ পায় এমন নয়, কিন্তু মানুষ শেষ পর্যন্ত নিষ্ঠাবান হলে বিশ্বাস-পরাক্রম দ্বারাই কর্মফল প্রকাশ পায়।

১৫ [১] কথায় ধন্য কাজে শূন্য হওয়ার চেয়ে কথায় শূন্য কাজে ধন্য হওয়া শ্রেয়। শিক্ষা তখনই ভাল, শিক্ষক যখন জানেন তিনি কী বলছেন। তবে এমন শিক্ষাগুরু আছেন, যিনি কথা বলতেই সবই অস্তিত্ব পেল (ক); আর তিনি নীরবেও যা সাধন করলেন, তা পিতার সুযোগ্য কর্ম। [২] যিশুর বাণী যার বাস্তব সম্পদ, সে তাঁর মৌনতাও শুনতে পায়, যার ফলে সে এমন সিদ্ধপুরুষ হতে পারবে যে, কথা বলতে বলতেও সে কার্যকর হতে পারবে, আর সে নীরব থাকতে থাকতেও লোকে তার কথা বুঝবে।

[৩] প্রভুর কাছে গোপন কিছু নেই, আমাদের সবচেয়ে গুপ্ত বিষয়ও তাঁর সামনে উপস্থিত। সুতরাং এসো, আমরা এমন ভাবে কাজ করি ঠিক যেন তিনি আমাদের অন্তরে উপস্থিত, আমরা যেন তাঁর মন্দির হতে পারি ও তিনি আমাদের অন্তরে আমাদের ঈশ্বর হতে পারেন—ব্যাপারটা ঠিক তাই, আর আমরা যদি সত্যকার ভালবাসায় তাঁকে ভালবাসি, তাহলে সেই ভালবাসা দ্বারা আমাদের চোখের সামনে তা ঠিক এভাবেই প্রকাশ পাবে।

১৬ [১] ভ্রাতৃগণ, নিজেদের প্রবঞ্চিত করো না: যারা পরিবার বিকৃত করে, তারা ঈশ্বরের রাজ্যে অধিকার পাবে না (ক)। [২] তাই দেহের বেলায় তা করে যখন তারা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হবে (খ), তখন যিশু খ্রিষ্ট যার খাতিরে ক্রুশবিদ্ধ হলেন, যে মানুষ মিথ্যাশিক্ষা দ্বারা সেই ঈশ্বরবিশ্বাস বিকৃত করে, সে আর কত মহত্তর দণ্ডেই না দণ্ডিত হবে! তেমন ধূর্ত মানুষ অনির্বাণ আগুনেই চলে যাবে, আর তার সঙ্গে তারাও যাবে যারা তার কথা শুনেছে।

১৭ [১] প্রভু এ উদ্দেশ্যেই মাথায় তৈলাভিষিক্ত হলেন, তিনি যেন মণ্ডলীর উপরে অমরতা ফুৎকার দিতে পারেন (ক)। তোমরা এ সংসারের অধিপতির দুর্গন্ধময় তেলে নিজেদের অভিষিক্ত হতে দিয়ো না, পাছে সে তোমাদের বন্দি ক'রে তোমাদের সামনে রাখা জীবন থেকে দূরে নিয়ে যায়। [২] কিন্তু আমরা যখন ঈশ্বরজ্ঞান তথা সেই যিশু খ্রিষ্টকে পেয়েছি, তখন কেনই বা সকলে সুবিবেচক নই? প্রভু যে দান সত্যি প্রেরণ করলেন, তা ভুলে গিয়ে আমরা কেনই বা আমাদের নির্বুদ্ধিতায় বিনষ্ট হচ্ছি?

১৮ [১] আমার প্রাণ সেই ক্রুশের উদ্দেশে পবিত্র, যা অবিশ্বাসীদের কাছে বাধা স্বরূপ, কিন্তু আমাদের জন্য পরিত্রাণ ও অনন্ত জীবন স্বরূপ। *প্রজ্ঞাবান কোথায়? শাস্ত্রবিদ কোথায়?* (ক)। যারা সুবিবেচক বলে গণ্য, তাদের বাগাড়ম্বর কোথায়? [২] বস্তুত আমাদের ঈশ্বর সেই যিশু খ্রিষ্ট ঈশ্বরের ব্যবস্থা অনুসারে দাউদের বীজ থেকে (খ) ও পবিত্র আত্মার প্রভাবে মারীয়ায় গর্ভস্থ হলেন: তিনি জন্ম নিলেন, ও বাপ্তিস্মও গ্রহণ করলেন যাতে নিজেকে অবনমিত করায় (গ) জল পবিত্রিত করতে পারেন।

১৯ [১] কিন্তু মারীয়ার কুমারীত্ব ও তাঁর জন্মদানের কথা এসংসারের অধিপতির কাছে গুপ্ত থাকল, প্রভুর মৃত্যুর কথাও তাই। এ রহস্য তিনটে এমন জয়ধ্বনি যা ঈশ্বরের নিস্তব্ধতায় সাধিত হল (ক)।

[২] তবে তিনি কেমন করে জগতের কাছে আবির্ভূত হলেন? সকল জ্যোতিষ্করাজির ঊর্ধ্বে এমন একটা জ্যোতিষ্ক আকাশে উদ্ভাসিত হল, যার আলো অবর্ণনীয়, যার নবীনতা সকলকে আশ্চর্যান্বিত করল (খ); তখন সূর্য ও চন্দ্রের সঙ্গে অন্য সকল তারা মিলে এ জ্যোতিষ্কের চারপাশ ঘিরল, জ্যোতিষ্কটির আলো কিন্তু তাদের সকলের চেয়ে উজ্জ্বলতর ছিল; তাতে সকলে অবাক হয়ে গেল—নিজেদের পক্ষে অসাধারণ তেমন নবীনতা কোথা থেকে এল?

[৩] এর দ্বারা যত কুসংস্কার ঘুচল, অধর্মের যত গিঁট খুলে গেল, অজ্ঞতা অপসারিত হল, ও প্রাক্তন রাজ্য ধ্বংসিত হল, কারণ অনন্ত জীবনের নবীনতার উদ্দেশ্যে ঈশ্বর মানুষরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন—ঈশ্বর যা প্রস্তুত করে রেখেছিলেন, সেই অনন্ত জীবনের সূচনা হয়েছিল। তাতে সমস্ত কিছু অস্থির হয়ে উঠল, কারণ মৃত্যু-অপসারণ পরিকল্পিত হচ্ছিল।

২০ [১] তোমাদের প্রার্থনার মধ্য দিয়ে যদি যিশু খ্রিষ্ট আমাকে যোগ্য মনে করেন এবং এটাই তাঁর ইচ্ছা হলে, তাহলে যে পুস্তিকা তোমাদের কাছে লিখব বলে সঙ্কল্প নিয়েছি (ক), আমি যে বিষয় আলোচনা করতে আরম্ভ করেছি, সেই দ্বিতীয় পুস্তিকায় সেই বিষয় বিস্তারিত ভাবে বুঝিয়ে দেব, তথা নবমানুষ যিশু খ্রিষ্টের বিষয়ে [ঈশ্বরের] ব্যবস্থা, অর্থাৎ তাঁর প্রতি বিশ্বাস ও তাঁর প্রতি ভালবাসা, তাঁর যন্ত্রণাভোগ ও তাঁর পুনরুত্থান; আর আমি

তা অবশ্যই করব, [২] বিশেষভাবে যদি প্রভু আমাকে সেই বিষয়ে কিছুটা প্রকাশ করেন। তোমরা সকলে, এক একজন, ঐশঅনুগ্রহে, এক বিশ্বাসে ও সেই এক-খ্রিষ্টে (তিনি তো *মাংস অনুসারে দাউদবংশীয়* (খ), মানবপুত্র ও ঈশ্বরপুত্র) সাধারণ জনসভায় বারবার সম্মিলিত হও যাতে বিশপ ও প্রবীণবর্গের প্রতি মনের স্থিরতায় বাধ্যতা দেখাতে পার, এবং [সম্মিলিত হয়ে] সেই এক-রুটি ছেঁড় যা অমরতা লাভের জন্য প্রতিকার, ও এমন ঔষধ যাতে আমরা না মরি বরং যিশু খ্রিষ্টে চিরজীবিত থাকতে পারি (গ)।

২১ [১] আমি আমার প্রাণোৎসর্গ তোমাদের জন্য পূর্ণ করব, তাদেরও জন্য যাদের তোমরা ঈশ্বরের সম্মানার্থে স্মির্নায় প্রেরণ করেছ; এ স্মির্না থেকেই আমি প্রভুকে ধন্যবাদ জানিয়ে, ও পলিকার্পের (ক) কাছে ও তোমাদেরও কাছে আমার ভালবাসা জানিয়ে তোমাদের কাছে লিখছি।

তোমরা আমাকে সেভাবে স্মরণ কর, যিশু খ্রিষ্টও যেভাবে তোমাদের স্মরণ করেন।

[২] সেই সিরিয়ার মণ্ডলীর জন্য প্রার্থনা কর, যেখান থেকে আমি রোমে বন্দি অবস্থায় চালিত হচ্ছি—সেখানকার ভক্তদের মধ্যে নিম্নতম হয়েও তবু ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশ করতে যোগ্য বলে পরিগণিত হয়েছি।

আমাদের পিতা ঈশ্বরে ও আমাদের সকলের সার্বজনীন প্রত্যাশা সেই যিশু খ্রিষ্টে তোমাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি।

(ক) সেইকালের 'এশিয়া' ছিল বর্তমান তুরস্কের পশ্চিম অঞ্চল ও গ্রীসের একটা অংশ।

১ (ক) 'এফেসীয়' নামটির অর্থই প্রিয়।

২ (ক) আর প্রকৃতপক্ষে বুররো ত্রোয়াস পর্যন্ত ইগ্নাসিউসের সঙ্গে থাকলেন।

(খ) ক্রকোস উপহার হিসাবে ইগ্নাসিউসকে যথেষ্ট অর্থ দান করেছিলেন।

৩ (ক) সে-ই প্রকৃত শিষ্য যে যিশুর সঙ্গে ক্রুশ বহন করে (মার্ক ৮:৩৪-৩৫)।

৫ (ক) প্রবচন ৩:৩৪; যাকোব ৪:৬; ১ পিতর ৫:৫।

৮ (ক) রো ৮:৫।

১০(ক) ১ থে ৫:১৭।

(খ) কল ১:২৩।

১১ (ক) আদিখ্রিষ্টমণ্ডলীকালে এধারণা প্রচলিত ছিল যে, প্রভুর (প্রথম) আগমনে অন্তিমকাল শুরু হয়েছিল, সুতরাং প্রভুর পুনরাগমনের দিন অবশ্যই সন্নিকট।

১২ (ক) ১ করি ৪:৮-১৩ দ্রঃ।

(খ) রোম অভিমুখে রাজপথ এফেসসের মধ্য দিয়েই যেত, তাই যে সকল খ্রিষ্টভক্তকে বন্দি অবস্থায় রোমে নিয়ে যাওয়া হত, এফেসীয়রা তাদের যত্ন করত ও সান্ত্বনা দিত।

১৩ (ক) 'ধন্যবাদ জ্ঞাপন করার জন্য…', অর্থাৎ, এউখারিস্তীয় অনুষ্ঠানে (মিসায়) যোগ দেবার জন্য।

১৪ (ক) মথি ১২:৩৩।

১৫ (ক) সাম ৩৩:৯ দ্রঃ।

১৬ (ক) ১ করি ৬:৯; গালা ৫:২১।

(খ) লেবীয় ২০:১০।

১৭ (ক) ইগ্নাসিউস প্রতীকমূলক অর্থ অনুসারেই সুসমাচার ব্যাখ্যা করেন, মথি ২৬:৬-৭; মার্ক ১৪:৩; লুক ৭:৩৭; যোহন ১১:২; ১২:৩।

১৮ (ক) ১ করি ১:২০।

(খ) যোহন ৭:৪২; রো ১:৩; ২ তিমথি ২:৮।

(গ) মথি ৩:১৩-১৭। ইগ্নাসিউসের ব্যাখ্যা অনুসারে, বাপ্তিস্মে প্রভু কেমন যেন ঘোষণা করেন তিনি জগতের পাপকর্ম হরণ করতে সম্মত; আর ঠিক এই কারণেই তিনি সেই মুক্তিদায়ী যন্ত্রণা ও মৃত্যু বরণ করলেন যার ফলগুলো খ্রিষ্টভক্তগণ বাপ্তিস্ম সাক্রামেন্তে লাভ করে।

১৯ (ক) অর্থাৎ, মানুষ সেই রহস্য তিনটির অর্থ বুঝতে অক্ষম।

(খ) এখানে তিন পণ্ডিতের কাহিনীতে উল্লিখিত সেই জ্যোতিষ্কের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হচ্ছে (মথি ২:১…)।

২০ (ক) হয় পুস্তিকাটি লেখা হয়নি, না হয় তা হারিয়ে গেছে।

(খ) রো ১:৩৩।

(গ) খ্রিষ্টদেহ সাক্রামেন্তের এই সুন্দরতম ব্যাখ্যা যোহনের সুসমাচারের ৬ অধ্যায়ের উপর নির্ভর করে।

২১ (ক) পলিকার্প ছিলেন স্মির্না মণ্ডলীর **বিশপ**।

মাগ্নেশীয়দের কাছে ইগ্নাসিউসের পত্র

সূচীপত্র

অধ্যায়ঃ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫

আমি ইগ্নাসিউস, ঈশ্বরবাহক বলেও পরিচিত,
যে মন্ডলী আমাদের ত্রাণকর্তা যিশু খ্রিষ্ট দ্বারা পিতা ঈশ্বরের অনুগ্রহে ধন্যা, তারই সমীপে :
সেই খ্রিষ্টে আমি মেয়ান্দ্র নদীর ধারে স্থিত মাগ্নেশিয়ার সেই মন্ডলীকে অভিনন্দন জানাচ্ছি,
ও পিতা ঈশ্বরে ও খ্রিষ্ট যিশুতে তাকে অশেষ শুভেচ্ছা নিবেদন করছি।

১ [১] ঈশ্বরের প্রতি তোমাদের ভালবাসাপূর্ণ সুশৃঙ্খলার কথা জেনে আমি যিশু খ্রিষ্ট-বিশ্বাসে তোমাদের কাছে কথা বলব বলে আনন্দের সঙ্গেই স্থির করেছি।

[২] সর্বোৎকৃষ্ট নামের যোগ্য হওয়ায় (ক) তথা সর্বত্রই শেকল-বাহকের যোগ্য হওয়ায় আমি মন্ডলীগুলির প্রশংসাগান করি, প্রার্থনাও করি যেন তাদের মধ্যে আমাদের চিরকালীন জীবন সেই যিশু খ্রিষ্টের মাংস ও দেহের সঙ্গে ঐক্য গঠিত হতে পারে বিশ্বাসে ও ভালবাসায়—যার চেয়ে কিছুই বাঞ্ছনীয় নয়। সর্বাপেক্ষা আমি তাদের কাছে যিশু ও পিতার সঙ্গে ঐক্য কামনা করি। তাঁরই মধ্যে আমরা এই জগতের অধিপতির সমস্ত আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারব, ও তার হাত এড়িয়ে ঈশ্বরের কাছে পৌঁছতে পারব।

২ [১] আমার সৌভাগ্য যে, আমি ঈশ্বরের যোগ্য তোমাদের সেই বিশপ দামাসুসের ব্যক্তিত্বে, সেই যোগ্যতম প্রবীণ বাস্সো ও আপল্লোনিওসে ও আমার সহকর্মী সেই পরিসেবক জতিওনে তোমাদের দেখতে পেয়েছি। আমি এই জতিওনের উপস্থিতিতে

ধন্য, কারণ তিনি বিশপের অধীন ঠিক যেন ঈশ্বরের অনুগ্রহের অধীন, এবং প্রবীণবর্গের অধীন ঠিক যেন যিশু খ্রিস্টের বিধানের অধীন।

৩ [১] বিশপের যুবাবয়স নিয়ে তোমাদের কোন সুযোগ নেওয়া উচিত নয়, কিন্তু পিতা ঈশ্বরের দেওয়া কর্তৃত্ব অনুসারে যথাযোগ্য সম্মান তাঁকে দেখানো উচিত, যেভাবে—আমি শুনেছি—সেই পুণ্যবান প্রবীণেরাই করছেন যাঁরা তাঁর বাহ্যিক যুবাবয়স নিয়ে কোন সুযোগ সৃষ্টি করেননি, কিন্তু ঈশ্বরে সুচিন্তিত ব্যক্তি রূপে তাঁর অধীনতা স্বীকার করেন—তাঁরই কেন, সকলের বিশপ যিশু খ্রিস্টের পিতার অধীনতাই স্বীকার করেন। [২] সুতরাং, আমরা যাঁর প্রসন্নতার পাত্র, তাঁরই সম্মানের খাতিরে আমাদের পক্ষে মিথ্যাচারের কোন চিহ্ন না রেখে তাঁর প্রতি বাধ্য হওয়া সত্যি সমীচীন, কারণ যে কেউ এই দৃশ্য বিশপকে প্রবঞ্চনা করে, সে অদৃশ্য বিশপকেই প্রবঞ্চনা করে। এক্ষেত্রে ব্যাপারটা রক্তমাংসের সঙ্গে নয়, ঈশ্বরেরই সঙ্গে সম্পর্কিত যিনি গোপন যত কিছু জানেন।

৪ [১] অতএব, খ্রিস্টিয়ান বলে অভিহিত হতে চাওয়া যথেষ্ট নয়, বাস্তবেই তা হতে হবে। এমন কেউ আছে, যারা মুখে বিশপকে মেনে নেয়, কিন্তু তাঁকে ছাড়াই সবকিছু করে। আমার মতে, তেমন লোকেরা সদ্বিবেক অনুসারে ব্যবহার করছে না, কারণ তাদের সম্মিলিত হওয়া [প্রভুর] আদেশ অনুসারে বিধেয় নয় (ক)।

৫ [১] সবকিছুর একটা সমাপ্তি রয়েছে, আর নির্বাচন দু'টো জিনিসের মধ্যে তথা মৃত্যু ও জীবন (ক); প্রত্যেকে নিজ নিজ নির্দিষ্ট স্থানেই যাবে (খ); [২] কেননা যেমন দু'টো মুদ্রা রয়েছে তথা ঈশ্বরের একটা ও জগতের একটা, আর এক একটা নিজ নিজ প্রতীকে চিহ্নিত, তেমনি অবিশ্বাসীরা এই জগতের চিহ্ন বহন করে, কিন্তু যে বিশ্বাসীরা ভালবাসায় রয়েছে, তারা যিশু খ্রিস্ট দ্বারা পিতার চিহ্ন বহন করে; আমরা যদি ইচ্ছাকৃত ভাবে তাঁর সহায়তা গুণে তাঁর যন্ত্রণাভোগ লক্ষ্য করে মৃত্যু বরণ করতে প্রস্তুত না হই, তাহলে তাঁর জীবন আমাদের অন্তরে নেই (গ)।

৬ [১] যে সকল ব্যক্তির কথা আমি তোমাদের কাছে স্মরণ করিয়ে দিয়েছি, যেহেতু বিশ্বাসে আমি তোমাদের গোটা সমাজকে দেখেছি ও আলিঙ্গন করেছি, সেজন্য তোমাদের অনুরোধ করছি: ঈশ্বরের স্থানে উপস্থিত সেই বিশপের পরিচালনায়, প্রেরিতদূতদের সভার স্থানে উপস্থিত সেই প্রবীণবর্গের পরিচালনায়, ও আমার পরমপ্রীতির পাত্র সেই পরিসেবকদের পরিচালনায় যাঁরা সেই যিশু খ্রিষ্টেরই সেবায় নিযুক্ত যিনি অনাদিকাল থেকে পিতার সঙ্গে ছিলেন ও চরমকালে আবির্ভূত হলেন, তাঁদের সকলের পরিচালনায় তোমরা ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্ম হয়েই সবকিছু করতে সাধনা করে চল।

[২] অতএব, ঈশ্বরের সঙ্গে সমভাবাপন্ন হয়ে তোমরা পরস্পরকে সম্মান কর; কেউই যেন আপন প্রতিবেশীকে মাংস অনুসারে গণ্য না করে, কিন্তু সবকিছুতে যিশু খ্রিষ্টে পরস্পরকে ভালবাস। তোমাদের বিচ্ছিন্ন করবে, তেমন কিছু যেন তোমাদের মধ্যে না থাকে, বরং বিশপের সঙ্গে ও যাঁরা তোমাদের মাঝে প্রধান ভূমিকা দখল করেন, তোমরা তাঁদের সঙ্গে এক হও, যেন অমরতার একটা দৃষ্টান্ত ও শিক্ষা দিতে পার।

৭ [১] যিনি পিতার সঙ্গে এক, সেই প্রভু যেমন পিতাকে ছাড়া কিছু করেননি—নিজে থেকেও নয়, প্রেরিতদূতদের দ্বারাও নয়—তেমনি তোমরাও বিশপ ও প্রবীণবর্গকে ছাড়া কিছু করো না। ব্যক্তিগতভাবে ও নিজের স্বার্থে যা কর, তা উত্তম বলে দেখাতে চেষ্টা করো না, তোমরা বরং সমষ্টিগত কাজেই প্রাধান্য দাও: এক প্রার্থনা, এক মিনতি, একমন, ভালবাসায় ও নিখুঁত আনন্দে এক প্রত্যাশা—যে আনন্দ সেই স্বয়ং খ্রিষ্ট যাঁর চেয়ে মূল্যবান কিছু নেই। [২] সবাই মিলে যেন ঈশ্বরের একই মন্দিরের কাছে, যেন একই বেদির কাছে, সেই একই যিশু খ্রিষ্টের কাছে যেতে তৎপর হও যিনি সেই একই পিতা হতে উদ্গত, তাঁর সঙ্গে এক, ও সেই একের কাছে প্রত্যাগত।

৮ [১] তোমরা অদ্ভুত ধর্মশিক্ষা বা অসার প্রাচীন গল্প দ্বারা নিজেদের পথভ্রষ্ট হতে দিয়ো না; কারণ যদি এখনও ইহুদী প্রথা পালন করে থাকি, তাহলে স্বীকার করি, আমরা অনুগ্রহ পাইনি (ক)। [২] বস্তুতপক্ষে ঐশ নবীরাও যিশু খ্রিষ্ট অনুসারে (খ) জীবন যাপন করেছিলেন। তাঁরাও তাঁর অনুগ্রহে সুস্থির হয়ে নির্যাতিত হলেন, কারণ অবাধ্যদের এই চেতনা দিতে চাচ্ছিলেন যে, একমাত্র ঈশ্বর আছেন যিনি আপন পুত্র যিশু খ্রিষ্টের মধ্য

দিয়ে নিজেকে প্রকাশিত করলেন—সেই যে খ্রিষ্ট হলেন নিস্তব্ধতা হতে উদ্গত তাঁর আপন বাণী; যিনি তাঁকে প্রেরণ করেছিলেন, সবদিক দিয়ে তাঁর গ্রহণযোগ্য ছিলেন।

৯ [১] যারা প্রাক্তন ব্যবস্থায় চলার পর নতুন প্রত্যাশায় এসেছে, তারা শাব্বাৎ আর নয়, প্রভুর সেই দিন মেনে চলে, যে দিনে তাঁর মধ্য দিয়ে ও তাঁর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আমাদের জীবনও উৎসারিত হল। এমন কেউ রয়েছে যারা এই রহস্য অস্বীকার করে, আমরা কিন্তু এই রহস্য দ্বারা বিশ্বাস পেয়েছি আর এজন্যও কষ্টভোগ করে আসছি যাতে আমাদের একমাত্র সদ্‌গুরু সেই যিশু খ্রিষ্টের শিষ্য বলে প্রতিপন্ন হতে পারি। [২] তবে কেমন করেই বা আমরা তাঁকেই ছাড়া জীবনযাপন করতে পারব? আত্মায় নবীরাও তো তাঁর শিষ্য ছিলেন ও নিজেদের সদ্‌গুরু রূপে তাঁর প্রতীক্ষা করছিলেন; এজন্যই তাঁরা ধর্মময়তার সঙ্গে যাঁর প্রতীক্ষা করলেন, তিনি এসে তাঁদের মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করে তুললেন (ক)।

১০ [১] এসো, আমরা যেন খ্রিষ্টের মঙ্গলময়তার প্রতি উদাসীন না হই, কারণ তিনি যদি আমাদের কাজকর্মের মত কাজ করেন, তবে আমরা রক্ষা পাব না। এজন্য এসো, আমরা তাঁর শিষ্য হই, খ্রিষ্টীয় জীবনধারণ শিখি, কেননা যে কেউ এনাম ছাড়া অন্য নামে অভিহিত, সে ঈশ্বর হতে উদ্গত নয়। [২] তাই সেই মন্দ খামির ফেলে দাও যা পুরাতন ও তেতো হয়ে গেছে, এবং নতুন খামিরের দিকে তথা খ্রিষ্টেরই দিকে ফের। তিনিই হোন তোমাদের প্রাণের লবণ, যেন তোমাদের মধ্যে কেউই বিকৃত না হয়—কারণ তোমাদের স্বাদ অনুসারেই তোমাদের যাচাই করা হবে।

[৩] যিশু খ্রিষ্টের কথা বলা ও একইসঙ্গে ইহুদী প্রথা পালন করা যুক্তিসঙ্গত নয়, কারণ খ্রিষ্টধর্ম যে ইহুদীধর্মে বিশ্বাস রেখেছে এমন নয়, ইহুদীধর্মই বরং খ্রিষ্টধর্মে বিশ্বাস স্থাপন করতে আহূত, ও সকল ভাষার ঈশ্বরবিশ্বাসীরা খ্রিষ্টধর্মেই সংগৃহীত হয়েছে (ক)।

১১ [১] প্রিয়জনেরা, তোমাদের মধ্যে এধরনের মানুষ রয়েছে, এজন্য যে আমি একথা বলেছি এমন নয়; তোমাদের চেয়ে নগণ্য হয়েও আমি তোমাদের সাবধান করতে চাচ্ছি তোমরা যেন অসার ধর্মতত্ত্বের ফাঁদে না পড়, বরং প্রদেশপাল পন্তিয় পিলাতের

শাসনকালে যা ঘটেছে, তোমরা যেন সেই জন্ম, যন্ত্রণাভোগ ও পুনরুত্থান বিষয়ে সুনিশ্চিত থাক; কারণ এই সমস্ত কিছু সেই যিশু খ্রিষ্ট দ্বারাই সত্যিকারে সাধিত হয়েছিল (ক), যিনি আমাদের আশা ও যাঁর কাছ থেকে দূরে যাওয়ার দুর্ভাগ্য যেন তোমাদের কারও না ঘটে।

১২ [১] ভরসা রাখি, আমি তোমাদের নিয়ে সবদিক দিয়েই আনন্দ ভোগ করব—আমি যোগ্য হলে! একথা বলছি, কারণ শেকলাবদ্ধ হয়েও স্বাধীন-তোমাদের একজনেরও সঙ্গে আমার তুলনা হয় না। আমি তো জানি, তোমরা গর্বোদ্ধত নও, কারণ তোমাদের অন্তরে খ্রিষ্টই আছেন; আর আমি জানি যে তোমাদের প্রশংসা করলে তোমাদের বিনম্রতা বৃদ্ধি পায়, যেমনটি লেখা আছে, *ধার্মিক মানুষ নিজেরই অভিযোক্তা* (ক)।

১৩ [১] সুতরাং, প্রভু ও প্রেরিতদূতদের বিধিনিয়মে অটল থাকতে সচেষ্ট হও, তবেই তোমাদের মাননীয় বিশপের সঙ্গে, তোমাদের সুযোগ্য আত্মিক মুকুট সেই প্রবীণবর্গের সঙ্গে ও ঈশ্বরভক্ত পরিসেবকদের সঙ্গে দেহ ও আত্মায়, বিশ্বাস ও ভালবাসায়, পুত্র ও পিতা ও আত্মায়, সূচনা ও সমাপ্তিতে তোমরা যাই কর, সেই সবই সার্থক হবে (ক)। [২] যাতে দেহ ও আত্মার ঐক্য ঘটতে পারে, তোমরা বিশপের ও পরস্পরের অধীন হও, যেভাবে খ্রিষ্ট পিতার অধীন হলেন, ও প্রেরিতদূতেরা খ্রিষ্টের ও পিতার অধীন ছিলেন।

১৪ [১] তোমরা ঈশ্বরে পরিপূর্ণ, একথা জেনেই আমি সংক্ষিপ্ত উপদেশ দিয়েছি। তোমাদের প্রার্থনায় আমাকে স্মরণ কর আমি যেন ঈশ্বরের কাছে পৌঁছতে পারি; সিরিয়ার (ক) সেই মণ্ডলীর কথাও স্মরণে রাখ, আমি যার সদস্য বলে অভিহিত হওয়ার যোগ্য নই। কেননা তোমাদের প্রার্থনা ও ভালবাসা আমারই প্রয়োজন—তোমাদের সকলের প্রার্থনা মিলিত করে ঈশ্বরের কাছে নিবেদন কর, যেন সিরিয়ার মণ্ডলী তোমাদের মণ্ডলীর শিশির লাভে একটু আরাম পাবার যোগ্য হতে পারে।

১৫ [১] যেখান থেকে আমি তোমাদের কাছে লিখছি, এ স্মির্না থেকে এফেসীয়েরা তোমাদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছে; তোমাদের মত তারাও ঈশ্বরের গৌরবার্থে এখানে উপস্থিত। স্মির্নার বিশপ পলিকার্পের সঙ্গে সবাই আমাকে সবদিক দিয়ে সান্ত্বনা দিল। অন্যান্য মণ্ডলীও যিশু খ্রিষ্টের সম্মানার্থে তোমাদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছে।

ঈশ্বরে স্থিতমূল ও একাত্ম হও যেন সেই অবিচ্ছেদ্য আত্মাকে লাভ করতে পার, যে আত্মা স্বয়ং যিশু খ্রিষ্ট।

---

১ (ক) সর্বোৎকৃষ্ট নামটি হল 'খ্রিষ্টের খাতিরে বন্দি'।

৪ (ক) মাগ্নেশিয়ার বিশপ বয়সে যুবক, সম্ভবত তাঁর কম বয়সের কথা কেন্দ্র করেই সেই মণ্ডলীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটেছিল। কিন্তু তবুও পত্রের পরবর্তী পদগুলোতে দেখা যাবে যে সেই মণ্ডলীর মধ্যে এক দল খ্রিষ্টভক্ত ছিল যারা প্রাক্তন ইহুদী প্রথাগুলোর উপর অতিরিক্ত জোর দিতে।

৫ (ক) দ্বিঃবিঃ ৩০:১৯।

(খ) প্রেরিত ১:২৫।

(গ) যোহন ৫:১৮; ১২:৫০ দ্রঃ।

৮ (ক) এপদে বিচ্ছেদের প্রকৃত কারণ ব্যক্ত, তথা: মাগ্নেশিয়ার মণ্ডলীর অভ্যন্তরে এক দল ভক্তজন ছিল যারা সমর্থন করত, ঈশ্বরের কাছে ধর্মময় বলে সাব্যস্ত হবার জন্য খ্রিষ্টভক্তদের পক্ষেও পরিচ্ছেদন-রীতি ও মোশির জারীকৃত অন্যান্য বিধিনিয়ম পালন করা দরকার। কিন্তু, সেই ধর্মময়তা পাবার জন্য খ্রিষ্টবিশ্বাস ঈশ্বরের অনুগ্রহের উপরেই জোর দেয়।

(খ) বাস্তবিকই নবীগণ প্রচার করতেন যে, দেহের নয় হৃদয়েরই পরিচ্ছেদন ঈশ্বরের কাছে গ্রহণীয়, এবং বাহ্যিক বিধিনিয়ম পালনের চেয়ে মনপরিবর্তনই ও দয়াধর্মই শ্রেয়। এজন্যই ইগ্নাসিউস একথা বলেন যে, নবীগণ যিশুর আগেকার মানুষ হয়েও প্রকৃতপক্ষে যিশুর শিষ্য। তাছাড়া, পরবর্তী পদে ইগ্নাসিউস প্রভুর পুনরুত্থানের স্মরণে রবিবারের রুটি-ছেঁড়া অনুষ্ঠানে যোগদান করা-ই খাঁটি খ্রিষ্টবিশ্বাসের চিহ্ন হিসাবে উপস্থাপন করেন। কেননা সেকালে এমন দল খ্রিষ্টভক্ত ছিল যারা পুরাতন নিয়মের শাব্বাৎ মান্য করার জন্য রবিবারে নয় শনিবারেই উপাসনা করত।

৯ (ক) মথি ২৬:৫২ দ্রঃ। ইগ্নাসিউস সেই নবীদের কথা আবার উত্থাপন করেন যাঁরা যিশুর শিষ্য বলে পরিগণিত হতে পারেন।

১০ (ক) ইশা ৬৬:১৮।

১১ (ক) সেই দল খ্রিষ্টভক্ত ভ্রান্তমতপন্থীও ছিল, যেহেতু মোশির বিধান-পালন বাধ্যতামূলক বলে সমর্থন করা ছাড়া, যিশু যে সত্যকার মানুষ একথাও অস্বীকার করত।

১২ (ক) প্রবচন ১৮:১৭।

১৩ (ক) সাম ১:৩।

১৪ (ক) সেসময় সিরিয়ায় অবস্থিত আন্তিওখিয়া-মণ্ডলী তীব্র নির্যাতন ভোগ করছিল।

ত্রাল্লীয়দের কাছে ইগ্নাসিউসের পত্র

সূচীপত্র

অধ্যায়ঃ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩

আমি ইগ্নাসিউস, ঈশ্বরবাহক বলেও পরিচিত,
—যে মণ্ডলী যিশু খ্রিষ্টের পিতা ঈশ্বরের ভালবাসার পাত্রী,
যা ঈশ্বরের মনোনীতা ও ঈশ্বরের যোগ্যা,
যা যিশু খ্রিষ্টের যন্ত্রণাভোগ দ্বারা দেহে ও আত্মায় শান্তি ভোগ করে
—আমাদের আশা সেই যে যিশু খ্রিষ্ট যাঁর মধ্যে পুনরুত্থানের প্রত্যাশায় আছি—
এশিয়ার (ক) ত্রাল্লেসে স্থিত সেই পবিত্র মণ্ডলীর সমীপে :
আমি প্রৈরিতিক প্রথা অনুযায়ী আত্মার পূর্ণতায় তাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি,
অশেষ শুভেচ্ছা নিবেদন করছি।

১ [১] আমি জানতে পেরেছি, তোমাদের মন—অভ্যাসমত নয়, স্বভাবগুণেই বরং!—অনিন্দনীয়, ও পরীক্ষায় দ্বিধাগ্রস্ত নয়। একথা তোমাদের বিশপ পলিবিওস তখন আমাকে দেখিয়েছেন, যখন ঈশ্বরের ও যিশু খ্রিষ্টের ইচ্ছা অনুসারে তিনি যিশু খ্রিষ্টের জন্য বন্দি এই আমাকে স্মির্নায় দেখতে এসে আমার সঙ্গে অধিক আনন্দ করেছেন, আর এতে আমি তাঁর মধ্যে তোমাদের গোটা মণ্ডলীরই দর্শন পেয়েছি। [২] তাই ঈশ্বর-অনুযায়ী তোমাদের সদিচ্ছা (ক) তাঁর মধ্য দিয়ে গ্রহণ করে আমি ঈশ্বরের গৌরবকীর্তন করেছি, কারণ তোমাদের ঈশ্বরের অনুকারী বলে পেয়েছি, যেইভাবে শুনেছিলাম।

২ [১] কেননা তোমরা যখন বিশপের প্রতি এমন বাধ্যতা দেখাও ঠিক যেন যিশু খ্রিষ্টেরই প্রতি, তখন আমার কাছে একথা স্পষ্ট যে, তোমরা মানুষ অনুসারে নয়, সেই যিশু খ্রিষ্ট অনুসারেই জীবনযাপন কর, যিনি আমাদের জন্য মৃত্যুবরণ করেছেন যাতে তাঁর মৃত্যুতে বিশ্বাস করে তোমরা মৃত্যু এড়াতে পার।

[২] অতএব প্রয়োজন রয়েছে, তোমরা যেভাবে করে আসছ, সেভাবে যেন বিশপকে ছাড়া কিছু না কর, কিন্তু প্রবীণবর্গের প্রতিও এমন বাধ্যতা দেখাও যা আমাদের আশা-যিশু খ্রিষ্টের প্রেরিতদূতদের প্রতিই যোগ্য, যাতে করে আমরা তাঁর সহভাগিতায় আশ্রয় পেতে পারি।

[৩] এও প্রয়োজন, যিশু খ্রিষ্টের রহস্যগুলির পরিসেবক যাঁরা, তাঁরা যেন সর্ববিষয়ে সকল মানুষের গ্রহণীয় হন, কেননা তাঁরা খাদ্য ও পানীয়ের পরিসেবক নন, তাঁরা বরং ঈশ্বরের মন্ডলীর সেবায় নিযুক্ত কর্মী; যার ফলে তাঁদের পক্ষে সমস্ত দোষ থেকে আগুন থেকেই যেন দূরে থাকা একান্ত দরকার।

৩ [১] একই প্রকারে সকলে পরিসেবকদের প্রতি এমন সম্মান দেখাবে ঠিক যেন খ্রিষ্টকে দেখায়, বিশপকেও সম্মান দেখাবে যিনি পিতার দৃশ্য উপস্থিতি, প্রবীণদের প্রতিও সম্মান দেখাবে যাঁরা ঈশ্বরের সংসদ ও প্রেরিতদূতদের সভা স্বরূপ। এঁদের ছাড়া 'মন্ডলী' এ কথাও উত্থাপন করা চলে না। [২] তোমরা এ সমস্ত কিছু মেনে নাও, এবিষয়ে আমি নিশ্চিত; কারণ তোমাদের বিশপে আমি তোমাদের ভালবাসার প্রমাণ পেয়েছি, আর সেই প্রমাণ আমার সঙ্গে রয়েছে—হ্যাঁ, তোমাদের বিশপের আচরণ সত্যি মহাশিক্ষা স্বরূপ, ও তাঁর কোমলতা শক্তি; আর আমি মনে করি ঈশ্বরভক্ত নয় (ক) যারা তারাও তাঁকে সম্মান করে। [৩] এবিষয়ে তোমাদের আরও কড়া কথা লিখতাম (খ), কিন্তু তোমাদের ভালবাসি বিধায় নিজেকে সংযত রাখি; তাছাড়া, নিতান্ত বন্দি যে আমি, নিজের বিষয়ে আমার এমন উচ্চ ধারণা নেই যে প্রেরিতদূতেরই মত তোমাদের আদেশ দেব।

৪ [১] ঈশ্বর বহুরূপেই আমার কাছে নিজেকে প্রকাশ করছেন, আমি কিন্তু নিজেকে সংযত রাখি পাছে আত্মগর্বে পতিত হই (ক); আসলে আপাতত আমার পক্ষে ভীত হওয়া ও যারা আমাকে স্ফীত করে তাদের কথায় কান না দেওয়া অনেক ভাল, কেননা যারা সেইভাবে আমার প্রশংসা করছে, তারা আমাকে কশাঘাতই করছে। [২] হ্যাঁ, আমি যন্ত্রণাভোগ করতে আকাঙ্ক্ষা করি বটে, কিন্তু জানি না, আমি যোগ্য কিনা। আমার আগ্রহ অনেকের কাছে তত প্রকাশ্য নয়, কিন্তু আমাকে অবিরতই পীড়ন করছে। অতএব আমার পক্ষে সেই বিনম্রতা দরকার, যা দ্বারা এসংসারের অধিপতিকে বিনাশ করা হয়।

৫ [১] আমি কি তোমাদের কাছে স্বর্গীয় বিষয় লিখতে পারি না? পারি, কিন্তু আমার ভয় আছে তোমাদের ক্ষতিই করব যেহেতু তোমরা শিশু! আমাকে ক্ষমা কর: আমি তো নিজেকে সংযত রাখি তোমরা যা গিলতে পার না তাতে যেন তোমাদের শ্বাস রুদ্ধ না হয় (ক)। [২] কেননা আমি নিজেও, যদিও শেকলাবদ্ধ এবং স্বর্গীয় বিষয়, স্বর্গদূতদের শ্রেণি-সকল, স্বর্গীয় জীবদের বাহিনী ও দৃশ্য-অদৃশ্য বিষয়গুলো উপলব্ধি করতে সক্ষম, তবুও এর জন্যই যে আমি প্রকৃত শিষ্য তা নয়। কেননা আমরা এখনও এমন বহু বিষয়ের অভাবী যে হয় তো ঈশ্বরের বিষয়েও অভাবী!

৬ [১] আমি তোমাদের অনুরোধ করি—আসলে আমি নয়, যিশু খ্রিষ্টের ভালবাসাই তোমাদের অনুরোধ করে: তোমরা কেবল খ্রিষ্টীয় শিক্ষাই খাদ্যরূপে গ্রহণ কর, অদ্ভুত খাদ্য তথা ভ্রান্তমত এড়াও (ক)। [২] নিজেদের বিশ্বাসযোগ্য করার জন্য যারা যিশু খ্রিষ্টকে ও তাদের নিজেদের ভ্রান্তমত মেশায়, তারা কেমন যেন মিষ্টি আঙুররসের সঙ্গে মারাত্মক বিষ মেশায়। তাতে অজ্ঞ যারা, তারা আনন্দের সঙ্গেই তা গ্রহণ করে, কিন্তু সেই বিষযুক্ত মধুরতায়ই তাদের মরণ!

৭ [১] সুতরাং, ওদের বিষয়ে সাবধান থাক! আর তেমনটি ঘটবে তোমরা যদি গর্বে স্ফীত না হও ও ঈশ্বর-যিশু খ্রিষ্ট থেকে, বিশপ থেকে, ও প্রেরিতদূতদের আদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন না হও। [২] যে পরমপবিত্রধামে থাকে, সে শুচি, কিন্তু যে পরমপবিত্রধামের বাইরে থাকে, সে অশুচি: অর্থাৎ কিনা, যে কেউ বিশপকে ছাড়া, ও প্রবীণবর্গ ও পরিসেবকদের ছাড়া কিছু করে, বিবেকে সে শুচি নয়।

৮ [১] আমি তেমন কিছু তোমাদের মধ্যে পেয়েছি, এমন নয়; আমি কিন্তু তোমাদের সাবধান করছি, কারণ তোমরা আমার কাছে প্রিয়, আর আমি আগে থেকেই শয়তানের প্রবঞ্চনা দেখতে পাই। তোমরা বিনম্রতা পরিধান কর ও বিশ্বাসে নবীকৃত হও, যে বিশ্বাস প্রভুর মাংস; ভালবাসায়ও নবীকৃত হও, যে ভালবাসা যিশু খ্রিষ্টের রক্ত। [২] তোমাদের মধ্যে যেন পরের বিরুদ্ধে কারও কিছু না থাকে; মুষ্টিমেয় লোকদের কারণে ঈশ্বরের

জনসভা নিন্দার পাত্র হবে, এমন সুযোগ বিধর্মীদের দিয়ো না; কেননা লেখা আছে, *তাকে ধিক্, যার কারণে আমার নাম নিন্দার বস্তু* (ক)।

৯ [১] তাই যখন কেউ তোমাদের কাছে যিশু খ্রিষ্ট বিষয়ে ছাড়া অন্য কথা বলে, তখন তোমরা বধির হও—কেননা খ্রিষ্টই তিনি, যিনি দাউদবংশধর ও মারীয়ার পুত্র, যিনি সত্যিই জন্ম নিলেন, খেলেন ও পান করলেন, পন্তিয় পিলাতের শাসনকালে সত্যি নির্যাতিত হলেন, সত্যি ক্রুশবিদ্ধ হলেন, ও স্বর্গ মর্ত ও পাতালের দৃষ্টিগোচরে মৃত্যুবরণ করলেন। [২] তিনি সত্যিই মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করলেন, কেননা তাঁর পিতাই তাঁকে পুনরুত্থিত করলেন, আর সেইভাবে তাঁর পিতা খ্রিষ্ট যিশুতে আমাদেরও পুনরুত্থিত করবেন, যারা তাঁকেই বিশ্বাস করি যাঁকে ছাড়া প্রকৃত জীবন আমাদের নেই।

১০ [১] কিন্তু, ঈশ্বরভক্ত নয় অর্থাৎ বিশ্বাসহীন কেউ কেউ যেমনটি সমর্থন করে, খ্রিষ্টের যন্ত্রণাভোগ যদি অসার অভিনয় মাত্র (আসলে তারাই অসার অভিনয় মাত্র!), তাহলে কেন আমি শেকলাবদ্ধ? কেন বন্য জন্তুর সঙ্গে লড়াই করতে বাসনা করি? অবস্থা তেমনটি হলে তবে আমি বৃথাই মরতে বসেছি। এমনকি, প্রভুর বিষয়ে মিথ্যা সাক্ষ্য দিচ্ছি!

১১ [১] অতএব, তোমরা এ সমস্ত আগাছা এড়াও, কারণ এগুলো মৃত্যুজনক ফল ফলায়, আর তা খেলেই মানুষ মরে; কেননা এগুলো পিতার রোপিত গাছ নয়; যদি হত, তবে ক্রুশেরই শাখার মত দেখাত ও তাদের ফল অক্ষয়শীল হত—সেই ক্রুশ দ্বারাই তো খ্রিষ্ট নিজ যন্ত্রণাভোগের মধ্য দিয়ে নিজ অঙ্গগুলো এ তোমাদেরই আহ্বান করেন। ফলে মাথা অঙ্গগুলো থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে পারে না, কারণ ঐক্য যে ঈশ্বর, তিনি সেই ঐক্য দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

১২ [১] আমি স্মির্না থেকে তোমাদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, ঈশ্বরের সেই মণ্ডলীগুলোর সঙ্গেই শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, যেগুলো আমাদের সঙ্গে এখানে উপস্থিত রয়েছে ও আমাকে দেহে ও আত্মায় আরাম দিয়েছে। [২] ঈশ্বরের কাছে যেন পৌঁছতে পারি, আমি এ প্রার্থনা

করতে করতে, যিশু খ্রিস্টের খাতিরে যে শেকল বহন করে বেড়াচ্ছি, আমার এ শেকল তোমাদের অনুরোধ করে: তোমাদের এ একাত্মতায় ও পারস্পরিক প্রার্থনায় নিষ্ঠাবান হও। কেননা এ সমীচীন যে, তোমরা ও বিশেষভাবে প্রবীণবর্গ বিশপকে আরাম দেবে—পিতা, যিশু খ্রিষ্ট ও প্রেরিতদূতদের সম্মানার্থে। [৩] আমি তোমাদের সনির্বন্ধ আবেদন জানাচ্ছি, আমার এ পত্রের বাণী তোমরা ভালবাসায় শোন, যাতে আমার এ পত্র তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী স্বরূপ হয়ে না দাঁড়ায়। আমার জন্যও প্রার্থনা কর, কারণ ঈশ্বরের দয়া ও তোমাদের ভালবাসা আমার পক্ষে খুবই প্রয়োজন, আমি যেন লাভ করতে পারি সেই উত্তরাধিকার যা পেতে যাচ্ছি, ও তেমন উত্তরাধিকারের অযোগ্য বলে যেন পরিগণিত না হই।

১৩ [১] স্মির্নাবাসীদের ও এফেসীয়দের ভালবাসা তোমাদের শুভেচ্ছা জানায়: তোমাদের প্রার্থনায় সিরিয়ার সেই মণ্ডলীর কথা স্মরণে রাখ, যার নাম বহন করতে আমি যোগ্য নই—আমি যে তার সদস্যদের নিম্নতম!

[২] যিশু খ্রিস্টে তোমাদের প্রতি আমার শুভেচ্ছা রইল। বিশপের প্রতি এমন বাধ্য হও, ঠিক যেন ঐশবিধানের প্রতি; প্রবীণবর্গের প্রতিও বাধ্য হও। তোমরা প্রত্যেকে অবিচ্ছেদ্য হৃদয়ে পরস্পরকে ভালবাস।

[৩] আমার প্রাণ তোমাদের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত—এখন শুধু নয়, যখন ঈশ্বরের কাছে গিয়ে উপস্থিত হব, তখনও। কেননা আমি এখনও বিপদের সম্মুখীন, কিন্তু বিশ্বস্ত যিনি, সেই পিতা তোমাদের ও আমার প্রার্থনা যিশু খ্রিস্টে পূরণ করবেন। তোমরা যেন তাঁর মধ্যে অনিন্দ্য হয়েই স্থান পেতে পার।

(ক) সেইকালের 'এশিয়া' ছিল বর্তমান তুরস্কের পশ্চিম অঞ্চল ও গ্রীসের একটা অংশ।

১ (ক) 'সদিচ্ছা' অর্থাৎ, আধ্যাত্মিক সান্ত্বনাদানের সঙ্গে অর্থদান।

৩ (ক) 'ঈশ্বরভক্ত নয়' বলতে বিধর্মীদের বোঝায়।

(খ) সম্ভবত খ্রিষ্টভক্তদের ও মণ্ডলীর অধিকারপ্রাপ্ত সেবকদের মধ্যে সুসম্পর্ক তত উজ্জ্বল ছিল না।

৪ (ক) যিশুর খাতিরে নির্যাতন ভোগ করছেন বলে ইগ্নাসিউস গর্বিত, তবু এবিষয়ে সচেতন যে অতিরিক্ত গর্ব করা মানুষকে কখনও মানায় না।

৫ (ক) ১ করি ২:২ দ্রঃ।

৬ (ক) পরবর্তী কথা থেকে অনুমান করা যায়, ভ্রান্তমতটা সেই গ্রীক জ্ঞানমার্গ অনুযায়ী ছিল যা যিশুকে সত্যকার মানুষ বলে অস্বীকার করত: সেই মত অনুসারে, মানুষ হিসাবে যিশু যা যা করেছিলেন ও ভোগ করেছিলেন, তা বাস্তব নয়। উদাহরণস্বরূপ, ওরা বলত, যন্ত্রণাভোগের সময়ে যিশু প্রকৃতপক্ষে কোনও যন্ত্রণা ভোগ করেননি; তাঁর যন্ত্রণাভোগ ও মৃত্যুবরণ অভিনয়ই মাত্র ছিল।

৮ (ক) ইশা ৫২:৫।

রোমীয়দের কাছে ইগ্নাসিউসের পত্র

সূচীপত্র

অধ্যায়ঃ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

আমি ইগ্নাসিউস, ঈশ্বরবাহক বলেও পরিচিত,

পরাৎপর পিতার ও তাঁর একমাত্র পুত্র যিশু খ্রিষ্টের মহত্ত্বে দয়ার পাত্রী সেই মণ্ডলীর সমীপে,

যে মণ্ডলী আমাদের ঈশ্বর সেই যিশু খ্রিষ্টের বিশ্বাস ও ভালবাসা অনুসারে তাঁরই ভালবাসার পাত্রী

ও তাঁরই ইচ্ছা দ্বারা আলোকিতা, নিখিল বিশ্বই যাঁর ইচ্ছার প্রকাশ;

যে মণ্ডলী রোম অঞ্চলের রাজধানীতে প্রাধান্যের অধিকারী

—ঈশ্বরের যোগ্য, সম্মান, আশীর্বাদ ও প্রশংসার যোগ্য, যত সমৃদ্ধি ও পবিত্রতার যোগ্য যে মণ্ডলী;

যে মণ্ডলী ভালবাসায় প্রাধান্যে ভূষিতা (ক),

খ্রিষ্ট-বিধানের অনুসারী ও পিতার নামে ভূষিতা,

তার কাছে আমি পিতার পুত্র সেই যিশু খ্রিষ্টের নামে প্রীতি-সম্ভাষণ জানাচ্ছি।

তাঁর সমস্ত আজ্ঞা পালনে যারা দেহে ও আত্মায় মিলিত,

ঈশ্বরের অনুগ্রহে অবিচ্ছেদ্য ভাবে পরিপূর্ণ ও সমস্ত কলঙ্ক থেকে পরিশুদ্ধ,

তাদের কাছে আমি আমাদের ঈশ্বর সেই যিশু খ্রিষ্টে শাশ্বত পরমানন্দ-শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

১ [১] ঈশ্বরের যোগ্য তোমাদের শ্রীমুখ দেখবার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা ক'রে—যার ফলে যা বাসনা করছিলাম তার চেয়ে অধিক লাভ করেছি—আমি এখন যিশু খ্রিষ্টে শেকলাবদ্ধ হয়ে তোমাদের কাছে প্রীতি-সম্ভাষণ জানাবার আশা রাখছি—অবশ্য, যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা তেমন লক্ষ্য পূরণের জন্য আমাকে যোগ্য করে তোলে, তবেই। [২] সূচনা

ভালই হয়েছে: আমার উত্তরাধিকারের কাছে অবাধে পৌঁছা, আহা, আমি যেন তেমন অনুগ্রহ পেতে পারি! কেননা আমার ভয় হচ্ছে, তোমাদের ভালবাসা আমার অপকার করবে (ক); কারণ যা ইচ্ছা কর তা পাওয়া তোমাদের পক্ষে সহজ, কিন্তু তোমরা আমাকে না বাঁচালে ঈশ্বরের কাছে পৌঁছা আমার পক্ষে কঠিন।

২ [১] আসলে আমি চাই না তোমরা মানুষকে সন্তুষ্ট করবে, বরং সেই ঈশ্বরকেই সন্তুষ্ট করবে যাঁর কাছে তোমরা গ্রহণযোগ্য; কেননা ঈশ্বরের কাছে পৌঁছবার তেমন সুযোগ আমি আর পাব না; নীরব থাকলে তোমরাও শ্রেয়তর কাজে সম্মতিদান করতে পারবে না। কারণ তোমরা আমার বিষয়ে নীরব থাকলে আমি ঈশ্বরের একটা বাণী হয়ে উঠব, কিন্তু তোমরা আমার দেহকে ভালবাসলে আমি আবার একটা অসার শব্দ মাত্রই হব (ক)। [২] তোমরা এর চেয়ে আমাকে কিছুই মঞ্জুর করো না: বেদি যখন ইতিমধ্যে প্রস্তুত রয়েছে, তখন আমি যেন ঈশ্বরের কাছে বলীকৃত হতে পারি। তবেই ভালবাসায় এক সুর হয়ে উঠে তোমরা পিতার কাছে খ্রিষ্টে গান করতে পারবে, কারণ ঈশ্বর প্রসন্ন হয়ে সিরিয়ার বিশপের উপর দৃষ্টিপাত করে তাকে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্তে নিয়ে এলেন। ঈশ্বরের লক্ষ্যে সংসারের কাছে অস্তগমন করা যাতে তাঁর কাছে পুনরুত্থান করতে পারি, আহা, কতই না সুন্দর!

৩ [১] তোমরা কাউকে কখনও প্রতারণা করনি, তোমরা অন্যদের শিক্ষাই দিয়েছ (ক)। আমার ইচ্ছা, শিক্ষাদানে যা নির্দেশ কর, তোমরা নিজেরা তা দৃঢ়তার সঙ্গে পালন করবে। [২] আমার জন্য তোমরা কেবল শক্তি প্রার্থনা কর—আন্তরিক ও বাহ্যিক শক্তি—আমার যেন কথা শুধু নয়, ইচ্ছাও থাকে; আমি যেন কথায় শুধু নয়, কাজেও খ্রিষ্টিয়ান বলে পরিচয় দিতে পারি। কারণ আমি যদি তেমন স্বীকৃতি পেতে পারি, তাহলে নিজেও খ্রিষ্টিয়ান বলে পরিচয় দিতে পারব, আর এজগৎ ছেড়ে অদৃশ্য হওয়ার পরে বিশ্বস্ত বলে পরিগণিত হতে পারব। [৩] যা কিছু দৃশ্য তা ভাল নয়; কারণ পিতার মধ্যে থাকায় আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টই স্পষ্টতর ভাবে দৃশ্য। খ্রিষ্টাদর্শ যখন সংসারের ঘৃণার পাত্র, তখনই যুক্তির নয় বরং ঐশমাহাত্ম্যের ফল বলে প্রমাণিত (খ)।

৪ [১] আমি সকল মণ্ডলীর কাছে লিখছি সকলে যেন জানতে পারে যে, আমি ঈশ্বরের খাতিরেই মৃত্যু বরণ করতে উদ্যত হচ্ছি—তোমরা যদি আমাকে বাধা না দাও। তোমাদের অনুরোধ করছি, আমার প্রতি অযথা মমতা দেখিয়ো না। এমনটি হতে দাও আমি যেন পশুদের খাদ্য হতে পারি, সেই পশুদের দ্বারাই তো আমি ঈশ্বরের কাছে পৌঁছতে পারব! আমি তো ঈশ্বরের গম, হিংস্র পশুদের দাঁতে আমাকে চূর্ণ হওয়াই দরকার যেন খ্রিষ্টের বিশুদ্ধ রুটি হতে পারি। [২] তোমরা বরং সেই পশুদের উত্তেজিতই কর, তারা যেন আমার সমাধি হতে পারে, তারা যেন আমার দেহের চিহ্ন মাত্রও না রাখে; তবে নিদ্রা গিয়ে আমি কারও বোঝা হব না। জগৎ যখন আমার দেহকেও দেখতে পাবে না, তখনই আমি যিশু খ্রিষ্টের প্রকৃত শিষ্য হয়ে উঠব। আমার হয়ে তোমরা খ্রিষ্টের কাছে যাচনা কর, সেই পশুদের মধ্য দিয়ে আমি যেন বলি হয়ে উঠতে পারি। [৩] পিতর ও পলের মত আমি তোমাদের আদেশ দিচ্ছি না, তাঁরা তো প্রেরিতদূত ছিলেন, আমি দণ্ডিত মানুষ; তাঁরা স্বাধীন ছিলেন, আমি এখনও ক্রীতদাস। তবু মৃত্যু বরণ করলে আমি যিশু খ্রিষ্টের স্বাধীনকৃত মানুষ হয়ে উঠব ও তাঁর মধ্যে স্বাধীন বলে পুনরুত্থান করব। এখন, এই শেকলাবদ্ধ অবস্থায়, আমি অন্য কিছুই আকাঙ্ক্ষা না করতে শিখছি।

৫ [১] সিরিয়া থেকে রোম পর্যন্ত আমি হিংস্র পশুদের সঙ্গে সংগ্রাম করে আসছি, স্থলভূমিতে ও সমুদ্রে, দিবারাত্র, দশটা চিতাবাঘের সঙ্গে শেকলাবদ্ধ হয়ে—অর্থাৎ সেই সৈন্যদল যারা আমার মঙ্গলভাব সত্ত্বেও অধিক দুর্ব্যবহার করে। তাদের অপকর্মের ফলে আমি অধিক শিষ্য হয়ে উঠি, *কিন্তু এতে যে আমি নির্দোষ বলে প্রতিপন্ন হয়ে দাঁড়াই, তা নয়* (ক)। [২] আমার জন্য প্রস্তুত করা যে পশু, আমি তাদের আকাঙ্ক্ষা করছি; প্রার্থনা করি, তারাও আমার জন্য প্রস্তুত হবে। এমনকি আমি তাদের উত্তেজিত করব তারা যেন সঙ্গে সঙ্গেই আমাকে গ্রাস করে; কয়েকজনের বেলায় যেমন ঘটেছে, তেমন কিছু যেন না ঘটে যে, নরম হওয়ায় তারা তাদের স্পর্শ করল না; তারা নিজে থেকে ইচ্ছা না করলেও আমি জোর প্রয়োগেই তাদের বাধ্য করব।

[৩] আমাকে ক্ষমা কর: আমার পক্ষে যা উপকার তা আমি জানি; আমি এখনই শিষ্য হতে শুরু করছি। দৃশ্য কি অদৃশ্য কোন কিছু যেন যিশু খ্রিষ্টের কাছে পৌঁছনোর পথে বাধা না দেয়। আগুন, ক্রুশ, হিংস্র পশুর আক্রমণ, দেহ-ছিঁড়াছিঁড়ি, দেহ-বিদারণ, হাড়ভাঙ্গন, অঙ্গচূর্ণন, সর্বাঙ্গীণ গুঁড়াকরণ, শয়তানের হিংস্রতম পীড়াপীড়ি: সবই আসুক আমার উপর! আমি কিন্তু যেন যিশু খ্রিষ্টের কাছে পৌঁছতে পারি।

৬ [১] পৃথিবীর প্রান্তসীমা বা ইহলোকের রাজ্য সকল আমার কোন উপকারের নয়![ক] পৃথিবীর সকল প্রান্তের রাজা হওয়ার চেয়ে আমার পক্ষে খ্রিষ্ট যিশুতে মৃত্যু বরণ করাই শ্রেয়। আমি তাঁরই অন্বেষণ করছি যিনি আমাদের খাতিরে মৃত্যু বরণ করলেন। আমি তাঁরই আকাঙ্ক্ষা করছি যিনি আমাদের জন্য পুনরুত্থান করলেন। আমার প্রসবযন্ত্রণা এবার উপস্থিত।

[২] ভ্রাতৃগণ, আমাকে ক্ষমা কর! আমার জীবনে বাধা দিয়ো না[খ], আমার মৃত্যু ইচ্ছা করো না। যে ঈশ্বরের হতে আকাঙ্ক্ষা করে, তোমরা তাকে সংসারের হাতে সঁপে দিয়ো না, বাহ্যিক বিষয়বস্তু দিয়ে তাকে প্রবঞ্চনা করো না। আমাকে সেই বিশুদ্ধ আলো পেতে দাও, সেখানে পৌঁছেই তো আমি মানুষ হয়ে উঠব। [৩] আমাকে আমার ঈশ্বরের যন্ত্রণাভোগ অনুকরণ করতে দাও। যার অন্তরে তিনি আছেন, সে বুঝুক আমি কী ইচ্ছা করছি; আমার মনোবেদনা জেনে সে আমার সহবেদনশীল হোক।

৭ [১] এজগতের অধিপতি আমাকে দীর্ণ-বিদীর্ণ করতে চায়, ঈশ্বরের প্রতি আকৃষ্ট আমার মন বিকৃত করতে চায়। তোমাদের কেউই যেন তাকে সাহায্য না করে; তোমরা বরং আমার পক্ষে, অর্থাৎ ঈশ্বরেরই পক্ষে দাঁড়াও। ওষ্ঠে যিশু খ্রিষ্ট ও অন্তরে জগৎ, তেমন কিছু সহ্য করো না। [২] তোমাদের মধ্যে হিংসা যেন স্থান না পায়। আমি এসে তোমাদের মিনতি করলেও তোমরা আমার কথায় মন দিয়ো না[ক]; এখন যা লিখছি, তোমরা বরং তাই মেনে নাও; কারণ জীবিত হয়েও আমি মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষী হয়েই তোমাদের লিখছি। আমার লালসা ক্রুশে দেওয়া হয়েছে; পার্থিব প্রেমের আগুন আমার মধ্যে নেই, আছে বরং এমন জীবন্ত জল[খ] যা আমার মধ্যে কথা বলছে ও অন্তর থেকে আমাকে বলছে, 'পিতার কাছে এসো।'

[৩] ক্ষয়শীল খাদ্যে বা এজীবনের লালসায় আমি আর স্বাদ পাচ্ছি না। আমি বরং চাই সেই ঈশ্বরের রুটি (গ) যা দাউদ-বংশীয় যিশু খ্রিষ্টের (ঘ) মাংস; পানীয়রূপে চাই তাঁর সেই রক্ত, যা অক্ষয় ভালবাসা।

৮ [১] মানব জীবন অনুসারে জীবনযাপন করা আমার আর ইচ্ছে নেই; তোমরা ইচ্ছা করলে আমার তাই ঘটবে; তোমরা তাই ইচ্ছা কর, তবে তোমরাও হয়ে উঠবে তাঁর ইচ্ছার পাত্র। [২] স্বল্প কথায় তোমাদের কাছে যাচনা করছি, আমাকে বিশ্বাস কর। স্বয়ং যিশু খ্রিষ্টই তোমাদের কাছে স্পষ্ট দেখাবেন যে আমি সত্যকথা বলছি: তিনি সেই ছলনাহীন মুখ, যা দিয়ে পিতা সত্যিকারে কথা বললেন।

[৩] আমার জন্য প্রার্থনা কর, আমি যেন তাঁর কাছে পৌঁছতে পারি। আমি মাংস অনুসারে নয়, ঈশ্বরের মন অনুসারেই তোমাদের কাছে লিখেছি। আমি মৃত্যুবরণ করলে তা হবে তোমাদের শুভেচ্ছার চিহ্ন; আমি পরিত্যক্ত হলে তা হবে তোমাদের ঘৃণার চিহ্ন।

৯ [১] তোমাদের প্রার্থনায় সিরিয়ার মণ্ডলীর কথা স্মরণে রাখ, আমার স্থানে ঈশ্বরই যার পালক। কেবল যিশু খ্রিষ্ট ও তোমাদের ভালবাসাই সেই মণ্ডলীর বিশপ হবেন। [২] আমার বেলায় আমি তো তাদের একজন বলে অভিহিত হতে লজ্জা বোধ করি, কারণ আমি অযোগ্য, তাদের মধ্যে সবচেয়ে নগণ্য ভক্তজন, আমি তো ভ্রূণ!(ক) অথচ যদি ঈশ্বরের কাছে পৌঁছতে পারি, তবেই আমি কিছু হবার জন্য দয়া পাব।

[৩] আমার প্রাণ তোমাদের কাছে প্রীতি-সম্ভাষণ জানাচ্ছে সেই মণ্ডলীগুলির সঙ্গে, যারা আমাকে পথযাত্রী বলে নয়, বরং যিশু খ্রিষ্টের নামেই গ্রহণ করেছে, কারণ আমার যাত্রাপথের বাইরে অবস্থিত মণ্ডলীগুলিও শহরে শহরে আমার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতে এগিয়ে এল।

১০ [১] আমি স্মির্না থেকে অধিক ধন্য এফেসীয়দের মাধ্যমে তোমাদের কাছে এ পত্র লিখছি। অন্য অনেকের মধ্যে আমার সঙ্গে আমার প্রিয়তম ক্রোকসও আছেন। [২] আমার আগে যারা ঈশ্বরের গৌরবলাভের উদ্দেশ্যে স্মির্না থেকে রোমে পৌঁছে গেছে, আমি মনে করি তোমরা তাদের চেন; তাদের বল, আমি কাছে এসে গেছি; আসলে

তারা সকলে ঈশ্বরের ও তোমাদের যোগ্য পাত্র, সব দিক দিয়ে তাদের সান্ত্বনা দেওয়া তোমাদের বাঞ্ছনীয়।

[৩] আজ ২৪শে আগস্ট [১০৭ সালে] আমি তোমাদের কাছে এ পত্র লিখলাম।

যিশু খ্রিষ্টের সহিষ্ণুতায় শেষ পর্যন্ত বলবান থাক।

(ক) ইগ্নাসিউসের এই উক্তিতে, সার্বজনীন খ্রিষ্টমণ্ডলীতে রোম-মণ্ডলীর যে প্রাধান্যের অধিকার, তা সুন্দরভাবে ও যথার্থভাবে ব্যক্ত। এই পত্র ঠিক তেমন মণ্ডলীর কাছে নিবেদিত বলেই পত্রের সূচনা ইগ্নাসিউসের অন্যান্য পত্রের সূচনা অপেক্ষা অধিক গাম্ভীর্যপূর্ণ।

১ (ক) ইগ্নাসিউস ভয় করছেন রোম-মণ্ডলীর বিশ্বাসীগণ সম্রাটের কাছে আবেদন জানিয়ে এমনটি করবে যেন ইগ্নাসিউস সাক্ষ্যমরণ থেকে রেহাই পান। কিন্তু তিনি সাক্ষ্যমরণটি আকাঙ্ক্ষাই করছেন। এটিই পত্র লেখার উদ্দেশ্য।

২ (ক) খ্রিষ্টমণ্ডলীর বিশ্বাস-সম্প্রসারণকর্ম মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধির উপরে নয়, খ্রিষ্টের বিষয়ে তার সাক্ষ্যদানের শক্তির উপরেই নির্ভর করে। অন্য কথায়, মণ্ডলী এমন বিশ্বাস দেখাবে যা খ্রিষ্টের খাতিরে প্রাণরক্ষাও তুচ্ছ করে।

৩ (ক) এখানে খ্রিষ্টীয় সাহস ও সাক্ষ্যমরণ সংক্রান্ত শিক্ষারই কথা ইঙ্গিত করে হচ্ছে।

(খ) মথি ৫:১০-১২ দ্রঃ।

৫ (ক) ১ করি ৪:৪। ইগ্নাসিউস বলতে চান, তিনি যা যা সহ্য করে আসছেন, ঈশ্বরের বিচারে নির্দোষ বলে সাব্যস্ত হবার জন্য তাও যথেষ্ট নয়।

৬ (ক) মথি ৮:৩৬।

(খ) মার্ক ৮:৩৫।

৭ (ক) ইগ্নাসিউস এবিষয়ে সচেতন যে, সাক্ষ্যমরণের প্রতি তাঁর আকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও মানুষ হিসাবে তিনিও দুর্বলতা দ্বারা চিহ্নিত, যে দুর্বলতা যিশুকে অস্বীকার করতে ও নিজেকে বাঁচাতে মানুষকে প্ররোচনা দেয়।

(খ) 'জীবন্ত জল' বলতে পবিত্র আত্মাকে বোঝায়; যোহন ৭:৩৮-৩৯।

(গ) যোহন ৬:৩৩ দ্রঃ।

(ঘ) যোহন ৭:৪২; রো ১:৩; ২ তিমথি ২:৮।

৯ (ক) প্রেরিতদূত পলও নিজের বিষয়ে একই কথা বলেছিলেন, ১ করি ১৫:৮-৯।

ফিলাদেল্ফীয়দের কাছে ইগ্নাসিউসের পত্র

সূচীপত্র

অধ্যায়ঃ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১

আমি ইগ্নাসিউস, ঈশ্বরবাহক বলেও পরিচিত,
যে মণ্ডলী পিতা ঈশ্বরের ও প্রভু যিশু খ্রিষ্টেরই,
যা দয়ার পাত্রী হয়েছে ও ঈশ্বর থেকে আগত একাত্মতায় স্থিতমূল,
যা প্রভুর যন্ত্রণাভোগের খাতিরে আনন্দে পরিপূর্ণা
ও ঐশদয়া-গুণে তাঁর পুনরুত্থানের বিষয়ে অবিচল নিশ্চয়তায় পরিপূর্ণা,
ফিলাদেল্ফিয়ায় স্থিত সেই মণ্ডলীর সমীপে :
যিশু খ্রিষ্টের রক্তে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

তেমন মণ্ডলীই আমার অনন্ত ও অবিরত আনন্দের আধার, বিশেষভাবে যদি সকলে বিশপের সঙ্গে এক হয়, প্রবীণবর্গ ও পরিসেবকদের সঙ্গেও যদি এক হয়, কেননা বিশপের সঙ্গে এঁরাও যিশু খ্রিষ্টের মন অনুসারেই নিযুক্ত হয়েছেন, আর তিনি তাঁর আপন পবিত্র আত্মা দ্বারা তাঁর আপন ইচ্ছা অনুসারেই তাঁদের প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

১ [১] আমি জানি, সার্বিক মঙ্গলের উদ্দেশ্যে যে সেবাপদ তা তোমাদের বিশপ নিজে
থেকে নয়, মানুষদের কাছ থেকেও নয় (ক), অসার গৌরবের খাতিরেও নয়, বরং পিতা
ঈশ্বরের ও প্রভু যিশু খ্রিষ্টের ভালবাসায় পেয়েছেন। আর তাঁর কোমলতায় স্তম্ভিতই
হয়েছিলাম : যারা বহু কথা বলে তাদের বক্তৃতার চেয়ে তাঁর নীরবতা অধিক শক্তিশালী।
[২] তাঁর আচরণ আজ্ঞাবলির সঙ্গে এক, ঠিক যেমন সেতারের সঙ্গে তারগুলো এক।
তাই তাঁর মনের গুণ ও পরিপক্বতা, এবং তাঁর অবিচল ও শান্তশিষ্ট স্বভাব স্বীকার করে
যা দ্বারা তিনি ঈশ্বরের পূর্ণ শান্তিতে বাস করেন, আমার প্রাণ তাঁর ধন্য মন আশীর্বাদ
করে।

২ [১] সুতরাং, সত্যকার আলোর সন্তানের মত তোমরা যত বিভেদ ও ভ্রান্তমত এড়িয়ে চল (ক)। আর পালক যেইখানে থাকেন, মেষের মত সেইখানে তাঁর অনুসরণ কর। [২] কেননা বহু নেকড়ে রয়েছে যেগুলো বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়, আর তারা মিষ্ট আমোদ-প্রমোদের মধ্য দিয়ে তাদেরই ভোলায় যারা প্রভুর রঙ্গভূমিতে দৌড়োচ্ছে। কিন্তু তোমরা ঐক্যবদ্ধ হলে তারা তোমাদের মধ্যে কোন স্থান পাবে না।

৩ [১] সেই সমস্ত আগাছা থেকে দূরে থেক যিশু খ্রিষ্ট যেগুলোর চাষী নন যেহেতু সেগুলো পিতার চাষ নয় (ক)।

তোমাদের মধ্যে বিভেদের কোন ইঙ্গিত পেয়েছি তেমন নয়, পেয়েছি বাছাই করার ক্ষমতা (খ)। [২] বস্তুতপক্ষে যারা ঈশ্বরের ও যিশু খ্রিষ্টের, তারা বিশপের সঙ্গে থাকে; আর যারা অনুতপ্ত হয়ে মণ্ডলীর ঐক্যে ফেরে তারাও ঈশ্বরের হবে ও যিশু খ্রিষ্টের মন অনুসারে জীবনধারণ করবে। [৩] ভ্রাতৃগণ, নিজেদের প্রবঞ্চিত হতে দিয়ো না: যারা বিভেদ সৃষ্টি করে যে কেউ তাদের অনুসরণ করে সে ঈশ্বরের রাজ্যের উত্তরাধিকারী হবে না (গ)। যে কেউ ভ্রান্তমত অনুসারে চলে, সে [প্রভুর] যন্ত্রণাভোগের সহভাগী নয়।

৪ [১] এক-এউখারিস্তিয়ারই (ক) অংশী হবার জন্য সচেষ্ট থাক: কেননা আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের মাংস তো এক, তাঁর রক্তের সঙ্গে ঐক্যলাভের জন্য যে পানপাত্র, তাও এক; বেদি এক, যেভাবে আমার সহ-দাস সেই প্রবীণবর্গ ও সেই পরিসেবকদের সঙ্গে বিশপও এক (খ)। কেবল এভাবে আচরণ করলেই তোমরা ঈশ্বরের মন অনুসারে আচরণ করবে।

৫ [১] ভ্রাতৃগণ, তোমাদের জন্য আমি ভালবাসায় উপচে পড়ি, এবং তোমাদের নিরাপদ রাখতে পারছি বলে অত্যন্ত আনন্দিত: আসলে আমি নয়, সেই যিশু খ্রিষ্টই আনন্দিত। তাঁরই খাতিরে আমি শেকলাবদ্ধ, কিন্তু তবুও আমার এখনও যথেষ্ট ভয় আছে যেহেতু এখনও আমি তত সিদ্ধতামণ্ডিত নই: কেবল তোমাদের প্রার্থনাই আমাকে ঈশ্বরের জন্য সিদ্ধতামণ্ডিত করবে, আর তখনই, সেই সুসমাচারে আশ্রয় নিয়ে যা খ্রিষ্টের মাংস ও

মণ্ডলীর প্রবীণবর্গ সেই প্রেরিতদূতদেরও আশ্রয় নিয়ে, আমি সেই উত্তরাধিকারে গিয়ে পৌঁছতে পারব যা আমার জন্য দয়ার খাতিরেই নিরূপিত।

[২] এসো, নবীদেরও ভালবাসি, কেননা তাঁরাও সুসমাচার প্রচার করেছেন ও তাঁর মধ্যে আশা রেখে তাঁর প্রতীক্ষায় রয়েছেন, আর এজন্যই পরিত্রাণ পাবেন যেহেতু খ্রিষ্টের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ (ক): তাঁরা ছিলেন পবিত্র, ভালবাসা ও শ্রোদ্ধার যোগ্য, এবং যিশু খ্রিষ্টের প্রশংসা পাবার ও সাধারণ আশার সুসমাচারে পরিগণিত হবার যোগ্য হয়ে উঠেছিলেন।

৬ [১] কিন্তু যে কেউ তোমাদের কাছে ইহুদীধর্মের কথা ব্যাখ্যা করে, তাকে শুনো না। অপরিচ্ছেদিত একজনের কাছ থেকে ইহুদীধর্মের কথা শোনার চেয়ে পরিচ্ছেদিত একজনের কাছ থেকে খ্রিষ্টধর্মেরই কথা শোনা শ্রেয় (ক)। কিন্তু তারা দু'জনে যদি যিশু খ্রিষ্টের কথা না বলে, তবে আমার কাছে তারা সমাধিমন্দির মাত্র, এমন করব যার উপরে কেবল মানুষেরই নাম লিখিত।

[২] যত কুসংস্কার ও এজগতের অধিপতির ফাঁদ এড়িয়ে চল পাছে তার চাতুরিতে অভিভূত হয়ে ভ্রাতৃপ্রেমে দুর্বল হও; তোমরা বরং অখণ্ড হৃদয়ে একত্রে সম্মিলিত থাক। [৩] আমি আমার ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই কারণ তোমাদের বিষয়ে আমার বিবেক পরিষ্কার এবং তোমরা কেউই, প্রকাশ্যেও নয় গোপনেও নয়, বড়াই করতে পার না যে আমি, সামান্য কি বড় বিষয়ে, কারও বোঝা হয়েছি। আর যাদের সঙ্গে কথা বলেছি তাদের সকলের জন্য প্রার্থনা করি যেন আমার সেই কথা তাদের পক্ষে দণ্ডেই পরিণত না হয়।

৭ [১] কেননা যদিও কেউ জাগতিক দিক দিয়ে আমাকে প্রতারণা করতে ইচ্ছা করেছে, কিন্তু তবুও আত্মা প্রতারিত হয় না, কেননা আত্মা ঈশ্বর থেকেই আগত। আত্মা তো জানে সে কোথা থেকে আসে ও কোথায় যায় (ক), গোপন যত বিষয়ও যাচাই করে। তোমাদের মধ্যে থাকাকালে আমি চিৎকার করেছিলাম, জোর গলায়—স্বয়ং ঈশ্বরেরই গলায়—ঘোষণা করেছিলাম, 'বিশপ, প্রবীণবর্গ ও পরিসেবকদের সঙ্গে এক হও।' [২] কারও কারও সন্দেহ ছিল, কোন না কোন বিভেদের বিষয়ে অবগত ছিলাম বলেই আমি সেই ধরনের কথা বলেছিলাম; কিন্তু যাঁর খাতিরে আমি শেকলাবদ্ধ তিনি আমার সাক্ষী যে,

সেই কথা আমি মানুষের মধ্য দিয়ে জানিনি; আত্মাই বরং এই বলে ঘোষণা করেছিলেন, ‘বিশপকে বাদে তোমরা কিছুই করো না, তোমাদের মাংস ঈশ্বরের মন্দিরের মতই রক্ষা কর, একতা ভালবাস, বিভেদ এড়াও, যিশু খ্রিষ্টের অনুকারী হও যেভাবে তিনিও পিতার অনুকারী।’

৮ [১] সেসময় আমার সাধ্যমতই সবকিছু করেছিলাম যেহেতু সবসময়ই ঐক্য সাধনে আমি সচেষ্ট। কেননা যেখানে ক্রোধ ও অমিল সেখানে ঈশ্বর বাস করেন না। অনুতপ্ত যারা তাদেরই প্রভু ক্ষমা করেন—অবশ্যই, যদি তেমন অনুতাপ ঈশ্বরের নিরূপিত ঐক্য ও বিশপের সঙ্গে মিলনের দিকে চালনা করে (ক)। আমি যিশু খ্রিষ্টের অনুগ্রহে ভরসা রাখি, তিনি অবশ্যই যত বন্ধন থেকে তোমাদের মুক্ত করবেন।

[২] তোমাদের সনির্বন্ধ আবেদন জানাচ্ছি যাতে বিবাদের খাতিরে কিছুই না করে বরং খ্রিষ্টের শিক্ষা অনুসারেই সবকিছু কর। তেমন পরামর্শ দিচ্ছি যেহেতু শুনেছি কেউ কেউ একথা বলতে, ‘যদি একথা কোন শাস্ত্রে কিংবা সুসমাচারে না পাই, আমি তা বিশ্বাস করব না।’(খ) তখন আমি তাদের বলেছিলাম, ‘কিন্তু কথাটা লেখাই আছে।’ আর তারা বলছিল, ‘তা-ই প্রমাণ করুন!’ কিন্তু আমার কাছে শাস্ত্র হল যিশু খ্রিষ্ট, পবিত্র শাস্ত্র হল তাঁর ক্রুশ, তাঁর মৃত্যু, তাঁর পুনরুত্থান ও সেই বিশ্বাস যা তাঁরই মধ্য দিয়ে আমাদের দেওয়া হয়েছে: এসমস্ত বিষয়েই আমি তোমাদের প্রার্থনার সাহায্যে ধর্মময় বলে সাব্যস্ত হতে চাই (গ)।

৯ [১] যাজকগণ উৎকৃষ্ট, কিন্তু পরমপবিত্রস্থান যাঁর কাছে ন্যস্ত করা হয়েছে সেই মহাযাজক আরও মহান; তিনিই তো ঈশ্বরের যত গোপন কথার একমাত্র রক্ষক। তিনি পিতার সেই দরজা (ক) যার মধ্য দিয়ে আব্রাহাম, ইস্‌হাক, যাকোব, নবীসকল, প্রেরিতদূতবৃন্দ ও মণ্ডলী প্রবেশাধিকারপ্রাপ্ত।

[২] কিন্তু সুসমাচারের এমন কিছু আছে যা আরও মহৎ যথা: সেই ত্রাণকর্তার আগমন যিনি আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্ট, তাঁর যন্ত্রণাভোগ ও তাঁর পুনরুত্থান। ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র সেই নবীসকল তাঁর কথা পূর্বঘোষণা করেছিলেন, কিন্তু সুসমাচারই হল অক্ষয়শীলতার সিদ্ধিস্বরূপ। এসব কিছু ভাল, যদি ভ্রাতৃপ্রেমে বিশ্বাস কর।

১০ [১] আমি এসংবাদ পেয়েছি যে, তোমাদের প্রার্থনা ও খ্রিষ্টীয় করুণার খাতিরে সিরিয়ায় স্থিত আন্তিওখিয়ার মণ্ডলী শান্তি ভোগ করছে (ক)। সুতরাং ঈশ্বরের মণ্ডলী বলে তোমাদের উচিত এক পরিসেবক নিযুক্ত করা যিনি এবিষয়ে ঈশ্বরেরই দূতরূপে (খ) সেই সম্মিলিত ভাইদের কাছে তোমাদের শুভেচ্ছা জানাবেন ও ঈশ্বরের নামকীর্তন করবেন। [২] সুখী সেই ব্যক্তি যে তেমন দায়িত্ব পালনের জন্য যোগ্য বলে পরিগণিত হবে, আর তোমরা সকলেও গৌরবের পাত্র হবে। ইচ্ছা করলে, ঈশ্বরের নামের খাতিরে তেমন কাজ সাধন করা তোমাদের পক্ষে অসম্ভব নয়, যেমনটি পার্শ্ববর্তী মণ্ডলীগুলোও করল: তারা তাদের বিশপদের পাঠিয়েছে, আর অন্য মণ্ডলীগুলো প্রবীণদের ও পরিসেবকদের পাঠিয়েছে।

১১ [১] পরীক্ষাসিদ্ধ পুরুষ সেই কিলিকিয়ার পরিসেবক ফিলো ঈশ্বরের বাণীপ্রচারে আমাকে সাহায্য করছেন, আর তাঁর সঙ্গে রেউস আগাথোপদও আমাকে সাহায্য করছেন যিনি সিরিয়া থেকে আমাকে অনুসরণ করার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন; এঁরা দু'জনে তোমাদের বিষয়ে সুন্দর কথা বলেন; তোমরা তাঁদের গ্রহণ করেছ বলে আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই, প্রভুও তেমনি তোমাদের গ্রহণ করুন। কিন্তু যারা তাদের প্রতি সম্মান দেখায়নি, তারা যিশু খ্রিষ্টের অনুগ্রহ দ্বারা যেন ক্ষমা পেতে পারে।

[২] ত্রোয়াসের ভাইয়েরা তোমাদের প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাচ্ছে, এই ত্রোয়াস থেকেই আমি বুররোরই মধ্য দিয়ে তোমাদের লিখছি, আমাকে সম্মান দেখাবার জন্য যাকে এফেসীয় ও স্মির্নীয়রা প্রেরণ করেছেন। তেমন সম্মান প্রভু যিশু খ্রিষ্টই তাদের ফিরিয়ে দেবেন যাঁর মধ্যে তারা দেহে, প্রাণে, আত্মায়, বিশ্বাসে, ভালবাসায় ও একাত্মতায় আশা রাখে।

আমাদের সাধারণ আশা যিনি, সেই খ্রিষ্ট যিশুতে আমার শুভেচ্ছা গ্রহণ কর।

---

১ (ক) গালাতীয় ১:১ দ্রঃ।

২ (ক) খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের মধ্য এক দল ভ্রান্তমতাবলম্বী ছিল যারা মোশির বিধান-পালন বাধ্যতামূলক বলে সমর্থন করা ছাড়া, যিশু যে সত্যকার মানুষ একথাও অস্বীকার করত।

৩ (ক) মথি ১৫:১৩।

(খ) উল্লিখিত ‘বাছাই করার ক্ষমতা’র ফলে মণ্ডলীর ভ্রান্তমতপন্থী দলকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

(গ) ১ করি ৬:৯-১০।

৪ (ক) ‘এক-এউখারিস্তিয়ারই …’: এখানে প্রভুর ভোজের কথা (মিসার কথা) বলা হচ্ছে।

(খ) ঐক্য-সৃষ্টিকারী এউখারিস্তিয়া ও মণ্ডলীর পদপ্রাপ্ত সেবাকর্মীদের মধ্যে গভীর সম্পর্ক রয়েছে। যেহেতু সেবাকর্মীদের প্রধান ভূমিকা উপাসনা সংক্রান্ত, সেজন্য এউখারিস্তিয়া-অনুষ্ঠানের লক্ষ্য ও সেবাকর্মীদের ভূমিকার লক্ষ্য মূলত এক, তথা মণ্ডলীভুক্তদের খ্রিস্টের সঙ্গে যুক্ত করা।

৫ (ক) পুরাতন নিয়মের নবীগণও যিশুর পরিত্রাণের অংশী; ইগ্নাসিউসের মতে যিশুর আগেকার মানুষ হয়েও তাঁরা প্রকৃতপক্ষে যিশুর শিষ্য।

৬ (ক) অনুমান করা যায় যে, এমন ‘অপরিচ্ছেদিত’ অর্থাৎ খ্রিষ্টবিশ্বাসী ব্যক্তি ছিল যারা জাতিতে ইহুদী না হলেও নিজেদের প্রচার-বাণীতে ইহুদী প্রথা পালনের উপর জোর দিত।

৭ (ক) যোহন ৩:৮।

৮ (ক) সুতরাং দেখা যাচ্ছে, প্রকৃত মনপরিবর্তনের চিহ্ন হল মণ্ডলীর অধিকারপ্রাপ্ত সেবকদের সঙ্গে ঐক্য বা পুনর্মিলন পুনঃস্থাপন করা।

(খ) এই বচনের অর্থ অস্পষ্ট। হয়ত সেই ব্যক্তি এমন দাবি রাখে, খ্রিষ্টধর্মের এক একটা ধারণা পুরাতন নিয়ম দ্বারাই প্রমাণিত হবে। বলা বাহুল্য, তেমন দাবি যুক্তিসঙ্গত নয়।

(গ) প্রেরিতদূত পলের শিক্ষা অনুসারে ইগ্নাসিউস বলেন, পুরাতন নিয়মের বিধিবিধান-পালন মানুষকে ঈশ্বরের সামনে ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করতে অক্ষম। তেমন ধর্মময়তা লাভের জন্য যিশুর সাধিত মুক্তিকর্ম ও যিশুতে বিশ্বাসই যথেষ্ট।

৯ (ক) যোহন ১০:৯। ইগ্নাসিউস পুরাতন নিয়মের যাজকত্ব-ব্যবস্থা তুচ্ছ করেন না, কিন্তু হিব্রুদের কাছে পত্রের সঙ্গে একমত হয়ে সেই নূতন নিয়মের ব্যবস্থারই উৎকৃষ্টতার গুণকীর্তন করেন যা অনুসারে যিশু খ্রিষ্টই প্রকৃত ও অনন্য মহাযাজক।

১০ (ক) শান্তি যখন ফিরে এসেছে, তখন তার মানে হল যে ইগ্নাসিউসের রোম যাত্রাকালে খ্রিষ্টিয়ানদের বিরুদ্ধে সেই নির্যাতন শেষ হয়েছে।

(খ) ফিলাদেল্ফীয়দের, স্মির্নীয়দের ও পলিকার্পের কাছে পত্রে দূত পাঠানোর বিষয়ে ইগ্নাসিউসের পরামর্শে অনুমান করা যেতে পারে যে, আন্তিওখিয়া মণ্ডলী নতুন বিশপ নির্বাচন করার প্রক্রিয়া শুরু করতে যাচ্ছিল। এক্ষেত্রে স্মরণযোগ্য বিষয় এই যে, সেসময় বিশপ-

নির্বাচনকর্ম সেই গোটা স্থানীয় মণ্ডলীরই দায়িত্ব ছিল, কিন্তু অন্যান্য স্থানীয় মণ্ডলীর প্রতিনিধিও উপস্থিত থাকতেন যাতে সার্বজনীন মণ্ডলীর গভীর ঐক্য প্রকাশিত হয়।

স্মির্নীয়দের কাছে ইগ্নাসিউসের পত্র

সূচীপত্র

অধ্যায়ঃ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩

আমি ইগ্নাসিউস, ঈশ্বরবাহক বলেও পরিচিত,
যে মণ্ডলী পিতা ঈশ্বরের ও প্রিয় [পুত্র] যিশু খ্রিষ্টেরই,
যা যত অনুগ্রহদান-লাভে দয়ার পাত্রী হয়েছে,
যা বিশ্বাস ও ভালবাসায় পরিপূর্ণা ও যত অনুগ্রহদানে ধনবতী,
যা ঈশ্বরের যোগ্য ও পবিত্রতায় উর্বরা,
এশিয়ার [ক] স্মির্নায় স্থিত সেই মণ্ডলীর সমীপে :
অনিন্দনীয় আত্মায় ও ঈশ্বরের বাণীতে শুভেচ্ছা।

১ [১] যিনি তোমাদের এতই প্রজ্ঞাবান করে তোলেন, আমাদের ঈশ্বর সেই যিশু খ্রিষ্টকে
আমি গৌরবান্বিত করি; কেননা লক্ষ করেছি, আত্মায় ও দেহে কেমন যেন প্রভু যিশু
খ্রিষ্টের ক্রুশে বিদ্ধ হয়েই তোমরা অবিচল বিশ্বাসে স্থিতমূল ও খ্রিষ্টের রক্ত দ্বারা
ভ্রাতৃপ্রেমে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত। তোমরা তো এ সমস্ত বিষয়ে সম্পূর্ণরূপেই নিশ্চিত যে, আমাদের
প্রভু সত্যিই [ক] মাংস অনুসারে দাউদকুলের বংশধর [খ] এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা ও পরাক্রমে
ঈশ্বরের পুত্র; তিনি সত্যিই কুমারীগর্ভে জন্ম নিলেন, এবং যাতে তাঁর দ্বারা সমস্ত
ধর্মময়তা সিদ্ধিলাভ করে সেজন্য যোহন দ্বারা বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছিলেন [গ]; [২] সত্যিই
পন্তিয় পিলাত ও রাজা হেরোদের শাসনকালে আমাদের জন্য মাংসে পেরেক দিয়ে বিদ্ধ
হয়েছিলেন—আর আমরাই তাঁর ফল অর্থাৎ তাঁর ধন্য ও ঐশ যন্ত্রণাভোগের ফল—
যাতে করে তাঁর পুনরুত্থান দ্বারা তিনি চিরকালের মত একটা নিশান [ঘ] উচ্চ করে দিতে
পারেন ও তাঁর আপন মণ্ডলীর এক-দেহে ইহুদী-বিধর্মী তাঁর সকল পবিত্রজন ও
বিশ্বাসীকে সম্মিলিত করতে পারেন।

২ [১] বস্তুত তিনি আমাদের জন্য এসবকিছু সহ্য করলেন যেন আমরা পরিত্রাণ পেতে পারি; আর যা যা সহ্য করলেন তা সত্যিই সহ্য করলেন, যেমনটি সত্যিই নিজেকে পুনরুত্থিতও করে তুললেন। তাঁর যন্ত্রণাভোগ অসার অভিনয় মাত্র নয় যেইভাবে বিশ্বাসহীন কেউ কেউ সমর্থন করে (আসলে তারাই অসার অভিনয় মাত্র)। আর তারা যেমনটি ভাবে, তাদের তেমনটিই ঘটবে, অর্থাৎ অপদূতদের মত তারা দেহহীন হয়ে যাবে!

৩ [১] আমি জানি ও বিশ্বাস করি, তাঁর পুনরুত্থানের পর যিশু খ্রিষ্টের দেহ ছিল; [২] আর যখন পিতর ও পিতরের সঙ্গে সম্মিলিত প্রেরিতদূতদের কাছে গিয়েছিলেন তখন বলেছিলেন, ‘আমাকে স্পর্শ কর, ছোঁও, আর ভাল করে দেখ যে আমি দেহবিহীন এক আত্মা নই (ক)।’

তাঁরা সাথে সাথে তাঁকে স্পর্শ করে তাঁর মাংস ও আত্মার স্পর্শে বিশ্বাস করেছিলেন। এজন্যই তাঁরা পরে মৃত্যুকে অবজ্ঞা করেছিলেন, এমনকি মৃত্যুর উপরেই বলে নিজেদের প্রমাণিত করেছিলেন। [৩] আর পুনরুত্থানের পর তিনি তাঁদের সঙ্গে খেয়েছিলেন ও পান করেছিলেন (খ) মাংসময় একজন মানুষেরই মত, যদিও আত্মায় ছিলেন পিতার সঙ্গে এক।

৪ [১] প্রিয়জনেরা, এই সমস্ত বিষয়ে তোমাদের সাবধান করি, যদিও আমি জানি তোমরা এক্ষেত্রে স্থিতমূল। মানব বেশধারী জন্তুদেরই বিষয়ে তোমাদের সতর্ক করি, যাদের তোমরা গ্রহণ করবেই না শুধু নয়, সম্ভব হলে যাদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎও করবে না (ক)। তাদের জন্য শুধু প্রার্থনাই কর যাতে মনপরিবর্তন করে—যদিও তা যথেষ্টই কঠিন ব্যাপার! তথাপি আমাদের জীবন যিনি সেই যিশু খ্রিষ্টের পক্ষে এও সম্ভব।

[২] প্রভু যা কিছু করে এসেছিলেন তা যদি অসার অভিনয় মাত্র, তবে আমার এ শেকলও অভিনয় মাত্র (খ)। আর কেনইবা আমি মৃত্যু, খড়্গা, আগুন ও বন্যজন্তুদের কাছে নিজেকে নিবেদন করলাম? কারণ ‘খড়্গের কাছে’ বলতে ঈশ্বরের কাছেই বোঝায়, ‘বন্যজন্তুদের সঙ্গে’ বলতে ঈশ্বরের সঙ্গেই বোঝায়। কেবল যিশু খ্রিষ্ট নামের খাতিরেই

আমি এসব সহ্য করছি যাতে তাঁর যন্ত্রণাভোগের অংশী হতে পারি; আর তিনিই আমাতে শক্তি যোগান যিনি প্রকৃত মানুষ ছিলেন।

৫ [১] এমন কেউ কেউ আছে যারা অজ্ঞতাবশত তাঁকে অস্বীকার করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারাই তাঁর দ্বারা অস্বীকৃত! কেননা তারা মৃত্যুরই সমর্থক, সত্যের নয়। তারা সেই সকল মানুষ নবীরাও যাদের মন জয় করতে পারেননি, মোশির বিধানও নয়, এতক্ষণে সুসমাচারও নয়, আমাদের সমস্ত ক্লেশও নয়, যেহেতু খ্রিষ্টের বিষয়ে তাদের যেমন ধারণা, [২] আমাদেরও বিষয়ে তেমন ধারণা।

কেউ আমার স্তুতি করলে তাতে আমার কী লাভ যদি সে আমার প্রভুর নিন্দাই করে একথা অস্বীকার ক'রে যে তিনি মাংসধারী? যে কেউ তেমনটি আচরণ করে, সে তাঁকে সম্পূর্ণরূপেই অস্বীকার করে, আর সে লাশধারী!(ক) [৩] তেমন লোকদের নাম, বিশ্বাসহীন লোকদেরই নাম লিখব বলে ভাল মনে করি না। আমি তাদের কথা উল্লেখ করতেও ইচ্ছা করি না যতদিন না তারা মনপরিবর্তন করে ও সেই যন্ত্রণাভোগে বিশ্বাসী হয় যা আমাদের পুনরুত্থান(খ)।

৬ [১] কেউ যেন প্রবঞ্চিত না হয়! স্বর্গীয় সমস্ত জীব, গৌরবময় যত স্বর্গদূত, দৃশ্য-অদৃশ্য উচ্চশ্রেণির স্বর্গীয় মাহাত্ম্যসকল, এঁরাও যদি খ্রিষ্টের রক্তে বিশ্বাসী নন এঁরাও দণ্ডিত। যে কেউ বুঝতে পারে সে বুঝুক(ক)। নিজের পদমর্যাদা বিষয়ে কেউই যেন গর্ব না করে, কেননা বিশ্বাস ও ভ্রাতৃপ্রেম এ দু'টোই সব, আর এ দু'টোর আগে কিছুই স্থান পেতে পারে না।

[২] আমাদের কাছে যিশু খ্রিষ্টের যে অনুগ্রহ এসেছে, সেই অনুগ্রহে যারা বিশ্বাস করে না, লক্ষ কর তাদের আচরণ কেমন ঈশ্বরের মনের বিপরীত! ভ্রাতৃপ্রেম বিষয়ে তাদের এটুকু চিন্তাও নেই; বিধবার বিষয়েও নেই, এতিমের বিষয়েও নেই, অত্যাচারিতের বিষয়েও নেই, কারারুদ্ধের বিষয়েও নেই, মুক্তি-পাওয়া মানুষের বিষয়েও নেই, ক্ষুধার্ত কি তৃষ্ণার্তের বিষয়েও নেই(খ)।

৭ [১] তারা এউখারিস্তিয়া-অনুষ্ঠান ও প্রার্থনাসভা থেকে নিজেদের দূরে রাখে, কারণ একথা স্বীকার করে না যে, সেই এউখারিস্তিয়া (ক) হল আমাদের ত্রাণকর্তা সেই যিশু খ্রিষ্টের মাংস, যে মাংস আমাদের পাপকর্মের জন্য যন্ত্রণাভোগ করল কিন্তু পিতা নিজের মঙ্গলময়তায় পুনরুত্থিত করে তুললেন। যারা ঈশ্বরের দান অস্বীকার করে, তারা তাদের যুক্তিভরা কথাবার্তায় মৃত্যুবরণ করে। তাদের পক্ষে এ সমীচীন হত যদি তাদের ভ্রাতৃপ্রেম থাকত যাতে পরে পুনরুত্থানেরও অধিকারী হতে পারে।

[২] সুতরাং, তেমন মানুষদের কাছ থেকে তোমাদের দূরে থাকা দরকার, প্রকাশ্যে বা নিজেদের মধ্যে তাদের বিষয়ে কথা বলা থেকেও দূরে থাকা ভাল। নবী ও বিশেষভাবে সুসমাচারকেই নিয়ে ব্যস্ত থাকা বরং সমীচীন, কেননা সুসমাচারেই আমাদের কাছে যন্ত্রণাভোগের কথা প্রকাশিত হয়েছে ও পুনরুত্থান সাধিত হয়েছে। সমস্ত বিভেদ এড়াও : বিভেদই তো যত অনিষ্টের মূল।

৮ [১] যিশু খ্রিষ্ট যেমন পিতাকে অনুসরণ করেন, তোমরা সকলেও তেমনি বিশপকে অনুসরণ কর, প্রবীণবর্গকেও অনুসরণ কর তাঁরাই যেন প্রেরিতদূত। তাছাড়া, পরিসেবকদেরও সম্মান কর তাঁরাই যেন ঈশ্বরের বিধান। বিশপকে বাদে কেউই যেন মণ্ডলী সংক্রান্ত কোন কিছুই না করে। কেবল সেই এউখারিস্তিয়া-ই (ক) ধর্মসম্মত বলে গণ্য হোক যেটা বিশপ দ্বারা অথবা তাঁরই নিযুক্ত কোন ব্যক্তি দ্বারা সম্পাদিত। [২] বিশপ যেইখানে উপস্থিত সেখানে জনগণ উপস্থিত হোক, যেমনটি যেখানে খ্রিষ্ট উপস্থিত সেইখানে কাথলিক (খ) মণ্ডলী উপস্থিত। বিশপকে বাদে বাপ্তিস্ম সম্পাদন করাও বিধেয় নয়, প্রীতিভোজ (গ) উদ্‌যাপন করাও বিধেয় নয়; কিন্তু তিনি যা কিছুতে সম্মতি জানান তা-ই মাত্র ঈশ্বরের গ্রহণীয়। কেবল এ শর্তেই তোমাদের সকল কর্মক্রিয়া নিশ্চিত ও ধর্মসম্মত হবে।

৯ [১] উপরন্তু, যতক্ষণ ঈশ্বরের প্রতি মনপরিবর্তন করতে পারি, আত্মসংযমের কাছে ফিরে আসা আমাদের পক্ষে যুক্তিকর। ঈশ্বরেই শুধু নয়, বিশপেও চোখ নিবদ্ধ রাখা সমীচীন। যে কেউ বিশপকে সম্মান করে সে ঈশ্বরের সম্মানের পাত্র; যে কেউ বিশপের অজানতে কাজ করে সে শয়তানেরই সেবা করে।

[২] অনুগ্রহ সমস্ত মঙ্গলদানে তোমাদের পরিপূর্ণ করুক, কেননা তোমরা যোগ্য। তোমরা সমস্ত বিষয়েই আমাকে সান্ত্বনা দিয়েছ, যিশু খ্রিষ্টও তেমনি তোমাদের সান্ত্বনা দেবেন। আমি অনুপস্থিত থাকাকালে ও উপস্থিত থাকাকালে তোমরা আমাকে তোমাদের ভালবাসার প্রমাণ দিয়েছ। তোমাদের প্রতিদান দিন সেই ঈশ্বর যাঁর কাছে তোমরা সমস্ত ক্লেশ সহ্য করায়ই গিয়ে পৌঁছবে।

১০ [১] যে ফিলো ও রেউস আগাথোপদ ঈশ্বরের প্রেমের খাতিরে আমাকে অনুসরণ করে, খ্রিষ্টের সেবকরূপে তাদের গ্রহণ করায় তোমরা ভালই করেছ। তাদের সবধরনের সান্ত্বনা দিয়েছ বলে তারাও প্রভুকে ধন্যবাদ জানায়। তোমাদের পক্ষে, কিছুই নষ্ট হবে না। [২] তোমাদের জন্য বলিস্বরূপ হল আমার প্রাণ আর আমার এই শেকল যা তোমরা অবজ্ঞা করনি ও যার বিষয়ে লজ্জাবোধ করনি। তাই তোমাদেরও বিষয়ে তিনি লজ্জাবোধ করবেন না যিনি সিদ্ধ বিশ্বস্ততাস্বরূপ: তিনি যিশু খ্রিষ্ট।

১১ [১] তোমাদের প্রার্থনা সিরিয়ায় স্থিত আন্তিওখিয়া মণ্ডলীর কাছে এসে পৌঁছল। সেইখান থেকে ঈশ্বরের দৃষ্টিতে মূল্যবান এই শেকলে আবদ্ধ হয়ে আমি আসছি, আর সেই মণ্ডলীর অযোগ্য সদস্য হয়েও ও সকলের চেয়ে নূনতম হয়েও তাদের সকলকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি; তথাপি ঈশ্বরের ইচ্ছায় আমাকে যোগ্য বলে গণ্য করা হল—যা বিষয়ে আমি সচেতন নই তেমন বিশেষ কোন কর্মের ফলে নয়, বরং শুধু ঈশ্বরেরই সেই অনুগ্রহ গুণে যা, আশা রাখি, আমাকে পরিপূর্ণভাবেই দেওয়া হবে—হ্যাঁ আমাকে যোগ্য বলে গণ্য করা হল যাতে তোমাদের প্রার্থনার সাহায্যে ঈশ্বরের কাছে গিয়ে পৌঁছতে পারি।

[২] আর যাতে তোমাদের সমস্ত কাজ যেমনটি মর্তে তেমনি স্বর্গেও সিদ্ধতামণ্ডিত হয়, এজন্য এ সমীচীন হবে যে, ঈশ্বরের গৌরবার্থে তোমাদের মণ্ডলী এমন দূত মনোনীত করুক যে সিরিয়ায় গিয়ে সেই ভাইদের কাছে শুভেচ্ছা জানাবে, কারণ তারা অবশেষে শান্তিভোগ করে, তাদের প্রাচীন মহত্ত্ব পুনরায় অর্জন করল, ও তাদের ক্ষুদ্র দেহ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হল।

[৩] তাই আমার কাছে এ প্রশংসনীয় বলে মনে হল যে, তোমাদের কাউকে একটা পত্র নিয়ে সেখানে পাঠানো হোক যাতে তারা যে ঈশ্বরের শান্তি লাভ করেছে ও তোমাদের প্রার্থনার সাহায্যে একটা বন্দরে গিয়ে পৌঁছেছে এবিষয়ে তাদের অভিনন্দন জানায়। তোমরা সিদ্ধতামণ্ডিত: তোমাদের যত সঙ্কল্পও সিদ্ধতামণ্ডিত হোক। তোমরা শুভকর্ম সাধন করতে ইচ্ছা করলে ঈশ্বর তোমাদের সহায়তা করতে প্রস্তুত।

১২ [১] ত্রোয়াসের ভাইয়েরা তোমাদের প্রীতি-শুভেচ্ছা জানায়। এই ত্রোয়াস থেকেই আমি বুররোরই মধ্য দিয়ে তোমাদের লিখছি যাকে তোমাদের ভাই সেই এফেসীয়দের সঙ্গে তোমরা আমার যাত্রার সঙ্গী হবার জন্য পাঠিয়েছ। সে আমাকে মহৎ সান্ত্বনা দিয়েছে; আহা যদি সকলে তার অনুকারী হত, কেননা সে ঈশ্বরের সেবায় সত্যিই আদর্শবান। ঈশ্বরের অনুগ্রহ তাকে পরিপূর্ণভাবেই প্রতিদান দেবে।

[২] যিশু খ্রিস্টের নামে, তাঁর মাংস ও রক্তে, তাঁর যন্ত্রণাভোগ ও তাঁর দৈহিক ও আত্মিক পুনরুত্থানে আমি তোমাদের পবিত্র বিশপকে, সম্মানীয় প্রবীণবর্গকে, পরিসেবকদের, বন্দিদশায় আমার সঙ্গীদের এক একজন করে ও সকলকেই মিলে ঈশ্বরের ও তোমাদেরও সংযোগে শুভেচ্ছা জানাই। অনুগ্রহ, দয়া, শান্তি ও সহিষ্ণুতা তোমাদের মধ্যে বিরাজ করুক চিরকাল।

১৩ [১] আমার ভাইদের বাড়ির সকলকে শুভেচ্ছা জানাই, তাদের স্ত্রী ও সন্তানদেরও শুভেচ্ছা জানাই; বিধবা (ক) বলে অভিহিতা চিরকুমারীদেরও শুভেচ্ছা জানাই।

পিতার পরাক্রমগুণে বলবান হও। আমার সঙ্গী ফিলো তোমাদের শুভেচ্ছা জানায়। [২] তাভিয়ার বাড়িকে শুভেচ্ছা জানাই: প্রার্থনা করি সে যেন বিশ্বাসে ও দৈহিক ও আত্মিক দয়াকর্ম সাধনে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত থাকে।

আমার প্রিয়তমা আল্কেকে শুভেচ্ছা, অতুল্য দাফনুস ও এউতেক্‌নুসকেও শুভেচ্ছা, এক একজন করে সকলকেই শুভেচ্ছা।

(ক) সেইকালের ‘এশিয়া’ ছিল বর্তমান তুরস্কের পশ্চিম অঞ্চল ও গ্রীসের একটা অংশ।

১ (ক) যে ভ্রান্তমত স্মির্না মণ্ডলীতে প্রবেশ করতে চেষ্টা করে, সম্ভবত সেই গ্রীক জ্ঞানমার্গ অনুযায়ী ভ্রান্তমত যা যিশুকে সত্যকার মানুষ বলে অস্বীকার করত: সেই মত অনুসারে, মানুষ হিসাবে যিশু যা যা করেছিলেন ও ভোগ করেছিলেন, তা বাস্তব নয়। উদাহরণস্বরূপ, ওরা বলত, যন্ত্রণাভোগের সময়ে যিশু প্রকৃতপক্ষে কোনও যন্ত্রণা ভোগ করেননি; তাঁর যন্ত্রণাভোগ ও মৃত্যুবরণ অভিনয়ই মাত্র ছিল। সেজন্য ইগ্নাসিউস যিশু খ্রিষ্টের বাস্তব মনুষ্যত্বের উপর যথেষ্ট জোর দেন।

(খ) রো ১:৩।

(গ) মথি ৩:১৫।

(ঘ) ইশা ৫:২৬; ৪৯:২২; ৫২:১০ দ্রঃ।

৩ (ক) লুক ২৪:৩৯ দ্রঃ।

(খ) লুক ২৪:৪১-৪৩ দ্রঃ।

৪ (ক) ভ্রান্তমতপন্থী প্রচারকদের বিষয়ে আদিখ্রিষ্টমণ্ডলী খুব কড়া পদক্ষেপ নিত, এমনকি তাদের খ্রিষ্ট-শত্রুও বলত। এক্ষেত্রে ২ যোহন ১০-১১ দ্রঃ।

(খ) সে-ই যিশুর প্রকৃত শিষ্য যে তাঁর যন্ত্রণার অংশী হয়। কিন্তু ভ্রান্তমতপন্থীদের শিক্ষা অনুসারে যখন খ্রিষ্টের যন্ত্রণাভোগ অসার অভিনয় মাত্র, তখন খ্রিষ্টভক্তগণ কেন নির্যাতন-জনিত যত যন্ত্রণা এমনকি সাক্ষ্যমরণও বরন করবে?

৫ (ক) এখানে সেই জ্ঞানমার্গপন্থীদেরই কথা বলা হচ্ছে যারা শেষ পর্যায়ে পুরাতন নিয়ম অস্বীকার করল।

(খ) জ্ঞানমার্গপন্থীরা যিশুর পুনরুত্থানের কথা অস্বীকার করত।

৬ (ক) মথি ১৯:১২। জ্ঞানমার্গপন্থীরা স্বর্গীয় জীবদের উপরে অধিক গুরুত্ব আরোপ করত।

(খ) বাস্তব পারস্পরিক ভালবাসাই প্রকৃত খ্রিষ্টবিশ্বাসীকে চিহ্নিত করে।

৭ (ক) 'এউখারিস্তিয়া: শব্দটি প্রভুর ভোজও বোঝায়, প্রভুর মাংসও তথা পবিত্রীকৃত রুটিও বোঝায়।

৮ (ক) 'এউখারিস্তিয়া': এখানে শব্দটি প্রভুর ভোজ (মিসা) বোঝায়।

(খ) খ্রিষ্টীয় ঐতিহ্যে এইখানে প্রথমবারের মত 'কাথলিক' (তথা সার্বজনীন) শব্দ ব্যবহৃত হয়: প্রকৃত খ্রিষ্টমণ্ডলী হল সেই সকল স্থানীয় মণ্ডলীর সংযোগ যেগুলো ঐক্যে জীবনযাপন করে।

(গ) 'প্রীতিভোজ' ছিল আদি খ্রিষ্টভক্তদের এক বিশেষ ভোজ। আদিকালে তেমন ভোজ প্রভুর ভোজের সঙ্গে যুক্ত ছিল, পরবর্তীকালে স্বতন্ত্র এক ভোজ হল। যেহেতু ইগ্নাসিউস প্রভুর

ভোজের (‘এউখারিস্তিয়া’-র) কথা নানা স্থানে উল্লেখ করেন, সেজন্য অনুমান করতে পারি যে, এই বচনে উল্লিখিত প্রীতিভোজ তেমন স্বতন্ত্র ভোজের দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করে।

১৩ (ক) এতে অনুমান করতে পারি, ‘বিধবা’ নামটি বিশিষ্ট এক দলের সদস্যাদেরই লক্ষ করে।

পলিকার্পের কাছে ইগ্নাসিউসের পত্র

সূচীপত্র

অধ্যায়ঃ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮

আমি ইগ্নাসিউস, ঈশ্বরবাহক বলেও পরিচিত,
পলিকার্পের কাছে যিনি স্মির্না-নিবাসীদের মণ্ডলীর বিশপ
—পিতা ঈশ্বর ও প্রভু যিশু খ্রিষ্টই বরং যার বিশপ—
সুস্বাস্থ্য কামনা করি।

১ [১] অবিচল শৈলের উপরেই যেন স্থাপিত আপনার ধর্মভাবের কথা মেনে নিয়ে আপনার পুণ্যময় শ্রীমুখের দর্শন পেতে পেরেছি বিধায় আমি অতিশয় গৌরব বোধ করি—আহা, তেমন দর্শনে আমি যদি ঈশ্বরে নিত্য আনন্দ পেতে পারতাম! [২] যে অনুগ্রহে আপনি পরিবৃত, সেই অনুগ্রহের খাতিরে আমি আপনাকে অনুরোধ করছি, দৌড়ে আপনার গতি বৃদ্ধি করুন; সকলকেও অনুরোধ করুন, তারা যেন পরিত্রাণ পায়। দেহ ও আত্মা, উভয় দিক দিয়ে যত্নবান হয়ে আপনার পদমর্যাদার যোগ্য হোন। ঐক্যের দিকে যত্নশীল হোন, কারণ এমন কিছু নেই যা এর চেয়ে মূল্যবান। প্রভু যেমন আপনাকে বহন করেন, আপনি তেমনি সকলের ভার বহন করুন; সকলের প্রতি ভালবাসা ও ধৈর্য দেখান, যেমনটি করে যাচ্ছেন। [৩] অবিরত প্রার্থনায় তৎপর হোন; আপনার বর্তমান সুবুদ্ধির চেয়ে গভীরতর সুবুদ্ধি যাচনা করুন; আত্মা অনিদ্রা অবস্থায় রেখে সজাগ থাকুন। ঈশ্বরের পদ্ধতি অনুসারে, আপনিও ব্যক্তিগত ভাবেই সকলের সঙ্গে কথা বলুন। খাঁটি প্রতিযোগীর মত সকলের অসুস্থতা বহন করুন (ক)। যেখানে পরিশ্রম বেশি, সেখানে পুরস্কার মহত্তর।

২ [১] ভাল শিষ্যদের ভালবাসলে আপনার পুণ্যফল হয় না; যারা বেশি উচ্ছৃঙ্খল, তাদেরই বরং আপনার কোমলতা দ্বারা জয় করুন: সকল ঘা একই চিকিৎসায় নিরাময়

হয় এমন নয়। তীব্রতর যত উত্তেজনা কোমলভাব প্রয়োগেই প্রশমিত করুন। [২] সবকিছুতে সাপের মত সতর্ক হোন, ও সবসময় কপোতের মত সরল হোন (ক)।

আপনি এজন্যই দেহ ও আত্মায় গড়া, যেন দৃশ্যগত বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে সুবুদ্ধি দেখাতে পারেন, ও প্রার্থনা করতে পারেন যেন অদৃশ্য বিষয়বস্তু আপনার কাছে প্রকাশিত হয়, এভাবে যেন আপনার কোন অভাব না হয় ও আপনার বেলায় সমস্ত অনুগ্রহদান উপচে পড়ে।

[৩] জাহাজের চালকের পক্ষে যেমন বাতাস দরকার, ও ঝড়ে আলোড়িত নাবিক বন্দরের আকাঙ্ক্ষা করে, তেমনি বর্তমান পরিস্থিতি ঈশ্বরের কাছে পৌঁছতে আপনাকে আহ্বান করে। ঈশ্বরের প্রতিযোগীর মত সংযমী হোন: অমরতা ও অনন্ত জীবনই তো পুরস্কার—একথা আপনি ভালই জানেন। সবকিছুতে আমি আপনার জন্য নিজেকে নিবেদন করি, আমার এই শেকলও নিবেদন করি যা আপনি ভালবেসেছেন।

৩ [১] যাদের বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় অথচ ভ্রান্তমত শেখায়, তারা যেন আপনাকে উল্টিয়ে না ফেলে। আঘাতগ্রস্ত নিহাইয়ের মত স্থিতমূল থাকুন। আঘাতগ্রস্ত হয়েও বিজয় লাভ করাই তো মহাযোদ্ধার চিহ্ন। কিন্তু ঈশ্বরের খাতিরেই বিশেষভাবে আমাদের সবকিছু সহ্য করা দরকার, তিনিও যেন আমাদের সহ্য করেন। [২] আপনার আগ্রহ আরও বৃদ্ধি করুন। উপযুক্ত কাল লক্ষ করুন; যিনি কাল ও সময়ের অতীত, যিনি অদৃশ্য হয়ে আমাদের খাতিরে দৃশ্যমান হলেন, যিনি স্পর্শযোগ্য না হয়ে ও যন্ত্রণাসাপেক্ষ না হয়ে আমাদের খাতিরে যন্ত্রণা গ্রহণ করে নিলেন, যিনি আমাদের খাতিরে সবদিক দিয়েই সহনশীল হলেন, আপনি তাঁর অপেক্ষায় থাকুন।

৪ [১] বিধবা যেন অবহেলিত না হয়; প্রভুর পরে আপনিই হোন তাদের প্রতিপালক। আপনার অনুমোদন ছাড়া কিছুই যেন না করা হয়, ঈশ্বরকে ছাড়া আপনিও কিছু করবেন না—আপনার ব্যবহার আপাতত ঠিক তাই; স্থৈর্যশীল হোন। [২] ধর্মসভার সংখ্যার বৃদ্ধি হোক। ব্যক্তিগত ভাবেই সকলকে আমন্ত্রণ করুন।

[৩] ক্রীতদাস-দাসীর প্রতি গর্বোদ্ধত হবেন না, তারাও কিন্তু যেন গর্বে স্ফীত না হয়, বরং ঈশ্বরের গৌরবার্থে নিজেদের সেবা আরও তৎপর হয়ে করে যায়, যাতে

ঈশ্বরের কাছ থেকে শ্রেয়তর মুক্তি লাভ করতে পারে। তারা যেন জনসাধারণের খরচেই মুক্তি পাবার ইচ্ছা না পোষণ করে, তারা যেন লালসার দাস না হয়।

৫ [১] কুসংস্কার থেকে পালিয়ে যান, বরং তার বিরুদ্ধে প্রচার করুন।

আমার ভগিনীদের বলুন, তারা যেন প্রভুকে ভালবাসে, এবং দেহে ও আত্মায় তাদের স্বামীদের নিয়ে খুশি থাকে। একই প্রকারে যিশু খ্রিষ্টের নামে আমার ভাইদের অনুরোধ করুন, *তারা যেন নিজেদের স্ত্রীকে ঠিক তেমনই ভালবাসে, প্রভুও যেমন মণ্ডলীকে ভালবাসলেন* (ক)।

[২] কোন ব্যক্তি যদি প্রভুর মাংসের সম্মানার্থে কৌমার্য পালন করতে পারে, সে বিনম্র থাকুক; গর্ব করলে তার বিলোপ ঘটবে; আর যদি মনে করে, সে বিশপের ঊর্ধ্বে (খ), তাহলে নিজেকে ধ্বংস করে। তবু এ উচিত যে, যে নর-নারী বিবাহ করে, তারা যেন বিশপের অনুমোদন ক্রমে মিলন-বন্ধনটা জারি করে (গ), যেন তাদের বিবাহ প্রভু অনুসারে হয়, দেহলালসা অনুসারে নয়।

সবকিছু যেন ঈশ্বরের সম্মানার্থেই করা হয়।

৬ [১] তোমরা বিশপের কথা শোন, যাতে ঈশ্বরও তোমাদের কথা শোনেন।

যারা বিশপ, প্রবীণ ও পরিসেবকদের অধীনে থাকে, আমি তাদের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত। আহা, আমি যদি তাঁদের সঙ্গে ঈশ্বরের কাছে পৌঁছতে পারতাম! ঈশ্বরের গৃহস্বামী, তাঁর সহযোগী ও সেবকের মত সবাই মিলে আপনারা পরিশ্রম করুন, মিলে সংগ্রাম করুন, মিলে দৌড়োতে থাকুন, মিলে কষ্টভোগ করুন, মিলে বিশ্রাম করুন, মিলে জেগে উঠুন।

[২] তাঁরই গ্রহণযোগ্য হোন, যাঁর সেনাদলে (ক) সংগ্রাম করেন ও যাঁর কাছ থেকে মজুরি পান—আপনাদের কেউই যেন পলাতক না হন। আপনাদের বাপ্তিস্ম হয়ে থাকুক আপনাদের অস্ত্রস্বরূপ, আপনাদের বিশ্বাস হোক শিরস্ত্রাণ, আপনাদের ভালবাসা বর্শা, আপনাদের সহিষ্ণুতা রণসজ্জা। আপনাদের কাজকর্ম হোক আপনাদের সঞ্চয়, আপনারা যেন অর্জিত মজুরি পেতে পারেন (খ)। কোমলতার আশ্রয়ে একে অন্যের প্রতি ধৈর্যশীল

হোন যেমনটি ঈশ্বর আপনাদের প্রতি ধৈর্যশীল। আমি যেন আপনাদের সাহচর্য সর্বদাই ভোগ করতে পারি।

৭ [১] যেহেতু আমাকে বলা হয়েছে, আপনাদের প্রার্থনার পুণ্যফলে সিরিয়ায় আন্তিওখিয়া-মণ্ডলী শান্তি ভোগ করছে, সেজন্য আমি নিজেও নিজেকে অধিক নিশ্চিন্ত ও ঈশ্বরে সমর্পিত বলে মনে করছি—আমার বাসনা, আমার দুঃখকষ্টের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের কাছে পৌঁছব যেন পুনরুত্থানে আপনাদের শিষ্য বলে পরিগণিত হতে পারি।

[২] হে ঈশ্বরধন্য পলিকার্প, একটা ধর্মসভা আহ্বান করে আপনাদের কাছে অধিক প্রিয় ও তৎপর এমন একজনকে আপনাদের মনোনীত করা উচিত, যাকে ঐশদূত বলে ডাকা যেতে পারে। তার কাজ হবে, সিরিয়ায় গিয়ে ঈশ্বরের গৌরবার্থে আপনাদের অক্লান্তিকর ভালবাসার গৌরব প্রচার করা। [৩] একজন খ্রিষ্টিয়ান নিজের প্রভু নয়, কিন্তু ঈশ্বরের সেবায় নিযুক্ত—আপনারা এ কাজ সম্পন্ন করলে, তা হবে ঈশ্বরের ও আপনাদেরও কাজ। কেননা ঐশঅনুগ্রহে আমার বিশ্বাস আছে, ঈশ্বরের সম্মানার্থে যত শুভকাজে আপনারা তৎপর হবেন। সত্যের প্রতি আপনাদের সদাগ্রহের কথা জানি বিধায় আমি সংক্ষিপ্তই একটা পত্রের মধ্য দিয়ে আপনাদের আবেদন জানিয়েছি।

৮ [১] আদেশ অনুসারে ত্রোয়াস থেকে নেয়াপলিস অভিমুখে আমার সহসাই রওনা হওয়ায় যেহেতু সকল মণ্ডলীর কাছে লিখতে পারিনি, সেজন্য ঈশ্বরের ইচ্ছা জানেন বিধায় আপনিই প্রাচ্য মণ্ডলীগুলির কাছে লিখুন, তারাও যেন এ শুভকাজ করতে পারে। যেগুলোর পক্ষে সম্ভব, সেই মণ্ডলীগুলি দূত প্রেরণ করুক; অন্যান্য মণ্ডলীগুলি কিন্তু যেন আপনার প্রেরিতজনদের মাধ্যমেই পত্র পাঠায়; তবে আপনাদের চিরস্থায়ী গৌরব হবে—আপনি যে সত্যিই গৌরবের যোগ্য।

[২] আমি প্রত্যেকজনের কাছে, বিশেষভাবে এপিত্রপসের বিধবা, তাঁর বাড়ি ও সন্তানদের কাছে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমার প্রিয় আত্তালসের কাছে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। যে সিরিয়ায় যেতে নিযুক্ত হবে, তার কাছে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি: ঐশঅনুগ্রহ তার নিত্যসহায় হোক, ও যিনি তাকে প্রেরণ করছেন, সেই পলিকার্পেরও নিত্যসহায় হোক।

[৩] আপনাদের কাছে আমাদের ঈশ্বর সেই যিশু খ্রিষ্টে নিত্য সমৃদ্ধি কামনা করি: আপনারা ঈশ্বরের একতা ও প্রতিপালনে সেই খ্রিষ্টে থাকুন।

আমি আল্কেকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, আমার কাছে তার নাম খুবই প্রিয়।

প্রভুতে আপনাদের সমৃদ্ধি হোক।

---

১ (ক) মথি ৮:১৭।

২ (ক) মথি ১০:১৬।

৫ (ক) এফে ৫:২৫-২৯।

(খ) অবশ্যই, একথা তখনই প্রযোজ্য যখন বিশপ বিবাহিত (স্মরণযোগ্য যে, সেইকালে বিশপ, প্রবীণ ও পরিসেবকগণ সাধারণত বিবাহিত ব্যক্তি ছিলেন)।

(গ) খ্রিষ্টীয় ঐতিহ্যে এইখানে প্রথমবার বিবাহ-অনুষ্ঠানের কথা উল্লিখিত।

৬ (ক) ২ তিমথি ২:৪ দ্রঃ।

(খ) সেকালে সৈন্যেরা মজুরি সৈন্যদলের কোষাগারে জমা দিয়ে সৈন্যসেবা-শেষে গচ্ছিত ধন গ্রহণ করে নিত।

ফিলিপ্পীয়দের কাছে সাধু পলিকার্পের পত্র

স্মির্না‌র বিশপ ও পবিত্র সাক্ষ্যমর

স্মির্না মণ্ডলীর বিশপ সাধু পলিকার্প তখনই এ পত্র লেখেন যখন আন্তিওখিয়ার বিশপ সাধু ইগ্নাসিউস (১০৭ খ্রিষ্টাব্দে) শেকলাবদ্ধ অবস্থায় রোম অভিমুখে ফিলিপ্পির মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন। ফিলিপ্পি-মণ্ডলীর কাছে পত্র পাঠিয়ে তিনি সাধু ইগ্নাসিউসের বিষয়ে অতিরিক্ত তথ্য জানবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, এবং পত্রটি সহ সাধু ইগ্নাসিউসের কতগুলো পত্রও পাঠান যেগুলো তাঁর নিজের কাছে গচ্ছিত ছিল। এতে অনুমান করা যায়, ইগ্নাসিউস ও পলিকার্পের মধ্যে অতিঘনিষ্ঠ ও আন্তরিক সম্পর্ক ছিল।

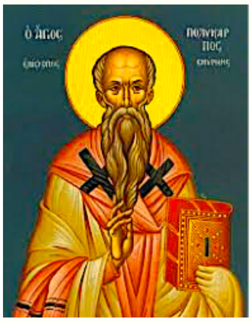

পত্রটি পড়ে একথা স্বীকার করতে হবে যে, ইগ্নাসিউসের পত্রগুলো অপেক্ষা এই পত্র ঐশতাত্ত্বিক বিষয়ের উপর তত জোর দেয় না; কিন্তু তবু এও স্বীকার্য যে, ইগ্নাসিউসের চেয়ে পলিকার্প পবিত্র বাইবেলের বাণী, বিশেষভাবে নূতন নিয়মের বাণী অধিক পরিমাণেই উল্লেখ করেন।

আদিখ্রিষ্টমণ্ডলীর জগতে সাধু পলিকার্প খ্রিষ্টভক্তদের অসীম সম্মানের পাত্র ছিলেন; এমনকি সাধু ইগ্নাসিউসের চেয়েও অধিক সম্মানিত ছিলেন, যেহেতু দ্বিতীয় শতাব্দীর মাঝামাঝিতে প্রায় কেবল তিনিই বলতে পারতেন, আমি যিশুর প্রেরিতদূতদের চিনেছিলাম। সম্ভবত তিনি ৭০ খ্রিষ্টাব্দের আগে জন্ম নিয়েছিলেন। দ্বিতীয় শতাব্দীর সাধু ইরেনেউস ছিলেন তাঁর শিষ্য; পলিকার্পের বিষয়ে তিনি লেখেন: ‘পলিকার্প প্রেরিতদূতদের কাছে শিক্ষা লাভ করেছিলেন ও প্রভুকে যারা স্বচক্ষে দেখেছিল তাদের সঙ্গে জীবন কাটিয়েছিলেন। উপরন্তু প্রেরিতদূতেরা নিজেরাই তাঁকে এশিয়া প্রদেশে অবস্থিত স্মির্না মণ্ডলীর বিশপ পদে নিযুক্ত করেছিলেন। আমার শৈশবকালে আমি তাঁকে দেখেছিলাম, এবং সবসময় তাঁকে সেই সকল বাণী শেখাতে শুনেছি যা তিনি প্রেরিতদূতদের কাছে শিখেছিলেন ও মণ্ডলী যা একমাত্র সত্য বাণী বলে সম্প্রদান করে থাকে।’ সাধু ইরেনেউসের সাক্ষ্য অনুসারে আমরা এও জানতে পারি যে, বিশেষভাবে

প্রেরিতদূত যোহনেরই সঙ্গে পলিকার্পের বিশেষ আন্তরিকতা ছিল; পলিকার্প বলতেন, যোহন-রচিত সুসমাচারে যা যা লেখা আছে, সেই সকল জীবন-বাণী তিনি স্বয়ং প্রেরিতদূত যোহনের মুখেই বারবার শুনেছিলেন। তিনি ২৩শে ফেব্রুয়ারী ১৫৭ সালে সাক্ষ্যমরত্ব লাভ করেন।

সূচীপত্র

অধ্যায়ঃ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪

পলিকার্প ও তাঁর সঙ্গে প্রবীণবর্গও ফিলিপ্পিতে প্রবাসী মণ্ডলীর সমীপে: সর্বশক্তিমান ঈশ্বর ও আমাদের ত্রাণকর্তা যিশু খ্রিষ্টের কাছ থেকে দয়া ও শান্তি তোমাদের মাঝে পূর্ণমাত্রায় বিরাজ করুক।

১ [১] আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টে আমি তোমাদের সঙ্গে অত্যন্ত আনন্দিত, কারণ তোমরা প্রকৃত ভালবাসার আদর্শ পালন করেছ, ও সুযোগ অনুসারে শেকলাবদ্ধ পবিত্রজনদের তাদের পথে সাহায্য করেছ (ক)—সেই শেকল এমন, যা ঈশ্বর ও আমাদের প্রভুর মনোনীতদের প্রকৃত অলঙ্কার স্বরূপ। [২] আবার আমি আনন্দিত, কারণ আদি থেকে (খ) তোমাদের কাছে প্রচারিত যে বিশ্বাস, সেই দৃঢ়স্থাপিত বিশ্বাস এখনও স্থিতমূল ও আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের উদ্দেশেই এখনও ফল উৎপাদন করে থাকে, যিনি আমাদের পাপের জন্য মৃত্যুবরণ পর্যন্তই যন্ত্রণাভোগ করলেন, যাঁকে ঈশ্বর পাতালের যন্ত্রণা থেকে (গ) মুক্ত করে পুনরুত্থিত করলেন, [৩] যাঁকে না দেখেও তোমরা এমন অনির্বচনীয় (ঘ) ও গৌরবময় আনন্দের সঙ্গেই বিশ্বাস করেছ, যে আনন্দে অনেকেই প্রবেশ করতে বাসনা করে; আর তোমরা ভালই জান যে, অনুগ্রহেই তোমরা পরিত্রাণকৃত: কর্মফল দ্বারা নয় (ঙ), কিন্তু যিশু খ্রিষ্টের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছা দ্বারাই পরিত্রাণ পেয়েছ।

২ [১] সুতরাং কোমর বেঁধে (ক) তোমরা সত্যের আশ্রয়ে ও *সভয়ে প্রভুর সেবা কর* (খ) —যত অসার আস্ফালন ও নিকৃষ্ট ভুল ত্যাগ ক'রে ও তাঁকেই বিশ্বাস ক'রে যিনি আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করলেন ও তাঁকে গৌরব (গ) ও তাঁর ডান পাশে আসন দিলেন, স্বর্গে ও পৃথিবীতে সমস্ত কিছু যাঁর অধীন, সর্বপ্রাণীকুল

যাঁর সেবা করে, যিনি জীবিত ও মৃতদের বিচারকর্তা রূপে আসছেন (ঘ); তাঁর প্রতি যারা অবাধ্য তাদের কাছে ঈশ্বর তাঁর রক্তের জবাবদিহি চাইবেন। [২] তাঁকে যিনি মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করলেন, তিনি আমাদেরও পুনরুত্থিত করবেন (ঙ) যদি তাঁর ইচ্ছা পালন করি, তাঁর আদেশ পথে চলি, তিনি যা ভালবেসেছেন আমরা যদি তা ভালবাসি, অর্থাৎ যদি যত অধর্ম, লোভ, অর্থলালসা, কটুবাক্য, মিথ্যাসাক্ষ্য বর্জন ক'রে *অমঙ্গলের প্রতিদানে অমঙ্গল, কটুবাক্যের প্রতিদানে কটুবাক্য* (চ), আঘাতের প্রতিদানে আঘাত, অভিশাপের প্রতিদানে অভিশাপ না দিই, [৩] বরং যদি প্রভুর শিক্ষাবাণী স্মরণ করি যিনি বলেছেন, *তোমরা বিচার করো না, যেন নিজেরা বিচারাধীন না হও; ক্ষমা কর, তোমাদেরও ক্ষমা করা হবে; দয়াবান হও, যেন দয়া পেতে পার; যে মাপকাঠিতে পরিমাপ কর, সেই মাপকাঠিতে তোমাদের জন্য পরিমাপ করা হবে* (ছ); তিনি এ কথাও বলেছিলেন, *দীনহীন যারা ও ধর্মময়তার জন্য নির্যাতিত যারা, তারাই সুখী, কারণ স্বর্গরাজ্য তাদেরই* (জ)। [তবেই তিনি আমাদেরও পুনরুত্থিত করবেন।]

৩ [১] ভ্রাতৃগণ, নিজেই ইচ্ছা করে যে আমি ধর্মময়তা সম্বন্ধে তোমাদের কাছে লিখছি এমন নয়, কিন্তু তোমরা আমাকে আমন্ত্রণ করেছ বিধায় লিখছি। [২] কারণ আমিও নয়, আমার মত অন্য কেউও সেই ধন্য ও গৌরবময় পলের জ্ঞান পালন করতে সক্ষম নয়। তোমাদের মধ্যে থাকাকালে সেকালের লোকদের সম্মুখে তিনি নিজেই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ও শক্তির সঙ্গে সত্যবাণী সম্বন্ধে শিক্ষা দিলেন, আর অনুপস্থিত হলে তোমাদের কাছে এমন পত্র লিখলেন যার কথা ধ্যান করে তোমরা গৃহীত বিশ্বাসে নিজেদের গেঁথে তুলতে পারবে; [৩] কেননা *বিশ্বাসই আমাদের সকলের জননী* (ক), পরে আসে আশা, আর তার আগে আসে ঈশ্বর, খ্রিষ্ট ও প্রতিবেশীর প্রতি ভালবাসা। তেমন সঙ্ঘে যে কেউ থাকে, সে ধর্মময়তার আদেশ পূর্ণ করে, কারণ ভালবাসা যার আছে, সে সমস্ত পাপ থেকে দূরে আছে।

৪। *অর্থলালসাই সমস্ত অনিষ্টের মূল* (ক)। সুতরাং, আমরা যখন জানি যে *আমরা জগতে কিছুই সঙ্গে করে আনিনি, তা থেকে কিছুই সঙ্গে করে নিয়ে যেতেও পারি না* (খ), তখন এসো, ধর্মময়তার রণসজ্জায় নিজেদের সজ্জিত করি, ও প্রথমে প্রভুর আদেশ পথে

চলতে নিজেরা শিখি। [২] তারপরে আমাদের স্ত্রীদের গৃহীত বিশ্বাসে, ভালবাসায় ও শুচিতায় থাকতে, নিজেদের স্বামীকে বিশ্বস্তভাবে প্রেম করতে, অন্যান্য সকলকে শুচিতার সঙ্গে ভালবাসতে, ও নিজেদের সন্তানদের ঈশ্বরভীতিতে মানুষ করতে শেখাই। [৩] বিধবাদের এমন শিক্ষা দিই, তারা যেন প্রভুবিশ্বাসে চিন্তামগ্ন থাকে, সকল মানুষের জন্য প্রার্থনা করে, সমস্ত পরনিন্দা, কটুবাক্য, মিথ্যাসাক্ষ্য, অর্থলালসা ও যত অনিষ্ট থেকে দূরে থাকে; তারা যেন এবিষয়ে সচেতন হয় যে, তারা ঈশ্বরের বেদি, আর তিনি সবকিছু তলিয়ে দেখেন, ও চিন্তা-ভাবনার কোন কিছুই তাঁকে এড়াতে পারে না, হৃদয়ের কোন গোপন চিন্তাও নয় (গ)।

৫ [১] সুতরাং, একথা জেনে যে *ঈশ্বরের সঙ্গে চালাকি করা চলে না* (ক), আমাদের এমনভাবে আচরণ করা উচিত যা তাঁর আদেশ ও গৌরবের যোগ্য।

[২] পরিসেবকেরাও মানুষের নয়, ঈশ্বর ও খ্রিষ্টেরই পরিসেবক হওয়ায় তাঁর ধর্মময়তার সামনে নির্দোষিতার পথে চলুন; তাঁরা যেন পরনিন্দুক, মিথ্যাবাদী, অর্থপিপাসু না হন, বরং সবকিছুতে আত্মসংযমী, দয়াবান, সতর্ক হন; তাঁরা সেই প্রভুর সত্য অনুসারে চলুন যিনি *সকলের দাস* (খ) হলেন। ইহলোকে তাঁর গ্রহণযোগ্য হলে প্রতিদানে আমরা আসন্ন সবকিছুও পাব, যেমনটি তিনি মৃতদের মধ্য থেকে আমাদের পুনরুত্থিত করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন। আর আমরা তাঁর যোগ্য নাগরিক বলে ব্যবহার করলে তবে তাঁর সঙ্গে রাজত্বও করব (গ)—অবশ্য, আমাদের যদি বিশ্বাস থাকে।

[৩] যুবকেরা সবকিছুতে অনিন্দনীয় হোক; সর্বোপরি নির্মলতা বজায় রাখবার কথা ভাবুক এবং অনিষ্ট থেকে নিজেদের ছিন্ন করুক। কেননা জগতের সব ধরনের লালসা থেকে নিজেদের ছিন্ন করা সমীচীন, কারণ সব ধরনের লালসা আত্মার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে (ঘ), এবং যৌন-ক্ষেত্রে দুশ্চরিত্র, ব্যভিচারী ও সমকামী ঈশ্বরের রাজ্যের উত্তরাধিকারী হবে না (ঙ); কুকর্মের সাধক যারা তারাও নয়। সুতরাং, এসব পাপ থেকে নিজেদের সংযত রাখা একান্ত প্রয়োজন; এও একান্ত প্রয়োজন: ঈশ্বরের ও খ্রিষ্টেরই

বশে যেন, প্রবীণদের ও পরিসেবকদের বশে চলা। যুবতীরা অনিন্দ্য ও নির্মল বিবেক বজায় রেখে জীবনযাপন করুক।

৬ [১] প্রবীণবর্গ সকলের প্রতি করুণাময় ও দয়াবান হোন; পথভ্রষ্টদের ফিরিয়ে আনুন (ক), দুর্বলদের প্রতি যত্নবান হোন, বিধবা, এতিম ও গরিবদের অবহেলা করবেন না, বরং তাতেই সচেষ্ট থাকবেন যা ঈশ্বর ও মানুষের দৃষ্টিতে উত্তম। তাঁরা ক্রোধ, ব্যক্তি-পক্ষপাত ও অন্যায়-বিচার এড়িয়ে চলুন, অর্থপিপাসা থেকে দূরে থাকুন, কারও মন্দ সহজে বিশ্বাস করবেন না, অধিক কঠোর বিচার করবেন না, একথা জেনে যে, আমরা সকলেই পাপের কাছে দায়ী। [২] আমরা যখন প্রভুর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের ক্ষমা করেন, তখন আমাদেরও ক্ষমা করতে হবে (খ), কারণ আমরা প্রভুর ও ঈশ্বরের চোখের সামনেই দাঁড়াচ্ছি, আর *আমাদের সকলকে খ্রিষ্টের বিচারাসনের সামনে দাঁড়াতে হবে, ও আমাদের প্রত্যেককেই ঈশ্বরের কাছে নিজ নিজ হিসাব দিতে হবে* (গ)।

[৩] সুতরাং এসো, আমরা *সভয়ে ও সম্ভ্রমে* (ঘ) তাঁর সেবা করি, যেভাবে তিনি নিজে আমাদের আদেশ করেছেন, যেভাবে সেই প্রেরিতদূতেরাও আদেশ করেছেন যাঁরা আমাদের কাছে সুসমাচার এনে দিয়েছেন, যেভাবে সেই নবীরাও আদেশ করেছেন যাঁরা আমাদের প্রভুর আগমনের কথা পূর্বঘোষণা করেছিলেন। এসো, আমরা ভালোর জন্য আগ্রহ দেখাই; দুর্নাম ও ভণ্ড ভাইদের এড়িয়ে চলি; তাদেরও এড়িয়ে চলি যারা মিথ্যায় প্রভুর নাম বহন করে ও নির্বোধকে পথভ্রান্ত করে।

৭ [১] যে কেউ যিশু খ্রিষ্টকে মাংসে আগত বলে স্বীকার করে না, সে খ্রিষ্টবৈরী (ক); আর যে কেউ ক্রুশের সাক্ষ্য স্বীকার করে না, সে শয়তান হতে উদ্গত: আর যে কেউ নিজ ভাবাবেগ অনুযায়ী প্রভুর বচনগুলি বিকৃত করে, ও এমন কথা সমর্থন করে যে, পুনরুত্থান নেই, বিচারও নেই, তেমন লোক শয়তানের প্রথমজাত।

[২] সুতরাং, ভিড়ের নির্বুদ্ধিতা ও তাদের মিথ্যা ধর্মশিক্ষা ছেড়ে, এসো, আদিতে যে বাণী আমাদের সম্প্রদান করা হয়েছে (খ), সেই বাণীর কাছে ফিরে যাই: *প্রার্থনার উদ্দেশ্যে সুবিবেচক ও মিতাচারী হও* (গ)। এসো, উপবাসে রত থাকি, আমাদের

মিনতিতে সর্বদ্রষ্টা ঈশ্বরের কাছে যাচনা করি: *আমাদের পরীক্ষায় এনো না* (ঘ), কারণ যেমন প্রভুও বলেছিলেন, *আত্মা ইচ্ছুক বটে, কিন্তু মাংস দুর্বল* (ঙ)।

৮ [১] সুতরাং এসো, আমরা আমাদের প্রত্যাশায় ও আমাদের ধর্মময়তার অগ্রিম দান স্বরূপ সেই খ্রিষ্টে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ থাকি, যিনি *নিজের দেহে আমাদের সমস্ত পাপ ক্রুশবৃক্ষের উপরে তুলে বহন করলেন* (ক), *যিনি কোন পাপ করেননি; যাঁর মুখেও কখনও পাওয়া যায়নি ছলনার কথা* (খ), কিন্তু আমাদের খাতিরে, আমরা যেন তাঁর মধ্যে জীবিত হতে পারি, সবকিছু সহ্য করলেন। [২] তবে এসো, আমরা তাঁর সহনশীলতার অনুকারী হই, আর যদি তাঁর নামের জন্য দুঃখকষ্ট ভোগ করি, তাঁকে গৌরবান্বিত করি। কেননা নিজের মধ্যে তিনি এই আদর্শই আমাদের কাছে রেখে গেছেন, আর আমরা তাই বিশ্বাস করেছি।

৯ [১] আমি তোমাদের সকলকে অনুরোধ করছি, ধর্মময়তার বাণীর প্রতি বাধ্য হও, সেই সহিষ্ণুতার সাধনা কর যা নিজেদের চোখেই তোমরা ধন্য ইগ্নাসিউস (ক), জসিমোস ও রুফুসের মধ্যে শুধু নয়, তোমাদের মাঝে অন্যদেরও মধ্যে, স্বয়ং পল ও অন্যান্য প্রেরিতদূতদেরও মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছ। [২] জেনে রেখ, তাঁরা বৃথাই দৌড়াননি (খ), কিন্তু বিশ্বাস ও ধর্মময়তায়ই দৌড়ালেন, আর তাঁরা এখন সেই প্রতিশ্রুত স্থানে প্রভুর সঙ্গেই আছেন যাঁর সঙ্গে দুঃখকষ্টও ভোগ করলেন। কেননা তাঁরা এই বর্তমান যুগ নয়, তাঁকেই বরং ভালবাসলেন যিনি আমাদের হয়ে মৃত্যুবরণ করলেন ও আমাদের খাতিরে ঈশ্বর দ্বারা পুনরুত্থিত হলেন (গ)।

১০ [১] তাই তোমরা বিশ্বাসে দৃঢ়স্থাপিত ও অটল হয়ে (ক), ভ্রাতৃত্বকে ভালবেসে, পরস্পরকে প্রেম করে (খ), সত্যে একত্রিত হয়ে, প্রভুর কোমলতায় একে অন্যের প্রতিযোগী হয়ে, কাউকে তুচ্ছ মনে না করে এসব কিছুতে স্থিতমূল থাক ও প্রভুর আদর্শ পালন কর। [২] উপকার করতে পারলে সময় স্থগিত করো না, কারণ অর্থদান মৃত্যু থেকে মুক্তিদান করে (গ)। সকলে একে অন্যের অধীন হও (ঘ), বিধর্মীদের মাঝে তোমাদের জীবনাচরণ অনিন্দনীয় হোক, যাতে তোমাদের সৎকর্মের জন্য (ঙ) তোমরাও

প্রশংসা পেতে পার ও তোমাদের মধ্যে প্রভুর নিন্দা না হয়। [৩] কিন্তু তাদেরই ধিক্, যাদের কারণে প্রভুর নাম নিন্দার বস্তু হয় (চ)। সুতরাং যে আত্মসংযম তোমরা নিজেরাই পালন করছ, তা সকলকে শেখাও।

১১ [১] বালেন্তের ব্যাপার আমাদের অনেক দুঃখ দিয়েছে: তিনি একসময় তোমাদের মাঝে প্রবীণ ছিলেন, অথচ এখন তাঁকে দেওয়া পদের দিকে কতই না কম মর্যাদা দেখাচ্ছেন। এজন্য আমি তোমাদের সাবধান বাণী দিচ্ছি, তোমরা কৃপণতা থেকে নিজেদের দূরে রাখ, ও শুচি ও সত্যবাদী হও। যে কোন অনিষ্ট থেকে নিজেদের দূরে রাখ। [২] এসব কিছুতে যে আত্মসংযম করতে পারে না, সে কী করেই বা অন্যদের চেতনা দিতে পারবে? যে কেউ কৃপণতা থেকে নিজেকে দূরে রাখে না, সে প্রতিমা-পূজা দ্বারা কলুষিত হবে, ও সেই বিধর্মীদের একজন বলে বিচারিত হবে, যারা ঈশ্বরের বিচারের কথা জানে না (ক)। অথবা *তোমরা কি জান না যে, পবিত্রজনেরাই জগতের বিচার করবেন* (খ)—যেভাবে পল শিক্ষা দেন?

[৩] তথাপি তোমাদের বিষয়ে আমি এধরনের কিছু কখনও অনুভব করিনি, শুনিও নি, সেই তোমরা যাদের মধ্যে ধন্য পল কাজ করলেন ও যাদের কথা তাঁর পত্রের শুরুতে প্রশংসিত (গ)। কেননা যে মণ্ডলীগুলো তখন প্রভুকে জানত—সেসময়ে আমরা তো তাঁকে জানতাম না—সেই সমস্ত মণ্ডলীর মধ্যে তোমাদের বিষয়ে তিনি গর্বই করতেন (ঘ)।

[৪] এজন্য ভ্রাতৃগণ, বালেন্ত ও তাঁর স্ত্রীর ব্যাপারের জন্য আমার দুঃখ হচ্ছে; প্রভু তাঁদের কাছে প্রকৃত অনুতাপ মঞ্জুর করুন। তোমরাও কিন্তু এ ব্যাপারে সমতা বজায় রাখ; তাঁদের শত্রু বলে গণ্য করবে না (ঙ), বরং পীড়িত ও পথভ্রষ্ট অঙ্গগুলিই যেন তাঁদের ডেকে ফিরিয়ে আন, যাতে তোমাদের গোটা দেহ ত্রাণ পেতে পারে; কেননা তাঁদের সাহায্য করায় তোমরা নিজেদেরই গেঁথে তোল।

১২ [১] আমার বিশ্বাস, তোমরা শাস্ত্র ভাল করেই জান, সেই বিষয়ে তোমাদের অজানা কিছু নেই; আমার পক্ষে কিন্তু তা সম্ভব নয় (ক)। একথা যথেষ্ট হোক; শাস্ত্র যেমন বলে,

ক্রুদ্ধ হয়েও পাপ করো না (খ), এবং *তোমরা ক্রুদ্ধ থাকতে যেন সূর্যাস্ত না হয়* (গ)। সুখী সেইজন যে একথা মনে রাখে; আর আমার বিশ্বাস, তোমাদের বেলায় একথা সত্য।

[২] আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের পিতা সেই ঈশ্বর, ও ঈশ্বরের পুত্র ও চিরকালীন মহাযাজক (ঘ) সেই স্বয়ং যিশু খ্রিষ্টও বিশ্বাস ও সত্যে, সমস্ত কোমলতা ও বিনা ক্রোধে, ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, দৃঢ়তা ও শুচিতায় তোমাদের গেঁথে তুলুন। তিনি তোমাদের তাঁর পবিত্রজনদের স্বত্বাংশের সহভাগী করে তুলুন: তোমাদের সঙ্গে আমাদেরও ও তাদের সকলকেও সেই উত্তরাধিকারের সহভাগী করে তুলুন, যারা আকাশের নিচে আমাদের প্রভু ও ঈশ্বর যিশু খ্রিষ্টকে ও *যিনি মৃতদের মধ্য থেকে তাঁকে পুনরুত্থিত করলেন* (ঙ) সেই পিতাকে বিশ্বাস করবে।

[৩] সকল পবিত্রজনদের জন্য প্রার্থনা কর (চ)। সম্রাটদের (ছ), কর্তৃপক্ষদের ও রাজাদের জন্যও প্রার্থনা কর; যারা তোমাদের নির্যাতন ও ঘৃণা করে (জ), তাদের জন্য ও ক্রুশের শত্রুদেরও জন্য (ঝ) প্রার্থনা কর, যাতে তোমাদের ফল সকল মানুষের মধ্যে প্রকাশমান হতে পারে ও তোমরা যেন তাঁর মধ্যে নিখুঁত হতে পার।

১৩ [১] তোমরা ও ইগ্নাসিউস, উভয়ই আমাকে লিখেছিলে যে, কেউ সিরিয়ায় গেলে, সে যেন তোমাদের পত্রগুলিও নিয়ে যায়। সুযোগ পেলে আমি তা করব, আমি নিজে, কিংবা সেই ব্যক্তি যাঁকে তোমাদের ও আমার প্রতিনিধি রূপে প্রেরণ করছি।

[২] তোমাদের অনুরোধ অনুসারে, আমরা তোমাদের কাছে ইগ্নাসিউসের পত্রগুলি পাঠিয়ে দিচ্ছি—যেগুলি আমাদের কাছে তাঁর দ্বারা পাঠানো হয়েছিল, সেগুলি, ও সেই অন্যগুলিও যা আমাদের কাছে ছিল। সবকিছু এই পত্রের সঙ্গে পাঠিয়ে দেব; এ পত্রগুলি দ্বারা তোমরা অনেক উপকার লাভ করতে পারবে, কেননা সেগুলিতে রয়েছে বিশ্বাস, ধৈর্য, ও সেই সমস্ত কিছু যা আমাদের প্রভুতে গেঁথে ওঠার জন্য উপকারী। ইগ্নাসিউস ও তাঁর সঙ্গীদের সম্বন্ধে তোমরা যত নিশ্চিত কথা শুনতে পেয়েছ, তা আমাদের জানাও।

১৪ [১] আমি সেই ক্রেস্কেন্ত দ্বারা তোমাদের কাছে এ পত্র লিখেছি, যাঁর বিষয়ে তোমাদের কাছে ব্যক্তিগত ভাবে আমার সমর্থন ব্যক্ত করেছিলাম, ও এখনও করছি; কারণ আমাদের মাঝে তিনি অনিন্দনীয় ভাবে আচরণ করেছেন ও—বিশ্বাস করি—

তোমাদের মাঝেও সেভাবে আচরণ করবেন। তাঁর ভগিনী (ক) যখন তোমাদের মাঝে যাবে, তখন তার কথাও স্মরণে রাখ। প্রভু যিশু খ্রিষ্টে অটল থাক, ও তাঁর অনুগ্রহ তোমাদের সকলের নিত্য সহায় হোক। আমেন।

---

১ (ক) এখানে ইগ্নাসিউস ও তাঁর সঙ্গীদেরই কথা বলা হচ্ছে যাঁরা বন্দি অবস্থায় ফিলিপ্পি শহর হয়ে রোম-যাত্রা করেছিলেন ।

(খ) ফিলিপ্পি শহরের কথা প্রেরিতদের কার্যবিবরণীতে ও প্রেরিতদূত পলের পত্রাবলিতে বারবার উল্লিখিত।

(গ) প্রেরিত ২:২৪।

(ঘ) ১ পিতর ১:৮। লক্ষণীয়, পলিকার্পের এই লেখায় পিতরের প্রথম পত্র এবং এফেসীয়দের ও তিমথির কাছে পলের পত্রগুলোই বিশেষভাবে উল্লিখিত। এতে প্রমাণিত হয়, উল্লিখিত পত্রগুলো দ্বিতীয় শতাব্দীর শুরুতে খ্রিষ্টীয় সমাজে যথেষ্ট বিস্তার লাভ করেছিল।

(ঙ) এফে ২:৮-৯।

২ (ক) বাইবেলের ভাষায় এর অর্থ হল, দ্বিধা না করেই কাজ করা।

(খ) সাম ২:১১। পলিকার্পের লেখায় পুরাতন নিয়ম থেকে উদ্ধৃত বাণী খুব কম। তিনি নিজেই স্বীকার করেন, পুরাতন নিয়মের সঙ্গে তিনি তত পরিচিত নন।

(গ) ১ পিতর ১:২১।

(ঘ) প্রেরিত ১০:৪২।

(ঙ) ২ করি ৪:১৪।

(চ) ১ পিতর ৩:৯।

(ছ) মথি ৭:১-২ ও লুক ৬:৩৬-৩৮।

(জ) লুক ৬:২০; মথি ৫:৩,১০।

৩ (ক) গালাতীয় ৪:২৬।

৪ (ক) ১ তিমথি ৬:১০।

(খ) ১ তিমথি ৬:৭।

(গ) ১ করি ৪:২৫। পলিকার্পের অঙ্কিত খ্রিষ্টীয় জীবনযাপন সত্যিই আকর্ষণীয়।

৫ (ক) গালাতীয় ৬:৭।

(খ) মার্ক ৯:৩৫ দ্রঃ। বাস্তবিকই, ‘পরিসেবক’ গ্রীক শব্দের অর্থই ‘দাস’।

(গ) ২ তিমথি ২:১২।

(ঘ) গালাতীয় ৫:১৭।

(ঙ) ১ করি ৬:৯-১০।

৬ (ক) এজে ৩৪:৪।

(খ) প্রভুর প্রার্থনা দ্রঃ।

(গ) রো ১৪:১০-১২।

(ঘ) সাম ২:১১।

৭ (ক) ১ যোহন ২:৫। এতে অনুমান করা যেতে পারে, উপরে উল্লিখিত ‘ভণ্ড ভাইয়েরা’ ছিল গ্রীক জ্ঞানমার্গপন্থী। অর্থাৎ সেই ভণ্ড ভাইয়েরা পুনরুত্থান ও শেষ বিচারের কথা অস্বীকার ক’রে অনৈতিক জীবন যাপন করত।

(খ) ভ্রান্তমত থেকে রক্ষা পাবার শ্রেষ্ঠ উপায় হল প্রৈরিতিক শিক্ষার প্রতি বিশ্বস্ততা বজায় রাখা।

(গ) ১ পিতর ৪:৭। ভ্রান্তমতের ফলে ফিলিপ্পি-মণ্ডলী নৈতিক অলসতা-প্রবণ ছিল বলে পলিকার্প তাদের ত্যাগস্বীকার করতে ও জাগ্রত থাকতে আহ্বান করেন।

(ঘ) মার্ক ৬:১৩।

(ঙ) মথি ২৬:৪১।

৮ (ক) ১ পিতর ২:২৪।

(খ) ১ পিতর ২:২২।

৯ (ক) এখানে ইগ্নাসিউস অন্যান্য সাক্ষ্যমরদের সঙ্গে সহিষ্ণুতার আদর্শ বলে উপস্থাপিত, অথচ ১৩ অধ্যায় পলিকার্প তাঁর খবরাখবর জানতে চান। সুতরাং আপাত দৃষ্টিতে এখানে ইগ্নাসিউস মৃত, কিন্তু ১৩ অধ্যায় জীবিত। এ কেমন হতে পারে? বর্তমানে প্রচলিত সমস্যা-সমাধান দু’টো: ক। পলিকার্পের এই পত্রে তাঁর দু’টো পত্রই সঙ্কলিত হয়েছে; প্রথম পত্র হল এই বর্তমান পত্রের ১৩ ও ১৪ অধ্যায়, আর তা লেখা হয়েছিল ফিলিপ্পি হয়ে ইগ্নাসিউসের রোম-যাত্রার পর পরেই; দ্বিতীয়টা (বর্তমান পত্রের ১-১২ অধ্যায়) পরবর্তীকালেই লিখিত হয়েছিল। খ। পত্রটি একক পত্র, এবং এই পদে ইগ্নাসিউস (মৃত) সাক্ষ্যমর রূপে নয়, সাক্ষ্যদাতা রূপেই সহিষ্ণুতার আদর্শ বলে উপস্থাপিত যেহেতু মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হওয়ায় আপনা-আপনিই সাক্ষ্যদাতা বলে গণ্য। সম্ভবত দ্বিতীয় ব্যাখ্যাই অধিক গ্রহণযোগ্য।

স্মরণযোগ্য, যাঁরা নির্যাতনকালে নিপীড়িত হওয়া সত্ত্বেও মারা যেতেন না, তাঁদের সাক্ষ্যদাতা বলা হত; আর তাঁদেরই সাক্ষ্যমর বলা হত যাঁরা নিপীড়িত হওয়ার ফলে মারা যেতেন।

(খ) ফিলিপ্পীয়দের কাছে এপত্রে পলিকার্প ফিলিপ্পীয়দের কাছে প্রেরিতদূত পলের বাণীই স্মরণ করান: ফিলি ২:১৬।

(গ) এইখানে পলিকার্পের পত্রের গ্রীক ভাষার পাণ্ডুলিপি সমাপ্ত। পরবর্তী অধ্যায়গুলো লাতিন ভাষার পাণ্ডুলিপির উপর নির্ভর করে।

১০ (ক) ১ করি ১৫:১৮।

(খ) ১ পিতর ৩:৮।

(গ) তোবিত ৬:১০।

(ঘ) ১ পিতর ৫:৫।

(ঙ) ১ পিতর ২:১২।

(চ) ইশা ৪২:৫।

১১ (ক) যেরে ৫:৪।

(খ) ১ করি ৬:২। নূতন নিয়ম ও প্রৈরিতিক পিতৃগণের ভাষায়, ‘পবিত্রজন’ বলতে ‘খ্রিষ্টভক্ত’ বোঝায়।

(গ) ২ করি ৩:২ দ্রঃ।

(ঘ) ১ থেসা ১:৪।

(ঙ) ২ থেসা ৩:১৫।

১২ (ক) পলিকার্পের একথা থেকে অনুমান করতে পারি, তিনি ইহুদী বংশের মানুষ ছিলেন না, নইলে কমপক্ষে পুরাতন নিয়মের বিষয়েই তাঁর যথেষ্ট অধিকার থাকত। তথাপি লক্ষণীয় বিষয় এটি যে, এখানে তিনি নূতন নিয়মেরও একটা বচন (এফেসীয়দের কাছে প্রেরিতদূত পলের পত্র) উল্লেখ করায় প্রমাণিত হয় যে পলিকার্পের সময়ে পুরাতন নিয়ম শুধু নয়, নূতন নিয়মও ‘শাস্ত্র’ আখ্যা লাভ করেছিল।

(খ) সাম ৪:৫।

(গ) এফে ৪:২৬।

(ঘ) ‘চিরকালীন মহাযাজক’ কথাটা হিব্রুদের কাছে পত্রে বহুবার উল্লিখিত।

(ঙ) গালাতীয় ১:১।

(চ) এফে ৬:১৮। এখানেও পবিত্রজন বলতে খ্রিষ্টবিশ্বাসী বোঝায়।

(ছ) ১ তিমথি ১-২।

(জ) মথি ৫:৪৪।

(ঝ) ফিলি ৩:১৮।

১৪ (ক) অর্থাৎ তাঁর খ্রিষ্টভক্তা স্ত্রী।

স্মির্নার বিশপ সাধু পলিকার্পের সাক্ষ্যমরণ

খ্রিষ্টমণ্ডলীর প্রথম তিন শতাব্দী সাক্ষ্যমরদের গৌরবময় কীর্তিকলাপের মর্যাদায় ভূষিত একথা অনস্বীকার্য। তেমন গৌরবময় কীর্তিকলাপ সেকালের খ্রিষ্টভক্তদের মনে এমনভাবে রেখাপাত করেছিল যে, সাক্ষ্যমরদের মৃত্যু-সংক্রান্ত যে যে বৃত্তান্ত আমাদের কাছে এসেছে, সেগুলোর মধ্যে বেশ কয়েকটা তত বিশ্বাসযোগ্য নাও হতে পারে। তথাপি এমন কতগুলো লিপিও আমাদের কাছে এসেছে যেগুলো অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ, যেহেতু সেগুলো অজানা কোনো অধিক উদ্দীপিত লেখকের লেখা নয় বরং সাক্ষ্যমরণের সরকারী বৃত্তান্ত কিংবা প্রত্যক্ষদর্শীদেরই বর্ণনা; আর এগুলোর মধ্যে সাধু পলিকার্পের সাক্ষ্যমরণ বৃত্তান্ত অন্যতম।

বৃত্তান্তটি পড়ে আমরা এবিষয়ে বিস্মিত না হয়ে পারি না যে, সাধু পলিকার্প কেবল এই দায়েই দণ্ডিত হলেন যে, তিনি খ্রিষ্টিয়ান। বস্তুতপক্ষে সাধুর সাক্ষ্যমরণের প্রায় ৯০ বছর পূর্বে রোম-সম্রাট নেরো রোমে আগুন ধরিয়ে নগরীকে ধ্বংস করার পর নিজেকে বাঁচাবার জন্য আগুন ধরাবার দোষ খ্রিষ্টিয়ানদের উপরেই আরোপ করেছিলেন; ফলে ‘খ্রিষ্টিয়ানদের অসংখ্য অপকর্মের জন্য’ অসংখ্য খ্রিষ্টিয়ানদের মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেছিলেন। আর শুধু তা নয়, তিনি এমন বিধি জারি করেছিলেন যা অনুসারে খ্রিষ্টিয়ান হওয়াই নিষেধ ছিল, অর্থাৎ কিনা খ্রিষ্টিয়ান হওয়ায়ই মানুষ মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডনীয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, তেমন বিধি সাধু পলিকার্পের সময়েও বলবৎ ছিল যেহেতু সাধুর একমাত্র দোষ যে তিনি খ্রিষ্টিয়ান। দণ্ড থেকে রেহাই পাবার একমাত্র উপায় ছিল নিজেকে খ্রিষ্টিয়ান বলে অস্বীকার করা। আর যেহেতু রোমীয় বিচারকগণ সাধারণত যথেষ্ট নীতিপরায়ণ ছিলেন, সেজন্য দণ্ডিত খ্রিষ্টিয়ানদের বাঁচাবার জন্য তাঁরা সেই খ্রিষ্টিয়ান নাম অস্বীকার করার জন্য তাদের পরামর্শ দিতেন। তাঁরা ত যিশুর সেই বাণী জানতেন না যা অনুসারে যে কেউ ইহজীবনে খ্রিষ্টকে অস্বীকার করে খ্রিষ্টও তাকে পিতার সামনে অস্বীকার করবেন। বিচারকগণ নীতিপরায়ণ ছিলেন ঠিকই, কিন্তু জনতা কেন খ্রিষ্টিয়ানদের ঘৃণা করত? আরো, সাধু পলিকার্পের সাক্ষ্যমরণ বর্ণনা পড়ে এই প্রশ্নও জাগে, জনতা কেন খ্রিষ্টিয়ানদের ‘নাস্তিক’ বলত? যারা খ্রিষ্টকে ঈশ্বর বলে স্বীকার করে, কেমন করে বলা যেতে পারে যে তারা ঈশ্বরকে অস্বীকার করে? একথা বুঝবার

জন্য সেকালের রোম-জগতের বিষয়ে দু’ একটা কথা বলা বাঞ্ছনীয়। প্রথম, সেকালের জগৎ পৌত্তলিক ছিল বলা চলে; তাতে এক একটা দেশ নিজের সমৃদ্ধি তার অসংখ্য দেব-দেবীর উপর আরোপ করত: দেব-দেবীর পূজা করলে সেই সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাবে, পূজা না করলে দেব-দেবী দেশকে সমৃদ্ধি-বঞ্চিত করবে; তাছাড়া সামাজিক যত নিয়মও (যেমন বিবাহ, ব্যবসা ইত্যাদি নিয়ম ও প্রথা) সেই দেব-দেবীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল: বিবাহ ক্ষেত্রে এক দেব, ব্যবসা ক্ষেত্রে আর এক দেব প্রভৃতি। দ্বিতীয়, বহু দেশ বশীভূত করার পর সেই দেশগুলোকে কোনো রকমে একীভূত করার ও রাখার উদ্দেশ্যে রোমীয়েরা দাবি করত, বশীভূত দেশগুলো রোম-সম্রাটকে দেবতা বলে মানবে; অসংখ্য দেব-দেবীর সঙ্গে আর এক দেবতাকে যোগ দেওয়ায় পৌত্তলিকদের কোনো আপত্তি ছিলই না। আপত্তি কিন্তু খ্রিষ্টিয়ানদেরই ছিল যারা কোনো প্রতিমাপূজাও করত না, সম্রাটকেও দেবতা বলে স্বীকার করতে রাজি ছিল না। আর ঠিক এই আপত্তির জন্যই পৌত্তলিক জনতা খ্রিষ্টিয়ানদের ঘৃণা করত ও ‘নাস্তিক’ বলত; অর্থাৎ, খ্রিষ্টভক্তগণ সামাজিক সেই সমস্ত পৌত্তলিক প্রথা মেনে না নেওয়ায় লোকে ধরে নিত যে, খ্রিষ্টিয়ানরা তাদের সমাজ উল্টাতে চাচ্ছিল। আর প্রকৃতপক্ষে তা-ই ঘটল, কেননা তিন শ’ বছর ধরে সৎসাহসের সঙ্গে নির্মম অত্যাচার ও নির্যাতন ভোগ করার মধ্য দিয়ে অবশেষে খ্রিষ্টবিশ্বাস সেই জগৎকে জয় করল। তাতে সেকালের খ্রিষ্টমণ্ডলীতে প্রচলিত বাণী সত্য বলে প্রমাণিত হল যা অনুসারে সাক্ষ্যমরদের রক্তই খ্রিষ্টিয়ানদের বীজ।

সাধু পলিকার্পের সাক্ষ্যমরণ বৃত্তান্ত ১৫৫ খ্রিষ্টাব্দে লিপিবদ্ধ হয়।

সূচীপত্র

অধ্যায়ঃ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১

স্মির্নায় প্রবাসী ঈশ্বরমণ্ডলী ফিলোমেলিওনে প্রবাসী ঈশ্বরমণ্ডলীর সমীপে, এবং পবিত্র কাথলিক মণ্ডলীর (ক) সর্বস্থানে প্রবাসী সকল স্থানীয় মণ্ডলীর সমীপে: পিতা ঈশ্বরের ও আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দয়া শান্তি ও ভালবাসা তোমাদের মধ্যে অধিকমাত্রায় বৃদ্ধিশীল হোক।

১ [১] ভ্রাতৃগণ, তোমাদের কাছে লিখতে বসেছি আমাদের সাক্ষ্যমরদের কীর্তিকলাপ, বিশেষভাবে সেই ধন্য পলিকার্পেরই কীর্তিকলাপ যিনি, কেমন যেন একটা সীল মেরে, নিজের সাক্ষ্যমরণ দ্বারা নির্যাতন বন্ধ করে দিয়েছেন। কেননা আমরা এবিষয়ে নিশ্চিত যে, যা কিছু আগে ঘটেছে তা এমনভাবেই ঘটেছে যাতে প্রভু সুসমাচার অনুযায়ী (ক) প্রকৃতই এক সাক্ষ্যমরণ নতুন করে আমাদের দেখাতে পারেন। [২] কেননা প্রভুই যেমন, পলিকার্পও তেমনি অপেক্ষা করলেন যাতে তাঁকে [শত্রুহাতে] তুলে দেওয়া হয়, আর তেমনটি করলেন যেন আমরা তাঁর অনুকারী হতে পারি, কেননা নিজেদের শুধু নয়, পরেরও মঙ্গলের বিষয়ে আমাদের চিন্তা-ভাবনা করা উচিত (খ)। বস্তুত নিজের পরিত্রাণ শুধু নয়, সকল ভাইদেরও পরিত্রাণ বাসনা করাই প্রকৃত ও স্থিতমূল ভালবাসার চিহ্ন।

২ [১] তাই সেই সকল সাক্ষ্যমরণই ধন্য ও সত্যাশ্রয়ী, যেগুলো ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে ঘটেছিল, কেননা সব ক্ষেত্রে ঈশ্বরকেই দায়ী করার আগে আমাদের খুবই সতর্ক থাকা উচিত (ক)।

[২] বস্তুতপক্ষে সাক্ষ্যমরদের মর্যাদা, তাঁদের ধৈর্য, ও মহাপ্রভুর প্রতি তাঁদের ভক্তিতে কেই বা আশ্চর্য হবে না? কেননা কশাঘাতে তাঁরা এতই ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়েছিলেন যে, তাঁদের শরীরের গভীর কাঠামো, তাঁদের শিরা ও উপশিরাও দেখা যেত, অথচ তাঁরা এমনভাবে এসব সহ্য করছিলেন যে, দর্শক নিজেরাও দয়াবিষ্ট ও শোকাচ্ছন্ন হত। এমনকি, তাঁদের কেউ কেউ এমন সাহস দেখিয়েছিলেন যে, তাঁরা কেউই ক্রন্দন করলেন না, চিৎকারও করলেন না: আমাদের সকলের কাছে এ স্পষ্টই ছিল যে, তাঁদের পীড়নের সময়ে খ্রিষ্টের সাহসপূর্ণ সাক্ষ্যমরবৃন্দ দেহ-বহির্গত ছিলেন, কিংবা, আরও সূক্ষ্মভাবে বলতে গেলে, প্রভুই তাঁদের পাশে পাশে ছিলেন ও তাঁদের কাছে কথা বলছিলেন (খ)। [৩] এভাবে, খ্রিষ্টের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে তাঁরা ইহলোকের যত পীড়ন তুচ্ছ করছিলেন, আর তাতে কেবল এক ঘণ্টারই পীড়নের মধ্য দিয়ে অনন্ত জীবন অর্জন করছিলেন। তাঁদের হিংস্র পীড়কদের আগুনও তাঁদের কাছে তাপহীন ছিল, কেননা নিজেদের চোখের সামনে তাঁরা সেই অনন্ত অনির্বাণ আগুন রাখছিলেন যা এড়াতে চাচ্ছিলেন, এবং মনশ্চক্ষুতে সেই সমস্ত মঙ্গলদানের দিকে দৃষ্টি রাখছিলেন যেগুলো

তাদেরই জন্য পূর্বনিরূপিত যারা সহনশীল হয়েছে: মঙ্গলদানগুলো এমন যা কোন কান শোনেনি, কোন চোখ দেখেনি, কোন মানুষের হৃদয়ে কখনও প্রবেশ করেনি (গ); কিন্তু প্রভু তা তাঁদের দেখাচ্ছিলেন যেহেতু তাঁরা ইতিমধ্যে আর মানুষ ছিলেন না, ছিলেন স্বর্গদূত।

[৪] একই প্রকারে, যাঁরা বন্যজন্তুর সঙ্গে লড়াই করতে দণ্ডিত হয়েছিলেন, তাঁরাও, ধারালো সঙ্খহুলোর উপরে শায়িত হয়ে ও সবধরনের পীড়নে নিপীড়িত হয়ে, অকথনীয় পীড়ন সহ্য করেছিলেন; আসলে, সেই স্বৈরশাসক সুদীর্ঘ পীড়নের মধ্য দিয়ে এমনটি চেষ্টা করছিল যাতে, সম্ভব হলে, তাঁরা খ্রিষ্টবিশ্বাস অস্বীকার করেন। বস্তুতপক্ষে দিয়াবল কতগুলো ফাঁদই না তাঁদের জন্য পেতেছিল!

৩ [১] কিন্তু, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, কেননা সেই দিয়াবল এব্যাপারে শক্তিহীন হল। আর তা ঘটল যেহেতু গের্মানিকুস সাহসভরে ও নিজের সহিষ্ণুতাগুণে অন্যান্যদের দুর্বলতা দৃঢ়তায় পরিণত করলেন ও হিংস্র জন্তুর বিরুদ্ধে লড়াই করলেন। যখন প্রদেশপাল তাঁর মন পাল্টাবার ইচ্ছা করে তাঁর যৌবনের কথা ভাবতে সনির্বন্ধ আবেদন জানালেন (ক), তখন তিনি জন্তুটাকে নিজের প্রতি খোঁচাতে লাগলেন; এতে তিনি এ অন্যায্য ও বিধানবিহীন জীবন শেষ করে দেওয়ার বাসনা দেখালেন। [২] তাই উপস্থিত গোটা জনতা ধর্মিষ্ঠ ও ঈশ্বরপ্রেমিক খ্রিষ্টিয়ানদের সাহসে আশ্চর্য হয়ে চিৎকার করতে লাগল, 'এই নাস্তিকদের মৃত্যু হোক!(খ) পলিকার্পকে খুঁজে বের করা হোক!'

৪ [১] কিন্তু কুইন্তুস নামক একজন লোক, জাতিতে ফ্রিগীয় ও ফ্রিগিয়া থেকে সম্প্রতিকালেই মাত্র আগত, সে বন্যজন্তুদের দেখেই ভয়ে অভিভূত হল। কিন্তু সে-ই হল তাদেরই একজন যারা নিজে থেকেই নিজেদের তুলে দিয়েছিল; এমনকি, সে অন্য ভাইদেরও সেইমত ব্যবহার করতে বাধ্য করেছিল। এই কারণেই প্রদেশপাল যথেষ্ট কাকুতি-মিনতির পর তার মন জয় করেছিলেন যাতে সে শপথ উচ্চারণ করে ও ধূপ জ্বালায়। ভ্রাতৃগণ, এই কারণেই আমরা তাদের সমর্থন করি না যারা নিজে থেকে নিজেদের তুলে দেয়, যেহেতু সুসমাচার এধরনের শিক্ষা দেয় না (ক)।

৫ [১] কিন্তু সেই চমৎকার পুরুষ পলিকার্প এ সমস্ত কথা শুনে তত ভয়ে অভিভূত হলেন না; শুরুতে তিনি বাসনা করেছিলেন শহরেই থাকবেন, কিন্তু অধিকাংশ ভাইয়েরা তাঁকে চুপে চুপে চলে যেতে অনুরোধ করলেন, আর তিনি শহর থেকে তত দূরবর্তী নয় এমন এক খামার-বাড়িতে চুপে চুপে চলে গেলেন আর সেখানে কয়েকজন বিশ্বস্ত ভাইদের সঙ্গে থেকে তাঁর অভ্যাসমত দিন-রাত অন্য কিছুই না করে সকলের জন্য ও বিশ্বময় সকল মণ্ডলীর জন্য প্রার্থনা করলেন।

[২] তখন এমনটি ঘটল যে, প্রার্থনাকালে, তাঁর গ্রেপ্তারের তিন দিন আগে, তিনি দর্শন পেয়ে নিজের বালিশ আগুনে পুড়তে দেখলেন। আপনজনদের দিকে ফিরে বললেন, 'আমাকে জিয়ন্তই আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হবে।'

৬ [১] যেহেতু তাঁর অনুসন্ধান অবিরতই চলছিল তিনি অন্য এক খামার-বাড়িতে চলে গেলেন, আর চলে গেলেই যারা তাঁর খোঁজ করছিল তারা সেখানে এসে পড়ল। তাঁকে খুঁজে না পেয়ে তারা দু'জন যুবা ক্রীতদাসকে গ্রেপ্তার করল, আর এই দু'জনের একজন পীড়নের চাপে কথা বলল। [২] আসলে, পলিকার্পের পক্ষে নিজেকে লুকিয়ে রাখা অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছিল, কেননা তাঁর নিজের বাড়ির লোকেরাই তাঁর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করছিল (ক)।

তাছাড়া, হেরোদ কুখ্যাত নামের অধিকারী পুলিস-প্রধান নিজেই তাঁর খোঁজাখোঁজি নিয়ে ব্যস্ত থাকছিল, কেননা সেই রঙ্গভূমিতে তাঁকে নিতে চাচ্ছিল যেখানে সাক্ষ্যমর পলিকার্পের তাঁর নিজের খ্রিষ্টের যন্ত্রণাভোগের অংশী হবার নিয়তি পূরণ করার কথা, কিন্তু বিশ্বাসঘাতকেরা যুদারই সেই একই দণ্ড ভোগ করবে।

৭ [১] তাই সেই ক্রীতদাসকে নিয়ে পুলিস ও অশ্বারোহী বাহিনী এক শুক্রবারে মুটামুটি সান্ধ্যভোজের সময়ে এক দস্যুকেই ধরতে যাচ্ছে যেন অস্ত্রসজ্জিত হয়ে বেরিয়ে গেল (ক)।

তাই তারা সকলে মিলে সন্ধ্যার দিকে এসে তাঁকে উপরতালায় এক কক্ষে শোয়া অবস্থায় পেল। ইচ্ছা করলে তিনি তখনও পালিয়ে যেতে পারতেন, কিন্তু তা করতে বিমত হলেন; বললেন, 'ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ হোক।'(খ) [২] সুতরাং, যখন তিনি টের পেলেন তারা এসে গেছে তখন নিচে গিয়ে তাদের সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন, আর

তারা তাঁর বয়স ও সাহসের জন্য অবাক হল; এমনকি বলাবলি করছিল কেনই বা কেবল এত বৃদ্ধ মানুষকে গ্রেপ্তার করার জন্য তেমন বড় ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

তিনি সাথে সাথে আজ্ঞা দিলেন যেন তাদের খুশিমত তাদের সামনে খাদ্য ও পানীয় পরিবেশন করা হয়, ও তাদের অনুরোধ করলেন যেন শান্তশিষ্টভাবে প্রার্থনা করার জন্য তাঁকে এক ঘণ্টা সময় দেওয়া হয়। [৩] তারা তাতে সম্মত হল, আর তিনি পায়ে উঠে দাঁড়িয়ে (গ) উচ্চকণ্ঠে প্রার্থনা করতে লাগলেন; তিনি ঈশ্বরের অনুগ্রহে এতই পূর্ণ ছিলেন যে দু' ঘণ্টা ধরে তাঁকে থামানো সম্ভব হল না; আর শ্রোতা সকলেই অবাক ছিল, এমনকি তাদের অনেকেই তেমন পূজনীয় বৃদ্ধকে গ্রেপ্তার করতে এসেছিল বলে দুঃখিত হল।

৮ [১] অবশেষে তিনি প্রার্থনা শেষ করলেন; প্রার্থনাকালে তিনি ছোট-বড় উঁচু-নিচু শ্রেণির সেই সকল মানুষকেই স্মরণ করেছিলেন জীবনকালে যাদের চিনেছিলেন, বিশ্বময় কাথলিক মণ্ডলীকেই বিশেষভাবে স্মরণ করেছিলেন। এভাবে চলে যাওয়ার সময় এল। একটা বাচ্চা গাধার পিঠে বসিয়ে দিয়ে তারা তাঁকে শহরে নিয়ে গেল: সেই দিন ছিল এক মহা-শাব্বাৎ দিন। [২] পুলিস-প্রধান হেরোদ ও হেরোদের পিতা নিকেতাস এগিয়ে এসে তাঁকে রথে স্থান দিল, এবং নিজেরা তাঁর পাশে বসে তাঁর মন পাল্টাতে চেষ্টা করছিল; তারা বলত, 'কায়েসারই প্রভু, একথা বলা, ধূপ জ্বালানো, ও অন্য পূজনকর্ম সাধন করা, এই সমস্ততেই কী দোষ? (ক)। এতেই রক্ষা পাবেন!'

শুরুতে তিনি কোন উত্তর দিলেন না, কিন্তু যেহেতু তারা তাদের সেই কথা বলায় বিরত ছিলেন না, সেজন্য তিনি বললেন, 'আপনারা আমাকে যে পরামর্শ দিচ্ছেন আমি তা পালন করব না।'

[৩] তাই, নরমভাবে তাঁর মন পাল্টাতে না পেরে তারা অপমানজনক ভাষা ব্যবহার করতে লাগল, এবং তাঁকে রথ থেকে এমন রুক্ষভাবে নামিয়ে দিল যে তাঁর পায়ের সামনের হাড় চেঁচে গেল। এসব কিছুতে মনোযোগ না দিয়ে, তাঁর যেন কিছুই ঘটেনি, তিনি সৎসাহসের সঙ্গে ও যথেষ্ট দ্রুতবেগে পায়ে হেঁটে এগিয়ে গেলেন। এভাবে তাঁকে

রঙ্গভূমিতে আনা হল; সেখানে ইতিমধ্যে এমন চিল্লাচিল্লি হচ্ছিল যে, একে অন্যের কথা কেউ শুনতে পাচ্ছিল না।

৯ [১] পলিকার্প রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করলেই স্বর্গ থেকে এক কণ্ঠ ধ্বনিত হল, 'পলিকার্প, বলবান হও, দেখাও তুমি বীরপুরুষ।'

তেমন বাণী কেউই শুনতে পায়নি; আমাদের ভাইয়েরা, যারা উপস্থিত ছিল, কেবল তারাই তা শুনতে পেল।

কিছুক্ষণ পরে, যখন তাঁকে বিচারমঞ্চে আনা হচ্ছিল, তখন বিরাট এক চিল্লাচিল্লি শোনা গেল, কেননা কথাটা রটে যাচ্ছিল যে, পলিকার্পকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

[২] তাঁকে প্রদেশপালের সামনে আনা হলে প্রদেশপাল তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কি পলিকার্প?' তিনি সায় দিলে প্রদেশপাল তাঁকে বাঁচাবার চেষ্টায় বললেন, 'আপনার বয়সের কথা ভাবুন।' এবং তাদের অভ্যাসমত এধরনের অন্য অন্য কথাও বললেন যেমন, 'কায়েসারের প্রতিভার দিব্যি দিয়ে শপথ করুন; মন ফিরান; নাস্তিকদের মৃত্যু হোক চিৎকার করুন।'

তখন পলিকার্প রঙ্গভূমিতে উপস্থিত সেই বিধানবিহীন বিধর্মী জনতার দিকে কটাক্ষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাদের দিকে হাত বাড়ালেন, এবং ক্রন্দন করে স্বর্গের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, নাস্তিকদের মৃত্যু হোক!'

[৩] পুলিস-প্রধান এই বলে তাঁকে চাপ দিচ্ছিল, 'শপথ করুন, আর আমি আপনাকে ছাড়ব। খ্রিষ্টকে অভিশাপ দিন!'

তিনি উত্তরে বললেন, 'ছিয়াশি বছর ধরে তাঁর সেবা করে আসছি (ক); আর তিনি তো একদিনও আমার প্রতি কোন দুর্ব্যবহার করেননি। তাই কী করেই বা আমার সেই রাজার নিন্দা করব যিনি আমার ত্রাণকর্তা?'

১০ [১] কিন্তু যখন পুলিস-প্রধান অনুরোধ করতে করতে বলল, 'কায়েসারের প্রতিভার দিব্যি দিয়ে শপথ করুন', তখন পলিকার্প উত্তরে বললেন, 'আপনি যদি সত্যিই আগ্রহী আমি যেন আপনার কথামত কায়েসারের প্রতিভার দিব্যি দিয়ে শপথ করি, এবং আমি যে কে তা না জানবার ভান করছেন, তাহলে স্পষ্টভাবেই শুনে নিন: আমি খ্রিষ্টিয়ান।

আর যদি খ্রিষ্টধর্মের বিষয়ে অবগত হতে বাসনা করেন, তাহলে একটা দিন নির্দিষ্ট করে সেইদিন আমাকে শুনুন।'

[২] প্রদেশপাল উত্তরে বললেন, 'জনতারই মন জয় করতে চেষ্টা করুন!'(ক)

আর পলিকার্প বললেন, 'আপনাকেই মাত্র আমার কথা শুনবার যোগ্য মনে করি, কেননা আমাদের এশিক্ষা দেওয়া হয়েছে যেন সমুচিতভাবে আবার নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্ত না হয়ে প্রশাসনকে ও ঈশ্বর দ্বারা নিযুক্ত সমস্ত অধিকার সম্মান করি (খ)। কিন্তু সেই সকল মানুষকে আমি আমার পক্ষসমর্থনের বাণী শুনবার যোগ্য মনে করি না।'

১১ [১] তখন প্রদেশপাল বললেন, 'আমার বন্যজন্তু আছে; আপনি মন না ফেরালে আপনাকে তাদের সামনে ছেড়ে দেব।'

তিনি বললেন, 'সেই জন্তুদের ডাকুন! খ্রিষ্টিয়ান আমরা মঙ্গল থেকে অনিষ্টেই মন ফেরানো সমর্থন করি না; অপরদিকে অনিষ্ট থেকে ধর্মময়তায়ই মন ফেরানো সমীচীন।'

[২] তিনি তাঁকে আবার বললেন, 'আপনি যখন বন্যজন্তুদের তুচ্ছই করেন, তখন মন না ফেরালে আপনাকে আগুনে বিলীন করিয়ে দেব।'

কিন্তু পলিকার্প বললেন, 'আপনি এমন আগুনের কথা বলে আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন যে আগুন ক্ষণিকের জন্য পুড়ে শীঘ্রই নিভে যায়। আপনি তো সেই আগুনেরই কথা জানেন না যে আগুন আসন্ন বিচারে ও অনন্ত দণ্ডাদেশে দুর্জনেরই প্রাপ্য। আপনি কিন্তু ইতস্তত করছেন কেন? আসুন, যা ইচ্ছা করেন সেইমত করে যান।'

১২ [১] একথা ও আরো অনেক কথা বলতে বলতে তিনি সৎসাহসে আনন্দে পরিপূর্ণ ছিলেন, ও তাঁর মুখমণ্ডল এমন অনুগ্রহে পূর্ণ ছিল যে বোঝা যাচ্ছিল তিনি সেই ভয়প্রদর্শনে কখনও পতিত হবেন না তা শুধু নয়, প্রদেশপাল নিজেও অবাক হলেন। তাই তিনি রঙ্গভূমির মাঝখানে এক ঘোষক প্রেরণ করলেন যে ঘোষণা করল, 'পলিকার্প স্বীকার করেছে তিনি খ্রিষ্টিয়ান।'(ক)

[২] ঘোষক একথা ঘোষণা করলেই স্মির্না-নিবাসী বিধর্মী জনতা ও ইহুদীসকল অনিয়ন্ত্রিত ক্রোধ ও রোষের সঙ্গে জোর গলায় চিৎকার করে বলল, 'সে-ই এশিয়ার (খ)

শিক্ষাগুরু, খ্রিষ্টিয়ানদের পিতা, আমাদের দেবতাদের বিনাশক, যে সকলকে শেখায় দেবতাদের প্রতি সম্মান না দেখাতে ও বলি উৎসর্গ না করতে!’[গ]

এভাবে চিৎকার করতে করতে তারা এশিয়া-পাল [ঘ] ফিলিপকে বলল তিনি যেন পলিকার্পের বিরুদ্ধে একটা সিংহ ছেড়ে দেন। তিনি কিন্তু উত্তরে বললেন তাঁর তেমন অধিকার নেই যেহেতু বন্যজন্তুদের সঙ্গে লড়াই-পর্ব ইতিমধ্যে শেষ হয়েছিল [ঙ]। [৩] তখন এ ভাল মনে করল, তারা এককণ্ঠে চিৎকার করে চাইবে পলিকার্পকে জিয়ন্তই পুড়িয়ে দেওয়া হোক, কেননা জ্বলন্ত বালিশের সেই দর্শন যা তিনি প্রার্থনাকালে পেয়েছিলেন, যার ফলে আপনজনদের দিকে ফিরে তিনি পূর্বঘোষণা করেছিলেন ‘আমাকে জিয়ন্তই পুড়তে হবে’, তা অবশ্যই সিদ্ধিলাভ করার কথা।

১৩ [১] পরবর্তীতে যা যা ঘটল তা এতই তাড়াতাড়ি ঘটল যে, তা বর্ণনা করার চেয়েও তাড়াতাড়ি: একপলকেই জনতা কাঠ সংগ্রহ করতে লাগল, সাধারণ স্নানাগার ও কারখানা থেকেও জ্বালানি সংগ্রহ করতে লাগল; একাজে ইহুদীরা, তাদের অভ্যাসমত [ক], অধিক একাগ্রতার সঙ্গেই যোগ দিল।

[২] চিতা প্রস্তুত হলে পলিকার্প সব কাপড় ফেলে ও বন্ধনী খুলে দিয়ে জুতাও খুলতে চেষ্টা করছিলেন। তা এমন কাজ যা তিনি আগে কখনও করতেন না, কেননা প্রতিটি ভক্তজন সবসময় প্রতিযোগিতা করছিল কে কে সকলের চেয়ে শীঘ্রই তাঁর দেহ স্পর্শ করতে পারে। আসলে তিনি তাঁর পুণ্যাচরণের জন্য সাক্ষ্যমরণের আগেও অধিক সম্মানের পাত্র ছিলেন।

[৩] ওরা সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে ঘিরে ফেলল সেই সব যন্ত্র দিয়ে যা চিতার জন্য প্রস্তুত করা হয়েছিল। কিন্তু ওরা তাঁকে পেরেক দিয়ে বিদ্ধ করতে গেলেই তিনি বললেন: ‘তোমরা আমাকে এমনি এভাবেই রাখ; কেননা যিনি আমাকে আগুন সহ্য করার মত শক্তি দেন, তিনি আমাকে সেই শক্তিও দেবেন যাতে পেরেকের ব্যবস্থা ছাড়াও আমি চিতার উপরে অবিচল থাকি।’

১৪ [১] তাই ওরা তাঁকে পেরেক দিয়ে বিদ্ধ করল না, কেবল দড়ি দিয়েই বাঁধল। তাঁর দু’হাত পিঠের পিছনে বাঁধা হলে তিনি সেই বাঁধা অবস্থায়, বহুসংখ্যক পালের মধ্য থেকে

ঠিক যেন সুন্দর মেষের মত, আহুতির জন্য প্রস্তুত ও ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্য এক বলি যেন, স্বর্গের দিকে তাকিয়ে বললেন,

‘হে প্রভু, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর,
তোমার প্রিয় ও ধন্য দাস সেই যিশু খ্রিষ্টেরই পিতা
যাঁর দ্বারা আমরা তোমাকে জানতে পেরেছি;
স্বর্গদূত ও শক্তিবৃন্দের,
নিখিল সৃষ্টি ও তোমার সামনে জীবিত ধার্মিকদের সমগ্র জাতির হে ঈশ্বর (ক),
[২] আমি তোমাকে ধন্য বলছি,
কারণ তুমি এদিনে ও এ ক্ষণে
আমাকে সকল সাক্ষ্যমরদের সঙ্গে
তোমার খ্রিষ্টের পানপাত্রের অংশী হবার যোগ্য করে তুলেছ (খ)
আমি যেন পবিত্র আত্মার অক্ষয়শীলতার আশ্রয়ে
আত্মা ও দেহের অনন্ত জীবনের পুনরুত্থান লাভ করি (গ)।
আমাকে যেন আজ তাঁদের সঙ্গে
তোমার সম্মুখে উৎকৃষ্ট ও গ্রহণীয় বলিরূপেই গ্রহণ করা হয় (ঘ),
যেইভাবে তুমি, হে সত্যবাদী ও সত্যময় ঈশ্বর, তা নিরূপণ করেছ,
তা আগেও আমাকে দেখিয়েছিলে (ঙ),
ও এখন তা পূরণ করছ।
[৩] এর জন্য ও সবকিছুর জন্য আমি তোমার স্তুতিবাদ করি,
তোমাকে ধন্য বলি,
তোমাকে গৌরবান্বিত করি
তোমার প্রিয় দাস সেই সনাতন স্বর্গীয় যাজক যিশু খ্রিষ্টের সঙ্গে,
যাঁর দ্বারা তোমার ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক
এখন ও যুগযুগ ধরে। আমেন।’

১৫ [১] তিনি ‘আমেন’ বলে প্রার্থনা শেষ করলেই চিতার জন্য নিযুক্ত লোকগুলো আগুন জ্বালাল। আগুনের একটা প্রচন্ড শিখা উঠলে আমরা, যাদের দেখবার সুযোগ হয়েছিল, এই আমরাই তো বিস্ময়কর কিছু দেখলাম; আর আমরা এজন্যই তো রেহাই পেয়েছি, যাতে অপরের কাছে সেই ঘটনাগুলোর বর্ণনা দিতে পারি।

[২] এমনটি হল যে, আগুন যেন গুম্বজ-বিশিষ্ট ঘরের মত, জাহাজের বাতাসে-ভরা এক পালের মতই উঠে সাক্ষ্যমরটির দেহ দেওয়ালেরই মত ঘিরে ফেলল। তিনি তার ভিতরেই ছিলেন, কিন্তু তাঁর দেহ পোড়া দেহের মত নয়, বরং যেন ছেঁকা রুটি কিংবা মূষাতে শোধন করা সোনা বা রুপোর মত দেখাচ্ছিল। আর আমরা এমন সুবাস অনুভব করলাম, যা ধূপ বা অন্য কোন মহামূল্যবান সুগন্ধি দ্রব্যের সুবাসের মত।

১৬ [১] অবশেষে, বিধানবিহীন সেই মানুষেরা যখন টের পেল যে তাঁর দেহ আগুনে বিলীন হয় না, তখন ঘাতককে আজ্ঞা দিল সে যেন এগিয়ে গিয়ে খড়্গ দ্বারাই তার দেহ বিঁধিয়ে দেয়।

ঘাতক আজ্ঞা পালন করলেই পলিকার্পের সেই ঘা থেকে একটা কপোত (ক) বেরিয়ে গেল, বহু রক্তও বের হল যা আগুন নিভিয়ে দিল। গোটা জনতা স্তম্ভিত হয়ে পড়ল, কেননা তারা অবিশ্বাসী ও মনোনীতদের মৃত্যুর মধ্যকার পার্থক্য লক্ষ করল।

[২] আর আমাদের দিনগুলোতে যিনি প্রৈরিতিক ও নবীয় শিক্ষাগুরু হয়েছিলেন, স্মির্নার কাথলিক (খ) মন্ডলীর বিশপ, আমাদের সেই চমৎকার সাক্ষ্যমর পলিকার্প অবশ্যই মনোনীতদের একজন। কেননা তাঁর মুখ থেকে উদ্গত সকল বাণী সিদ্ধিলাভ করেছিল ও নতুন করে সিদ্ধিলাভ করবে।

১৭ [১] কিন্তু, হিংসুক ও ঈর্ষাপরায়ণ সেই ধূর্তজন, ন্যায়নিষ্ঠদের সেই প্রতিরোধী, সে যখন তাঁর সাক্ষ্যমরণের মহত্ত্ব ও আদি থেকে তাঁর নিষ্কলঙ্ক জীবনধারণ দেখল, এমনকি, সে যখন দেখল তিনি ইতিমধ্যে অমরতারই মুকুটে ভূষিত হলেন ও সেই অনির্বচনীয় পুরস্কার অর্জন করে গেছেন, তখন সে এমন চেষ্টা চালাল আমরা যেন তাঁর লাশ না নিয়ে যেতে পারি। বাস্তবিকই, সেই পবিত্র দেহাবশেষের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য (ক) অনেকেই তাঁর লাশ নিতে ইচ্ছা করছিল।

[২] তাই শয়তান হেরোদের পিতা ও আল্কের (খ) ভাই সেই নিকেতাসকে প্ররোচিত করল সে যেন প্রদেশপালকে অনুরোধ করে তিনি যেন সেই মৃতদেহ ফিরিয়ে নেওয়ার অধিকার প্রদান না করেন। সে একথা বলল, ‘পাছে তারা সেই ক্রুশবিদ্ধজনকে বাতিল করে এই মানুষকেই আরাধনা করতে শুরু করে।’

আসলে ইহুদীরাই এবিষয়ে চাপ দিচ্ছিল ও এসব কিছু সমর্থন করছিল; এমনকি, আমরা যখন চিতা থেকে তাঁর লাশ আনতে চাচ্ছিলাম তারা তখন এক প্রহরী-দল মোতায়েন করল। তারা তো জানে না আমরা খ্রিষ্টকে কখনও ত্যাগ করতে পারব না যিনি সারা বিশ্ব জুড়ে যারা পরিত্রাণকৃত হচ্ছে তাদের পরিত্রাণের উদ্দেশ্যে পাপীদের জন্য নিরপরাধী হয়ে যন্ত্রণাভোগ করলেন; আমরা অন্য একজনকে কখনও আরাধনা করতে পারব না। [৩] কেননা আমরা ঈশ্বরের পুত্র বলেই তাঁকে আরাধনা করি, কিন্তু সাক্ষ্যমর যাঁরা, তাঁদের আমরা প্রভুর শিষ্য ও অনুকারী বলেই ভালবাসি; আর এ সমীচীন, কেননা তাঁরা তাঁদের রাজা ও সদ্‌গুরুর প্রতি অসীম ভালবাসা দেখিয়েছেন। ঈশ্বর করুন, আমরাও যেন তাঁদের সঙ্গী ও সহ-শিষ্য হতে পারি (গ)।

১৮ [১] তাই ইহুদীদের বিবাদমূলক ব্যবহার দেখে শতপতি মৃতদেহটিকে মাঝখানে আনিয়ে তাদের নিজেদের প্রথা অনুযায়ী তা পুড়িয়ে দিল; [২] তাতে আমরা, কিছুকাল পরে, রত্নের চেয়েও মূল্যবান ও সোনার চেয়েও অমূল্য তাঁর সেই হাড়গুলো তুলে নিয়ে উপযুক্ত স্থানে রাখলাম। [৩] সেইখানে, যখন সম্ভব হবে, তখনই প্রভু আমাদের এমনটি দেবেন যাতে আনন্দ ও উল্লাসের সঙ্গে তাঁর সাক্ষ্যমরণের জন্মতিথি (ক) পালন করি, যাঁরা আমাদের আগে সংগ্রাম করেছিলেন তাঁদের স্মৃতি যাতে পালন করি, ও ভাবী সংগ্রামের জন্য যাতে উপযুক্তভাবে চর্চা করি।

১৯ [১] সুতরাং, এভাবেই ঘটেছিল ধন্য পলিকার্পের সাক্ষ্যমরণ। ফিলাদেল্ফিয়ার সাক্ষ্যমরদের কথা ধরলে তিনি হলেন স্মির্নার দ্বাদশ সাক্ষ্যমর; অথচ সকলের মধ্যে কেবল তিনিই এমন স্মৃতি রেখে গেলেন যার জন্য তাঁর কথা সর্বস্থানেই, বিধর্মীদেরও মধ্যে, ধ্বনিত। কেননা তিনি বিখ্যাত শিক্ষাগুরু শুধু নয়, প্রখ্যাত একজন সাক্ষ্যমরও ছিলেন, আর তাঁর সাক্ষ্যমরণ এমন আদর্শ যা সকলেরই অনুকরণের বিষয় যেহেতু

খ্রিষ্টের সুসমাচার অনুযায়ী। [২] তাঁর সহিষ্ণুতার মধ্য দিয়ে তিনি অধর্মের শাসকের উপর জয়ী হলেন, তাতে অমরতার মুকুট লাভ করলেন; আর এখন প্রেরিতদূতদের ও সকল ন্যায়নিষ্ঠদের সঙ্গে সর্বশক্তিমান পিতাকে গৌরবান্বিত করছেন, ও সেই যিশু খ্রিষ্টকে ধন্য বলছেন যিনি আমাদের প্রভু, আমাদের প্রাণের ত্রাণকর্তা, আমাদের দেহের পরিচালক, বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত কাথলিক মণ্ডলীর পালক।

২০ [১] আমাদের কাছ থেকে আপনারা এবিষয়ে বিস্তারিত তথ্য আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন, কিন্তু আমরা আপাতত আমাদের ভাই মার্কিওন দ্বারা তা সংক্ষিপ্ত ভাবেই ব্যক্ত করেছি।

তাই এই সমস্ত তথ্য পড়লে পর পত্রটিকে পার্শ্ববর্তী ভাইদের কাছে পাঠিয়ে দিন যাতে তারাও প্রভুকে গৌরবান্বিত করতে পারে যিনি আপন দাসদের মধ্য থেকে আপন মনোনীতদের বেছে নেন।

[২] আপন অনুগ্রহ ও বদান্যতা গুণে যিনি আমাদের সকলকে অনন্ত রাজ্যে প্রবেশ করাতে পারেন, তাঁর দাস সেই একমাত্র জনিত পুত্র যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা তাঁরই গৌরব, সম্মান, পরাক্রম ও মাহাত্ম্য হোক চিরকাল ধরে।

সকল পবিত্রজনের প্রতি শুভেচ্ছা রইল।

এখানে উপস্থিত সকলেই, বিশেষভাবে এ পত্রের লেখক এভারিস্তস ও তাঁর বাড়ির সকলেও, আপনাদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছে।

২১ [১] ধন্য পলিকার্প সাক্ষ্যমরণ বরণ করলেন ক্সান্থিকোস মাসের প্রথম ভাগের দ্বিতীয় দিনে, অর্থাৎ মার্চ মাসের কালেন্দাসের পূর্ববর্তী সপ্তম দিনে, অষ্টম ঘটিকায় (ক)। তাঁকে হেরোদ দ্বারা গ্রেপ্তার করা হয়েছিল ত্রাল্লেসের ফিলিপের মহাযাজকত্বকালে, স্তাতিউস কুয়াদ্রাতুসের প্রদেশপালনকালে কিন্তু আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টেরই অনন্ত রাজত্বকালে যাঁরই গৌরব, সম্মান, মাহাত্ম্য, রাজ-অধিকার, অনন্ত রাজাসন হোক যুগে যুগে চিরকাল। আমেন।

পরিশিষ্ট (ক)**:** ভ্রাতৃগণ, আপনাদের কাছে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, আপনারাই যে যিশু খ্রিষ্টের সুসমাচারের শিক্ষা অনুসারে জীবনধারণ করছেন: তাঁর সঙ্গে পিতা ঈশ্বরের ও

পবিত্র আত্মারও গৌরব হোক; মনোনীত পবিত্রজন-সকলও যেন পরিত্রাণ পেতে পারে যেইভাবে ধন্য পলিকার্প সাক্ষ্যমরণের গৌরব অর্জন করেছেন। তাঁর পাদচিহ্ন অনুসরণ করে আমাদেরও যেন এমনটি দেওয়া হয় যাতে যিশু খ্রিষ্টের রাজ্যে গিয়ে পৌঁছতে পারি।

[২] এসমস্ত কিছু পলিকার্পের শিষ্য ইরেনেউসের লেখা থেকে ইরেনেউসের এককালের সঙ্গী গাইউস দ্বারা উদ্ধৃত হয়েছিল। আর আমি, সক্রাতেস, করিন্থে, গাইউসের পাণ্ডুলিপি থেকে এসব কিছু টুকে নিয়েছি। অনুগ্রহ আপনাদের সঙ্গে বিরাজ করুক।

[৩] আর আমি, পিওনিউস (খ), উপরোল্লিখিত পাণ্ডুলিপি থেকে এসমস্ত টুকে নিয়েছি; তেমন পাণ্ডুলিপি আমি খুঁজে বের করেছি ধন্য পলিকার্পেরই দেওয়া এক দর্শন দ্বারা; এবিষয়ে পরে কথা বলব। যখন পাণ্ডুলিপিটা গ্রহণ করি তখন প্রাচীন বলে তা প্রায়ই বিলীন অবস্থায় ছিল, তাই প্রভু যিশু খ্রিষ্টও আপন মনোনীতদের সঙ্গে আপন স্বর্গীয় রাজ্যে আমাকে গ্রহণ করুন; পিতা ও পবিত্র আত্মার সঙ্গে তাঁরই গৌরব হোক যুগে যুগান্তরে। আমেন।

মস্কো-স্থিত পাণ্ডুলিপি অনুযায়ী অন্য পরিশিষ্ট: [২] এসমস্ত কিছু ইরেনেউসের লেখা থেকে টুকে নিয়ে গাইউস দ্বারা লিপিবদ্ধ হয়েছিল: গাইউস এককালে ইরেনেউসের সঙ্গে জীবনযাপন করেছিলেন, আর ইরেনেউস হয়েছিলেন পলিকার্পের শিষ্য।

[৩] কেননা এই ইরেনেউস, যিনি পলিকার্পের সাক্ষ্যমরণের সময়ে রোমে ছিলেন, অনেকেরই শিক্ষাগুরু হয়েছিলেন; আমাদের তাঁর অনেক লেখা আছে যেগুলো সুন্দর ও যথার্থ; সেগুলোতে তিনি বলেন পলিকার্প তাঁর নিজের গুরু হয়েছিলেন। সেই ইরেনেউস সকল ভ্রান্তমত খণ্ডন করলেন ও তাঁর পুণ্যবান পূর্বসূরীর কাছ থেকে গ্রহণ করা মাণ্ডলীক ও কাথলিক নিয়ম সম্প্রদান করেছেন।

[৪] ইরেনেউস একথাও বলেন, একদিন ধন্য পলিকার্প মার্কিওনপন্থী-উপমণ্ডলীর প্রধান মার্কিওনের সঙ্গে দৈবাৎ দেখা করলে মার্কিওন তাঁকে জিজ্ঞাসা করে, ‘পলিকার্প, আপনি কি আমাকে চিনতে পারেন?’ পলিকার্প বলেন, ‘হ্যাঁ, আপনাকে চিনতে পারছি, চিনতে পারছি, হে শয়তানের প্রথমজাত সন্তান।’

[৫] ইরেনেউসের লেখা থেকে এঘটনাও আমাদের কাছে সম্প্রদান করা হয়েছে: যেদিন যেসময় পলিকার্প স্মির্নায় সাক্ষ্যমরণ বরণ করেন, ঠিক সেইদিন সেইসময় ইরেনেউস (সেকালে তিনি রোমে ছিলেন) তুরির মত এক কণ্ঠ শুনলেন যা ঘোষণা করল, পলিকার্প সাক্ষ্যমরণ বরণ করেছেন।

[৬] তাই, যেমনটি বলেছি, গাইউস ইরেনেউসের লেখা থেকে টুকে নিয়ে এই লেখার একটা কোপী করলেন; আর করিন্থে ইসোক্রাতেস গাইউসের লেখা থেকে নিজের পাণ্ডুলিপি লিপিবদ্ধ করলেন।

আর আমি, পিওনিউস, ইসোক্রাতেসের পাণ্ডুলিপির একটা কোপী করলাম, পাণ্ডুলিপিটা আমি খুঁজে পেয়েছিলাম সাধু পলিকার্পেরই দেওয়া এক দর্শন দ্বারা। যখন পাণ্ডুলিপিটা গ্রহণ করি তখন প্রাচীন বলে তা প্রায়ই বিলীন অবস্থায় ছিল, তাই প্রভু যিশু খ্রিষ্টও আপন মনোনীতদের সঙ্গে আপন স্বর্গীয় রাজ্যে আমাকে গ্রহণ করুন; পিতা ও পবিত্র আত্মার সঙ্গে তাঁরই গৌরব হোক যুগে যুগান্তরে। আমেন।

(ক) খ্রিষ্টমণ্ডলীর বেলায় ইগ্নাসিউস শুধু 'কাথলিক' (তথা সার্বজনীন) শব্দটা ব্যবহার করতেন। এখানে, 'কাথলিক' ছাড়া মণ্ডলীকে 'পবিত্র'ও বলা হয়, আর পরবর্তীকালে, আজ পর্যন্তও, ঠিক এভাবেই (পবিত্র কাথলিক মণ্ডলী) মণ্ডলীকে আনুষ্ঠানিকভাবে চিহ্নিত করা হয়।

১ (ক) মার্ক ৮:৩৫।

(খ) এই পত্রে পলিকার্পের শুধু নয়, স্মির্না-মণ্ডলীর বিশ্বাসীদেরও বীরত্ব দেখা যেতে পারে, কেননা তারাও প্রভুর খাতিরে জীবন দেবার জন্য (অর্থাৎ সাক্ষ্যমরণ বরণ করার জন্য) আকাঙ্ক্ষী।

২ (ক) নির্যাতনকালে খ্রিষ্টভক্তগণ যেন স্বেচ্ছায় প্রশাসনের হাতে নিজেদের ধরিয়ে না দেয়, বরং পলিকার্পের মত সেপর্যন্ত অপেক্ষা করে যে পর্যন্ত প্রশাসন নিজে এসে তাদের গ্রেপ্তার করেন।

(খ) সাক্ষ্যমরণের সময়ে যিশু নিজেই যে সাক্ষ্যমরের কাছে উপস্থিত, এধারণা আদিখ্রিষ্টবিশ্বাসীদের মধ্যে খুবই প্রচলিত ছিল। এবিষয়ে স্মরণযোগ্য সাধ্বী ফেলিচিতার কথা: কারাগারে যে সৈন্য জিজ্ঞাসা করেছিল তিনি কীভাবে আসন্ন যন্ত্রণা ভোগ করতে পারবেন, তাকে তিনি এই উত্তর দিয়েছিলেন: এখন, এই কারাগারে, আমাকে একাই এই সমস্ত তীব্র যন্ত্রণা ভোগ করতে হচ্ছে, কিন্তু সেখানে, সেই রঙ্গভূমিতে, আর একজন আমার পাশে দাঁড়িয়ে আমার সঙ্গে যন্ত্রণাভোগ করবেন, কেননা আমিও তাঁর খাতিরে যন্ত্রণাভোগ করতে রাজি।

(গ) ইশা ৬৪:৪; ১ করি ২:৯।

৩ (ক) রোমীয় প্রদেশপালগণ সাধারণত নিষ্ঠুর প্রকৃতির মানুষ ছিলেন না, কিন্তু তবুও রোম সাম্রাজ্যের নিয়ম-কানুন অনুসারে ব্যবহার করতে অর্থাৎ অনিচ্ছাকৃতভাবেও নিজ কর্তব্য পালন করতে বাধ্যই ছিলেন।

(খ) খ্রিষ্টবিশ্বাসীগণ দেব-দেবীর পূজা করত না বিধায় তাদের 'নাস্তিক' বলা হত।

৪ (ক) মথি ১০:২৩ দ্রঃ। যিশুর যন্ত্রণাভোগে যেমন ঈশ্বরের প্রতি তাঁর বাধ্যতাই প্রকাশ পেয়েছিল, তেমনি সাক্ষ্যমরণেও সাক্ষ্যমরের মানবীয় সাহস নয়, ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতি তার বাধ্যতাই প্রকাশ পাবার কথা।

৬ (ক) যেমন যিশুর বেলায় যুদা, তেমনি পলিকার্পের বেলায় তাঁর আপনজনেরাই তাঁর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করল। পরবর্তী বর্ণনায়ও যিশুর যন্ত্রণাভোগের সঙ্গে পলিকার্পের যন্ত্রণাভোগের যথেষ্ট মিল লক্ষণীয়।

৭ (ক) মথি ২৬:৫৫ দ্রঃ।

(খ) প্রেরিত ২১:১৪।

(গ) সেকালের খ্রিষ্টবিশ্বাসীগণ বসা অবস্থায় নয়, পুরাতন নিয়মের নিয়ম অনুসারে পায়ে দাঁড়িয়েই ও হাত দু'টো উচ্চ করেই প্রার্থনা করত। এবং প্রায়ই উচ্চকণ্ঠেই প্রার্থনা জানাত।

৮ (ক) রোমীয় কর্মচারীবৃন্দ পৌত্তলিক হওয়ায় যিশুর এবাণী জানত না যা অনুসারে যে কেউ ইহলোকে তাঁকে অস্বীকার করবে তাকে স্বর্গে অস্বীকার করা হবে।

৯ (ক) এবিষয়ে কয়েকজন ব্যাখ্যাতা একথা সমর্থন করেন যে, যখন পলিকার্প ছিয়াশি বছর ধরে প্রভুর সেবা করে আসছেন, তখন একথা প্রমাণিত হয় যে, অবশ্যই শিশুকালে তাঁর বাপ্তিস্ম হয়েছিল। কিন্তু এ জানা কথা যে, বেশ কয়েক শতাব্দী ধরে মোটামুটি কুড়ি বছর বয়সের আগে কোন ব্যক্তিকে বাপ্তিস্ম দেওয়া হত না। সুতরাং পলিকার্পের উত্তরের সাধারণ অর্থই যে তিনি খ্রিষ্টীয় পরিবেশে মানুষ হয়েছিলেন বিধায় বাপ্তিস্ম গ্রহণ না করা সত্ত্বেও যিশুতে বিশ্বাসী ছিলেন।

১০ (ক) এতে স্পষ্টই প্রকাশ পায় যে প্রদেশপাল পলিকার্পের মৃত্যু ইচ্ছা করেন না।

(খ) রো ১৩:১-৭; ১ পিতর ২:১৩-১৪।

১২ (ক) রোমীয় বিধান অনুসারে খ্রিষ্টিয়ান হওয়াই মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধ। কিন্তু এই 'খ্রিষ্টিয়ান' নামের খাতিরে অসংখ্য খ্রিষ্টবিশ্বাসী গর্ব করে আনন্দের সঙ্গে সাক্ষ্যমরণ বরণ করল।

(খ) সেইকালের 'এশিয়া' ছিল বর্তমান তুরস্কের পশ্চিম অঞ্চল ও গ্রীসের একটা অংশ।

(গ) খ্রিষ্টিয়ানদের শত্রুরা নিজেরাই সাক্ষ্যদান করল!

(ঘ) এশিয়া-পাল ছিলেন রোম-সাম্রাজ্যের সেই অঞ্চলের সর্বোচ্চ ব্যক্তিত্ব যিনি ধর্মীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় সভাপতিত্ব করতেন (প্রেরিত ১৯:৩১ দ্রঃ)। ২১ অধ্যায় তিনি মহাযাজক বলে উল্লিখিত।

(ঙ) বন্যজন্তুদের সঙ্গে লড়াই দণ্ডটা সাধারণ দণ্ড ছিল না, কেবল ধর্মীয় পর্ব উপলক্ষেই তা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা।

১৩ (ক) ইহুদীরা সম্ভবত রোমীয়দের দেখাতে চাইত যে, খ্রিষ্টিয়ানদের সঙ্গে তারা কোনও ধরনের যোগাযোগই রাখত না।

১৪ (ক) সাম ৫৯:৩; যুদিথ ১১:১২,১৪।

(খ) মার্ক ১০:৩৮-৩৯; মথি ২৬:৩৯-৪২ দ্রঃ।

(গ) যোহন ৫:২৯।

(ঘ) লুক ২৩:৪৩।

(ঙ) পলিকার্প দর্শন পেয়ে নিজের বালিশ আগুনে পুড়তে দেখেছিলেন (৫ অধ্যায় দ্রঃ)।

১৬ (ক) সম্ভবত কপোতের বর্ণনা পরবর্তীকালেই যোগ দেওয়া হল।

(খ) ইগ্নাসিউসের পত্রাবলিতে যেমন, এখানেও মণ্ডলী কাথলিক (তথা সার্বজনীন) বলে বর্ণিতা।

১৭ (ক) খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের পারস্পরিক সহভাগিতা বা মিলন জীবনের সীমা অতিক্রম করে; মৃত্যুও তা ছিন্ন করতে পারে না। এজন্যই সাক্ষ্যমরগণ খ্রিষ্টভক্তগণের শ্রদ্ধার পাত্র।

(খ) আল্কে সম্ভবত হলেন সেই খ্রিষ্টভক্তা যাঁর কথা ইগ্নাসিউসের পত্রাবলিতেও বারবার উল্লিখিত। সেজন্যই খ্রিষ্টবিশ্বাসী না হয়েও নিকেতাস ও হেরোদ পলিকার্পকে চিনতেন এবং কোন রকমে তাঁকে বাঁচাতেও চেষ্টা করেছিলেন; যদিও পরে তাঁকে ত্যাগ করেছিলেন (৮ অধ্যায় দ্রঃ)।

(গ) এখানে এসত্য অধিক স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, খ্রিষ্টের প্রতি সম্মান ও সাধুসাধ্বীর প্রতি সম্মান এক নয়: খ্রিষ্টকে ঈশ্বররূপে আরাধনাই করা হয়, সাধুসাধ্বীদের প্রতি ভালবাসা বা শ্রদ্ধাই দেখানো হয়।

১৮ (ক) সাক্ষ্যমরণের দিনে সাক্ষ্যমর স্বর্গে জন্ম নেন। লক্ষণীয়, সেকালেই সাক্ষ্যমরদের দেহাবশেষের উপরে এউখারিস্তিয়া উদ্‌যাপন করার প্রথা শুরু হয় যা স্বর্গীয় ও মর্ত খ্রিষ্টমণ্ডলীর ঐক্যের চিহ্ন।

২১ (ক) অর্থাৎ, ২৩শে ফেব্রুয়ারী ১৫৫, বিকেল দু'টো। সালের কথা উল্লিখিত না হলেও এভাবে অনুমাণ করা যায়: স্তাতিউস কুয়াদ্রাতুস ১৫১ থেকে ১৫৭ সাল পর্যন্ত প্রদেশপাল ছিলেন, আর শুধু ১৫৫ সালেই ২৩ ফেব্রুয়ারী সপ্তম দিনে র্অথাৎ এক শনিবারেই পড়ল।

পরিশিষ্ট (ক) পরিশিষ্টের প্রথম বাক্যটা সম্ভবত ফিলোমেলিওন-মন্ডলীই লিখেছিল যখন পত্রটিকে নানা স্থানীয় মন্ডলীর কাছে পাঠিয়েছিল। বাকি অংশটা পরবর্তীকালের লেখা।

(খ) এই পিওনিউস দেকিউস সম্রাটের আমলে ২৫০ সালে সাক্ষ্যমরণ বরণ করেন। কথিত আছে, তিনি 'পলিকার্পের জীবনী' রচনা করেছিলেন যার অন্তর্ভুক্ত একটা **অংশ** হল পলিকার্পের এই সাক্ষ্যমরণ-বৃত্তান্ত। পলিকার্পের সাক্ষ্যমরণ-বৃত্তান্তটা কিন্তু খ্রিষ্টমণ্ডলীর ইতিহাসের প্রখ্যাত লেখক এউসেবিউসের লেখাগুলোতেও পাওয়া যায়।
কোন না কোন ব্যাখ্যাতা একথা সমর্থন করেন যে, 'পলিকার্পের জীবনী' লেখাটা সত্যিই সাধু পিওনিউসের এমন রচনা যা ঐতিহাসিক দিক দিয়েও যথেষ্ট মূল্যবান। কিন্তু বেশির ভাগ ব্যাখ্যাতাগণ মনে করেন, 'পলিকার্পের জীবনী' প্রকৃতপক্ষে সাধু পিওনিউসের রচনা নয়, বরং চতুর্থ শতাব্দীর শেষের দিকের অজানা এক লেখকের এমন লেখা যার গুরুত্ব বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যেই সাধু পিওনিউসের রচনা বলে উপস্থাপন করা হয়েছিল।

পাপিয়াস ও কুয়াদ্রাতুসের লেখার অংশবিশেষ

পাপিয়াসের লেখার অংশবিশেষ

ফ্রিগিয়া প্রদেশে অবস্থিত হিয়েরাপলিস এর বিশপ পাপিয়াস দ্বিতীয় শতাব্দীর অজানা পাঁচ খণ্ডবিশিষ্ট একটি ধর্মীয় পুস্তক রচনা করেন। দ্বিতীয় শতাব্দীর সাধু ইরেনেউসের মতে সেই পুস্তক ছিল প্রভুর বচনাদির একটি সঙ্কলন। আবার, চতুর্থ শতাব্দীর এউসেবিউসের মতে সেটি ছিল প্রভুর বচনাদির ব্যাখ্যা। যাই হোক, পুস্তকটি রচনা করার জন্য পাপিয়াস লিখিত ও মৌখিক উভয় ধরনের সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করেন। দুঃখের কথা, পরবর্তীকালে পুস্তকটি হারিয়ে যায়।

বিখ্যাত বিশপ সাধু ইরেনেউস সমর্থন করেন, পাপিয়াস ছিলেন প্রেরিতদূত যোহনের শিষ্য ও সাধু পলিকার্পের সঙ্গী। অপরপক্ষে, তাঁর সঙ্কলিত বিভিন্ন সাক্ষ্যের উপর বারবার নির্ভর করলেও এউসেবিউস তাঁর লেখা ‘খ্রিষ্টমণ্ডলীর ইতিহাস’ পুস্তকে পাপিয়াসকে তত মর্যাদা আরোপ করেন না। তার কারণ, পাপিয়াস হয়েছিলেন সহস্রবর্ষবাদ-পন্থী। এ মতবাদ অনুসারে প্রভু যিশুর পুনরাগমনের পর জগতের বিলুপ্তি হবে না, বরং তিনি এ পৃথিবীতে এসে ধার্মিকদের সঙ্গে সশরীরে এক হাজার বছর রাজত্ব করবেন। শুধু এই এক হাজার বছর ব্যাপী রাজত্বের পরেই বিশ্বজগতের বিলুপ্তি ঘটবে ও অনন্ত রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে।

পাপিয়াস এ অদ্ভুত মতবাদের অনুসারী হওয়ায় এউসেবিউস ‘প্রেরিতদূত’ যোহনের নয় বরং ‘প্রবীণ’ নামে আখ্যায়িত অচেনা একজন যোহনের শিষ্য বলে তাঁকে গণ্য করেন। কিন্তু এউসেবিউসের কথার তুলনায় সাধু ইরেনেউসেরই প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য, কারণ তিনি ছিলেন পাপিয়াসের সঙ্গী সেই সাধু পলিকার্পের শিষ্য।

এখানে পাপিয়াসের তিনটে অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়: সাধু ইরেনেউস, এউসেবিউস, ও লাওদিকেয়ার আপল্লিনারিসের লেখায় বিক্ষিপ্ত পাপিয়াস-লিখিত অংশবিশেষ। বিশেষ লক্ষণীয় হল সেই অংশগুলি যেখানে বিবিধ প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য সংগ্রহ

করার জন্য পাপিয়াসের উদ্বেগ প্রকাশ পায় এবং মার্ক ও মথি রচিত ‘সুসমাচার’ পুস্তক দু’টোর উৎপত্তি বিষয়ে সাক্ষ্যদান করা হয়।

সূচীপত্র

সাধু ইরেনেউসের লেখা থেকে (ভ্রান্তমতের বিরুদ্ধে, ৫ম পুস্তক ৩৩:৩-৪)

এভাবে পূর্বঘোষিত আশীর্বাদ নিঃসন্দেহে সেই [ঐশ]রাজ্যেরই কালের বিষয় যে

কালে ধার্মিকেরা মৃতদের মধ্য থেকে উঠবে ও রাজত্ব করবে, যে কালে জগৎসৃষ্টি নবীকৃত ও মুক্তিপ্রাপ্ত হয়ে আকাশের শিশির ও ভূমির উর্বরতা দ্বারা প্রচুর ও বিবিধ ধরনের খাদ্য উৎপাদন করবে। বস্তুত, প্রভুর শিষ্য যোহনকে যারা দেখেছিলেন সেই প্রবীণেরা স্মরণ করেন, তাঁরা যোহনের কাছেই শুনেছিলেন সেই কাল সম্বন্ধীয় প্রভুর একথা, ‘এমন দিনগুলি আসবে যখন এমন আঙুরখেতগুলো উৎপন্ন হবে যেগুলোর এক একটায় থাকবে দশ হাজার আঙুরলতা, এক একটা আঙুরলতায় দশ হাজার শাখা, এক একটা শাখায় দশ হাজার প্রশাখা, এক একটা প্রশাখায় দশ হাজার বৃন্ত, এক একটা বৃন্তে দশ হাজার গুচ্ছ, এক একটা গুচ্ছে দশ হাজার ফল এবং এক একটা নিংড়ানো ফল দেবে প্রচুর পরিমাণ রস। আর যখন একজন খ্রিষ্টভক্ত এ ধরনের একটা গুচ্ছ নিতে ইচ্ছা করবে তখন অপর একটা গুচ্ছ তাকে চিৎকার করে বলবে, আমিই শ্রেষ্ঠ, আমাকে নাও, আর আমার মাধ্যমে প্রভুর প্রশংসা কর।

একই প্রকারে, একটা গমের দানা থেকেও দশ হাজার শিষ উৎপন্ন হবে, এক একটা শিষে থাকবে দশ হাজার শষ্যকণা এবং এক একটা শষ্যকণা দেবে পাঁচ পাউন্ড সাদা ময়দা। আর অন্যান্য যত ফল, বীজ ও শাক এই পরিমাণ ফল ফলাবে, এবং ভূমির ফল খায় যত প্রাণী, তারা শান্ত, একত্র ও মানুষের বাধ্য থাকবে।’

যোহনের শিষ্য ও পলিকার্পের সঙ্গী সেই প্রাচীন পুরুষ পাপিয়াসও তাঁর লেখার চতুর্থ খণ্ডে এ শিক্ষার বিষয়ে লিখিত সাক্ষ্য দান করেন। তিনি পাঁচ খণ্ডবিশিষ্ট এক পুস্তক লিখেছিলেন। তিনি আরও লিখে গেছেন, ‘যাদের বিশ্বাস আছে তাদের কাছে এ সকল কথা স্পষ্ট। আর যুদা, সেই বিশ্বাসঘাতক, কথাটা বিশ্বাস না করে জিজ্ঞাসা করল, তেমন

কিছু কেমন করে প্রভু উৎপাদন করাবেন? উত্তরে প্রভু বললেন, যারা সেই কালে আসবে তারাই এসব কিছু দেখবে।’

কায়েসেরিয়ার এউসেবিউসের লেখা থেকে (মণ্ডলীর ইতিহাস, ৩য় পুস্তক ৩৯:১-১৭)

আমরা সেই পাপিয়াসের পাঁচ খণ্ডবিশিষ্ট একটি লেখা পেয়েছি যার নাম ‘প্রভুর বচনাদির ব্যাখ্যা’(ক)। ইরেনেউসও এই লেখা তাঁর একমাত্র লেখা বলে উল্লেখ করেন; এবিষয়ে তিনি বলেন, ‘যোহনের শিষ্য ও পলিকার্পের সঙ্গী সেই প্রাচীন পুরুষ পাপিয়াসও তাঁর লেখার চতুর্থ খণ্ডে এই শিক্ষার বিষয়ে লিখিত সাক্ষ্য দান করেন; তিনি পাঁচ খণ্ডবিশিষ্ট একটি পুস্তক লিখেছিলেন।’

এটি হল ইরেনেউসের সাক্ষ্য। কিন্তু, সত্য কথা বলতে গেলে, স্বয়ং পাপিয়াস তাঁর উপদেশাবলির সূচনায় একথা বলেন না, তিনি পবিত্র প্রেরিতদূতদের শুনেছিলেন ও তাঁদের স্বচক্ষে দেখেছিলেন, বরং তাঁর কথার মাধ্যমে তিনি আমাদের অবগত করেন যে, প্রেরিতদূতদের সঙ্গীদেরই কাছ থেকে তিনি বিশ্বাস-সংক্রান্ত শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর কথা এ, ‘আমার ব্যাখ্যা সত্য বলে প্রতিপন্ন করার জন্য সেটার সঙ্গে প্রবীণদের কাছ থেকে যা ভালভাবে জানতে পেরেছিলাম, সেই সকল সংবাদও নিবেদন করা তেমন অনুপযোগী মনে করছি না। সেই সংবাদগুলো আমার মনের মধ্যে এখনও স্পষ্টভাবে খোদাই করা আছে। বাস্তবিক, সকলের মত আমি যারা বেশি কথা বলে তাদের কথা তত আগ্রহের সঙ্গে শুনতাম না, বরং তাদেরই কথা শুনতাম যারা সত্য শেখাত। আর যারা পরের আজ্ঞা জানায় এদেরও নয়, কিন্তু যারা আমাদের ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে প্রভুর দেওয়া সকল আজ্ঞা শেখায়—এমন আজ্ঞা যা স্বয়ং সত্য থেকে আগত—এদেরই শিক্ষা শুনতাম। আর কোন জায়গায় আমি যদি কারও সঙ্গে সাক্ষাৎ করতাম যারা প্রবীণদের সঙ্গে জীবন কাটিয়েছিলেন, তাহলে আমি তাদের উপদেশ জানতে চেষ্টা করতাম—কী কী বলেছিলেন আন্দ্রিয় ও পিতর, কী কী বলেছিলেন থোমা ও যাকোব, কী কী বলেছিলেন যোহন ও মথি বা প্রভুর অন্য যে কোন শিষ্য; কী কী বলেন প্রভুর দু’জন শিষ্য আরিস্তিওন ও সেই প্রবীণ (খ) যোহন। কেননা আমার দৃঢ় ধারণা ছিল যে, যাঁরা

তখনও জীবিত ছিলেন তাঁদেরই জীবন্ত সাক্ষ্য (গ) শোনা যত উপকারী হবে এর তুলনায় কোন বই-পুস্তক তত উপকারী হবে না।’

এসম্পর্কে আমরা ভাল করে লক্ষ করব যে, এখানে পাপিয়াস দু’বার যোহন নামটি উল্লেখ করেন: প্রথমবার তিনি পিতর, যাকোব, মথি ও অন্যান্য প্রেরিতদূতদের সঙ্গে তাঁকে তালিকাভুক্ত করেন, আর এভাবে স্পষ্টই দেখান যে সুসমাচার-রচয়িতার নাম বলা হচ্ছে; দ্বিতীয় বার স্পষ্টভাবে নির্ণয় করে প্রেরিতদূতদের সংখ্যায় নয়, পাশেই তাঁকে স্থাপন করেন, এমনকি সেই আরিস্তিওনকেও তাঁর আগে উল্লেখ করেন। তাছাড়া তিনি নির্দিষ্ট ভাবে তাঁকে “প্রবীণ” বলেই অভিহিত করেন।

সুতরাং এ সাক্ষ্য তাদের কথা সত্য বলে প্রমাণ করে যারা দৃঢ়তার সঙ্গে বলে যে, এশিয়া (ঘ) প্রদেশে যোহন নামক দু’জন ব্যক্তি ছিলেন, যেমন এফেসসে এখনও যোহনের দু’টো সমাধিমন্দির রয়েছে। আর এ সাক্ষ্য তত মূল্যহীন নয় কারণ যদি কেউ সেই প্রথমজনকে বাতিল করে তাহলে একথা যথেষ্ট সত্যাশ্রয়ী হবে যে, দ্বিতীয়জনই খুব সম্ভব সেই ঐশপ্রকাশ পেয়েছিলেন যা আমাদের কাছে যোহনের নামে সম্প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া পাপিয়াস বলেন, তিনি প্রেরিতদূতদের কাছ থেকে নয়, বরং যারা তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিল এদেরই কাছ থেকে প্রেরিতদূতদের বচনাদি পেয়েছিলেন; তিনি কেবল আরিস্তিওন ও সেই প্রবীণ যোহনেরই প্রত্যক্ষ শ্রোতা হয়েছিলেন। বারবার তিনি এঁদের নাম উল্লেখ করেন ও তাঁরা যা সম্প্রদান করেছিলেন তা-ই তিনি নিজের লেখায় লিপিবদ্ধ করেন। এ সমস্ত তথ্যের বিবরণ অনর্থক বলে বোধ করি না।

পাপিয়াসের এই সমস্ত সাক্ষ্য ছাড়া এগুলোও উল্লেখযোগ্য মনে করি। বিশেষভাবে যখন তিনি সেই সকল বিস্ময়কর ঘটনা বর্ণনা করেন যা তাঁর কাছে সম্প্রদান করা হয়েছিল। হিয়েরাপলিস নগরীতে তাঁর মেয়েদের সঙ্গে প্রেরিতদূত ফিলিপের (ঙ) বসবাস সম্বন্ধে পূর্বেই কথা বললাম। কিন্তু এবিষয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে যে, পাপিয়াস (তিনি তো সেই কালের মানুষ ছিলেন) স্মরণ করেন, তিনি ফিলিপের মেয়েদের মুখ থেকেই চমৎকার একটি কাহিনী শুনেছিলেন। তিনি বলেন, সেই সময় একটি মৃত লোকের পুনরুত্থান হয়েছিল ও বার্সাব্বাস নামে পরিচিত যুস্তুসের একটি বিস্ময়কর ঘটনা ঘটেছিল। এই যুস্তুস মৃত্যুজনক বিষ খেয়েছিলেন, কিন্তু ঈশ্বরের কৃপায় তাঁর কোন ক্ষতি

হল না। এই যুস্তুস হলেন মাথিয়াসের সঙ্গে সেই ব্যক্তি যাঁর নাম প্রভুর স্বর্গারোহণের পর পবিত্র প্রেরিতদূতদের দ্বারা প্রস্তাব করা হয়েছিল; তাঁরা প্রার্থনা করেছিলেন যেন জানতে পারেন বিশ্বাসঘাতক যুদার স্থানে এ দু'জনের মধ্যে কে প্রেরিতদূত পদে নিযুক্ত হবেন। প্রেরিতদের কার্যবিবরণী ঘটনাটি এভাবে বর্ণনা করে, 'তাঁরা দু'জনের নাম প্রস্তাব করলেন, যুস্তুস নামে পরিচিত যোসেফ যাঁকে বার্সাব্বাস ডাকা হত, এবং মাথিয়াস। তাঁরা প্রার্থনা করলেন ...[চ]।

তাঁর লেখায় পাপিয়াস প্রভুর উপদেশাবলির অন্য কতগুলো ব্যাখ্যাও আমাদের কাছে সম্প্রদান করেছিলেন। এসব কিছু তিনি শুনেছিলেন সেই আরিস্তিওনের কাছে যাঁর কথা পূর্বে বলেছি। উপরন্তু তিনি সেই প্রবীণ যোহনের বিভিন্ন মৌখিক সম্প্রদান-করা-শিক্ষাও আমাদের কাছে সম্প্রদান করেছিলেন, এবিষয়ে যারা অবগত হতে ইচ্ছা করে, আমরা সেই সকল লেখার দিকে তাদের মন আকর্ষণ করি।

আমরা বরং পাপিয়াসের উপরোল্লিখিত কথা ছাড়া মার্ক-রচিত সুসমাচারের উৎপত্তি উল্লেখ করা আবশ্যক মনে করি। এবিষয়ে পাপিয়াস বলেন, 'একথাও সেই প্রবীণ বলতেন, মার্ক পিতরের অনুবাদক হয়েছিলেন। প্রভুর যে সকল বচন ও ঘটনা তাঁর স্মরণে ছিল, তিনি সঠিকভাবে অথচ একটু এলোমেলোভাবেই সেগুলো লিপিবদ্ধ করলেন। কেননা তিনি প্রভুকে শোনেননি, তাঁর অনুসরণও করেননি; কিন্তু—যেমন বলেছি—শুধু পরবর্তীকালে পিতরেরই অনুসরণ করলেন। আর পিতর সুবিধাক্রমেই উপদেশ দিতেন; আসলে তাঁর এ পরিকল্পনা ছিল না, তিনি প্রভুর বচনাদি সূক্ষ্মভাবে সঙ্কলন করবেন। সুতরাং মার্কের কোন দোষ নেই তিনি যদি যেইভাবে তাঁর মনে ছিল শুধু সেইভাবেই কয়েকটি কথা লিপিবদ্ধ করে থাকেন। মাত্র একটি বিষয়ে তিনি ব্যস্ত ছিলেন: যা শুনেছিলেন সেই সকল কথার একটিমাত্রও বাতিল করবেন না, আর তাছাড়া কোন মিথ্যাও সংযোগ করবেন না।'

এটি হল মার্কের বিষয়ে পাপিয়াসের সাক্ষ্য। মথি সম্বন্ধে তিনি একথা বলেন, 'মথি হিব্রু ভাষায় প্রভুর বচনাদি সঙ্কলন করলেন, এবং এক একজন তার সাধ্য অনুসারে সেগুলো ব্যাখ্যা করল।'

তাছাড়া পাপিয়াস যোহনের প্রথম পত্র ও পিতরেরও পত্রের বিষয়ে কয়েকটি সাক্ষ্য উপস্থাপন করেন। আর একটি ঘটনাও বর্ণনা করেন, সেই নারীর কথা যার বহু পাপের জন্য প্রভুর কাছে অভিযুক্ত হয়েছিল (ছ)। এঘটনা হিব্রুদের সুসমাচারে বিবৃত।

উপরোল্লিখিত তথ্য ছাড়া এ সকল সংবাদও প্রয়োজনীয় মনে করলাম।

লাওদিকেয়ার আপল্লিনারিসের লেখা থেকে (প্রেরিতদের কার্যবিবরণী-পরম্পরা)

আপল্লিনারিসের কথা: যুদা গলায় দড়ি দিয়ে মরল না, কিন্তু বেঁচে থাকল, কারণ

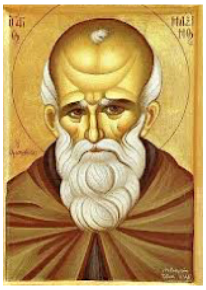

শ্বাসরোধের ফলে মরার আগে সেই দড়ি থেকে নিজেকে মুক্ত করেছিল। একথা প্রেরিতদের কার্যবিবরণীতে স্পষ্টভাবে নির্দেশিত, 'পরে মুখ থুবড়ে পড়ে যাওয়ায় তার পেট ফেটে গেছিল আর নাড়িভুঁড়ি সব বেরিয়ে পড়েছিল।'(জ) কিন্তু আরও স্পষ্টভাবে যোহনের শিষ্য পাপিয়াস এঘটনা বর্ণনা করেন। 'প্রভুর বচনাদির ব্যাখ্যা' পুস্তকের চতুর্থ খণ্ডে তিনি বলেন,

'যুদা অধর্মের মহৎ আদর্শরূপে সারা জগতে ঘুরে বেড়াল। তার দেহখানি এতই ফুলে উঠেছিল যে একটা গাড়ি যেখানে সহজে যেতে পারে সে সেখান দিয়ে যেতে পারত না; এমনকি তার মাথা পর্যন্ত সেখান দিয়ে ঢুকতে পারত না। কথিত আছে, তার চোখের পাতা দু'টো এতই ফুলে উঠেছিল যে কোন মতেই সে আলো দেখতে পাচ্ছিল না; তার চোখ দু'টো এত গভীরে ভিতরে চলে গেছিল যে চিকিৎসক পর্যন্ত তার চোখ পরীক্ষা করতে পারত না। কথিত আছে, তার অণ্ড দু'টো অতিমাত্রায় ফুলেছিল, অবস্থাটা একেবারে ঘৃণ্যই ছিল, আর সেগুলো থেকে অধিক পরিমাণ পুঁজ বের হত, কতগুলো পোকাও সমস্ত শরীর থেকে জমে সেখান থেকেই মলের সঙ্গে বের হত। কথিত আছে, এধরনের কষ্টদায়ক পীড়ার পর সে তার একটি নিজস্ব জমিতে প্রাণত্যাগ করল। কিন্তু অসহ্য দুর্গন্ধের কারণে সেই জমি এখনও জনশূন্য ও উৎসন্ন হয়ে রইল। এমনকি, তার শরীর থেকে এত পরিমাণ পচানি মাটিতে ঢুকেছে যে আজ পর্যন্তও সেই জায়গা দিয়ে যেতে হলে নাক বন্ধ না করে পারা যায় না।'

কুয়াদ্রাতুসের লেখার অংশবিশেষ

সাধু কুয়াদ্রাতুস ১২৫ খ্রিষ্টাব্দে এথেন্সের বিশপ পদে উন্নীত হন। তিনি নির্যাতনকারী রোম সাম্রাজ্যকে উদ্দেশ্য করে খ্রিষ্টধর্মের পক্ষসমর্থনে একটা পত্র লেখেন। ১২৯ সালে তিনি শিরশ্ছেদ মৃত্যু ররণ করেন।

মূল লেখাটি হারিয়ে গেছে, কিন্তু এউসেবিউস ‘খ্রিষ্টমণ্ডলীর ইতিহাস’ পুস্তকের চতুর্থ খণ্ডে সেটির একটি অংশ লিপিবদ্ধ করেছিলেন। উদ্ধৃতাংশটি সংক্ষিপ্ত হলেও তবু যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ, কেননা তার মাধ্যমে প্রভুর অলৌকিক কাজগুলোর বাস্তবতা প্রমাণিত।

সূচীপত্র

সম্রাট ত্রাইয়ানুস সাড়ে উনিশ বছর রাজত্ব করেন। তাঁর পরে সম্রাটপদে উঠলেন এলিউস আদ্রিয়ানুস। এঁরই কাছে কুয়াদ্রাতুস নিবেদন করেন সেই বক্তৃতা যা সকলের সামনে প্রদান করেছিলেন। সেটি লিখিত হয়েছিল আমাদের ধর্মের পক্ষসমর্থনের জন্য, কারণ কয়েকজন দুর্জন ব্যক্তি আমাদের লোকদের অত্যাচার করতে যাচ্ছিল। অধিকাংশ খ্রিষ্টিয়ানদের কাছে এ লেখা আছে, আমাদেরও আছে। তাতে কুয়াদ্রাতুসের তীক্ষ্ণ প্রতিভা ও প্রৈরিতিক ধর্মবিশ্বাস বিষয়ে তাঁর যথার্থতা প্রতীয়মান হয়। তিনি নিজেই যে পরোক্ষভাবে আপন প্রাচীনতা প্রমাণ করেন, তা নিম্নলিখিত কথাগুলোতে প্রকাশ পায়, ‘আমাদের ত্রাণকর্তার কার্যগুলো সবসময় প্রকাশমান ছিল, কারণ সেগুলি ছিল সত্য [ক]। তাই যারা রোগমুক্ত বা মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুজ্জীবিত হয়েছিল তারা শুধু অলৌকিক কাজের সময়ে বা পুনরুত্থানের সময়ে নয় বরং অনেক দিন পরেও জগতের বুকে দৃশ্যমান ছিল। ত্রাণকর্তা যে সময় এমর্তে থাকলেন সেই সময়ের জন্য শুধু নয়, তাঁর মৃত্যুর পরেও তারা বেঁচে থাকল, এমনকি তাদের কয়েকজন আজও জীবিত আছে।’

———————————

পাপিয়াস

(ক) অনুবাদান্তরে, প্রভুর বচন-মালা।

(খ) আরিস্তিওন ও প্রবীণ যোহনের বেলায় 'বলেন', কিন্তু বাকি সকলের বেলায় (পিতর ইত্যাদি শিষ্য) 'বলেছিলেন' কথাটা ব্যবহৃত। তাতে অনুমান করা যেতে পারে, পাপিয়াসের সময়ে আরিস্তিওন ও সেই প্রবীণ যোহন জীবিতই ছিলেন, অন্যান্যরা মারা গেছিলেন। কিন্তু তবুও যুক্তি তত পরীক্ষাসিদ্ধ নয়, কেননা পাপিয়াস 'প্রবীণ' নামটা প্রেরিতদূতগণের বেলায়ও ব্যবহার করেন, যোহনের বেলায়ও ব্যবহার করেন; ফলে একথাও সমর্থন করা যেতে পারে যে, প্রথম উল্লিখিত যোহন এবং পরপর উল্লিখিত প্রবীণ যোহন একই ব্যক্তি, অর্থাৎ প্রভুর প্রেরিতদূত যোহন। এউসেবিউস কিন্তু এ শেষ অভিমত সমর্থন করেন না। উল্লেখযোগ্য যে, বর্তমানকালের ব্যাখ্যাতাগণও এবিষয়ে একমত নন।

(গ) কথাটা গুরুত্বপূর্ণ: প্রভু প্রেরিতদূতগণকে তাঁর নিজের জীবনী লিখতে নয়, তাঁর বিষয়ে জীবন্তই সাক্ষ্য বহন করতে আজ্ঞা করেছিলেন।

(ঘ) সেইকালের 'এশিয়া' ছিল বর্তমান তুরস্কের পশ্চিম অঞ্চল ও গ্রীসের একটা অংশ।

(ঙ) প্রেরিত ২১:৮-৯।

(চ) প্রেরিত ১:২৩-২৪।

(ছ) যোহন ৮:৩-১১ দ্রঃ।

(জ) প্রেরিত ১:১৮।

কুয়াদ্রাতুস

(ক) যোহন ৩:২১।

বার্নাবাসের পত্র

বার্নাবাসের পত্রের প্রথম উক্তি ও শেষ অংশটুকু পড়ে পাঠক মনে করতে পারেন, লেখাটি সত্যিই একটি পত্র; কিন্তু এ অংশ দু'টো বাদে বাকি সমস্ত লেখা এমনটি দেখায় যে, প্রকৃতপক্ষে লেখাটি পত্র তত নয়, বরং এমন ঐশতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা যার মূল বক্তব্য হল, শাস্ত্র সংক্রান্ত ইহুদী ব্যাখ্যা ভুল, কেননা ইহুদীরা শাস্ত্রের আক্ষরিক অর্থের উপরে ভিত্তি করে; অপরদিকে খ্রিষ্টিয়ানদের ব্যাখ্যা সঠিক, কেননা শাস্ত্রের সেই আক্ষরিক অর্থের গুপ্ত অর্থ অনাবৃত ক'রে দেখায় যে, পুরাতন নিয়ম খ্রিষ্টেরই কথা বলে। আসলে আদিমণ্ডলীকালে নানা জিজ্ঞাস্য বিষয়ের মধ্যে একটাই বিশেষভাবে প্রাধান্য লাভ করছিল, তথা, ইহুদীদের ও খ্রিষ্টিয়ানদের মধ্যে সম্পর্কটা কি?

এ দৃষ্টিকোণ অনুসারে বার্নাবাসের পত্র আনুসঙ্গিক এ সমস্যা তুলে ধরে: যখন খ্রিষ্টভক্তরা পুরাতন নিয়ম মেনে নেয়, ফলত পুরাতন নিয়মে উপস্থাপিত স্রষ্টা ও মঙ্গলবিধাতা ঈশ্বরকে ও তাঁর নীতিও মেনে নেয়, তখন কেনই বা পুরাতন নিয়মের উপাসনা-রীতি ও বিধিনিয়ম (যথা শাব্বাৎ ও খাদ্য সংক্রান্ত বিধি ইত্যাদি) মেনে নেবে না?

আজকালে এ প্রশ্নের উত্তরে 'ঐশপ্রকাশের অগ্রগতিশীলতার' কথা উপস্থাপন করা হয়, অর্থাৎ এ ধারণা উপস্থাপন করা হয় যে, পুরাতন নিয়মের ঐশপ্রকাশে নিহিত ছিল কতগুলো সময়সাপেক্ষ ও অপূর্ণাঙ্গ দিক। কিন্তু পত্রের লেখকের সময়ে এ ধারণা অপ্রচলিত এমনকি অজানা-ই ছিল। তিনি পূর্বচ্ছবি ও আক্ষরিক অর্থের গুপ্ত অর্থ ভিত্তিক ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করেন কেননা, যেমনটি বলা হয়েছে, তিনি বিশ্বাস করতেন যে, বাইবেলের সর্বস্থানে এমন গভীর ও রহস্যময় অর্থ নিহিত যা খ্রিষ্টের দিকে অঙুলি নির্দেশ করে। এতে তিনি স্বয়ং যিশু ও প্রেরিতদূতদের একই পদ্ধতি পালন করছিলেন, কেননা তাঁরাও পুরাতন নিয়মের অস্পষ্ট কোন না কোন দিক নতুন অর্থে ব্যাখ্যা করেছিলেন, যেমন মরুপ্রান্তরে উত্তোলিত সেই সাপ (যোহন ৩:১৪) বা 'এ সমস্ত ঘটেছিল যেন শাস্ত্রবাণী পূর্ণতা লাভ করে: তাঁর একটা হাড়ও ভগ্ন হবে না' (যোহন

১৯:৩৬) ইত্যাদি বাক্য যা যিশুতে সিদ্ধ; এক্ষেত্রে বার্নাবাসের পত্র ও হিব্রুদের কাছে পত্রের মধ্যে যথেষ্ট মিল রয়েছে। কিন্তু তবুও একথাও উল্লেখযোগ্য যে, বার্নাবাস যিশুর ও প্রেরিতদূতদের এ ধরনের ব্যাখ্যা অনুসরণ করা ছাড়া শাস্ত্রের আক্ষরিক অর্থ অস্বীকার করেন, যেমন (উদাহরণ যোগে) মন্দির প্রসঙ্গটিতে প্রকাশ পায়: নতুন নিয়ম অনুসারে একথা স্পষ্টই দাঁড়ায় যে ঈশ্বর যে মন্দির নির্মাণ করতে আজ্ঞা করেছিলেন, সেই মন্দির ছিল সেই ভাবী আধ্যাত্মিক মন্দিরের একটা পূর্বচ্ছবি যা খ্রিষ্টে ও মণ্ডলীতে সিদ্ধি লাভ করার কথা; এবিষয়ে কেউই কখনও অস্বীকার করেনি যে, ঈশ্বর সত্যিকারে সেই আজ্ঞা দিয়েছিলেন। অথচ এব্যাপারে বার্নাবাস একমত নন, কেননা আক্ষরিক অর্থ অস্বীকার করে তিনি সমর্থন করেন যে, মন্দির নির্মাণ করায় হিব্রুরা ভুল করেছিল যেহেতু তারা ঈশ্বরের বাণীর প্রকৃত অর্থ ভুল বুঝেছিল। তাই দেখা যাচ্ছে, ব্যাখ্যা বিষয়ে প্রেরিতদূতদের ও বার্নাবাসের ধারণা এক নয়।

আর এজন্য, যদিও অরিগেনেস, আলেক্সান্দ্রিয়ার ক্লেমেণ্ট ও এউসেবিউসের মত প্রাচীন ব্যক্তিত্ব সমর্থন করেন যে এই পত্রের লেখক ছিলেন প্রেরিতদূত পলের সঙ্গী বার্নাবাস, তবু একথা সমর্থনযোগ্য নয়। কেন? কারণ পলের সঙ্গী বার্নাবাসের মৃত্যু সম্ভবত ঘটেছিল ৬১ খ্রিষ্টাব্দে, অথচ পত্রটি যেরুশালেম-ধ্বংসের কথা উল্লেখ করে যা ৭০ খ্রিষ্টাব্দে ঘটেছিল, তাতে প্রমাণিত হয় যে, পত্রটি ৭০ খ্রিষ্টাব্দের পরে অর্থাৎ পলের সঙ্গী বার্নাবাসের মৃত্যুর পরেই লেখা হয়েছিল। তাছাড়া, বার্নাবাস পলের সঙ্গী হলে তবে তাঁর লেখা নতুন নিয়মের পুস্তক-তালিকায় স্থান পেতে পারত অথচ তাতে গৃহীত হয়নি; অবশেষে লেখক প্রেরিতদূতদের বিষয়ে তত সম্মানসূচক নয় মন্তব্য রাখেন, তাতে অনুমান করা যায়, তিনি তাঁদের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত ছিলেন না।

তাহলে বার্নাবাসের পরিচয় সম্পর্কে কি বলা যেতে পারে? তিনি সম্ভবত ছিলেন দ্বিতীয় শতাব্দীর একজন সিরিয়াবাসী বাণীপ্রচারক যিনি সেকালে প্রচলিত লেখাগুলো সঙ্কলিত করে নিজের লেখায় স্থান দিয়েছিলেন; যে যে লেখা থেকে তিনি বিশেষভাবে তথ্য ও তত্ত্ব সংগ্রহ করেছিলেন তা হল,

- উপাসনা-বিরুদ্ধ উক্তিসংগ্রহ, যা খ্রিষ্টধর্মের উৎপত্তির পূর্বেও ইহুদীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল এবং খ্রিষ্টিয়ানরাও ব্যবহার করতে লাগল।

• মশীহ সংক্রান্ত উক্তিসংগ্রহ, যা সেকালে খুবই প্রচলিত ছিল ও আলেক্সান্দ্রিয়ার ক্লেমেণ্ট দ্বারাও ব্যবহৃত হয়েছিল।

• শাস্ত্র সংক্রান্ত ব্যাখ্যাসমূহ, যা সেকালে নানা স্থানীয় খ্রিষ্টমণ্ডলীগুলোতে ধর্মশিক্ষার জন্য ব্যবহৃত ছিল।

• 'দুই পথ' বলে পরিচিত ইহুদী একটি লেখা, যা পত্রের শেষাংশে (২০-২১ অধ্যায়) উল্লিখিত (দিদাখেও একই লেখা থেকে যথেষ্ট কিছু নিয়েছিল)।

উল্লেখ্য : পত্রে 'ইহুদী' ও 'খ্রিষ্টিয়ান' শব্দ দু'টো কখনও উল্লিখিত হয় না। পত্রটি বরং ইহুদীদের জন্য 'তারা', 'ওরা', 'এরা', এবং খ্রিষ্টিয়ানদের জন্য 'আমরা' ব্যবহার করে। এতে এমন দৃশ্য ভেসে ওঠে, কেমন যেন একই ধর্মীয় সম্প্রদায়ে তর্ক-বিতর্ক চলছে, আর আসলে দৃশ্যটা যথেষ্ট বাস্তবমুখি, কেননা, উদাহরণ স্বরূপ, প্রেরিতদূত পল খ্রিষ্টবিশ্বাসী হওয়ার পরেও নিজের 'ইহুদী' পরিচয় অস্বীকার করতেন না (প্রেরিত ২১:৩৯) ও ইহুদীদের 'ভাই' বলে দেখতেন (প্রেরিত ২২: ১ ইত্যাদি) ; পার্থক্য শুধু এ ছিল যে, এক দল যিশুকে মশীহ বলে মানত, অন্য দল একথা মানত না। কেবল পরবর্তীকালে, বিশেষভাবে খ্রিষ্টমণ্ডলীতে 'বিধর্মীদের' আগমনের অনেক পরে, এ দুই দলে 'ইহুদীধর্ম' ও খ্রিষ্টধর্ম' শব্দ আরোপ করা হল।

সূচীপত্র

অধ্যায়ঃ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১

১ [১] পুত্রকন্যারা, তোমাদের যিনি ভালবাসেন, আমি সেই প্রভুর নামে, শান্তিতে, তোমাদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

[২] তোমাদের প্রতি ঈশ্বরের বিধিনিয়মের মহত্ত্ব ও ঐশ্বর্যের কারণে আমি তোমাদের ধন্য ও গৌরবময় আত্মার বিষয়ে অত্যন্ত আনন্দিত ও মুখরিত, কেননা যে আত্মিক দানের অনুগ্রহ তোমরা গ্রহণ করেছিলে তা তোমাদের মধ্যে দৃঢ়ভাবে রোপিত রয়েছে। [৩] আর এজন্য আমি আমার পরিত্রাণের প্রত্যাশা বিষয়ে অধিকতর ভাবে আনন্দিত, কারণ তোমাদের মধ্যে সত্যিই দেখতে পাচ্ছি, তোমাদের উপর প্রভুর উৎস কতই না প্রচুর মাত্রায় আত্মা বর্ষণ করল ; যার ফলে যাদের দেখতে বাসনা করছিলাম,

সেই তোমাদের দর্শনে আমি মুগ্ধ হয়েছি। [৪] সুতরাং এবিষয়ে নিশ্চিত হয়ে, ও এ বিষয়েও সচেতন হয়ে যে তোমাদের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পেয়ে আমি প্রভুর ধর্মপথে অত্যন্ত উপকৃত হয়েছি, আমি আমার প্রাণের চেয়ে তোমাদেরই ভালবাসতে সর্বোপরি বাধ্য, কারণ প্রভুর জীবনলাভের প্রত্যাশায় তোমাদের অন্তরে মহাবিশ্বাস ও ভালবাসা বিরাজ করছে (ক)।

[৫] তাই একথা ভেবে যে, আমি যা যা পেয়েছি, যদি তোমাদের খাতিরে তোমাদের সঙ্গে তার সহভাগিতা করি, তাহলে তেমন প্রাণের সেবা করেছি বিধায় আমি নিজের জন্য মজুরি লাভ করব; এজন্য আমি তৎপরতার সঙ্গেই তোমাদের কাছে ছোট একটা পত্র প্রেরণ করছি, যাতে তোমাদের বিশ্বাসের সঙ্গে তোমরা সিদ্ধ জ্ঞানেরও অধিকারী হতে পার (খ)।

[৬] প্রভুর মহাতত্ত্ব তিনটে: জীবন-প্রত্যাশা হল আমাদের বিশ্বাসের সূচনা ও সমাপ্তি; ধর্মময়তা হল বিচারের সূচনা ও সমাপ্তি; আনন্দ ও স্ফূর্তির ভালবাসা হল ধর্মময় কর্মের সাক্ষ্য।

[৭] কেননা নবীদের দ্বারা প্রভু আমাদের কাছে প্রাক্তন ও বর্তমান বিষয়বস্তু জ্ঞাত করেছেন, ও ভাবী বিষয়ের প্রথমফল আস্বাদন করতে আমাদের সক্ষম করেছেন; আর আমরা যখন দেখতে পাই, এ সমস্ত বিষয় একটার পর একটা তাঁর কথামতই বাস্তব রূপ লাভ করছে, তখন অধিক নিষ্ঠা ও ভক্তির সঙ্গে প্রভুভয়ের পথে অগ্রসর হওয়া আমাদের একান্ত প্রয়োজন (গ)। [৮] আমি কিন্তু তোমাদের এমন কিছু দেখাব, যা এ বর্তমান কালেও তোমাদের আনন্দের কারণ হয়ে উঠবে—তবু আমি গুরুর মত নয়, তোমাদের একজনেরই মত কথা বলব।

২ [১] যেহেতু এ যুগ অমঙ্গলময়, ও অমঙ্গলের সাধক নিজেই কর্তৃত্ব চালাচ্ছে, সেজন্য আমাদের উচিত, নিজেদের বিষয়ে সাবধান থাকা ও মনোযোগের সঙ্গে প্রভুর বিধিনিয়ম অন্বেষণ করা। [২] এতে ভয় ও ধৈর্য হল আমাদের বিশ্বাসের সহায় (ক), এবং সহিষ্ণুতা ও শুচিতা হল আমাদের মিত্র। [৩] যতক্ষণ এগুলো প্রভুর পবিত্রতায় টিকে থাকে, ততক্ষণ প্রজ্ঞা, সদ্বিবেচনা, উপলব্ধি ও জ্ঞান সেগুলির সঙ্গে আনন্দ করবে (খ)।

[৪] কেননা সকল নবী দ্বারা তিনি আমাদের কাছে স্পষ্ট করেছেন যে, তাঁর পক্ষে বলিদান কি আহুতি কি অর্ঘ্যের কোন প্রয়োজন নেই, যেভাবে প্রভু এক স্থানে বলেছেন, [৫] *তোমাদের অসংখ্য বলিদান নিয়ে আমার কী? তত আহুতি আর নয়; মেষশাবকের তেলে বা বৃষ ও ছাগের রক্তে আমি প্রীত নই। তোমরা আমার সম্মুখে এলেও আমি প্রীত নই। বস্তুতপক্ষে কেইবা তোমাদের হাত থেকে তেমন কিছু দাবি করেছে? তাই তোমরা আমার প্রাঙ্গণে আর পা বাড়াবে না। তোমরা সেরা গম নিবেদন করলে বৃথা; ধূপ আমার কাছে জঘন্যই লাগে; তোমাদের অমাবস্যা ও তোমাদের শাব্বাৎ আমি সহ্য করি না* (গ)।

[৬] তাই ঈশ্বর এসমস্ত কিছু বাতিল করলেন (ঘ) যাতে আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের সেই নতুন বিধান, যা বাধ্যবাধকতার জোয়াল থেকে মুক্ত, এমন অর্ঘ্য পেতে পারে যা মানুষের কর্মফল নয়। [৭] তাই তিনি তাদের এ কথাও বলেন, *তোমাদের পিতৃপুরুষেরা মিশর দেশ থেকে বেরিয়ে আসার সময়ে আমি কি তাদের এমন আদেশ দিয়েছিলাম তারা যেন আমার উদ্দেশে আহুতি ও পূর্ণাহুতি উৎসর্গ করে?* (ঙ)। [৮] *এ আজ্ঞাই বরং আমি তাদের দিয়েছিলাম, তোমরা কেউই হৃদয়-গভীরে আপন ভাইয়ের বিরুদ্ধে অমঙ্গলভাব রেখো না; মিথ্যাসাক্ষ্যও ভালবেসো না* (চ)।

[৯] তবে নির্বোধ না হলে, আমাদের পক্ষে আমাদের পিতার স্নেহময় অভিপ্রায় উপলব্ধি করা উচিত; কারণ তিনি এ উদ্দেশ্যেই আমাদের কাছে কথা বলেন, আমরা যেন তাদের মত ভুল না করি, বরং অনুসন্ধান করি কীভাবে তাঁর কাছে আমাদের অর্ঘ্য উৎসর্গ করা উচিত। [১০] তাই আমাদের কাছে তিনি এধরনের কথা বলেন: *ভগ্ন হৃদয়, এই তো প্রভুর গ্রহণযোগ্য বলি; আপন নির্মাতাকে গৌরবান্বিত করে, এমন হৃদয়ই প্রভুর গ্রহণীয় সুগন্ধ* (ছ)।

সুতরাং, ভ্রাতৃগণ, আমাদের পরিত্রাণ সম্বন্ধে আমাদের সূক্ষ্মরূপেই অনুসন্ধান করা দরকার, যাতে সেই দুর্জন প্রতারণার মধ্য দিয়ে আমাদের অন্তরে প্রবেশপথ পেতে না পারে ও আমাদের জীবন থেকে আমাদের কেড়ে নিতে না পারে।

৩ [১] এবিষয়ে তিনি তাদের এ কথাও বলেছিলেন, প্রভু একথা বলছেন: *তোমরা কেন আমার উদ্দেশে এমনভাবে উপবাস কর যে, তোমাদের কণ্ঠ আজ কোলাহলের মতই ধ্বনিত হয়? আমার সন্তোষজনক উপবাস এই প্রকার নয়,—প্রভু একথা বলছেন—*

মানুষের দেহসংযমও এই প্রকার নয়! [২] *চক্রের মত ঘাড় বাঁকালেও এবং চটের কাপড় পরলেও ও ছাই বিছিয়ে দিলেও তোমরা একে আমার গ্রহণীয় উপবাস বলে অভিহিত করতে পারবে না!*(ক)

[৩] কিন্তু আমাদের কাছে তিনি বলেন, *দেখ, এই প্রকার উপবাসই আমার গ্রহণীয়—একথা বলছেন প্রভু: অন্যায্যতার গিঁট খুলে দাও, কড়া চুক্তির বন্ধন খুলে দাও, ক্ষতবিক্ষত মানুষকে স্বাধীন করে ছেড়ে দাও, যত অন্যায্য চুক্তি মুছে দাও, ক্ষুধিতের সঙ্গে তোমার খাবার ভাগ করে নাও; বস্ত্রহীন মানুষকে দেখে তাকে পোশাক পরাও, নিরাশ্রয় মানুষকে নিজের ঘরে আসতে দাও; দীনহীনকে দেখে তাকে অবজ্ঞা করো না, তুমিও নয়, তোমার বাড়ির কোন লোকেও নয়* (খ)। [৪] *তবেই তোমার আলো উষার মত উজ্জ্বল প্রকাশ পাবে, তোমার পোশাক শীঘ্রই উজ্জ্বল হয়ে উঠবে! তোমার আগে আগে ধর্মময়তা চলবে, আর প্রভুর গৌরব তোমাকে ঘিরে রাখবে।* [৫] *তখন তুমি ডাকবে আর প্রভু সাড়া দেবেন; আর তুমি যদি তোমার মধ্য থেকে জোয়াল, উত্তোলিত হাত ও শঠতাপূর্ণ কথন দূর করে দাও, যদি সহৃদয়তার সঙ্গে ক্ষুধিতকে তোমার রুটি দান কর, ও ভগ্নপ্রাণের প্রতি দয়া দেখাও, তবে তুমি কথা বলতে বলতেই তিনি বলবেন, 'এই যে আমি!*(গ)

[৬] তাই, ভ্রাতৃগণ, সহনশীল [প্রভু] এসমস্ত কিছু আগে থেকে আমাদের প্রকাশ করেছেন যাতে যে জনগণকে তিনি তাঁর আপন প্রিয়জনে প্রস্তুত করেছেন, সেই জনগণ যেন অটুট বিশ্বাসে বিশ্বাস করে, আর আমাদের যেন এমনটি না ঘটে যে, আবার বিধানের অনুসারী হলে আমাদের নৌকাডুবি হয় (ঘ)।

৪ [১] তাই বর্তমান সমস্ত কিছুর বিষয়ে আমাদের অধিক মনোযোগের সঙ্গে বিচার-বিবেচনা করা দরকার, এবং সেই সমস্ত কিছু খুঁজে বের করা দরকার যা আমাদের ত্রাণ করতে পারে। সুতরাং এসো, অসৎ সমস্ত কর্ম সম্পূর্ণরূপে এড়িয়ে চলি পাছে সেই কর্ম আমাদের পরাস্ত না করে; এসো, এ বর্তমান কালের ভুলভ্রান্তি ঘৃণা করি (ক), যাতে আসন্ন কালে ভালবাসার পাত্র হতে পারি। [২] এসো, আমাদের আত্মাকে পাপীদের ও দুর্জনদের সঙ্গে চলবার স্বাধীনতা যেন না দিই পাছে এমনটি ঘটে যে আমরাও তাদের মত হয়ে যাই।

[৩] যে চূড়ান্ত পতনের কথা শাস্ত্রে উল্লিখিত, তা সন্নিকট, যেমনটি এনোখ [খ] বলেন, *প্রভু এজন্যই কাল ও দিনগুলি সঙ্কুচিত করেছেন, যাতে তাঁর প্রিয়জন [পুত্র] শীঘ্রই এসে নিজের উত্তরাধিকার আপন করে নিতে পারেন।* [৪] এবং নবীও বলেন, *দশটা রাজ্য পৃথিবীর উপর প্রভুত্ব করবে, আর তাদের পরে ক্ষুদ্র এক রাজার উদ্ভব হবে যে সেই তিন রাজাকে এক রাজার অধীনে অবনমিত করবে* [গ]। [৫] একই বিষয়ে দানিয়েলও বলেন, *আমি হিংস্র ও শক্তিশালী সেই চতুর্থ পশুকে দেখতে পেলাম যা সমুদ্রের সকল পশুর চেয়ে নিষ্ঠুর, আর তা থেকে গজিয়ে উঠল দশটা শিং। পরে সেগুলো থেকে ক্ষুদ্র আর একটা শিং গজিয়ে উঠল যা সেই তিনটে বড় শিং এক শিঙের অধীনে অবনমিত করল* [ঘ]। [৬] বিষয়টা কি, তা তোমাদের বোঝা উচিত [ঙ]।

আর আমি তোমাদের অনুরোধ করি, তোমাদের একজন হিসাবেই অনুরোধ করি, বিশেষভাবে এমনই একজন যে নিজের প্রাণের চেয়েও তোমাদের সকলকে ভালবাসে। তাই আমার অনুরোধ, নিজেদের বিষয়ে সাবধান থাক, তেমন লোকদের মত হতে ইচ্ছা করো না যারা পাপকর্ম বৃদ্ধি করতে করতে বলে, সন্ধিটা তাদেরও ও আমাদেরও সন্ধি [চ]। [৭] না! সন্ধিটা আমাদেরই, কেননা তারা তা অবশেষে হারিয়ে ফেলেছিল যখন মোশি তা গ্রহণ করে নিচ্ছিলেন; কেননা শাস্ত্রে বলে, *সেসময়ে মোশি চল্লিশদিন চল্লিশরাত সেই পর্বতে ছিলেন, আর তিনি সন্ধির সেই দুই ফলক, ঈশ্বরের আপন আঙুল দিয়ে লেখা সেই দুই পাথরফলক, প্রভুর কাছ থেকে গ্রহণ করেছিলেন* [ছ]। [৮] তারা কিন্তু পুতুলগুলোর দিকে ফিরল, এতে সন্ধিটা হারিয়ে ফেলল। কেননা প্রভু আরও বললেন, *মোশি, মোশি, এখনই নেমে যাও, কারণ তোমার সেই জনগণ, যাদের তুমি মিশর দেশ থেকে বের করে এনেছ, তারা ভ্রষ্ট হয়েছে* [জ]। মোশি ব্যাপারটা বুঝে সেই ফলক দু'টো নিজের হাত থেকে ফেলে দিলেন, এতে তাদের সেই সন্ধি টুকরো টুকরো হল, যাতে করে প্রিয়জন সেই যিশুরই সন্ধি তাঁর বিশ্বাসজনিত আশায় আমাদের হৃদয়ে খোদাই করা হয়।

[৯] আর আমার অনেক কিছু লিখবার ইচ্ছা থাকে, কিন্তু গুরু হিসাবে নয়, বরং এমন একজনের মত যে আমাদের অধিকারে যা যা রয়েছে তা কিছুই বাতিল করে রাখতে পছন্দ করে না।

তাই এসো, এই চরম দিনগুলোতে সাবধান থাকি, কেননা আমাদের সমস্ত জীবনকাল বিশ্বাসে অতিবাহিত করায় আমাদের কোন উপকারে আসবে না যদি এখন, এই অশুভ দিনগুলোতে, আসন্ন পতনেরই এ সময়ে এসমস্ত প্রতিরোধ না করি যেইভাবে ঈশ্বরের সন্তানদের করা উচিত। [১০] এসো, যা কিছু অসার, তা এড়িয়ে চলি, অধর্ম পথের যত কর্ম নিতান্ত ঘৃণা করি, যাতে সেই কালোজন [ঝ] প্রবেশের সুযোগ না পায়। ঠিক যেন ধর্মময়তাপ্রাপ্ত ব্যক্তি হয়ে তোমরা পরকে প্রত্যাহার করে নিজের গণ্ডিতে আবদ্ধ হয়ো না, বরং সকলের সঙ্গে মিলিত থাক ও সার্বিক মঙ্গলের অন্বেষণ কর [ঞ]। [১১] কেননা শাস্ত্রে বলে, *ধিক্ তাদের, যারা নিজেদের মনে করে জ্ঞানবান, নিজেদের গণ্য করে বুদ্ধিমান* [ট]। বরং এসো, আত্মিক হই; ঈশ্বরের উদ্দেশে পবিত্রীকৃত মন্দির হই; যতখানি সম্ভব ঈশ্বরভীতির কথা মনের সামনে রাখি; তাঁর আদেশগুলি পালন করতে সচেষ্ট থাকি, যাতে তাঁর বিধিনিয়ম পালনে আনন্দ পেতে পারি।

[১২] ঈশ্বর কারও মন না রেখেই [ঠ] জগতের বিচার করবেন; প্রত্যেকে নিজ নিজ কাজ অনুযায়ী প্রতিফল পাবে। যে কেউ মঙ্গলকারী, তার নিজের ধর্মময়তা তাকে চালিত করবে; যে কেউ দুর্জন, তার সামনে অনিষ্টের মজুরি উপস্থিত। [১৩] ঠিক যেন আহূত ব্যক্তি হয়ে আমরা যেন কখনও বিশ্রাম নিয়ে নিজেদের পাপকর্মে নিদ্রামগ্ন না থাকি, পাছে সেই ধূর্ত অধিপতি আমাদের উপর প্রভাব বিস্তার করে প্রভুর রাজ্য থেকে আমাদের বের করে দেয়।

[১৪] এসো, ভ্রাতৃগণ, এ কথাও বিচার-বিবেচনা করি: তোমরা যখন ভেবে দেখ যে, ইস্রায়েলে এত মহা চিহ্নকর্ম ও আশ্চর্য কাজ ঘটা সত্ত্বেও অবশেষে তারাও প্রত্যাখ্যাত হয়েছে, তখন সাবধান থাকি, পাছে শাস্ত্রের এ বচন আমাদের বেলায়ও সত্য হয়, *অনেকেই আহূত, কিন্তু অল্পজন মনোনীত* [ড]।

৫ [১] প্রভু নিজের মাংস ক্ষয়প্রাপ্তির হাতে সঁপে দিতে মেনে নিলেন যাতে পাপক্ষমায়, অর্থাৎ তাঁর ছিটিয়ে দেওয়া রক্তে আমরা পবিত্রীকৃত হতে পারি; [২] কেননা তাঁর বিষয় সম্পর্কিত শাস্ত্র এক প্রকারে ইস্রায়েলের দিকে ও এক প্রকারে আমাদের দিকেও লক্ষ করে, আর সেই বচন এ, *তিনি আমাদেরই অন্যায়-অপরাধের জন্য ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন; আমাদের শঠতার জন্যই চূর্ণবিচূর্ণ হয়েছেন; তাঁরই ক্ষতগুণে আমরা নিরাময়*

হলাম। তিনি মেষের মত জবাইখানায় চালিত হলেন, ও লোমকাটিয়ের সামনে মেষশাবকের মত নীরব থাকলেন (ক)।

[৩] তাই প্রভুকে মহাধন্যবাদ জানাতে হবে, কারণ তিনি অতীতকালের কথা আমাদের কাছে জ্ঞাত করেছেন, বর্তমানকালের জন্য প্রজ্ঞা দান করেছেন, ও ভাবী ঘটনা বিষয়েও জ্ঞান মঞ্জুর করেছেন। [৪] শাস্ত্রে একথা বলে, *পাখিদের জন্য জাল পাতা অন্যায্য নয়* (খ)। যার অর্থ হল, ধর্মপথ জানা সত্ত্বেও যে মানুষ ইচ্ছাকৃতভাবে অন্ধকার পথে সরে যায়, সেই মানুষ যে বিনষ্ট হবে তা অন্যায্য নয় (গ)।

[৫] তাছাড়া, আমার ভ্রাতৃগণ, যখন প্রভু আমাদের প্রাণের খাতিরে যন্ত্রণাভোগ করতে ইচ্ছা করলেন, আর তিনি হলেন নিখিল বিশ্বের সেই প্রভু যাঁকে জগৎ-পত্তনের পূর্বে ঈশ্বর বলেছেন, *এসো, আমরা আমাদের আপন প্রতিমূর্তিতে, আমাদের আপন সাদৃশ্য অনুসারে মানুষ নির্মাণ করি* (ঘ), তখন কেমন করে তিনি মানুষের হাতে যন্ত্রণাভোগ করতে ইচ্ছা করলেন? [৬] তবে একথা শেখো: তাঁর অনুগ্রহের অধিকারী সেই নবীরাই তাঁর বিষয়ে ভাববাণী দিয়েছিলেন, তথা, মৃত্যু বিনাশ করার জন্য ও মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান দেখাবার জন্য তাঁর পক্ষে মাংসে আবির্ভূত হওয়া আবশ্যক ছিল, যাতে যন্ত্রণাভোগ করায় [৭] তিনি পিতৃপুরুষদের কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করতে পারেন, নিজেই সেই নতুন জনগণকে নিজের জন্য প্রস্তুত করতে পারেন, ও পৃথিবীতে থাকতে যেন দেখাতে পারেন যে তিনি নিজেই মৃতদের পুনরুত্থিত করবেন ও পুনরুত্থিতদের বিচার করবেন।

[৮] উপরন্তু, ইস্রায়েলের কাছে উপদেশ দিতে দিতে ও ততখানি মহাচিহ্ন ও আশ্চর্যকাজ সাধন করতে করতে তিনি তাদের কাছে বাণী প্রচার করলেন ও তাদের একান্তই ভালবাসলেন। [৯] কিন্তু যখন তিনি তাঁর সেই আপন প্রেরিতদূতদের বেছে নিলেন যাঁদের তাঁর সুসমাচার প্রচার করার কথা ছিল, এবং তিনি যে ধার্মিকদের নয় (ঙ), পাপীদেরই আহ্বান জানাতে এসেছিলেন এ সত্য দেখাবার জন্য যখন তিনি এমন মানুষদের মধ্যে তাঁদের মনোনীত করলেন যারা সকলের মধ্যে সবচেয়ে গুরুতর পাপে ভারাক্রান্ত ছিল (চ), তখনই তিনি ঈশ্বরের পুত্র বলে নিজেকে প্রকাশ করলেন। [১০] কেননা তিনি যদি মাংসে না আসতেন, তবে মানুষ তাঁর প্রতি চোখ নিবদ্ধ রাখলে

আদৌ পরিত্রাণ পেতে পারত না, কারণ মানুষ সূর্যের দিকে তাকাতে ও তার রশ্মির প্রতি চোখ নিবদ্ধ রাখতে পারে না; অথচ সেই সূর্য তাঁর হাতের কাজমাত্র, ও বিলুপ্ত হওয়াই তার নিয়তি।

[১১] তাই ঈশ্বরের পুত্র মাংসে এলেন যাতে যারা তাঁর নবীদের মৃত্যু পর্যন্তই নির্যাতন করেছিল, তাদের পাপকর্মের মাত্রা পূর্ণতা লাভ করে (ছ)। [১২] এজন্যই তিনি যন্ত্রণাভোগ করলেন। কেননা ঈশ্বর আমাদের বলেন যে, খ্রিষ্টের মাংসের ক্ষতগুলো তাদেরই কর্মফল: *যখন তারা তাদের আপন মেষপালককে আঘাত করবে, তখন পালের মেষগুলো বিনষ্ট হবে* (জ)।

[১৩] আর তিনি এভাবে যন্ত্রণাভোগ করতে ইচ্ছাই করলেন, কেননা এ অবধারিতই ছিল যে, তিনি কাষ্ঠে বিদ্ধ হবেন। বস্তুতপক্ষে নবী তাঁর বিষয়ে বলেন, *খড়্গের আঘাত থেকে আমার প্রাণকে রেহাই দাও* (ঝ), এবং *পেরেক দিয়ে আমার মাংস বিঁধিয়ে দাও, কেননা দুর্জনদের সমাজগৃহ আমার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে* (ঞ)। [১৪] তিনি আরও বলেন, *এই দেখ, আমার পিঠ কশার প্রতি পেতে দিলাম, চপেটাঘাতের প্রতি পেতে দিলাম আমার গাল, এবং শক্ত পাথরেরই* মত করে *তুলেছি আমার মুখ* (ট)।

৬ [১] অতএব, তিনি যখন [গৃহীত] আজ্ঞাটা সম্পন্ন করে থাকবেন, তখন সেবিষয়ে শাস্ত্রে কী বলে? *সে কে, যে আমার সঙ্গে বিবাদ করবে? সে আমার মুখোমুখি হোক! অথবা, সে কে, যে আমার বিরুদ্ধে ন্যায়বিচার প্রার্থনা করবে? সে প্রভুর দাসের কাছে এগিয়ে আসুক!* [২] *তোমাদের ধিক্, কেননা তোমরা সকলে একটা কাপড়ের মত জীর্ণ হয়ে যাবে, ও কীটে তোমাদের গ্রাস করবে* (ক)।

এবং সেই খ্রিষ্ট যাঁকে এমন পাথরের মত স্থাপন করা হয়েছিল যা চূর্ণবিচূর্ণ করে, তাঁর বিষয়ে নবী আরও বলেন, *দেখ, আমি সিয়োনের ভিত্তিমূলের জন্য মহামূল্যবান, যাচাই-করা, মর্যাদাপূর্ণ একটা সংযোগপ্রস্তর স্থাপন করব* (খ)। [৩] তারপর তিনি কী বলেন? যে কেউ সেটির উপর আশা রাখবে, সে জীবিত থাকবে চিরকাল ধরে (গ)। তাই আমাদের আশা কি একটা পাথরের উপরেই স্থাপিত? দূরের কথা। বরং বাক্যের অর্থ হল এ, প্রভু আপন মাংস শক্তিতে স্থাপন করেছেন, কেননা তিনি বলেন, *তিনি আমাকে শক্ত পাথরেরই* মত *স্থাপন করেছেন* (ঘ)।

[৪] এবং নবী আরও বলেন, *গৃহনির্মাতারা যে প্রস্তর প্রত্যাখ্যান করেছে, তা হয়ে উঠেছে সংযোগপ্রস্তর*; এবং তারপর বলে চলেন, *এই তো সেই মহতী ও আশ্চর্যময় দিন, যা স্বয়ং প্রভুই গড়লেন* (ঙ)।

[৫] তোমাদের ভালবাসার অযোগ্য পাত্র এই আমি খুবই সহজ ভাষায় লিখছি যেন তোমরা এসমস্ত কিছু বুঝতে পার।

[৬] এরপর নবী কী বলেন? *দুরাচারদের সমাজগৃহ আমাকে ঘিরে ফেলেছে, ওরা আমাকে ছেকে ধরেছিল যেইভাবে মৌমাছি চাক ছেকে ধরে* (চ), *এবং ওরা আমার পোশাক নিয়ে গুলিবাঁট করল* (ছ)। [৭] সুতরাং, যেহেতু তাঁর আপন মাংসেই প্রভুর আত্মপ্রকাশ ও যন্ত্রণাভোগ করার কথা ছিল, সেজন্য তাঁর দুঃখকষ্টের কথা পূর্বকথিত হয়েছিল। কেননা ইস্রায়েল সম্পর্কে নবী বলেন, *তাদের প্রাণকে ধিক্! কেননা তখনই নিজেরাই নিজেদের বিরুদ্ধে অমঙ্গলকর মতলব খাটাল যখন বলল, এসো, ধার্মিককে বেঁধে দিই, কারণ সে আমাদের অসুবিধার বস্তু* (জ)।

[৮] আর অপর নবী সেই মোশি তাদের কী বলেন? *দেখ, প্রভু ঈশ্বর একথা বলছেন, আমি শপথ করে আব্রাহাম, ইস্‌হাক ও যাকোবকে যে ভূমি দেব বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, তোমরা সেই শুভ দেশভূমিতে প্রবেশ করে তা নিজস্ব সম্পদরূপে দখল কর, সেই ভূমি এমন যা দুধ ও মধু-প্রবাহী এক ভূমি* (ঝ)।

[৯] এবিষয়ে গুপ্ত জ্ঞান কী বলে, তা শিখে নাও। তিনি বলেন, আশা স্থাপন কর সেই যিশুর উপর, মাংসে যাঁর আত্মপ্রকাশ করার কথা। বাস্তবিকই ভূমির কথা এজন্যই উল্লিখিত যেহেতু একপ্রকারে মানুষ হল যন্ত্রণাভুক্ত (ঞ) ভূমি, এবং আদমের সৃষ্টি ভূমির মুখমণ্ডল থেকেই হয়েছিল [১০] তবে তিনি কেন সেই শুভ দেশভূমির কথা উত্থাপন করেন যা 'দুধ ও মধুপ্রবাহী ভূমি'? ভ্রাতৃগণ, আমাদের প্রভু ধন্য! তিনি যে তাঁর রহস্যগুলোর অর্থ বুঝবার জন্য আমাদের অন্তরে প্রজ্ঞা ও উপলব্ধি স্থাপন করেছেন। কেননা নবী উপমাচ্ছলে প্রভুরই কথা বলছেন; প্রজ্ঞাবান, বুদ্ধিমান ও প্রভুপ্রেমিক মানুষ ছাড়া কে এসমস্ত বুঝতে পারে? [১১] আচ্ছা, তিনি যখন পাপক্ষমা দ্বারা আমাদের নবীকৃত করলেন, তখন তিনি নতুন এক রূপ অনুসারে আমাদের নির্মাণ করলেন আমরা যেন শিশুসুলভ আত্মার অধিকারী হতে পারি; অর্থাৎ তিনি কেমন যেন একেবারে নতুন

করেই আমাদের সৃষ্টি করলেন। [১২] কেননা আমাদের লক্ষ করেই শাস্ত্রে বলে যে, তিনি পুত্রকে বললেন, *এসো, আমরা আমাদের আপন প্রতিমূর্তিতে, আমাদের আপন সাদৃশ্যে মানুষকে নির্মাণ করি; আর তারা পৃথিবীর পশুদের উপরে, আকাশের পাখিদের উপরে ও সমুদ্রের মাছের উপরে কর্তৃত্ব করবে* [ট]। এবং তাঁর সৃষ্টজীবের সৌন্দর্য দেখে প্রভু বলে চললেন, *ফলবান হও, বংশবৃদ্ধি কর, ও পৃথিবী ভরিয়ে তোল।* এই সমস্ত কথা তিনি তাঁর পুত্রকে উদ্দেশ করে বলছিলেন। [১৩] আর আমি আবার তোমাদের দেখাব যে তাঁর কথা আমাদেরও উদ্দেশ করে। শেষ দিনগুলিতে তিনি দ্বিতীয় এক সৃষ্টিকাজ সাধন করলেন, কেননা প্রভু বলেন, *দেখ, আমি চরম সমস্ত কিছু আদিম সমস্ত কিছুর মত করে তুলছি* [ঠ]। নবী তখন একথা লক্ষ করছিলেন যখন ঘোষণা করলেন, *তোমরা দুধ ও মধুপ্রবাহী দেশভূমিতে প্রবেশ করে তার উপর কর্তৃত্ব কর* [ড]। [১৪] তবে দেখ, আমাদের একেবারে নতুন করেই সৃষ্টি করা হয়েছে, কারণ তিনি অন্য এক নবী দ্বারা এ কথাও বলেন, *দেখ, আমি তাদের অন্তর থেকে* (অর্থাৎ পবিত্র আত্মা যাদের পূর্বমনোনীত করছিলেন, তাদেরই অন্তর থেকে) *সেই পাথরময় হৃদয় বের করব, ও তাদের অন্তরে মাংসময় হৃদয় রেখে দেব* [ঢ], কারণ তিনি নিজে মাংসে আবির্ভূত হতে যাচ্ছিলেন ও আমাদের মাঝে বাস করতে যাচ্ছিলেন। [১৫] হ্যাঁ, ভ্রাতৃগণ, আমাদের হৃদয়-নিকেতন সত্যিই ঈশ্বরের উদ্দেশে পবিত্র মন্দির হয়ে উঠেছে! [১৬] আর এক স্থানে প্রভু একথা বলেন, *আমি আর কোথায় বা আমার ঈশ্বর প্রভুর সামনে দেখা দেব ও গৌরবান্বিত হব?* [ণ]। উত্তরে তিনি বলেন, *আমি আমার ভাইদের জনমণ্ডলীতে তোমার স্তুতিবাদ করব, তোমার প্রশংসাগান করব পবিত্রজনদের জনসমাবেশে* [ত]। তাহলে আমরাই তারা, যাদের তিনি শুভ দেশভূমিতে আনলেন।

[১৭] তবে কেন 'দুধ ও মধুর' কথা বলা হল? কারণ একটি শিশুকে সঞ্জীবিত করার জন্য আগে মধু, পরে দুধ ব্যবহার করা হয় [থ]। তাই আমরাও প্রতিশ্রুতিগুলোতে বিশ্বাস দ্বারা ও বাণী দ্বারা সঞ্জীবিত হয়ে জীবনযাপন করব ও পৃথিবীর উপর কর্তৃত্ব করব। [১৮] আর আমরা যখন উপরে বলেছিলাম, *তারা ফলবান হোক, বংশবৃদ্ধি করুক, ও মাছের উপর কর্তৃত্ব করুক* [দ], তখন সে কে, যে এখন পশুদের বা মাছগুলোর বা আকাশের পাখিদের উপর কর্তৃত্ব করতে পারে? কেননা আমাদের উপলব্ধি করা

উচিত যে, কর্তৃত্ব করার জন্য দরকার আছে অধিকার, যাতে করে সেই ব্যক্তি আদেশ দিতে ও প্রভুত্ব করতে পারে। [১৯] আর যদিও তেমনটি আপাতত ঘটছে না, তবু তা যে কখন ঘটবে, সে সময়টা তিনি আমাদের বলে দিয়েছেন; হ্যাঁ, তা তখনই ঘটবে যখন প্রভুর সন্ধির উত্তরাধিকারী হিসাবে আমরা নিজেরাও সিদ্ধতা লাভ করব।

৭ [১] অতএব, হে [আমার] আনন্দের সন্তানেরা, একথা উপলব্ধি কর যে, মঙ্গলময় প্রভু সমস্ত কিছু আগে থেকে আমাদের কাছে প্রকাশ করেছেন যেন আমরা জানতে পারি, সমস্ত কিছুর জন্য কাকে আমাদের ধন্যবাদ জানাতে হয় ও কার প্রশংসা করতে হয়। [২] তাই যিনি প্রভু এবং যাঁর জীবিত ও মৃতদের বিচার করার কথা [ক], তিনি যখন যন্ত্রণাভোগ করলেন যাতে তাঁর ক্ষত আমাদের সঞ্জীবিত করে তোলে, তখন এসো, একথা বিশ্বাস করি যে, ঈশ্বরের পুত্র আমাদের মঙ্গলার্থে ছাড়া যন্ত্রণাভোগ করতে পারতেন না। [৩] উপরন্তু ক্রুশে বিদ্ধ অবস্থায় তাঁকে পান করার মত দেওয়া হয়েছিল সির্কা ও পিত্ত [খ]। এবার শোন কেমন করে এ বাক্য দ্বারা মন্দিরের যাজকদের ইঙ্গিত করা হচ্ছে।

শাস্ত্রের একটা আজ্ঞা অনুসারে, *যে কেউ নির্দিষ্ট দিনে উপোস রাখবে না, তার প্রাণদণ্ড হবে* [গ], এবং প্রভু তেমনটি আজ্ঞা করেছিলেন যেহেতু তিনি নিজে আমাদের পাপার্থ বলি হিসাবে নিজের প্রাণের পাত্রকে [ঘ] নিবেদন করতে যাচ্ছিলেন, যাতে করে যাঁকে বেদির উপরে নিবেদন করা হয়েছিল, সেই ইস্‌হাকে সূচিত পূর্বচ্ছবিটা সিদ্ধিলাভ করতে পারে [ঙ]। [৪] এবং নবীর মুখ দিয়ে প্রভু কী বলে চলেন? *পাপার্থ উপবাসকালে তারা ছাগের একটা অংশ খাবে* [চ]। এখন পরবর্তী কথা লক্ষ কর, *কেবল যাজকেরাই ধুয়ে না দেওয়া অন্ত্ররাজি সির্কার সঙ্গে খাবে* [ছ]। [৫] কেন? কারণ যখন আমি আমার নতুন জনগণের মঙ্গলার্থে আমার মাংস নিবেদন করতে উদ্যত হব, তখন তোমরা পান করার মত আমাকে দেবে পিত্ত ও সির্কা। সুতরাং কবল তোমরাই খাবে, আর এদিকে জনগণ উপবাস করবে এবং চটের কাপড় পরে ও ছাইতে বসে হাহাকার করবে। এতে দেখানো হয় যে তাদের কারণেই তাঁর যন্ত্রণাভোগ করার কথা ছিল।

[৬] এবার মনোযোগ দিয়ে লক্ষ কর এই আজ্ঞা, *সুন্দর ও সদৃশ দু'টো ছাগ নিয়ে উৎসর্গ কর; যাজক পাপার্থে আহুতি রূপে সেগুলোর একটা নেবে* [জ]। [৭] আর অপর

ছাগ নিয়ে তারা কী করবে? তিনি বলেন, *অপরটা অভিশপ্ত* (ঝ)। লক্ষ কর কেমন করে যিশুর পূর্বচ্ছবি প্রকাশিত, [৮] *আর তোমরা সকলে সেই ছাগের গায়ে থুথু ফেল, সেটিকে বিঁধিয়ে দাও, সেটির মাথায় লাল রঙের পশম বাঁধ এবং সেটিকে মরুপ্রান্তরে তাড়িয়ে দাও* (ঞ)। আর তখন, যে লোকটার ছাগকে মরুপ্রান্তরে নিয়ে যাওয়ার কথা, সে সেটিকে সেখানে চালিয়ে সেটির মাথা থেকে পশমটা খুলে তা একটা কাঁটাগাছে রাখত যার নাম শেয়ালকাঁটা ও গ্রামে গঞ্জে পেলে যার ফল আমরা খাই কেমন যেন সেই শেয়ালকাঁটার ফলই একমাত্র মিষ্টি ফল। [৯] আচ্ছা, এ সমস্ত কিছুর অর্থ কি? শোন, *প্রথম ছাগ বেদির জন্য, অপরটা অভিশপ্ত* (ট), এবং লক্ষ কর যে অভিশপ্ত ছাগটা মুকুট-পরানো, কেননা তারা একদিন তাঁকে তাঁর শরীরের পায়ে পর্যন্ত লম্বা লাল কাপড়ে পরা অবস্থায় দেখে বলবে, 'এ কি সেই লোক নয়, যাকে আমরা ক্রুশে দিয়েছিলাম, প্রত্যাখ্যান করেছিলাম, বিঁধিয়ে দিয়েছিলাম ও যাঁর গায়ে থুথু ফেলেছিলাম? তবে সত্যিই সে হল সেই ব্যক্তি যে নিজের বিষয়ে বলছিল আমি ঈশ্বরের পুত্র।'

[১০] তবে কেমন করে তিনি সেই ছাগের সদৃশ? কারণটা এ, *ছাগ দু'টোকে হতে হবে সুন্দর ও পরস্পর সদৃশ* (ঠ) যাতে করে সেই সময় যখন ওরা তাঁকে আসতে দেখবে, তখন ছাগের সাদৃশ্যে (ড) ওরা বিস্মিত হবে। অতএব [সেই ছাগে] দেখ সেই খ্রিষ্টের পূর্বচ্ছবি যাঁর যন্ত্রণাভোগ করার কথা।

[১১] কিন্তু কোন করণেই বা ওরা কাঁটার মধ্যে সেই পশম রাখল? এটি খ্রিষ্টের আর একটা পূর্বচ্ছবি যা মণ্ডলীর কাছে উপস্থাপিত, কেননা যে কেউ সেই লাল পশম তুলে নিতে চায়, তার দরকার যথেষ্টই যন্ত্রণা ভোগ করা, যেহেতু কাঁটাগুলো ভীষণ, এবং কেবল কষ্টের মধ্য দিয়েই সে সেই পশম আপন করে নিতে পারে। তাই প্রভু বলেন, 'যারা আমাকে দেখতে ও আমার রাজ্যের নাগাল পেতে ইচ্ছা করে, তাদের দরকার কষ্ট ও যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে আমাকে আপন করে নেওয়া।'(ঢ)

৮ [১] ইস্রায়েলের কাছে এমনটি জারি করা হয়েছিল, যাতে যে যে পুরুষ গুরুতরতম অপরাধে অপরাধী তারা যেন একটা গাভী নিবেদন করে (ক), এবং সেটাকে জবাই করে পুড়িয়ে দেয়; পরে কয়েকটি ছেলে যেন সেটার ছাই সংগ্রহ ক'রে তা কোন না কোন পাত্রে ঢালে এবং নানা লাঠিতে ও হিসোপে লাল পশম বাঁধে (এই যে পুনরায় সেই লাল

পশম যা ক্রুশের চিহ্ন), এবং সমস্ত জনগণ যেন তাদের পাপকর্ম থেকে শুধিত হয় যেন সেই ছেলেরা এক একজনের উপর জল ছিটিয়ে দেয়। এ সমস্ত কিছুর অর্থ কি, এবিষয়ে তোমরা কী মনে কর? [২] লক্ষ কর কতই না সহজভাবে তিনি তোমাদের কাছে কথা বলছেন: বাছুরটা হল যিশু, এবং যে যে পাপী মানুষ বাছুরটাকে নিবেদন করে তারা হল সেই ব্যক্তিসকল যারা তাঁকে মৃত্যুর দিকে চালিয়েছিল। তাতে আর কোন [পাপী] মানুষ নেই, পাপীদেরও নেই আর কোন গৌরব। [৩] যে ছেলেনা জল ছিটিয়ে দেয়, তারা হল সেই ব্যক্তিরা যাঁরা আমাদের কাছে পাপক্ষমার ও হৃদয়-শুচীকরণের শুভসংবাদ জানিয়েছিলেন; তাঁদের উপরেই তিনি ন্যস্ত করেছিলেন সুসমাচার প্রচার করার অধিকার; গোষ্ঠীগুলোর সাক্ষী হিসাবে তাঁরা সংখ্যায় বারোজন (কেননা ইস্রায়েলের গোষ্ঠী সংখ্যায় ছিল বারোটা) (খ)। [৪] কিন্তু, যে ছেলেরা জল ছিটিয়ে দেয়, তারা সংখ্যায় তিনজন কেন? যাতে তারা আব্রাহাম, ইস্‌হাক ও যাকোবের সাক্ষ্য বহন করে, কেননা এঁরা ঈশ্বরের সাক্ষাতে মহাব্যক্তিত্ব। [৫] আর কেনই বা সেই পশম কাষ্ঠের উপরে রাখা হয়েছিল? কারণ যিশুর রাজ্য [ক্রুশ]কাষ্ঠের উপরেই বিরাজ করে, আর যারা তাঁর উপর প্রত্যাশা রাখে তারা চিরকাল ধরে জীবিত থাকবে। [৬] কিন্তু কেনই বা পশম ও হিসোপ একসাথে উল্লিখিত? কারণ তাঁর রাজ্যে অশুভ ও কলুষিত দিনগুলো থাকবে, কিন্তু আমরা তাতে পরিত্রাণ পাব, কেননা দেহে যে ব্যথা পায়, সে হিসোপের শোধনকারী কার্যক্ষমতা দ্বারা নিরাময় হয়। [৭] আর এজন্যই এই সমস্ত বিষয় যা এইভাবে সম্পাদন করা হয়েছিল, সেগুলো আমাদের কাছে সুস্পষ্ট কিন্তু তাদের কাছে অস্পষ্ট, কেননা তারা প্রভুর কণ্ঠ শোনেনি।

৯ [১] যখন শাস্ত্র হৃদয়ের পরিচ্ছেদনের কথা বলে, তখন কানেরই দিকে অঙুলি নির্দেশ করে; কেননা নবীর পুস্তকে প্রভু বলেন, *তারা কান দিয়ে শুনে আমার প্রতি বাধ্য হয়* (ক)। তিনি আরও বলেন, *দূরে আছে যারা, তারা স্পষ্টভাবে শুনতে পাবে, তারা জানতে পারবে আমার কাজ সকল* (খ); আরও, *তোমাদের হৃদয়কেই পরিচ্ছেদিত কর* (গ), একথা বলছেন প্রভু। [২] তিনি আরও বলেন, *শোন, ইস্রায়েল, তোমার ঈশ্বর প্রভু একথা বলছেন* (ঘ)। এবং প্রভুর আত্মা এ ভাববাণী দেন, *কে সেই মানুষ যে জীবিত*

থাকতে চায় চিরকাল ধরে? সে আমার দাসের কণ্ঠ মনোযোগ দিয়ে শুনুক (ঙ)। [৩] তিনি আরও বলেন, *শোন, আকাশমণ্ডল; কান দাও, পৃথিবী; কারণ প্রভু সাক্ষ্য হিসাবেই এই সমস্ত বলেছেন* (চ)। আরও, *হে জনগণের শাসনকর্তারা, প্রভুর বাণী শোন* (ছ); তিনি আরও বলেন, *হে সন্তানেরা, শোনো সেই একজনের কণ্ঠস্বর যে মরুপ্রান্তরে চিৎকার করে কথা বলে* (জ)।

তাই তিনি আমাদের কান পরিচ্ছেদিত করেছেন আমরা যেন তাঁর বাণী শুনে বিশ্বাস করি। [৪] এজন্যই [বুঝতে পারি যে] যে পরিচ্ছেদনে তারা ভরসা রাখত তা বাতিল করা হয়েছে। কেননা তিনি পরিচ্ছেদনের কথা বলেছিলেন বটে, কিন্তু এমন পরিচ্ছেদন যা মাংসে সম্পাদিত নয়; কিন্তু তারা ভ্রান্ত পথে এগিয়ে চলল যেহেতু ধূর্ত এক দূত তাদের ভোলাচ্ছিল (ঝ)। [৫] তিনি তাদের বলেন, *প্রভু, আমাদের ঈশ্বর, একথা বলছেন,* (এটিই আজ্ঞা) *কাঁটাঝোপের মধ্যে বীজ বুনো না, প্রভুর উদ্দেশে পরিচ্ছেদিত হও* (ঞ)। তিনি আর কী বলেন? *তোমরা তোমাদের হৃদয়কেই পরিচ্ছেদিত কর; আর কঠিনমনা হয়ো না* (ট)। একথাও ধর, *দেখ—প্রভু বলেছন—সকল বিজাতীয়রা মাংসে অপরিচ্ছেদিত, কিন্তু এ জনগণ হৃদয়েই অপরিচ্ছেদিত* (ঠ)।

[৬] আর তুমি যদি বল, 'জনগণ চিহ্নিত হবার জন্যই নিজেদের পরিচ্ছেদিত করে', [তবে আমি উত্তরে বলব] 'ঠিক, সিরীয়রা, আরাবীয়রা ও পুতুলদের সকল যাজকেরাও নিজেদের পরিচ্ছেদিত করত; এজন্য কি ওরাও সন্ধির সহভাগী? (ড)। আসলে পরিচ্ছেদিতদের মধ্যে মিশরীয়রাও রয়েছে।'

[৭] তাই, হে আমার ভালবাসার সন্তান যে তোমরা, এ সমস্ত বিষয় সম্পূর্ণরূপে শিখে নাও। যিনি প্রথম পরিচ্ছেদন রীতি অনুশীলন করলেন, সেই আব্রাহাম আত্মায় যিশুকেই দেখছিলেন, এবং তিন অক্ষর বিশিষ্ট তত্ত্ব গ্রহণ করেছিলেন। [৮] কেননা শাস্ত্রে বলে, *আব্রাহাম গৃহজাত লোকদের মধ্য থেকে আঠার তিনশ' জনকে পরিচ্ছেদিত করলেন* (ঢ)। আচ্ছা, এতে তাঁকে কোন জ্ঞান দেওয়া হয়েছিল? লক্ষ কর, শাস্ত্রে আগে বলে আঠার, পরে, আলাদাভাবে, তিনশ'। আঠার সংখ্যাটার জন্য 'I' (অর্থাৎ দশ) ও 'H' (অর্থাৎ আট) গ্রীক অক্ষর দু'টো ব্যবহৃত, তাতে 'যিশু' শব্দ সূচিত; আর যেহেতু ক্রুশটি অনুগ্রহের উৎস হওয়ার কথা ছিল, শাস্ত্রে 'T' গ্রীক অক্ষরটি ব্যবহার ক'রে বলে

চলে ‘তিনশ’। অতএব, প্রথম দুই অক্ষরে যিশুর প্রতীকচিহ্ন, ও তৃতীয় অক্ষরে ক্রুশের প্রতীকচিহ্ন সূচিত (ণ)। [৯] আমাদের হৃদয়ে তাঁর জ্ঞানের দান স্থাপন করেছেন যিনি, তিনি এ সমস্ত ভালই জানেন। এমন কেউই নেই যে আমার কাছ থেকে এর চেয়ে উৎকৃষ্ট শিক্ষাবাণী শুনেছে, কিন্তু আমি তো জানি যে, তোমরা [এ শিক্ষার] যোগ্য।

১০ [১] যখন মোশি বলেছিলেন, *তোমরা কোন শূকর বা ঈগল বা শকুন বা কাক বা আঁশবিহীন কোন মাছ খাবে না* (ক), তখন তিনি সেই তিন অক্ষর বিশিষ্ট তত্ত্বের কথা ভাবছিলেন। [২] তাছাড়া দ্বিতীয় বিবরণে তিনি জনগণকে বলেন, *আমি এ জনগণের সঙ্গে আমার আজ্ঞাগুলির সন্ধি স্থাপন করব* (খ)। তাই ঈশ্বরের আজ্ঞা খাদ্য পরিহারের ব্যাপার নয়, মোশি তো আধ্যাত্মিক অর্থেই কথা বলছিলেন (গ)।

[৩] তিনি শূকরের কথা উল্লেখ করেছিলেন এই অর্থে, তুমি এমন লোকদের সঙ্গে সাহচর্য করবে না যারা শূকরের মত, অর্থাৎ এমন মানুষ যারা প্রাচুর্যের দিনে ঈশ্বরকে ভুলে যায়, কিন্তু অভাবের দিনে প্রভুর কথা ভাবে, ঠিক একটা শূকরের মত যে খাওয়ার সময়ে মনিবকে চেনে না, কিন্তু তার ক্ষুধা পেলে ডাকে এবং খাবার পাওয়ার পর আবার চুপচাপ থাকে।

[৪] *তুমি কোন ঈগল বা শকুন বা চিল বা কাক খাবে না* (ঘ); এর অর্থ, তুমি এমন লোকদের সঙ্গে সাহচর্য করবে না বা এমন লোকদের মত হবে না, যারা শ্রম ক’রে ও ঘাম ফেলে অন্নসংস্থান করতে জানে না কিন্তু নিজেদের শঠতায় পরের সম্পদ লুঠ করে নেয়, এবং যদিও মনে হয় তারা নিরীহ মানুষের মত হাঁটাফেরা করে আসলে তারা ওত পেতে রয়েছে, এবং নিজেদের লোলুপতা পূরণের লক্ষ্যে কাকে লুঠ করতে পারে এজন্য চারদিকে চোখ রাখে, ঠিক উল্লিখিত পাখিরা যেইভাবে ব্যবহার করে, কেননা কেবল এই পাখিগুলোই শ্রম ক’রে খাবার যোগায় না কিন্তু অলসভাবে বসে থেকে সেই ক্ষণের অপেক্ষায় থাকে যখন পরের মাংস গ্রাস করতে পারে; তাই এ পাখিগুলো নিতান্ত ক্ষতিকর ও দুর্বৃত্ত স্বভাবের প্রাণী।

[৫] আর যখন শাস্ত্রে বলে, *তুমি কোন স্মুরাইম বা বহুপদ বা সেপিয়া মাছ খাবে না* (ঙ), তখন এর অর্থ হল, তুমি এমন লোকদের সঙ্গে সাহচর্য করবে না বা এমন

লোকদের মত হবে না, যারা নিতান্তই দুর্জন ও ইতিমধ্যেই মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত, ঠিক উল্লিখিত এই অভিশপ্ত মাছগুলোর মত যেগুলো অন্যান্য মাছের মত সাঁতার না কেটে বরং গভীরতম জলে চরে ও সমুদ্রের অতল দেশে জীবন কাটায়।

[৬] *তাছাড়া তুমি খরগোশ খাবে না* (চ)। কেন? কারণ, শাস্ত্রে বলতে চায়, তুমি ছোটদের দুর্নীতিগ্রস্ত করবে না বা তেমন লোকদের মত হবে না, কেননা খরগোশ বছরে বছরে নিজের গুহ্যদ্বার বৃদ্ধি করে, আর এজন্য খরগোশ যত বছর বাঁচে তার তত দ্বার থাকে। [৭] *তাছাড়া তুমি গোবাঘ খাবে না* (ছ)। এর অর্থ, তুমি ব্যভিচার করবে না, কাউকে নীতিভ্রষ্ট করবে না, ও তেমন লোকদের মত হবে না। কেন? কারণ এ প্রাণী প্রতি বছর স্বভাব পালটিয়ে একসময় ছেলে হয় আর একসময় মেয়ে হয়। [৮] তাছাড়া মোশি বেজিকে বিশেষভাবে জঘন্য মনে করেন (জ); তিনি বলেন, তুমি এমন মানুষ হবে না, যে মানুষেরা (আমরা যা শুনি সেই অনুসারে) অশুচিতা হেতু নিজেদের মুখ দিয়ে অনাচার করে; এমন স্ত্রীলোকদের সঙ্গেও মিলিত হবে না, যারা অশুচি ও নিজেদের মুখ দিয়ে অনাচার করে। কেননা এই জন্তু মুখ দ্বারা বংশবৃদ্ধি করে।

[৯] মোশি খাদ্য-সংক্রান্ত এ তিন তত্ত্ব গ্রহণ করেছিলেন এবং আধ্যাত্মিক অর্থে এবিষয়ে কথা বলেছিলেন; কিন্তু ওরা নিজেদের দৈহিক কামনা অনুসরণ ক'রে এ সমস্ত কিছু সাধারণ খাদ্য সংক্রান্ত বিষয় বলে গ্রহণ করল। [১০] অন্যদিকে দাউদ এই একই তিন তত্ত্ব গ্রহণ করে একথা বলেছিলেন, *সুখী সেই মানুষ, দুর্জনদের মন্ত্রণায় যে চলেনি* ([কেননা দুর্জনেরা] ঠিক সেই মাছগুলোর মত যেগুলো সমুদ্রের অতলের অন্ধকারে চলে), *পাপীদের পথেও দাঁড়ায়নি* ([কেননা পাপীরা] ঠিক তাদেরই মত যারা দেখায় তারা ঈশ্বরকে ভয় করে কিন্তু শূকরের মত পাপকর্ম করে), ও *বিদ্রূপকারীদের আসরেও যে বসেনি* (ঝ) ([কেননা বিদ্রূপকারীরা] ঠিক সেই পাখিগুলোর মত যেগুলো শিকারের অপেক্ষায় ওত পেতে বসে থাকে)।

খাদ্য সংক্রান্ত এ তিন তত্ত্ব পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে বুঝে নাও।

[১১] তাছাড়া মোশি এ কথাও বলেন, *যে কোন পশুর খুর দ্বিখণ্ড ও জাবর কাটে, সেই পশুকে তোমরা খেতে পারবে* (ঞ)। তিনি কী বলতে চান? অর্থ হল এরূপ, এ পশু যখন খাদ্য পায় তখন সে তাকেই চিনে নেয় যে তাকে পোষে, তার মালিকের উপর

ভরসা রাখে ও কেমন যেন আনন্দ ভোগ করে। আজ্ঞা সম্পর্কে বাক্যটা খুব সুন্দর। তাই তিনি কী বলতে চান? তাদেরই সঙ্গে সাহচর্য কর যারা প্রভুকে ভয় করে, তাদেরই সঙ্গে যারা গৃহীত শিক্ষার বিশেষ অর্থ (ট) হৃদয়-গভীরে ধ্যান করে, তাদেরই সঙ্গে যারা প্রভুর বিধিনিয়ম সম্পর্কে কথা বলে ও সেই বিধিনিয়ম পালন করে, তাদেরই সঙ্গে যারা জানে জপ করা আনন্দদায়ী কাজ, ও যারা প্রভুর বাণী রোমন্থন করে।

কিন্তু দ্বিখণ্ড ক্ষুরের অর্থ কী? অর্থ হল এ যে, ধার্মিক মানুষ এ জগতে চলাচল করে ও সেইসঙ্গে শাশ্বত কালের প্রতীক্ষায় থাকে। তোমরা অবশ্যই দেখতে পাচ্ছ মোশি কতই না সুন্দরভাবে বিধান সম্প্রদান করেছেন। [১২] তবু এ কি সম্ভব ছিল যে ওরা এ সমস্ত বিষয় বুঝবে ও হৃদয়ঙ্গম করবে? কেবল আমরাই আজ্ঞাগুলোর প্রকৃত অর্থ জেনে সেগুলোকে প্রভুর মন অনুসারে প্রচার করি। তিনি আমাদের কান ও হৃদয় এজন্যই পরিচ্ছেদিত করলেন, আমরা যেন এ সমস্ত বিষয় হৃদয়ঙ্গম করতে পারি।

১১ [১] এসময় এসো, অনুসন্ধান করে দেখি প্রভু বাপ্তিস্ম-জল ও ক্রুশ সম্পর্কে কোনও কিছু পূর্বপ্রকাশ করেছিলেন কিনা। জল সম্পর্কে লেখা আছে, যে বাপ্তিস্ম পাপক্ষমা এনে দেয়, ইস্রায়েল সেই বাপ্তিস্ম গ্রহণ না করে নিজ থেকে কোন না কোন জলপ্রক্ষালন ক্রিয়া প্রতিষ্ঠা করবে (ক)। [২] কেননা নবী বলেন, *আকাশমণ্ডল, স্তম্ভিত হও! পৃথিবী, এতে নিতান্ত কম্পান্বিত হও; কারণ এ জনগণ এই অপরাধ দু'টো করেছে: তারা আমাকে— জীবনময় জলের উৎস এই আমাকে ত্যাগ করেছে, ও নিজেদের জন্য মরণ-জলভাণ্ডার খুঁড়েছে* (খ)। [৩] *আমার পবিত্র পর্বত সেই সিয়োন কি একটা অনুর্বর পাথর? তোমরা হবে এমন পাখিশিশুর মত যেগুলো নীড়-বিক্ষিপ্ত হওয়ার পর উড়তে চেষ্টা করে* (গ)।

[৪] অন্যত্র নবী বলেন, *আমি তোমার আগে আগে চলব, পাহাড়পর্বত সমতল করব, ব্রঞ্জের অর্গল ভেঙে ফেলব, লোহার ডাণ্ডা ছিন্ন করব; আর আমি তোমাকে দেব অন্ধকারময়, গুপ্ত ও অদৃশ্য ধন, যেন তারা জানতে পারে যে, আমিই ঈশ্বর প্রভু* (ঘ)। [৫] আরও, *তুমি দৃঢ় শৈলে অবস্থিত এমন উঁচু গুহায় বসবাস করবে যেখানে জল হবে নিশ্চিত। তোমরা রাজাকে তাঁর আপন গৌরবে দেখতে পাবে, এবং তোমাদের প্রাণ প্রভুভয়ের কথা ধ্যান করবে* (ঙ)। [৬] অন্য নবীর মধ্য দিয়ে তিনি একথাও বলেন, *এ সমস্ত কিছুর সাধক হবে জলস্রোতের তীরে রোপিত বৃক্ষের মত, যথাসময় যা হবে*

ফলবান, যার পাতা হবে না ম্লান, সে যা করে, সেই সবই সার্থক হবে। [৭] *দুর্জনেরা কিন্তু তেমন নয়, তেমন নয়! তারা যেন পৃথিবীর বুক থেকে বাতাসে তাড়িত তুষ। তাই দুর্জনেরা সেই বিচারে উঠে দাঁড়াতে পারবে না, পাপীরাও ধার্মিকদের জনসমাবেশে। কেননা প্রভু জানেন ধার্মিকদের পথ, কিন্তু দুর্জনদের পথের হবে বিলোপ* (চ)।

[৮] লক্ষ কর, তিনি জল ও ক্রুশের কথা একসাথেই বর্ণনা করেন। কেননা এ সমস্ত কিছুর অর্থ হল এ, সুখী তারা যারা ক্রুশে ভরসা রেখে জলে নেমে গেছে (ছ)। কেননা 'যথাসময়' শব্দটির মধ্য দিয়ে তিনি সেই মজুরির কথা বলছেন যা ভবিষ্যতেই দেওয়ার কথা; কিন্তু 'যার পাতা হবে না ম্লান' বাক্যের মধ্য দিয়ে বর্তমানকালের কথা বলা হচ্ছে, অর্থাৎ: তোমার মুখ থেকে বিশ্বাসে ও ভক্তিতে উচ্চারিত সমস্ত কথা অনেকের কাছে মনপরিবর্তন ও আশা এনে দেয়।

[৯] অন্য একজন নবী বলেন, *যাকোবের দেশভূমি অন্য দেশভূমির চেয়ে প্রশংসিত ছিল* (জ)। এর অর্থ দাঁড়ায়, তিনি আপন আত্মার পাত্র গৌরবান্বিত করছেন (ঝ)। [১০] তারপর তিনি কী বলেন? *ডান দিক দিয়ে একটি নদী বয়ে চলছিল, যা থেকে সুন্দর গাছপালা গজিয়ে উঠছিল, আর যে কেউ তাদের ফল খাবে সে চিরকাল ধরে জীবিত থাকবে* (ঞ)। [১১] তিনি বলতে চান, আমরা পাপে ও নোংগ্রামিতে পূর্ণ হয়ে সেই জলে নামি, এবং আমাদের হৃদয়ে সম্ভ্রম-ফল বইতে বইতে ও [পবিত্র] আত্মার দ্বারা যিশুতে সূচিত আশার অধিকারী হয়ে সেই জল থেকে উঠে আসি। *যে কেউ তাদের ফল খাবে সে চিরকাল ধরে জীবিত থাকবে* এর অর্থ হল, যে কেউ উচ্চারিত এই সমস্ত কথা শুনে বিশ্বাস করবে, সে জীবিত থাকবে চিরকাল।

১২ [১] একই প্রকারে, অন্য এক নবীর লেখায় শাস্ত্রে ক্রুশের কথা এভাবে বর্ণনা করে, *এ সমস্ত কিছু কখন ঘটবে? প্রভু বলেন, তখনই ঘটবে যখন বৃক্ষ পতিত হবে ও পুনরায় উত্থিত হবে, যখন বৃক্ষ থেকে রক্তস্রোত বইবে* (ক)। এখানে আবার ক্রুশের কথা উল্লিখিত, তাঁরও কথা উল্লিখিত যাঁর ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার কথা।

[২] তিনি মোশিকেও তখন কথা বলেছিলেন, যখন ইস্রায়েল বিজাতীয়দের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে পরাজিত হচ্ছিল, ও আক্রান্তদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া হচ্ছিল যে তাদের পাপকর্মের কারণেই তাদের মৃত্যুর হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছিল। সেসময় [পবিত্র] আত্মা

মোশির হৃদয় এমনভাবে অনুপ্রাণিত করেছিলেন তিনি যেন ক্রুশের ও একদিন তার উপরে যাঁর যন্ত্রণাভোগ করার কথা তাঁরও অভিনয় করেন; কেননা, তিনি বলছিলেন, তাঁর উপর আস্থা না রাখলে তারা চিরকালীন পরাজয়ে পরাজিত হবে। তাই যুদ্ধ চলাকালে মোশি ঢালের উপরে ঢাল চাপিয়ে এগুলোর উপরে দাঁড়িয়েছিলেন ও হাত দু'টো বাড়িয়েছিলেন; তাতে ইস্রায়েল আবার জয়ী হতে লাগল। কিন্তু যেইমাত্র তিনি হাত দু'টো নামাতেন, তখনই তারা বিলুপ্ত হত। [৩] এ সমস্ত কিছু কেন? তারা যেন বুঝতে পারত যে, সেই ক্রুশবিদ্ধজনের উপর ভরসা না রাখলে তারা ত্রাণ পেতে পারত না [খ]। [৪] এবং আর এক নবীর মুখ দিয়ে ঈশ্বর বলেছিলেন, *সারাদিন ধরে এমন এক জাতির প্রতি হাত বাড়িয়েছি যারা বিশ্বাস করে না ও আমার ধর্মপথ প্রত্যাখ্যান করে* [গ]।

[৫] আর এক সময়ও মোশি যিশুর অভিনয় করে দেখিয়েছিলেন যে যিশুকে যন্ত্রণাভোগ করতে হবে কিন্তু পরে তিনি তাদের জীবন দান করবেন যদিও তারা মনে করবে তাঁকে হত্যা করা হয়েছে; সেসময়ে ঈশ্বর এমনটি হতে দিয়েছিলেন যাতে ইস্রায়েলীয়েরা বহু সাপের কামড়ে মারা পড়ে; লক্ষ্য ছিল, তারা যেন বুঝতে পারত যে, তারা নিজেদের অপরাধের কারণেই মরণযন্ত্রণায় আক্রান্ত হচ্ছিল, কেননা এক সাপের কারণেই হবার পতন হয়েছিল। [৬] তখন মোশি, যদিও তিনি একসময় এই আজ্ঞা দিয়েছিলেন তথা, *ছাঁচে ঢালাই করা বা খোদাই করা কোন মূর্তিকে তোমার ঈশ্বর বলে রাখবে না* [ঘ], তথাপি যিশুর একটা পূর্বচ্ছবি দেখাবার উদ্দেশ্যে তিনি নিজে একটা মূর্তি তৈরি করেছিলেন। তাই মোশি ব্রঞ্জের একটা সাপ তৈরি করে সেটিকে সসম্মানে উত্তোলন করেছিলেন ও গোটা জনগণকে সম্মিলিত করিয়েছিলেন। [৭] তাই তারা একবার এসে সম্মিলিত হলে মোশিকে অনুনয় করতে লাগল যেন তিনি তাদের নিরাময়ের জন্য তাদের হয়ে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা নিবেদন করেন। তখন মোশি তাদের বললেন, *সাপে একজনকে কামড়ালে সে এই কাষ্ঠে উত্তোলিত সাপের ধারে আসুক, সে আস্থার সঙ্গে বিশ্বাস করুক যে, সাপটা মৃত হয়েও তবু জীবনদান করতে সক্ষম; আর তেমনটি করলে সে সাথে সাথে বাঁচবে* [ঙ]। আর তারা সকলে তেমনটি করল। এতেও তোমরা যিশুর গৌরব দেখতে পাও, কেননা সমস্ত কিছু রয়েছে তাঁরই মধ্যে ও তাঁরই উদ্দেশে।

[৮] আবার, মোশি নাভের সন্তানের নাম ‘যিশু’ রাখবার পর (আর নাভের সেই ছেলে ছিলেন নবী), কেন মোশি তাঁকে বললেন যে, গোটা জনগণের কেবল তাঁরই কথা শোনা উচিত? কারণ পিতা সেই সমস্ত বিষয় প্রকাশ করছিলেন যা তাঁর পুত্র যিশু সংক্রান্ত ছিল। [৯] তাই নাভের সন্তানকে ‘যিশু’ নাম দেওয়ার পর [চ] মোশি দেশ পরিদর্শনের লক্ষ্যে তাঁকে পাঠানোর সময়ে তাঁকে বললেন, *একটি পুস্তক হাতে নাও, এবং প্রভু যা বলেছেন তাতে তা লিখে রাখ, তথা, শেষ দিনগুলোতে ঈশ্বরের পুত্র আমালেকের গোটা কুলকে সমূলে উচ্ছিন্ন করবেন* [ছ]। [১০] লক্ষ কর কেমন করে পুনরায় মানবীয় আকারে যিশু শুধু মানবপুত্র [জ] বলে নয়, ঈশ্বরের পুত্র বলেও প্রকাশিত হচ্ছেন। অতএব, যেহেতু ওরা একদিন বলবে যে, খ্রিষ্ট হলেন দাউদ-সন্তান, সেজন্য দাউদ নিজে পাপীদের এ ধরনের ভুল ভয় ক’রে ও উপলব্ধি ক’রে ভাববাণী দিয়ে বলেছিলেন, *প্রভু আমার প্রভুকে বললেন, আমার ডান পাশেই আসন গ্রহণ কর, যতক্ষণ না তোমার শত্রুদের আমি করি তোমার পাদপীঠ* [ঝ]। [১১] ইশাইয়াও এবিষয়ে বললেন, *যাঁর ডান হাত আমি ধরে আছি, প্রভু আমার সেই খ্রিষ্ট প্রভুকে একথা বললেন, তাঁর সামনে দেশগুলো বাধ্য হোক, এবং আমি রাজাদের শক্তি ধ্বংস করব* [ঞ]। সুতরাং লক্ষ কর কেমন করে দাউদ তাঁকে ‘প্রভু’ বলেই ডাকেন, তাঁকে ‘পুত্র’ বলে ডাকেন না।

১৩ [১] এসো, আমরা এখন দেখি যদি এই জনগণ না সেই পুরাতন জনগণ প্রকৃত উত্তরাধিকারী, আরও দেখি সন্ধিটি আমাদের জন্য না তাদের জন্য [ক]। [২] তাই জনগণ সম্পর্কে শাস্ত্রে যা বলে তা শোন, *ইস্‌হাকের স্ত্রী রেবেকা বন্ধ্যা হওয়ায় ইস্‌হাক তাঁর জন্য প্রার্থনা করলেন, ও তাঁর স্ত্রী গর্ভবতী হলেন*। তারপর, *রেবেকা প্রভুর অভিমত অনুসন্ধান করতে গেলেন, এবং প্রভু তাঁকে বললেন, তোমার গর্ভে রয়েছে দু’টো জাতি, ও তোমার উদরে রয়েছে দু’টো বংশ; এক বংশ অন্য বংশকে পরাস্ত করবে, এবং জ্যেষ্ঠজন কনিষ্ঠজনের দাস হবে* [খ]। [৩] ইস্‌হাক যে কে ও রেবেকা যে কে, এবং বংশ দু’টোর মধ্যে কোনটাই শাস্ত্রে মহান বলে, তা তোমাদের উপলব্ধি করা দরকার।

[৪] আর একটা ভাববাণী আছে যেটায় যাকোব আরও স্পষ্টভাবে তাঁর ছেলে যোসেফকে উদ্দেশ করে বলেন, *দেখ, প্রভু আমাকে তোমার উপস্থিতি থেকে বঞ্চিত করেননি; তোমার দুই ছেলেকে আমার কাছে আন, যেন আমি তাদের আশীর্বাদ করতে*

পারি (গ)। [৫] আর যোসেফ এফ্রাইম ও মানাশেকে এনে ইচ্ছা করছিলেন মানাশেই আশীর্বাদের পাত্র হবে যেহেতু মানাশেই জ্যেষ্ঠজন; বাস্তবিকই যোসেফ মানাশেকে নিজের পিতা যাকোবের ডান হাতের ধারেই রেখেছিলেন। কিন্তু যাকোব আত্মায় ভাবীকালের জনগণের পূর্বচ্ছবি দেখলেন। আসলে শাস্ত্রে কী বলে? *আর যাকোব হাত দু'টো অদলবদল ক'রে ডান হাত এফ্রাইমের মাথায় রাখলেন—অথচ এ দ্বিতীয় ও কনিষ্ঠই ছিল— ও তাকে আশীর্বাদ করলেন। তখন যোসেফ যাকোবকে বললেন, পিতা, এমন নয়; মানাশেরই মাথায় ডান হাত দিন, কেননা সে-ই আমার প্রথমজাত ছেলে। কিন্তু যাকোব যোসেফকে বললেন, তা আমি জানি, সন্তান, আমি জানি; তবু জ্যেষ্ঠজন কনিষ্ঠজনের সেবা করবে, আর এ-ই আশীর্বাদের পাত্র হবে* (ঘ)। [৬] তবে তোমরা নিজেরা দেখতে পাচ্ছ যে, আগে থেকে এমনটি স্থির করা হয়েছিল দুই জনগণের মধ্যে কোনটাই মহান ও সন্ধির উত্তরাধিকারী হওয়ার কথা ছিল।

[৭] আর যদিও আমরা আব্রাহামে এ বিষয়ের একটা ইঙ্গিত পাই, তবু একথা মেনে নিতে হবে যে, [শাস্ত্র সম্পর্কে] আমাদের জ্ঞান সিদ্ধ। তবে, যখন আব্রাহাম একাই হয়ে বিশ্বাস করেছিলেন ও তেমনটি তাঁর পক্ষে ধর্মময়তা বলে পরিগণিত করা হয়েছিল, তখন ঈশ্বর তাঁকে কী বলেছিলেন? *দেখ, আমি তোমাকে, হে আব্রাহাম, সেই বিজাতীয়দের পিতা করলাম যারা অপরিচ্ছেদিত হয়েও ঈশ্বরে বিশ্বাস করবে* (ঙ)।

১৪ [১] আচ্ছা, এবার এসো, সেই যে সন্ধি ঈশ্বর জনগণকে দেবেন বলে পিতৃপুরুষদের কাছে শপথ করেছিলেন, একটু দেখি তিনি সত্যিই সেই সন্ধি তাদের দিয়েছেন কিনা। তিনি সেই সন্ধি দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু ওরা নিজেদের পাপকর্মের জন্য তা গ্রহণ করতে অযোগ্য ছিল। [২] কেননা নবী বলেন, *প্রভুর সন্ধি পাবার জন্য মোশি উপবাস করে চল্লিশদিন চল্লিশরাত পর্বতের উপরে থাকলেন। আর তিনি সেই দুই ফলক, প্রভুর আপন আঙুল দিয়ে আত্মায় লেখা সেই দুই পাথরফলক পেলেন* (ক)। এবং তা পাবার পর মোশি জনগণকে দেবার জন্য ফলক দু'টো বইছিলেন, [৩] এমন সময় প্রভু মোশিকে বললেন, *মোশি, মোশি, এখনই নেমে যাও, কারণ তোমার সেই জনগণ, যাদের তুমি মিশর দেশ থেকে বের করে এনেছ, তারা ভ্রষ্ট হয়েছে। তাতে মোশি উপলব্ধি করলেন যে, তারা নিজেদের জন্য ছাঁচে ঢালাই করা মূর্তি তৈরি করেছিল, এবং সেই ফলক দু'টো নিজের*

হাত থেকে ফেলে দিলেন, এতে প্রভুর সন্ধির ফলক দু'টো টুকরো টুকরো হল (খ)। [৪] সুতরাং মোশি সন্ধি পেয়েছিলেন, কিন্তু ওরা সেটির যোগ্য ছিল না।

এখন লক্ষ কর আমরা কীভাবে তা গ্রহণ করেছি। মোশি দাস হিসাবে তা গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু আমাদের খাতিরে কষ্টভোগ করে প্রভু উত্তরাধিকারের জনগণ হিসাবেই তা আমাদের দিলেন। [৫] তিনি [মাংসে] আবির্ভূত হলেন যাতে তাদের পাপকর্মের মাত্রা পূর্ণ হয় ও আমরা সন্ধির উত্তরাধিকারী যে তিনি তাঁরই কাছ থেকে সেই সন্ধি পেতে পারি; কেননা এই উদ্দেশ্যেই তাঁকে আগে থেকে ধার্য করা হয়েছিল, তিনি আবির্ভূত হলে যেন মৃত্যুতে সমর্পিত ও ভুলভ্রান্তিতে নিমজ্জিত আমাদের হৃদয়কে অন্ধকার থেকে বিমুক্ত করেন ও তাঁর বাণী দ্বারা আমাদের সঙ্গে সন্ধি স্থির করেন (গ)। [৬] কেননা লেখা আছে, পিতা তাঁর আপন পুত্রকে এমন নির্দেশ দিয়েছেন তিনি যেন অন্ধকার থেকে আমাদের বিমুক্ত করেন ও তাঁর নিজের জন্য এক পবিত্র জনগণকে প্রস্তুত করেন। [৭] কেননা নবী বলেন, *আমি প্রভু তোমার ঈশ্বর ধর্মময়তার উদ্দেশ্যে তোমাকে আহ্বান করেছি, আমি তোমার হাত শক্ত করে ধরব; তোমাকে শক্তি দেব, ও জনগণের জন্য সন্ধি ও বিজাতীয়দের জন্য আলোরূপেই তোমাকে অধিষ্ঠিত করেছি অন্ধদের চোখ খুলে দেবার জন্য, এবং শেকল থেকে বন্দিদের, ও যারা অন্ধকারে বাস করে, কারাবাস থেকে তাদের বের করে আনার জন্য* (ঘ)। তাতে দেখতে পাচ্ছি কোথা থেকে আমাদের বিমুক্ত করা হয়েছে। [৮] এজন্য নবী বলে চলেন, *আমি তোমাকে বিজাতীয়দের জন্য আলোরূপে নিযুক্ত করেছি, তুমি যেন পৃথিবীর প্রান্তসীমা পর্যন্ত হও আমার পরিত্রাণ; একথা বলছেন সেই প্রভু ঈশ্বর যিনি তোমাকে বিমুক্ত করেছেন* (ঙ)। [৯] তারপর নবী বলে চলেন,

প্রভুর আত্মা আমার উপর অধিষ্ঠিত,
কেননা তিনি আমাকে তৈলাভিষিক্ত করেছেন
দীনদুঃখীদের কাছে অনুগ্রহের শুভসংবাদ দেবার জন্য,
তিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন ভগ্নহৃদয় মানুষকে সারিয়ে তুলতে,
কারারুদ্ধদের কাছে স্বাধীনতার,
ও অন্ধদের কাছে দৃষ্টিশক্তির সংবাদ দিতে,

এবং প্রভুর প্রসন্নতা-বর্ষ

ও মজুরিদানের দিন ঘোষণা করতে,

শোকার্ত সকল মানুষকে সান্ত্বনা দিতে (চ)।

১৫ [১] তাছাড়া, সিনাই পর্বতের উপরে যে দশটা বাণী ঈশ্বর মোশির মুখোমুখি হয়ে উচ্চারণ করেছিলেন, সেগুলোতে শাব্বাৎ সম্পর্কে লেখা রয়েছে, *তোমরা প্রভুর শাব্বাৎ শুচি হাতে ও শুচি হৃদয়ে স্মরণ করবে যাতে তার পবিত্রতা অক্ষুণ্ন রাখ* (ক)। [২] আর এক পদে তিনি বলেন, *আমার সন্তানেরা যদি শাব্বাৎ পালন করে, আমি তাদের উপর আমার কৃপা বর্ষণ করব* (খ)। [৩] শাব্বাতের কথা আদিলগ্নেও উল্লিখিত, *প্রভু ছয় দিনে আপন হাতের কাজ শেষ করলেন এবং সপ্তম দিনে তা শেষ করে বিশ্রাম নিলেন, ও সেই দিনটি পবিত্র করলেন* (গ)। [৪] সন্তানেরা, 'ছয় দিনে তা শেষ করলেন' এর অর্থ লক্ষ কর। অর্থ এ, প্রভু ছয় হাজার বছরে সমস্ত কিছু শেষ করবেন, কেননা তাঁর কাছে এক দিন এক হাজার বছরের সমান, যেভাবে তিনি নিজে আমার সাক্ষী যখন বলেন, *দেখ, প্রভুর এক দিন হবে এক হাজার বছরের সমান* (ঘ)। তাই, সন্তানেরা, ছয় দিনে অর্থাৎ ছয় হাজার বছরে সমস্ত কিছু সম্পন্ন হবে। [৫] 'এবং সপ্তম দিনে তিনি বিশ্রাম নিলেন', এর অর্থ হল, যখন তাঁর পুত্র আসবেন, এবং সেই ধূর্তজনের যুগ বিনাশ করবেন, দুর্জনদের বিচার করবেন, ও সূর্য চন্দ্র ও তারানক্ষত্র পরিবর্তন করবেন, তখন তিনি সত্যিকারে সপ্তম দিনে বিশ্রাম করবেন।

[৬] তাছাড়া শাস্ত্রে বলে, *তুমি শুচি হাতে ও শুচি হৃদয়ে এ দিনটির পবিত্রতা অক্ষুণ্ন রাখবে* (ঙ)। তাই, যে দিনটি প্রভু পবিত্র করেছেন, যদি বর্তমানকালের মানুষ নিজের হৃদয় শুচি রাখায় সেই দিনটির পবিত্রতা অক্ষুণ্ন রাখতে সক্ষম, তাহলে আমরা সম্পূর্ণরূপে প্রতারিত হয়েছি। [৭] যখন আমাদের ধর্মময়তাপ্রাপ্ত করা হবে ও প্রতিশ্রুত উত্তরাধিকারপ্রপ্ত হব, শুধু সেসময়েই আমাদের বিশ্রাম দ্বারা দিনটির পবিত্রতা বজায় রাখতে পারব, কেননা সেসময় আর কোন পাপ থাকবে না আর সমস্ত কিছু প্রভুর দ্বারা নবীকৃত হবে; শুধু সেই সময়ই দিনটির পবিত্রতা অক্ষুণ্ন রাখতে পারব যেহেতু ইতিমধ্যে আমাদের নিজেদেরই পবিত্র করা হবে।

[৮] অবশেষে, ঈশ্বর তাদের বলেন, *তোমাদের অমাবস্যা ও তোমাদের শাব্বাৎ আমি সহ্য করি না* (চ)। তোমরা কি এর অর্থ বুঝতে পার? অর্থ এ, আজকালের শাব্বাৎ আমার কাছে গ্রহণীয় নয়, সেই শাব্বাৎই আমার কাছে গ্রহণীয় যে শাব্বাৎ আমি নিজে স্থির করেছি, কেননা সেই শাব্বাৎ দিনে আমি সমস্ত কিছুকে বিশ্রাম দেব ও অষ্টম দিনটা অর্থাৎ নব এক জগৎ প্রবর্তন করব (ছ)। [৯] এজন্যই আমরা আনন্দ-ফুর্তির সঙ্গে [সপ্তাহের] সেই অষ্টম দিন উদ্‌যাপন করি যে দিনে যিশু মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করলেন, পুনরায় আবির্ভূত হলেন, ও স্বর্গে আরোহণ করলেন।

১৬ [১] এখন আমি তোমাদের সঙ্গে মন্দির সম্পর্কে কিছু বলতে চাই, এবং তোমাদের দেখাব সেই হতভাগারা কেমন ভুল করেছিল (ক) যখন স্রষ্টাতে নয় বরং এমন একটা ভবনে নিজেদের আশা স্থাপন করেছিল একথা ভেবে যে, সেই ভবনই ঈশ্বরেরই ঘর। [২] বাস্তবিকই তারা বিধর্মীদের মত মন্দিরেই তাঁকে উপাসনা করত। তোমরা কিন্তু লক্ষ কর কেমন কথায় প্রভু সেই মন্দির নিষ্প্রয়োজন বলে ঘোষণা করেন, *নিজ বিঘত দিয়ে কেবা আকাশমণ্ডল, বা নিজের করতলে পৃথিবীকে মেপেছে? আমি, তাই না? একথা বলছেন প্রভু। যখন স্বর্গ আমার সিংহাসন ও পৃথিবী আমার পাদপীঠ, তখন আমার জন্য তোমরা কেমন গৃহ গেঁথে তুলবে? কিংবা কোথায় হবে আমার বিশ্রামস্থান?* (খ)। তাতে তোমরা দেখতে পাও তাদের আশা কেমন অসার ছিল। [৩] তাছাড়া শাস্ত্রে একথাও বলে, *দেখ, যারা এ মন্দির ধ্বংস করেছিল, তারা নিজেরা তা নির্মাণ করবে* (গ)। [৪] আর তেমনটি ঘটছে! কেননা যুদ্ধের কারণে মন্দিরটা শত্রুহস্তে ধ্বংসিত হল, কিন্তু বর্তমানকালে শত্রুদের দাসেরা নিজেরাই তা পুনর্নির্মাণ করবে (ঘ)। [৫] আসলে আগেও এমনটি প্রকাশিত হয়েছিল যে, নগরী, মন্দির ও ইস্রায়েল জনগণ একদিন [ঈশ্বর দ্বারা] প্রত্যাখ্যাত হবে, কেননা শাস্ত্রে বলে, *শেষ দিনগুলোতে এমনটি ঘটবে যে, প্রভু তাঁর আপন পালের মেষগুলোকে, মেষঘেরি ও উচ্চ ঘরটা বিনাশের হাতে তুলে দেবেন* (ঙ)। প্রভু যেমনটি বলেছিলেন, ঠিক সেই অনুসারে সমস্ত কিছু ঘটল।

[৬] এবার এসো, অনুসন্ধান করে দেখি ঈশ্বরের কোন মন্দির আছে কিনা। অবশ্যই আছে, বাস্তবিকই তিনি নিজে বলেছেন যে, তিনি তা নির্মাণ করেন ও অলঙ্কৃত করেন, কেননা লেখা আছে, *সেসময়ে এমনটি ঘটবে যে, সপ্তাহ শেষে প্রভুর নামে ঈশ্বরের এক*

মন্দির গৌরবময় ভাবে নির্মিত হবে (চ)। [৭] সুতরাং আমি দেখতে পাচ্ছি, মন্দিরটা আছে। তাই এবার লক্ষ কর তা কেমন করে ‘প্রভুর নামে’ নির্মিত হয়েছিল। আমরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করার আগে আমাদের হৃদয়ের আবাস ক্ষয়শীল ও দুর্বল ছিল, ছিল ঠিক যেন একটা মন্দিরের মত যা মানুষের হাতে তৈরী, কেননা সেটি প্রতিমাতে পরিপূর্ণ ছিল, ছিল অপদেবতাদের ঘর, কেননা যা যা ঈশ্বরের ইচ্ছার বিপরীত আমরা ঠিক তেমন কাজই করতাম। [৮] ‘কিন্তু মন্দিরটা প্রভুর নামে নির্মিত হবে’; তবে এখন সাবধান থাক যাতে প্রভুর মন্দির গৌরবময়ভাবে নির্মিত হয়। কেমন করে? শোন। পাপক্ষমা গ্রহণ করে ও [প্রভুর] নামে আশা স্থাপন করে আমরা নব মানষ হয়ে উঠেছি, পুনরায় আমূল সৃষ্ট হয়েছি; ফলে ঈশ্বর সত্যিকারে আমাদের অন্তরে, আমরা যা, সেই আবাসেই, বসবাস করেন। [৯] কেমন করে? তিনি বসবাস করেন তাঁর বিশ্বাস সংক্রান্ত বাণী দ্বারা, তাঁর প্রতিশ্রুতির আহ্বান দ্বারা, বিধিনিয়মের প্রজ্ঞা দ্বারা, [খ্রিষ্ট]তত্ত্বের আজ্ঞাবলি দ্বারা, আমাদের অন্তরে নিজেই ভাববাণী ধ্বনিত করা দ্বারা, আমাদের অন্তরে নিজেই অবস্থান করা দ্বারা, মন্দিরের দরজা তথা আমাদের মুখ খুলে দেওয়া দ্বারা, অনুতাপ দান করা দ্বারা, আর এভাবে মৃত্যুর বন্দি যে আমরা এই আমাদের তিনি অক্ষয়শীল মন্দিরে চালনা করেন। [১০] সুতরাং যে কেউ ত্রাণ পেতে আকাঙ্ক্ষা করে, সে মানুষের দিকে নয় (ছ), বরং মানুষে যিনি বাস করেন ও মানুষের মুখ দিয়ে কথা বলেন, তাঁরই দিকে তাকায়, এবং এতে বিস্মিত হয় যে, সে আগে তাঁকে নিজের মুখ দিয়ে তেমন কথা বলতে কখনও শোনেনি, নিজে সেই কথা শুনবারও কখনও আকাঙ্ক্ষা করেনি। এটিই সেই আধ্যাত্মিক মন্দির যা প্রভুর উদ্দেশে নির্মিত হচ্ছে।

১৭ [১] যতখানি সম্ভব ও তোমাদের কাছে যত সরলভাবে ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারে, সেই অনুসারে আমার প্রাণের আশা ও আমার আকাঙ্ক্ষাই যে, পরিত্রাণ লাভের জন্য যা যা প্রয়োজন সেবিষয়ে কিছুই বাদ পড়েনি। [২] কেননা আমি যদি বর্তমান বা ভাবীকালের বিষয়ে কিছু লিখতাম, তবে তোমরা তা বুঝতে না, যেহেতু সেই সমস্ত বিষয় নিগূঢ়তত্ত্বে আবৃত। সুতরাং এসমস্তই যথেষ্ট।

১৮ [১] এবার এসো, অন্য এক বিষয় ও শিক্ষায় পার হই।

শিক্ষাদানে ও কর্মসাধনে পথ দু'টো আছে (ক), তথা আলোর পথ ও অন্ধকারের পথ; এবং এ পথ দু'টোর মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে, কেননা একটার উপরে নিযুক্ত আছেন ঈশ্বরের আলোদানকারী দূতগণ, কিন্তু অপরটার উপরে শয়তানের দূতগণ নিযুক্ত। [২] একজন অনাদিকাল থেকে চিরকাল ধরে প্রভু, অপরজন শঠতাপূর্ণ এ বর্তমানকালের শাসক।

১৯ [১] আলোর পথ এ।

যে কেউ গন্তব্যস্থান পর্যন্ত পথ চলতে ইচ্ছা করে, সে নিজের কাজকর্ম সাধনে সদাগ্রহী হোক। তবে আমরা যেন এ পথে চলতে পারি, সেই মর্মে আমাদের এ জ্ঞান দেওয়া হয়েছে: [২] তোমার নির্মাতাকে তুমি ভালবাসবে, তোমাকে গড়েছেন যিনি তাঁকে ভয় করবে (ক), যিনি মৃত্যু থেকে তোমার মুক্তি সাধন করেছেন তাঁর গৌরবকীর্তন করবে, তুমি হৃদয়ে সরল ও আত্মায় ধনবান হবে, যারা মৃত্যু-পথে চলে তুমি তাদের সাহচর্যে যোগ দেবে না, ঈশ্বরের যা গ্রহণীয় নয় তা তুমি ঘৃণা করবে, তুমি সবধরনের মিথ্যা-প্রতারণা ঘৃণা করবে, প্রভুর আজ্ঞাবলি প্রত্যাখ্যান করবে না। [৩] তুমি নিজেকে বড় করবে না, কিন্তু সবকিছুতে নম্রচিত্ত হবে; নিজেতে গৌরব আরোপ করবে না। তুমি তোমার প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে কুমতলব আঁটবে না, তোমার প্রাণকে গর্বোদ্ধত হতে দেবে না। [৪] তুমি যৌন অনাচার করবে না, ব্যভিচার করবে না (খ), সমকামী হবে না; পরকে অশুচিতায় পতিত করার জন্য ঈশ্বরের বাণী অপব্যবহার করবে না। যখন কোন অপরাধ নিন্দা করার দরকার আছে, তখন কারও মুখাপেক্ষা করবে না; তুমি কোমলপ্রাণ হবে, শান্তশিষ্ট হবে, যে সমস্ত [পবিত্র] বাণী শুনেছ সেগুলোকে সম্ভ্রম করবে। তোমার ভাইয়ের উপর আক্রোশ রাখবে না। [৫] ঘটবে কি ঘটবে না, এবিষয়ে তুমি দু-মনা হবে না (গ)। তুমি প্রভুর নাম অযথা নেবে না (ঘ)। তুমি তোমার প্রতিবেশীকে নিজের প্রাণের চেয়েও ভালবাসবে; গর্ভপাত ঘটাবে না, নবজাত শিশুদের হত্যা করবে না। তোমার ছেলে বা মেয়ের প্রতি তোমার হাত যেন বেশি হালকা না হয়, বরং তাদের বাল্যকাল থেকেই তাদের প্রভুভয় শেখাবে। [৬] তুমি তোমার প্রতিবেশীর সম্পদ লোভ করবে না, আবার কৃপণও হবে না। তুমি গর্বিতদের সঙ্গে সাহচর্য করবে না, কিন্তু নম্রদের ও

ধার্মিকদের সঙ্গী হবে। তোমার যা কিছু ঘটবে, তা তুমি মঙ্গলময় বলেই গ্রহণ করবে, একথা জেনে যে, ঈশ্বরের ইচ্ছা ছাড়া কিছু ঘটে না। [৭] তুমি দ্বিমনা ও দ্বিজিহ্ব মানুষ হবে না, কারণ দ্বিজিহ্ব মরণফাঁদ স্বরূপ। তুমি তোমার মনিবদের প্রতি, ঠিক যেন ঈশ্বরের প্রতি, সম্ভ্রমে ও সভয়ে বাধ্য থাকবে; একই ঈশ্বরে আশা রাখে যারা, তোমার সেই দাস ও দাসীকে তুমি রূঢ়ভাবে কোন আজ্ঞা দেবে না, পাছে তারা সেই ঈশ্বরকে আর ভয় না করে যিনি তোমার ও তাদেরও একমাত্র প্রভু; আর তিনি যখন আহ্বান করেন, তখন ব্যক্তি-পক্ষপাত করেন না বরং [পবিত্র] আত্মা যাদের প্রস্তুত করেছেন তিনি তাদেরই কাছে আসেন। [৮] তুমি সবকিছুতে তোমার প্রতিবেশীর সঙ্গে সহভাগিতা করবে, এমন কথা বলবে না যে, তা তোমারই সম্পদ (ঙ); কেননা তোমরা যখন অক্ষয়শীল বিষয়ের সহভাগী, তখন ক্ষয়শীল বিষয়ে আর কতই সহভাগী না হতে হবে? কথা বলায় তুমি অতিব্যস্ত হবে না, কারণ জিহ্বা মরণফাঁদ স্বরূপ। তুমি যথাসাধ্য শুচি থাকবে, অন্তর পবিত্র করে রাখবে। [৯] তুমি তাদেরই একজন হবে না যারা গ্রহণের বেলায় হাত পাতে কিন্তু দানের বেলায় হাত রুদ্ধ রাখে। যারা তোমার কাছে প্রভুর বাণী শোনায়, তুমি তোমার চোখের মণির মতই তাদের ভালবাসবে (চ)। [১০] দিবারাত্র বিচারের দিনের কথা স্মরণে রাখবে। হয় কথা বলতে ব্যস্ত থেকে, না হয় প্রচারের জন্য বেরিয়ে প'ড়ে, না হয় বাণী দ্বারা আত্মাদের ত্রাণ করতে চেষ্টা ক'রে, না হয় তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য স্বহস্তে কাজ ক'রে—যাই কিছু কর না কেন তুমি প্রতিদিন পবিত্রজনদের সাহচর্যের অন্বেষণ করবে। [১১] দিতে দ্বিধাগ্রস্ত হবে না, অসন্তোষে গজ গজ করেও ভিক্ষা দেবে না; তবেই তুমি জানতে পারবে সেই উত্তম প্রতিদানদাতা কে। যে সমস্ত আদেশ-নির্দেশ গ্রহণ করেছ, তুমি তা পালন করবে—তাতে আর কিছু যোগ করবে না, এবং তা থেকে কিছু বিয়োগও করবে না। তুমি অমঙ্গল নিতান্তই ঘৃণা করবে; ন্যায়বিচার সম্পাদন করবে; [১২] কোন বিবাদ ঘটাবে না, কিন্তু যারা বিচ্ছিন্ন, তুমি তাদের একত্র করে পুনর্মিলিত করবে। তুমি নিজ পাপ স্বীকার করবে। কলুষিত বিবেকে প্রার্থনা করতে যাবে না।

এ আলোর পথ।

২০ [১] কিন্তু সেই কালোজনের পথ কুটিল ও অভিশাপে পূর্ণ, কেননা সেটি এমন পথ যা চিরন্তন মৃত্যু ও শাস্তির পথ, এবং সেই পথে সেই সমস্ত কিছু রয়েছে যা মানুষের আত্মার বিনাশ ঘটায়, যথা, প্রতিমাপূজা, ঔদ্ধত্য, ক্ষমতার লোভ, ভণ্ডামি, দু-মুখো আচরণ, ব্যভিচার, নরহত্যা, চুরি, গর্ব, আজ্ঞা-লঙ্ঘন, ছলনা, শঠতা, পরহিংসা, অহঙ্কার, মন্ত্র-তন্ত্র, জাদুকর্ম, লোভ, ঈশ্বরভীতির অভাব; [২] ওরা সৎমানষকে নির্যাতন করে, সত্য ঘৃণা করে, মিথ্যা ভালবাসে, ধর্মময়তার পুরস্কার জানে না, শুভকর্ম সাধনে নিবিষ্ট থাকে না, বিচার সম্পাদনে ন্যায় সমর্থন করে না, বিধবা ও এতিমের পক্ষে দাঁড়ায় না, ঈশ্বরভীতিতে নয়, অপকর্মেই রাতে জাগ্রত থাকে, কমোলতা ও সহিষ্ণুতা তাদের কাছ থেকে বহু দূরে আছে; ওরা অসার সমস্ত কিছু ভালবাসে, প্রতিদানের অন্বেষণ করে, গরিবের প্রতি করুণাবিষ্ট হয় না, ভারাক্রান্তের প্রতি তৎপর হয় না, পরনিন্দা-প্রবণ হয়, নিজেদের নির্মাতাকে জানে না, বাচ্চাদের খুন করে, ঈশ্বরের সৃষ্টি বিকৃত করে, অভাবীদের দূরে সরিয়ে দেয়, নিপীড়িতদের অত্যাচার করে, ধনীদের উকিল, দীনহীনদের অন্যায়-বিচারক; ওরা যত পাপকর্মে পরিপূর্ণ।

২১ [১] প্রভুর বিধিনিয়মের একটা তালিকা দেওয়া হয়েছে। তাই যে কেউ সেগুলো শিখেছে, তার পক্ষে সেগুলো পালন করা সমীচীন, কেননা যে কেউ এ সমস্ত কিছু মেনে চলবে, সে ঈশ্বরের রাজ্যে গৌরবান্বিত হবে; অপরদিকে যে কেউ মন্দ বেছে নেয়, সে নিজের অপকর্ম সমেত বিনষ্ট হবে। এজন্যই পুনরুত্থান আছে, এজন্যই মজুরি আছে।

[২] এবং তোমরা যদি আমার শুভাকাঙ্ক্ষা জনিত একটা পরামর্শ গ্রহণ করতে ইচ্ছুক, তবে আমার চেয়ে মহান যে তোমরা সেই তোমাদের আমি অনুনয় করি, যখন তোমরা জান কারও মঙ্গল করতে পার, তখন তা করায় অবহেলা করো না। [৩] সেই দিন সন্নিকট, যেদিন সেই ধূর্তজন-সহ সমস্ত কিছু বিনষ্ট হবে। প্রভু ও তাঁর মজুরি কাছে এসে গেছে (ক)।

[৪] আমি পুনরায় তোমাদের সনির্বন্ধ আবেদন জানাচ্ছি, তোমরা নিজেদের বিষয়ে উত্তম বিধানকর্তা হও, একে অন্যের বিশ্বস্ত সুমন্ত্রণাদাতা হও, তোমাদের কাছ থেকে যত ভণ্ডামি দূর করে দাও। [৫] নিখিল বিশ্বের প্রভু যিনি, সেই ঈশ্বর তোমাদের দান করুন

প্রজ্ঞা, সুবুদ্ধি, আন্তর উপলব্ধি, তাঁর বিধিনিয়ম বিষয়ে জ্ঞান ও সেগুলো পালনে অধ্যবসায়। [৬] ঈশ্বর দ্বারা নিজেদের উদ্বুদ্ধ হতে দাও, প্রভু তোমাদের কাছ থেকে যা দাবি করেন তারই অন্বেষণ কর, এমনভাবে আচরণ কর যাতে বিচারের দিনে তোমরা বিশ্বস্ত বলে গণ্য হতে পার। [৭] মঙ্গলকর যা গ্রহণ করেছ তার জন্য যদি কৃতজ্ঞতার মত তোমাদের কিছু থাকে, তাহলে এ সমস্ত বিষয় ভাবতে ভাবতে আমার কথাও স্মরণ কর, যেন আমার ধর্মাগ্রহ ও আমার জাগরণ মঙ্গলকর কিছুতে পরিণত হতে পারে। তেমনটি আমি তোমাদের কাছ থেকে অনুগ্রহ বলেই অনুনয় ও অনুরোধ করছি।

[৮] যতক্ষণ সুন্দর পাত্রটি (খ) তোমাদের সঙ্গে রয়েছে, ততক্ষণ তোমরা কারও দ্বিতীয় হয়ো না, বরং এ সমস্ত কিছু অন্বেষণ কর ও প্রতিটি আজ্ঞা পালন কর, কেননা এ সমস্ত কিছু সত্যিকারে যোগ্য।

[৯] তোমাদের আনন্দিত করা, এটি সেই প্রধান কারণ যা, আমার পক্ষে যতদূর সম্ভব ছিল, তোমাদের কাছে লিখতে আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে।

ভালবাসা ও শান্তির সন্তানসকল, পরিত্রাণ লাভে ধন্য হও।

সমস্ত অনুগ্রহ দানকারী যিনি, সেই গৌরবের প্রভু তোমাদের আত্মার সঙ্গে থাকুন। আমেন।

বার্নাবাসের পত্র।

---

১ (ক) তীত ৩:৬ দ্রঃ।

(খ) বিশ্বাসের সঙ্গে খ্রিষ্টিয়ানরা এমন 'সিদ্ধ জ্ঞান' অর্জন করতে পারে যা দ্বারা তারা পুরাতন নিয়মে নিহিত সমস্ত গুপ্ত রহস্যের অর্থ জানতে পারে। কেবল এ 'সিদ্ধ জ্ঞান' লাভেই খ্রিষ্টিয়ানরা ইহুদীদের ভুলভ্রান্তি এড়াতে পারে। ৬ষ্ঠ পদ অন্য বিষয় তুলে ধরে, কিন্তু ৭ম পদ পুনরায় সিদ্ধ জ্ঞানের প্রসঙ্গ অনুধাবন করে।

(গ) এখানে পত্রের প্রকৃত বক্তব্য উপস্থাপিত, তথা, পুরাতন নিয়মের লেখাগুলো এমন ধরনের, যা নৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রেরণা দেওয়ার কথা।

২ (ক) ২ করি ৭:১ দ্রঃ।

(খ) অর্থাৎ, ঈশ্বরের ইচ্ছা পূরণ করতে গিয়ে প্রকৃত আনন্দের অধিকারী হবার জন্য বিশ্বাস ও সিদ্ধ জ্ঞান ছাড়া অন্যান্য গুণাবলিও একান্ত প্রয়োজন।

এপর্যন্তই পত্রের মুখবন্ধ, ৪র্থ পদে শুরু হয় পত্রের বিস্তারিত বক্তব্য।

(গ) ইশা ১:১১-১৩।

(ঘ) এ বচনে উল্লিখিত নবী ইশাইয়ার ভাববাণী বলিদান বাতিল করতে অভিপ্রেত ছিল না, প্রকৃতপক্ষে বাণীটা কাব্যিক আকারে সেই দয়া-মমতা ও সেই অন্যান্য গুণাবলির প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করতে অভিপ্রেত, যেগুলো না থাকলে কোনও বলিদান বা আহুতি ঈশ্বরের কাছে গ্রহণীয় নয়।

(ঙ) যেরে ৭:২১-২৩।

(চ) জাখা ৮:১৭।

(ছ) বচনের প্রথম অংশ সাম ৫১:১৯ থেকে, দ্বিতীয় অংশটি অজানা উৎস থেকে নেওয়া।

৩ (ক) ইশা ৫৮:৯; এটিই ইহুদীদের ভুল।

(খ) ইশা ৫৮:৪-৫।

(গ) ইশা ৫৮:৬-১০।

(ঘ) খ্রিষ্টিয়ানদের ইহুদী প্রথাগুলো থেকে ও পুরাতন নিয়মের বিধিনিয়ম পালন থেকে দূরে রাখা, এটিই পত্রের প্রকৃত লক্ষ্য।

৪ (ক) এখানেও ইহুদীদের ভুল ইঙ্গিত করা হচ্ছে।

(খ) এখানে এনোখ পুস্তক শাস্ত্র বলে উল্লিখিত, কিন্তু বাক্যটা পুস্তকটিতে (যে আকারে পুস্তকটা আজকালে রয়েছে) অন্তর্ভুক্ত নয়।

(গ) দা ৭:২৪ দ্রঃ।

(ঘ) দা ৭:৮।

(ঙ) কথাটার অর্থ সেকালের পাঠকের কাছে স্পষ্ট ছিল, কিন্তু আজকালের পাঠকের কাছে অর্থ অস্পষ্ট। যাই হোক, এখানে কোনও না কোনও রোমীয় সম্রাটের কথা বলা হচ্ছে; হয় সম্রাট ভেস্পাসিয়ানুস (রাজত্বকাল ৬৯-৭৯) যিনি গাল্বা, অথো ও ভিতেল্লিউস সম্রাটত্রয়কে সরিয়ে দিয়েছিলেন, না হয় সম্রাট হাদ্রিয়ানুস (রাজত্বকাল ১১৭-১৩৮) যিনি রাজাসন পাবার জন্য নিজের প্রতিপক্ষদের পরাজিত করেছিলেন, না হয় সম্রাট নেরভা (রাজত্বকাল ৯৬-৯৮) যিনি দমিতিয়ানুস সম্রাটের হত্যাকাণ্ডে ফ্লাভিউস-ত্রয়ের রাজবংশধারাকে (ভেস্পাসিয়ানুস, তিতুস ও দমিতিয়ানুস) শেষ করে দিয়েছিলেন।

(চ) সন্ধি ইহুদীদেরও ও খ্রিষ্টিয়ানদেরও হলে তবে ইহুদী ও খ্রিষ্টিয়ান উভয়ই একই বিধিনিয়ম দ্বারা আবদ্ধ। তেমন ধারণার বিপক্ষে বার্নাবাস একথা সমর্থন করেন যে, সন্ধি তখনই বাতিল

হয়েছিল যখনই স্থির করা হয়েছিল। একই ধারণা ১৪ অধ্যায়েও উপস্থাপিত। ধারণাটি যে যুক্তিহীন তা বলা বাহুল্য।

(ছ) যাত্রা ৩১:১৮; ৩৪:২৮।

(জ) যাত্রা ৩২:৭।

(ঝ) কালোজনের কথা ২০-২১ অধ্যায়েও উপস্থাপিত।

(ঞ) খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের ঘনঘন সম্মিলনী মণ্ডলীতে ঐক্যজীবন যাপনের জন্য ও শয়তানকে পরাজিত করার জন্য প্রবল উপায়।

(ট) ইশা ৫:২১।

(ঠ) ১ পি ১:১৭ দ্রঃ।

(ড) মথি ২০:১৬; ২২:১৪। বার্নাবাস নতুন নিয়মেরই একটা বচন উল্লেখ করেন; এ লক্ষণীয়ই বিষয়, কেননা তিনি নতুন নিয়মের কোন বচন প্রত্যক্ষভাবে প্রায়ই উল্লেখ করেন না।

৫ (ক) ইশা ৫৩:৫-৭। ক্লেমেণ্টও প্রভুর যন্ত্রণাভোগের কথা ব্যাখ্যা করে নবী ইশাইয়ার এ বচন উল্লেখ করেন। তাতে অনুমান করা যায় যে, সেসময় মশীহমূলক একটি বচনসংগ্রহ প্রচলিত ছিল।

(খ) প্রবচন ১:১৭।

(গ) বার্নাবাস বলতে চান, কোন খ্রিষ্টিয়ান যদি ইহুদী নিয়মবিধি পালন করে, তবে তার শাস্তি ন্যায্য।

(ঘ) আদি ১:২৬।

(ঙ) মথি ৯:১৩।

(চ) ২৪৮ সালে প্রাচীন লেখক অরিগেনেস নিজের এক লেখায় (কেলসুসের বিপক্ষে, ১:৬৩) বলেন যে, দার্শনিক কেলসুস বার্নাবাসের ঠিক এ ধারণা অবলম্বন করেই খ্রিষ্টধর্মকে তাচ্ছিল্যের ধর্ম বলে প্রচার করত।

(ছ) মার্ক ১২:১-৯।

(জ) জাখা ১৩:৭; মথি ২৬:৩১।

(ঝ) সাম ২২:২১।

(ঞ) সাম ১১৯:১২০; ২২:১৭।

(ট) ইশা ৫০:৬-৭।

৬ (ক) ইশা ৫০:৮-৯। এই অধ্যায় পুরাতন নিয়ম থেকে নেওয়া নানা বচন নিয়ে গঠিত; এতে স্পষ্ট দাঁড়ায় যে, সেসময় বেশ কয়েকটা পুস্তক প্রচলিত ছিল যাতে শাস্ত্রের নানা বচন সংগৃহীত ছিল। তাছাড়া এ অধ্যায় সেকালে প্রচলিত প্রতীকধর্মী পূর্বচ্ছবিধর্মী ব্যাখ্যার স্পষ্ট একটি উদাহরণ।

(খ) ইশা ২৮:১৬; রো ৯:৩৩; ১ পি ২:৬ দ্রঃ।

(গ) ইশা ২৭:১৬।

(ঘ) ইশা ৫০:৭।

(ঙ) সাম ১১৮:২২,২৪।

(চ) সাম ২২:১৭; ১১৮:১২।

(ছ) সাম ২২:১৯।

(জ) ইশা ৩:৯-১০।

(ঝ) যাত্রা ৩৩:১-৩। পরবর্তী বচনগুলো দেখায় যে, সেই কালে শাস্ত্র সংক্রান্ত ইহুদী ব্যাখ্যা ছাড়া খ্রিষ্টীয় ব্যাখ্যাও যথেষ্ট প্রচলিত ছিল।

(ঞ) ‘যন্ত্রণাভুক্ত’: এ গ্রীক শব্দের অপর অর্থ হল, যা গড়া যেতে পারে, তা। সুতরাং এই বিশেষ শব্দ ব্যবহার করে বার্নাবাস সেই যিশুর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেন যিনি যন্ত্রণাভোগ করেছিলেন, খ্রিষ্টিয়ানদেরও দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেন বাপ্তিস্ম গ্রহণে যাদের নবসৃষ্টি রূপে গড়ে তোলা হয়েছে।

(ট) আদি ১:২৬।

(ঠ) অজানা উৎস থেকে নেওয়া বচন যা মথি ২৯:৩০ ধ্বনিত করে।

(ড) যাত্রা ৩৩:৩; আদি ১:২৮।

(ঢ) এজে ১১:১৯; ৩৬:২৬।

(ণ) সাম ৪২:৩ দ্রঃ।

(ত) সাম ২২:২৩।

(থ) যখন দুধ ও মধু শিশুদের খাদ্য, তখন তাদেরও খাদ্য যারা বাপ্তিস্ম গ্রহণে নবজন্ম লাভ করায় আধ্যাত্মিক দিক থেকে শিশু।

(দ) আদি ১:২৮।

৭ (ক) ২ তি ৪:১ দ্রঃ।

(খ) মথি ২৭:৩৪, ৪৮ দ্রঃ।

(গ) লেবীয় ২৩:২৯ দ্রঃ।

(ঘ) ‘প্রাণের পাত্র’ অর্থাৎ মানুষের দেহ।

(ঙ) প্রায়শ্চিত্ত-দিবসের বলি উৎসর্গ (লেবীয় ২৩:২৯ দ্রঃ) ও ইস্‌হাকের বলিদান যিশুর ভাবী যন্ত্রণাভোগের প্রতীক বলে উপস্থাপিত।

(চ) বচনটি অজানা উৎস থেকে নেওয়া।

(ছ) বচনটি অজানা উৎস থেকে নেওয়া।

(জ) লেবীয় ১৬:৭।

(ঝ) লেবীয় ১৬:৮, ১০।

(ঞ) বচনটি অজানা উৎস থেকে নেওয়া।

(ট) লেবীয় ১৬:৮।

(ঠ) লেবীয় ১৬:৭।

(ড) সাদৃশ্যটা খ্রিষ্টের মাংসের দিকে অঙুলি নির্দেশ করে, অর্থাৎ তাঁর বলীকৃত মাংস ও আত্মউৎসর্গের পরে তাঁর গৌরবান্বিত মাংস সদৃশ।

(ঢ) যে লাল পশম প্রায়শ্চিত্তক্ষম ছাগের মাথায় জড়িয়ে দেওয়া হত, তা প্রতীকমূলক দু’টো অর্থ বহন করে; প্রথমত, লাল পশমটা হল সেই রক্তলাল আলোয়ানের প্রতীক যা যন্ত্রণাভোগের সময়ে যিশুর গায়ে দেওয়া হয়েছিল (মথি ২৭:২৮; ঐশপ্রকাশ ১৯:১৩); দ্বিতীয়ত, লাল পশমটা হল সেই সমস্ত কষ্ট ও যন্ত্রণার প্রতীক যা নির্যাতনকালে খ্রিষ্টিয়ানদের বহন করা দরকার।

৮ (ক) আজ্ঞাটা লেবীয় ১৯ অধ্যায়ে উল্লিখিত, কিন্তু ছেলেদের ও লাঠিতে বাঁধা পশমের কথা লেবীয় পুস্তকে উল্লিখিত নয়। সম্ভবত ছেলেদের ও লাঠিতে বাঁধা পশমের কথা অপ্রামাণিক কোন পুস্তক থেকে নেওয়া হয়েছিল।

(খ) মথি ১৯:২৮। মণ্ডলী নব ইস্রায়েল রূপে উপস্থাপিত।

৯ (ক) সাম ১৮:৪৫। কানের পরিচ্ছেদন বলতে খ্রিষ্টে স্থাপিত বিশ্বাস বোঝায় (যেভাবে পরবর্তী বচনগুলোতে ব্যক্ত)।

(খ) ইশা ৩৩:১৩।

(গ) যেরে ৪:৪।

(ঘ) যেরে ৭:২-৩।

(ঙ) সাম ৩৪:১৩; যাত্রা ১৫:২৬। ঈশ্বরের দাস হলেন ঈশ্বরের পুত্র, কেননা গ্রীক ভাষায় দাস ও পুত্র একই শব্দ।

(চ) ইশা ১:২।

(ছ) ইশা ১:১০।

(জ) ইশা ৪০:৩।

(ঝ) বার্নাবাসের বিশেষ ধারণাই যে মোশির বিধানের বিধিনিয়মে প্রতীকমূলক ও গুপ্ত অর্থ নিহিত। সেই বিধিনিয়মের অর্থ আক্ষরিক ভাবে পালন করায় ইহুদীরা ভুলভ্রান্তিতে পতিত হয়েছিল।

(ঞ) যেরে ৪:৩-৪।

(ট) দ্বিঃবিঃ ১০:১৬।

(ঠ) যেরে ৯:২৫-২৬।

(ড) দেখা যাচ্ছে যে, দৈহিক পরিচ্ছেদনের চিহ্ন মানুষকে ঈশ্বরের সঙ্গে সন্ধির অংশী করে না। পরিচ্ছেদন হল শুধু বিশ্বাসেরই প্রতীক, কেননা কেবল বিশ্বাস মানুষকে প্রকৃত সন্ধির অংশী করে তুলতে পারে। অতএব এবিষয়ে বার্নাবাসের সিদ্ধান্ত এ, খ্রিষ্টিয়ানরা কেবল বিশ্বাসের উপরে নির্ভর করে বিধায় তারাই প্রকৃত সন্ধির অধিকারী।

(ঢ) আদি ১৪:১৪।

(ণ) শাস্ত্রের আক্ষরিক অর্থ পরিত্যাগ ক'রে প্রতীকধর্মী পদ্ধতি অতিমাত্রায় প্রয়োগ ক'রে বার্নাবাসের ব্যাখ্যা সত্যিই অসাধারণ। কেননা তাঁর ব্যাখ্যা অনুসারে তিনশ' আঠারজন মানুষের অস্তিত্ব মিলিয়ে যায় আর তাদের বদলে ক্রুশবিদ্ধ যিশুর প্রতীক দাঁড়ায়। যাই হোক, তাঁর যুক্তি ব্যাখ্যা করা হোক: গ্রীক ঐতিহ্যে সংখ্যাগুলো বর্ণমালার নানা অক্ষর দ্বারা প্রদর্শিত ছিল: ৩১৮ = 'TIH'; এখন, যেহেতু 'T' (প্রথম অক্ষরটা) দেখতে ক্রুশের মত, সেজন্য, বার্নাবাসের মতে, 'T' হল ক্রুশের প্রতীক, এবং যেহেতু 'IH' হল যিশু নাম (IHΣOYΣ) এর প্রথম দুই অক্ষর, সেজন্য ৩১৮ ('TIH') সংখ্যাটা 'ক্রুশে যিশু' বোঝায়।

১০ (ক) লেবীয় ১১:৭, ১০, ১৩-১৫; দ্বিঃবিঃ ১৪:৮, ১০, ১২-১৪।

(খ) দ্বিঃবিঃ ৪:১০-১৩।

(গ) এখানেও বার্নাবাস নিজের ধারণা ব্যক্ত করেন, যা অনুসারে ঈশ্বরের আজ্ঞাগুলো কেবল প্রতীকধর্মী অর্থ বহন করায় সেগুলো কখনও আক্ষরিক অর্থে গ্রহণযোগ্য নয়।

(ঘ) লেবীয় ১১:১৩-১৫; দ্বিঃবিঃ ১৪:১২-১৪।

(ঙ) বচনটা অজানা উৎস থেকে নেওয়া; হতে পারে, বচনটা লেবীয় ১১:১০ এর ব্যাখ্যা মাত্র।

(চ) লেবীয় ১১:৫।

(ছ) বচনটা অজানা উৎস থেকে নেওয়া।

(জ) লেবীয় ১১:২৯।

(ঝ) সাম ১:১।

(ঞ) লেবীয় ১১:৩; দ্বিঃবিঃ ১৪:৬।

(ট) এখানে 'বিশেষ অর্থ' বলতে সেই প্রতীকধর্মী অর্থ বোঝায় যা দ্বারা প্রকৃত জ্ঞান অর্জনীয়।

১১ (ক) এখানে বার্নাবাস ইহুদীদের মধ্যে প্রচলিত নানা প্রায়শ্চিত্তমূলক জলপ্রক্ষালন রীতির দিকে অঙুলি নির্দেশ করেন।

(খ) যেরে ২:১২-১৩।

(গ) ইশা ১৬:১-২।

(ঘ) ইশা ৪৫:২-৩। উল্লিখিত 'গুপ্ত ও অদৃশ্য ধন' হল বাপ্তিস্মের অনুগ্রহের প্রতীক যা পাপক্ষমা সাধন করে।

(ঙ) ইশা ৩৩:১৬-১৮।

(চ) সাম ১:৩-৬।

(ছ) প্রাচীনকালে বাপ্তিস্ম সাক্রামেন্ত জলে নামার মধ্য দিয়ে সম্পাদন করা হত; তাই, মৃত ও পুনরুত্থিত যিশুর সঙ্গে মিলিত হয়ে জলে নেমে গিয়ে দীক্ষার্থী পুরাতন মানুষের মৃত্যু অনুভব করত, এবং জল থেকে উঠে এসে অনুভব করত নবমানুষের জন্ম।

(জ) বচনটা অজানা উৎস থেকে নেওয়া।

(ঝ) পাত্রটি হল খ্রিষ্টমণ্ডলী।

(ঞ) এজে ৪৭:১,৭,১২।

১২ (ক) ৪ এজরা ৫:৫। বার্নাবাস অপ্রামাণিক এ পুস্তক শাস্ত্র বলে উল্লেখ করেন। যেহেতু পুস্তকটি সম্রাট দমিতিয়ানুসের আমলে (৮১-৯৬) রচিত হয়েছিল, সেজন্য প্রমাণিত হয় যে, বার্নাবাসের পত্র ৯৬ খ্রিষ্টাব্দের পরে লেখা হয়েছিল।

(খ) ঘটনার জন্য যাত্রা ১৭:৮-১৬ দ্রঃ। সেকালের বহু লেখকগণও এঘটনা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বার্নাবাসের এই একই ব্যাখ্যা উপস্থাপন করতেন।

(গ) ইশা ৬৫:২।

(ঘ) দ্বিঃবিঃ ২৭:১৫।

(ঙ) গণনা ২১:৮-৯। সুসমাচারের সঙ্গে (যোহন ৩:১৪-১৫) তুলনা করতে গিয়ে দেখা যায় যে, যোহনের বর্ণনা সংক্ষিপ্ত ও প্রবল, কিন্তু বার্নাবাসের বর্ণনা অতিরিক্ত গৌণ তথ্য যোগ দেয়।

(চ) গণনা ১৩:১৬। মোশি নাবের সন্তান হোশেয়ার নাম রাখলেন যোশুয়া যাতে গ্রীক ভাষায় 'যিশু' দাঁড়ায়। নতুন নাম দেওয়ার পর যে ভাববাণী উল্লিখিত, তার অর্থ হল, আর এক যিশুর আবির্ভাব হবে; সেই যিশুই হবেন প্রকৃত নবী, তিনিই আমালেককে অর্থাৎ মানবজাতির পরম শত্রুকে বিনাশ করবেন।

(ছ) যাত্রা ১৭:১৪। উল্লেখ্য, বচনে 'ঈশ্বরের পুত্র' যোগ দেওয়া হয়েছে।

(জ) পত্র 'মানবপুত্র' শব্দটি সাধারণ অর্থে ব্যবহার করছে, কিন্তু প্রভু শব্দটি মশীহ অর্থেই ব্যবহার করেছিলেন (মার্ক ১৪:৬২)।

(ঝ) সাম ১১০:১; মথি ২২:৪৪-৪৬ দ্রঃ।

(ঞ) ইশা ৪৫:১।

১৩ (ক) উল্লিখিত বচনগুলো প্রকাশ করে যে, মণ্ডলীই ইস্রায়েলের উত্তরসূরী; কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় এটি হল যে, বার্নাবাসের মতে মণ্ডলী যে ইস্রায়েলের সঙ্গে ধারাবাহিকতা বজায় রেখে তার উত্তরসূরী এমন নয়, বরং ইস্রায়েলের বিপক্ষ হিসাবেই তার উত্তরসূরী।

(খ) আদি ২৫:২১-২৩; রো ৯:১০-১২ দ্রঃ।

(গ) আদি ৪৮:১১।

(ঘ) আদি ৪৮:১৪, ১৮-১৯।

(ঙ) আদি ১৭:৫; রো ৪:১১ দ্রঃ।

১৪ (ক) যাত্রা ২৪:১৮; ৩১:১৮।

(খ) যাত্রা ৩২:৭-১৯; দ্বিঃবিঃ ৯:১২-১৭।

(গ) যদিও বার্নাবাসের মতে ঈশ্বরের সঙ্গে ইস্রায়েলের সন্ধি প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ছিন্ন হয়েছিল, তবু অল্পক্ষণের জন্য সন্ধিটা বলবৎ ছিল। তথাপি সন্ধিটা ছিল ঈশ্বর ও একটা দাসেরই মধ্যকার এক সন্ধি; কিন্তু খ্রিষ্টিয়ানদের সঙ্গে ঈশ্বরের নতুন সন্ধি এমন, যা যিশুর সাধিত মুক্তিকর্মের ফল হওয়ায় উত্তরাধিকার-ভিত্তিক সন্ধি।

(ঘ) ইশা ৪২:৬-৭।

(ঙ) ইশা ৪৯:৬-৭।

(চ) ইশা ৬১:১-২। যিশু এ ভাববাণী নিজেতে আরোপ করেছিলেন, লুক ৪:১৮-১৯ দ্রঃ।

১৫ (ক) যাত্রা ২০:৮; দ্বিঃবিঃ ৫:১২; সাম ২৪:৪।

(খ) যেরে ১৭:২৪।

(গ) আদি ২:২-৩।

(ঘ) বচনটি সম্ভবত আলাদা দু'টো বচনের সমন্বয়, তথা, সাম ৯০:৪, ২ এবং ২ পি ৩:৩। পিতরের দ্বিতীয় পত্রে বলা হয় যে, বিচারকর্তা যিশুর আগমন তত সন্নিকট নয় বিধায় বিশ্বাসীরা যেন দিশেহারা না হয়, কেননা ঈশ্বরের কাছে একটা দিন এক হাজার বছরের সমান, ও এক হাজার বছর একটা দিনের সমান।
শাস্ত্রের বচনে কিছুটা পরিবর্তন এনে বার্নাবাস তাঁর নিজের ধারণা উপস্থাপন করেন (যা পরবর্তীকালে সহস্রপন্থীদের দ্বারাও উপস্থাপিত হবে); ধারণাটা এ, সৃষ্ট জগতের 'আয়ু' ছ' হাজার বছর (অর্থাৎ সৃষ্টিকর্মের সেই ছ' দিন), তারপর আসবে এক হাজার বছরব্যাপী পবিত্র বিশ্রাম (অর্থাৎ সৃষ্টিকর্মের সেই সপ্তম দিন) যা খ্রিষ্টের সঙ্গে অতিবাহিত হবে; পরিশেষে অনন্তকালীন রাজ্য শুরু হবে।

(ঙ) যাত্রা ২০:৮; সাম ২৪:৪।

(চ) ইশা ১:১৩।

(ছ) অর্থাৎ, খ্রিষ্টের এক হাজার বছরব্যাপী রাজত্বের শেষে অনন্তকালীন রাজ্য শুরু হবে। সুতরাং, এ সমস্ত অধ্যায়ে বার্নাবাস দেখাতে চান যে, শাব্বাৎ-পবিত্রীকরণ সংক্রান্ত আজ্ঞা প্রকৃতপক্ষে আজ্ঞা নয়, বরং খ্রিষ্টের এক হাজার বছরব্যাপী রাজত্বের প্রতীক।

১৬ (ক) বার্নাবাসের মতে, মন্দির নির্মাণ সংক্রান্ত ঐশআজ্ঞা শুধু এমন প্রতীক যা মণ্ডলীকে ও খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের আত্মাকে লক্ষ করে, যেহেতু মণ্ডলী ও খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের আত্মাই ঈশ্বরের মন্দির।

(খ) ইশা ৪০:১২; ৬৬:১।

(গ) ইশা ৪৯:১৭।

(ঘ) যে বিধর্মীরা যেরুশালেমের মন্দির ধ্বংস করেছিল, তারা একদিন খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করে নব মন্দিরটা তথা মণ্ডলীকে নির্মাণ করবে ও করে থাকবে।

(ঙ) এনোখ ৮৯:৫৫, ৫৬। অপ্রামাণিক এ বচন শাস্ত্র বলেই উল্লিখিত।

(চ) দা ৯:২৪। মণ্ডলী ও খ্রিষ্টবিশ্বাসীর আত্মাই প্রকৃত নব মন্দির; এ সম্পর্কে ১ করি ৩:১৬-১৭; ১ করি ৬:১৯-২০; ২ করি ৬:১৬ দ্রঃ।

(ছ) অর্থাৎ, পরিত্রাণের আকাঙ্ক্ষী মানুষ বাণীপ্রচারকের দিকে তাকায় না।

১৮ (ক) এখানে 'দুই পথ' বলে পরিচিত শিক্ষা শুরু হয়। প্রায় একই শিক্ষা দিদাখেতেও উপস্থিত, কিন্তু সামঞ্জস্য থাকা সত্ত্বেও বার্নাবাসের পত্রও দিদাখের বচনগুলো আপন করে নেয় না, দিদাখেও বার্নাবাসের বচনগুলো আপন করে নেয় না। এক কথায়, বার্নাবাসের পত্র ও দিদাখে অজানা একই উৎস থেকে বচনগুলো গ্রহণ করেছিল।

১৯ (ক) দ্বিঃবিঃ ৬:৫, ১৩।

(খ) যাত্রা ২০:১৪।

(গ) এই উক্তির অর্থ রহস্যময়। হয়ত প্রার্থনার ফল সম্বন্ধে দুশ্চিন্তা না করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

(ঘ) যাত্রা ২০:৭।

(ঙ) প্রেরিত ৪:৩২।

(চ) হিব্রু ১৩:৭।

২১ (ক) ইশা ৪০:১০; ঐশপ্রকাশ ২২:১২।

(খ) 'সুন্দর পাত্রটি' হল মানবদেহ।

করিন্থীয়দের কাছে ক্লেমেণ্টের দ্বিতীয় পত্র

যদিও এই লেখার শিরনাম 'করিন্থীয়দের কাছে ক্লেমেণ্টর দ্বিতীয় পত্র' ও তার শেষ পদও বলে 'করিন্থীয়দের কাছে ক্লেমেণ্টর দ্বিতীয় পত্র', তবু সকল ব্যাখ্যাতা একথা সমর্থন করেন যে, লেখাটা ক্লেমেণ্টের নয়। 'প্রৈরিতিক পিতৃগণ' বলে পরিচিত লেখাগুলোর তালিকায় লেখাটি করিন্থীয়দের কাছে ক্লেমেণ্টর প্রথম পত্রের পর পরেই স্থান পেয়েছিল বিধায়ই সম্ভবত তা ক্লেমেণ্টেরই বলে পরিগণিত হয়েছিল। তাছাড়া লেখাটি একটা পত্রও নয়, বরং একটি উপদেশ যা খ্রিষ্টীয় উপাসনাকালে পাঠ করা হত। আর যেহেতু সম্ভবত ১৪০ সালেই রচিত হয়েছিল, সেজন্য একথা সর্মথন করা যায় যে, এই লেখা হল খ্রিষ্টীয় প্রথম লিখিত উপদেশ, ফলত অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

সূচীপত্র

অধ্যায়ঃ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০

১ [১] ভ্রাতৃগণ, আমাদের উচিত যিশু খ্রিষ্টকে প্রকৃত ঈশ্বর বলে ও জীবিত ও মৃতদের বিচারকর্তা (ক) বলে গণ্য করা, আমাদের পরিত্রাণকেও সামান্য ব্যাপার বলে গণ্য করা উচিত নয়, [২] কেননা তাঁর বিষয়ে যদি সামান্য ধারণা পোষণ করি, তাহলে যা পাবার প্রত্যাশা করছি, তাও সামান্য বিষয়। আর যারা এসমস্ত কিছু সামান্য ব্যাপারই যেন শোনে, তারা পাপ করছে; এবং আমরাও পাপ করছি যদি সচেতন না থাকি কোথা থেকে, কার্ দ্বারা ও কোন্ উদ্দেশ্যে আহূত হয়েছি ও আমাদের খাতিরে যিশু খ্রিষ্ট কত কিছুই না বহন করেছেন (খ)।

[৩] ফলত, তিনি আমাদের যা দান করেছেন, তার বিনিময়ে কেমন প্রতিদান ও কেমন ফল দিতে পারব যা তাঁর যোগ্য? আর তাঁর কাছে আমরা কতগুলো উপকারের জন্য না ঋণী? [৪] বাস্তবিকই তিনি আমাদের আলো দিয়েছেন, পিতার মত আমাদের সন্তান বলে অভিহিত করেছেন, ও বিনাশ-যাত্রী এই আমাদের ত্রাণ করেছেন। [৫] তবে তাঁর সমস্ত উপকারের যোগ্য প্রতিদান স্বরূপ আমরা তাঁকে কেমন প্রশংসা বা কেমন কৃতজ্ঞতা আরোপ করব? [৬] কেননা পাথর ও গাছপালা, আর মানুষের হাতে তৈরী

রুপো, সোনা ও তামার বস্তু পূজা করে আমরা নির্বোধ ছিলাম; এবং আমাদের গোটা জীবন কেবল মৃত্যুই ছিল। কিন্তু আমরা যখন তেমন অন্ধকারে চারদিক থেকে আবিষ্ট ছিলাম ও আমাদের চোখ কুয়াশায় পূর্ণ ছিল, তখন আমরা দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলাম, এবং যে মেঘ আমাদের আচ্ছন্ন করে রাখছিল, তাঁর ইচ্ছাক্রমে তা সরিয়ে দিলাম (গ)।

[৭] আসলে তিনি যখন আমাদের মধ্যে সেই ভারী ভুলভ্রান্তি ও অনিবার্য বিনাশ দেখলেন, এবং এও দেখলেন যে, তাঁর নিজের অনুগ্রহ ছাড়া আমাদের পরিত্রাণের কোন আশাই ছিল না, তখন আমাদের প্রতি করুণা দেখালেন ও মমতাপূর্ণ দয়ায় বিগলিত হয়ে আমাদের পরিত্রাণ করলেন: হ্যাঁ, আমরা যারা অস্তিত্বহীন ছিলাম, তিনি আমাদের আহ্বান করলেন, এবং চাইলেন, শূন্যময় অবস্থার মধ্য থেকে আমরা অস্তিত্ব পাব।

২ [১] *সানন্দে চিৎকার কর, বন্ধ্যা,—তুমি যে কখনও সন্তান প্রসব করনি! সানন্দে চিৎকার কর, উল্লাসে ফেটে পড়, তুমি যে প্রসবযন্ত্রণা কখনও ভোগ করনি! কারণ বিবাহিতার সন্তানদের চেয়ে পরিত্যক্তার সন্তানেরা বেশি* (ক)।

যখন তিনি বলেন, *সানন্দে চিৎকার কর, বন্ধ্যা,—তুমি যে কখনও সন্তান প্রসব করনি*, তখন আমাদেরই দিকে অঙুলি নির্দেশ করেন, কেননা আমাদের জন্ম দেবার আগে মণ্ডলী বন্ধ্যাই ছিল। [২] আর যখন তিনি বলেন, *উল্লাসে ফেটে পড়, তুমি যে প্রসবযন্ত্রণা কখনও ভোগ করনি!* তখন আমাদের আহ্বান করেন যাতে ঈশ্বরের কাছে আনন্দের সঙ্গে প্রার্থনা নিবেদন করি। [৩] আবার তিনি যখন বলেন, *কারণ বিবাহিতার সন্তানদের চেয়ে পরিত্যক্তার সন্তানেরা বেশি*, তখন এ সত্য দেখাতে চান যে, আমাদের জনগণ একসময়ে ঈশ্বর-বিহীন ও ঈশ্বর-পরিত্যক্ত বলে প্রতীয়মান হচ্ছিল; এখন কিন্তু বিশ্বাস করেছি এই যে আমরা তাদেরও চেয়ে সংখ্যায় বেশি, যাদের ঈশ্বরের একমাত্র অধিকারী বলে মনে হচ্ছিল (খ)।

[৪] শাস্ত্রে অন্যত্র বলে, *আমি ধার্মিকদের নয়, পাপীদেরই আহ্বান জানাতে এসেছি* (গ)। [৫] এ বাণী দ্বারা তিনি বলতে চান, তাঁকে বিনাশ-যাত্রীদেরই ত্রাণ করতে হবে, [৬] কেননা যা সতেজ তা নয়, যা পতনোন্মুখ তা-ই বাঁচানো মহা আশ্চর্য কাজ! [৭] সুতরাং খ্রিষ্টও তা-ই ত্রাণ করতে চাইলেন যা বিনষ্ট হতে যাচ্ছিল, আর বাস্তবিকই বিনাশ-যাত্রী এই আমাদের আহ্বান করতে এসে অনেককেই ত্রাণ করলেন (ঘ)।

৩ [১] তিনি আমাদের প্রতি অসীম দয়া দেখিয়েছেন: প্রথমত, তিনি এমনটি দিলেন না যে, জীবিত এই আমরা মৃত দেবতাদের কাছে বলি উৎসর্গ করব ও তাদের পূজা করব, কিন্তু এমনটি দিলেন যাতে আমরা খ্রিষ্টের মধ্য দিয়ে সত্যের পিতাকে জানতে পারি (ক); এখন, যাঁর দ্বারা আমরা তাঁকে জেনেছি, তাঁকে অস্বীকার করব না, এ ছাড়া আর কোন্ জ্ঞান আমাদের তাঁর কাছে চালিত করবে? [২] তিনি নিজেই তো এবিষয়ে বলেন, *যে কেউ আমাকে স্বীকার করবে, আমিও আমার পিতার সাক্ষাতে তাকে স্বীকার করব* (খ)। [৩] সুতরাং যাঁর দ্বারা পরিত্রাণ পেয়েছি, আমরা যদি তাঁকে স্বীকার করি, তাহলে এ-ই আমাদের পুরস্কার হবে।

[৪] কিন্তু কিসেতেই আমরা তাঁকে স্বীকার করব? তিনি যা যা বলেন আমরা তা করব, তাঁর আদেশগুলো অবজ্ঞা করব না, আর কেবল মুখে নয়, কিন্তু সমস্ত হৃদয় ও সমস্ত মন দিয়েই তাঁকে সম্মান করব। [৫] কেননা ইশাইয়া বলেন, *এই জাতির মানুষেরা কেবল কথায়ই আমার কাছে এগিয়ে আসে, কেবল ওষ্ঠেই আমাকে সম্মান করে, কিন্তু তাদের হৃদয় আমা থেকে দূরে রয়েছে* (গ)।

৪ [১] সুতরাং এসো, তাঁকে প্রভু বলে ডাকব এমনটি যেন যথেষ্ট মনে না করি; কারণ তাতে আমরা পরিত্রাণ পাব না; [২] কেননা তিনি বলেন, *যে কেউ বলে, প্রভু, প্রভু, সে পরিত্রাণ পাবে এমন নয়, কিন্তু ধর্মময়তা যে পালন করে সে-ই পরিত্রাণ পাবে* (ক)। [৩] এজন্য ভ্রাতৃগণ, এসো, কর্ম দ্বারাই তাঁকে স্বীকার করি—পরস্পরকে ভালবেসে, ব্যভিচার না করে, পরনিন্দা ও হিংসা বাতিল করে, এবং শুচিতা, দয়া ও মঙ্গলময়তায় জীবন যাপন করেই তাঁকে স্বীকার করি। উপরন্তু, অর্থলাভের কামনা নয়, কিন্তু পারস্পরিক সাহায্য দানই আমাদের জীবনাচরণ চালিত করার কথা। এসো, এপ্রকার কর্ম দ্বারাই তাঁকে স্বীকার করি, এর বিপরীত কর্ম দ্বারা নয়; [৪] তাছাড়া মানুষকে ভয় করব না, ঈশ্বরকেই ভয় করব। [৫] অন্যথা প্রভু আমাদের বলবেন, *তোমরা আমার বুকে সম্মিলিত হয়েও যদি আমার আদেশগুলো পালন না কর, আমি তোমাদের পরিত্যাগ করে বলব, আমার কাছ থেকে দূর হও, অপকর্মা সকল! আমি জানি না তোমরা কোথা থেকে আস* (খ)।

৫ [১] তাই ভ্রাতৃগণ, এসো, ইহলোকে আমাদের এই প্রবাস-স্থান ত্যাগ করে তাঁরই ইচ্ছা পালন করি যিনি আমাদের আহ্বান করেছেন; এসো, এ জগৎ ছেড়ে চলে যেতে যেন ভয় না করি, [২] কেননা প্রভু বলেছিলেন, 'তোমরা হবে নেকড়েদলের মধ্যে মেষই যেন।' [৩] এতে পিতর তাঁকে উত্তরে বলেছিলেন, 'আর নেকড়ে মেষকে দীর্ণ-বিদীর্ণ করলে?' [৪] যিশু পিতরকে বলেছিলেন, 'মৃত্যুর পরে মেষদের নেকড়ের ভয় করার কিছুই নেই।' তেমনিভাবে তোমরা তাদের ভয় করো না যারা তোমাদের হত্যা করে কিন্তু এর চেয়ে আর বেশি কিছু করতে পারে না; বরং তাদেরই ভয় কর যারা মৃত্যুর পরে তোমাদের প্রাণ ও দেহ দু'টোকেই সেই অগ্নিময় জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত করার অধিকার রাখে (ক)। [৫] ভ্রাতৃগণ, তোমরা তো জান, ইহলোকে এই মাংসে আমাদের এই প্রবাসকাল ক্ষণিক ও অল্প দিনেরই ব্যাপার, অপরদিকে খ্রিষ্টের প্রতিশ্রুতি মহান ও চমৎকার, যেমনটি মহান ও চমৎকার হল অনন্ত জীবনে সেই বিশ্রাম।

[৬] আর এই সমস্ত মঙ্গলদান পাবার জন্য, পবিত্র ও ধর্মময় জীবন ধারণ করা ছাড়া, এজগতের বস্তুসকল আমাদেরই সম্পদ বলে বিবেচনা না করা ছাড়া, ও সেগুলি কামনা না করা ছাড়া, আমাদের আর কীবা করতে হয়? [৭] কেননা সেই বস্তুগুলি কামনা করায় আমরা ধর্মময়তার পথ থেকে পতিত হই।

৬ [১] কারণ প্রভু বলেন, *দুই মনিবের সেবায় থাকা কারও পক্ষে সম্ভব নয়* (ক): ঈশ্বর ও ধন, উভয়েরই সেবায় যদি থাকতে চাই, তাহলে আমাদের পক্ষে তা অধিক ক্ষতিকর হবে। [২] *বস্তুত মানুষ যদি সমগ্র জগৎ জয় ক'রে নিজের প্রাণ হারায়, তাতে তার কী লাভ হবে?* (খ)। [৩] ইহলোক ও পরলোক পরস্পর বিরোধী! [৪] ব্যভিচার, অসাধুতা, অর্থলালসা ও প্রতারণা: এ তো ইহলোকের কথন, কিন্তু পরলোক এসমস্ত কিছু বর্জনই করে। [৫] সুতরাং আমাদের পক্ষে উভয়ের বন্ধু হওয়া সম্ভব নয়; আমাদের পক্ষে ইহলোক বর্জন করা দরকার যাতে পরলোকের অংশী হতে পারি। [৬] আর আমরা এ শ্রেয় মনে করি, তথা, এখানকার যত বস্তু ঘৃণা করা, কেননা সেগুলো হীন, ক্ষণিকের ও ক্ষয়শীল, এবং সেখানকার সেই বস্তু ভালবাসা যেগুলো অক্ষয়শীল। [৭] কেননা কেবল খ্রিষ্টের ইচ্ছা পালন করায়ই আমরা অনন্ত বিশ্রাম পাব, কিন্তু তাঁর আজ্ঞাগুলোর প্রতি

অবাধ্যতা দেখালে তবে অনন্ত শাস্তি থেকে কিছুই আমাদের মুক্তি দিতে পারবে না। [৮] এজেকিয়েল পুস্তকে শাস্ত্রেও কি একথা বলে না যে, *নোয়া, যোব ও দানিয়েল পুনরুত্থিত হলে তাঁরা কি বন্দিদশায় পতিত নিজেদের সন্তানদের উদ্ধার করবেন না?* (গ)। [৯] তাই যখন তেমন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি নিজেদের ধর্মময়তা গুণে নিজেদের সন্তানদের নিস্তার করতে অক্ষম, তখন আমাদের দীক্ষা নির্মল ও অকলুষিত না রেখে আমাদের কী আশা থাকতে পারে যে আমরা ঈশ্বরের প্রাসাদে প্রবেশ করব? আমরা ধর্মসম্মত কাজ সাধন না করলে কেইবা আমাদের পক্ষে ওকালতি করবে? (ঘ)।

৭ [১] এজন্য আমার ভ্রাতৃগণ, এসো, লড়াই করি, একথা জেনে যে, আমরা শুভ লড়াইতেই রত আছি, আর একই সময়ে অনেকে নশ্বর লড়াইয়ের প্রতি আকর্ষিত; কিন্তু আমরা জানি যে, সকলেই জয়মালায় ভূষিত হবে এমন নয়, তারাই মাত্র হবে, যারা অধিক পরিশ্রম করেছে ও গৌরবময় ভাবে লড়াই করেছে। [২] তাই এসো, লড়াই করি, যাতে সকলেই জয়মালায় ভূষিত হতে পারি। [৩] এসো, ন্যায় পথে দৌড় দিতে থাকি, কারণ এ পথ অনশ্বর; এবং অনেকে মিলেই তাঁর দিকে সমুদ্র-যাত্রা করি ও লড়াই করি যাতে জয়মালাও লাভ করতে পারি (ক)। আর যদি সকলেই মাল্যভূষিত না হতে পারি, কমপক্ষে যেন প্রথমদের মধ্যেই স্থান পাই।

[৪] তবু একথা আমাদের জানা উচিত যে, নশ্বর লড়াইতে যারা লড়াই করে, তাদের মধ্যে কেউ যদি চালাকি করে থাকে, তাকে কশাঘাত করা হয়, লড়াইচ্যুত করা হয়, ও ক্রীড়াঙ্গন থেকে বহিষ্কার করা হয়। [৫] তাই তোমরা কী মনে কর? অনশ্বর লড়াইতে যে চালাকি করে, তার কি দণ্ড হবে না? [৬] কেননা যারা খ্রিষ্টীয় সীলমোহর অক্ষুণ্ণ রাখেনি, তাদের বিষয়ে তিনি বলেন, *তাদের কীট কখনও মরবে না, তাদের আগুন কখনও নিভবে না, তারা হবে সকলের বিতৃষ্ণার পাত্র* (খ)।

৮ [১] এসো, যতদিন এই জগতে আছি, ততদিন মনপরিবর্তন করে চলি। [২] আসলে আমরা কুমোরের হাতে মাটিমাত্র (ক)। আর কুমোর যেমন গড়া পাত্রটা কুশ্রী ও ভঙ্গুর দেখলে তা নতুন করে গড়ে, কিন্তু পাত্রটা চুল্লিতে দেওয়ার মত মনে করলে তা আর স্পর্শ করে না, তেমনি আমরাও যতদিন এই জগতে রয়েছি, যতদিন সময় আছে, এসো,

দুর্বল মাংসের কারণে যে সকল পাপ করেছি, তার জন্য সমস্ত হৃদয় দিয়ে মনপরিবর্তন করি যেন প্রভুর পরিত্রাণ লাভ করতে পারি।

[৩] কেননা এজগৎ ছেড়ে বিদায় নেবার পর আমরা পাপস্বীকার করতে বা মনপরিবর্তন করতে আর পারব না। [৪] এজন্য, ভ্রাতৃগণ, পিতার ইচ্ছা পালন করলে, দেহ শুচি রাখলে ও প্রভুর আদেশগুলি মেনে চললে তবেই আমরা অনন্ত জীবন লাভ করব। [৫] প্রভু তো সুসমাচারে একথা বলেন, যখন সামান্য ব্যাপারে বিশ্বস্ত হওনি, তখন কে তোমাদের বড় ব্যাপারে দায়িত্ব দেবে? *আমি তোমাদের সত্যি বলছি: সামান্য ব্যাপারে যে বিশ্বস্ত, সে বড় ব্যাপারেও বিশ্বস্ত* (খ)। [৬] তিনি আসলে বলতে চান, তোমরা দেহ শুচি ও খ্রিষ্টীয় সীলটা নিষ্কলঙ্ক রাখ, যেন জীবন ফিরে পেতে পার।

৯ [১] আর তোমাদের মধ্যে এমন কেউই যেন না বলে, এ দেহের বিচার হবে না, তার পুনরুত্থানও হবে না (ক)। [২] বিবেচনা করে দেখ: এ দেহে জীবন যাপন করার সময়ে, এ দেহে ছাড়া তোমরা কিসেতেই পরিত্রাণ পেয়েছ, কিসেতেই বা প্রাণ গ্রহণ করেছ? [৩] অতএব এ দেহকে ঈশ্বরের মন্দিররূপে (খ) রক্ষা করা আমাদের একান্ত কর্তব্য। [৪] কেননা তোমরা যেমন দেহেই আহূত হয়েছ, তেমনি দেহেই বিচারমঞ্চে উপস্থিত হবে। [৫] যিনি আমাদের পরিত্রাণ করলেন ও আগে আত্মিক ছিলেন, সেই খ্রিষ্ট প্রভু যখন মাংস হলেন ও সেই মাংসে আমাদের আহ্বান করলেন (গ), তখন আমরাও এই মাংসেই পুরস্কার পাব।

[৬] সুতরাং এসো, পরস্পরকে ভালবাসি, যাতে সকলেই ঈশ্বরের রাজ্যে যেতে পারি। [৭] সুস্থ হওয়ার জন্য যতক্ষণ সময় রয়েছে, এসো, ততক্ষণ ধরে চিকিৎসক সেই ঈশ্বরের হাতে নিজেদের সঁপে দিই ও তাঁর হাতে আমাদের কর্মফল নিবেদন করি। [৮] কোন্ কর্মফল? অকপট হৃদয়ের মনপরিবর্তনই আমাদের কর্মফল। [৯] কেননা তিনি একটা কিছু ঘটবার আগেও তা জানেন, আমাদের হৃদয়ের সমস্ত গতিও জানেন। [১০] তাই তাঁর প্রশংসাবাদ করি, কেবল মুখে নয়, হৃদয় দিয়েও তাঁর প্রশংসাবাদ করি, তিনি যেন আমাদের সন্তানরূপেই গ্রহণ করেন। [১১] কেননা প্রভু বললেন, *যারা আমার পিতার ইচ্ছা পালন করে, তারাই আমার ভাই* (ঘ)।

১০ [১] আমার ভ্রাতৃগণ, এসো, সেই পিতার ইচ্ছা পালন করি, যিনি আমাদের আহ্বান করেছেন যাতে এজীবনে আমরা সদ্‌গুণেরই অধিক অনুসরণ করি, কিন্তু আমাদের অপরাধের অগ্রদূত স্বরূপ সেই রিপু এড়িয়ে থাকি, ও অধর্ম থেকে দূরে যাই পাছে সমস্ত অমঙ্গল আমাদের গ্রাস করে। [২] কেননা আমরা সৎকর্ম সাধনে সচেষ্ট হলে শান্তি আমাদের কাছে কাছে থাকবে। [৩] এ কারণেই যারা ভাবী অঙ্গীকারের আগে বর্তমান কামনা-বাসনাকে স্থান দিয়ে মানবীয় ভয়-ভীতি দ্বারা চালিত, তারা শান্তি খুঁজে পেতে পারে না। [৪] বাস্তবিকই তারা জানে না, এসংসারের কামনা-বাসনা কতগুলো না জ্বালাতনের ভাণ্ডার; এও জানে না, ভাবী প্রতিশ্রুতি কেমন আনন্দ-সুখের অধিকারী। [৫] আর শুধু তা নয়, কেবল তারাই এভাবে ব্যবহার করলে, তবে ব্যাপারটা সহনীয় হত; কিন্তু তারা অধিক নিষ্ঠাবান হয়েই আত্মাগুলোর মধ্যে জঘন্য মতবাদ প্রবেশ করাতে থাকে, একথা না জেনে যে, তারা দ্বিগুণ শাস্তির পাত্র হবে: নিজেদের জন্য একটা, ও যারা তাদের শোনে তাদের জন্যও একটা।

১১ [১] অতএব এসো, আমরা শুদ্ধ হৃদয়ে ঈশ্বরের সেবা করে চলি, তবেই ধর্মময় হব; কিন্তু ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি অবিশ্বাস করায় যদি তাঁর সেবা না করি, তাহলে আমাদের অবস্থা শোচনীয় হবে। [২] কেননা নবী একথা বললেন, *যারা দোমনা ও সন্দিগ্ধ হৃদয়ের মানুষ, তারা দুর্ভাগা; তারা তো বলে: এসব কিছু আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের সময়েও শুনেছি, অথচ দিনের পর দিন অপেক্ষা করতে করতেও ভাববাণীর কিছুই দেখতে পাইনি।* [৩] *হায় হায় নির্বোধ, একটা গাছের সঙ্গে নিজেদের তুলনা কর: আঙুরলতার কথা ধর, প্রথমে তার কোন পাতাও থাকে না, তারপরে কিন্তু মুকুল দেখা দেয়, তারপর কাঁচা আঙুরফল হয়, আর শেষেই পরিপক্ক আঙুরফল হয়।* [৪] *তেমনি আমার জনগণ নানা দুর্দশা ও সঙ্কট বহন করে, শেষেই মঙ্গল লাভ করবে* (ক)।

[৫] তাই, হে আমার ভ্রাতৃগণ, আমরা যেন দোমনা মানুষ না হই, কিন্তু প্রত্যাশা রেখেই সবকিছু বহন করি, যাতে পুরস্কারও পেতে পারি। [৬] কেননা যিনি প্রত্যেককে নিজ নিজ কর্ম অনুযায়ী প্রতিফল দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তিনি বিশ্বস্ত (খ)। [৭] ফলে আমরা ঈশ্বরের সম্মুখে ন্যায়কর্ম পালন করলে সেই রাজ্যে প্রবেশ করব ও

সেই প্রতিশ্রুতি লাভ করব *কোন কান যা শোনেনি, কোন চোখও যা দেখেনি, কোন মানুষের মনেও যা কখনও ভেসে ওঠেনি* (গ)।

১২ [১] সুতরাং এসো, ভালবাসা ও ন্যায্যতা পালন করে পলে পলে ঐশরাজ্যের অপেক্ষায় থাকি, কারণ ঈশ্বরের আত্মপ্রকাশের দিন তো জানি না। [২] তাঁর রাজ্য কবে আসবে, একজন লোক তাঁকে এ প্রশ্ন করলে প্রভু নিজেই বলেছিলেন, 'যখন দু'জন এক হবে, যখন বাইরেটা হবে ভিতরটার মত, যখন নারীর সঙ্গে নর নরও নয় নারীও নয়, তখন।'(ক) [৩] এখন, 'দু'জন এক হয়' তখনই যখন আমরা একে অন্যের কাছে সত্য কথা বলি, কেননা মিথ্যা এড়িয়ে দুই দেহে একটিমাত্র প্রাণ বিদ্যমান। [৪] 'বাইরেটা হবে ভিতরটার মত' এর অর্থ হল: প্রাণ-ই হল ভিতরটা, দেহ হল বাইরেটা; সুতরাং তোমার দেহ যেমন দৃশ্যমান তোমার প্রাণও তেমনি যেন তোমার শুভকর্ম সাধনে নিজেকে দৃশ্যমান করে। [৫] আর 'নারীর সঙ্গে নর নরও নয় নারীও নয়' এর অর্থ এরূপ: যখন এক ভাই এক বোনকে দেখে তখন সে যেন নারীত্বের কথা না ভাবে, সেই বোনও যেন পুরুষত্বের কথা না ভাবে। [৬] তিনি বলতে চান, তোমরা যখন সেইমত ব্যবহার করবে, তখন আমার পিতার রাজ্য আসবে।

১৩ [১] সুতরাং ভ্রাতৃগণ, এসো, ইতিমধ্যেই মনপরিবর্তন করি, শুভকর্মে নিষ্ঠাবান থাকি, কারণ আমরা যত প্রকার নির্বুদ্ধিতা ও শঠতায় পূর্ণ। এসো, প্রাচীন পাপ থেকে নিজেদের ধৌত করি, ও অন্তর দিয়ে মনপরিবর্তন করি যাতে পরিত্রাণ লাভ করি। আমরা যেন কারও তোষামোদ না করি, ও কেবল ধর্মভাইদের নয়, যারা আমাদের বিশ্বাসের বাইরে (ক), তাদেরও মঙ্গল করতে সচেষ্ট থাকি, ও তাদের সঙ্গে ন্যায়কর্ম পালন করি, পাছে আমাদের কারণে ঐশনামের নিন্দা হয়। [২] কেননা প্রভু একথা বলছেন, *আমার নাম সকল জাতির মধ্যে নিন্দার বস্তু হচ্ছে* (খ); তিনি আরও বলছেন, *ধিক্ তাকে, যার কারণে আমার নাম নিন্দার বস্তু হচ্ছে* (গ)। কেন তাঁর নাম নিন্দার বস্তু হচ্ছে? কারণ আমি যা ইচ্ছা করি তা তোমরা কর না। [৩] বাস্তবিকই জাতিগুলো আমাদের মুখ থেকে ঈশ্বরের বাণী শুনে অবাক হয়—সেই বাণী এত উত্তম, এত মহান! তারপরে যখন দেখে আমাদের কর্ম আমাদের উচ্চারিত ঐশবাণীর যোগ্য নয়, তখন সেই

বাণী একপ্রকার রূপকথা ও প্রবঞ্চনা বলে বিবেচনা ক'রে তারা সেই বাণীর নিন্দা করতে শুরু করে।

[৪] তারা তো আমাদের কাছ থেকে শোনে যে ঈশ্বর বলেন, *যারা তোমাদের ভালবাসে, তাদেরই ভালবাসলে তোমাদের কোন মজুরি নেই; কিন্তু যারা তোমাদের শত্রু ও যারা তোমাদের ঘৃণা করে, তাদেরই ভালবাসলে তোমাদের মজুরি হবে* (ঘ); এ বাণী শুনে তারা তেমন মঙ্গলভাবের উৎকৃষ্টতায় অবাক হয়; কিন্তু যখন দেখে, যারা আমাদের ঘৃণা করে, তাদের শুধু নয়, যারা আমাদের ভালবাসে আমরা তাদেরও ঘৃণা করি, তখন আমাদের পিছনে হাসে ও পুণ্যনাম নিন্দার পাত্র করে।

১৪ [১] তাই ভ্রাতৃগণ, আমাদের পিতা ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করায় আমরা সেই আত্মিক আদিমণ্ডলীর অংশ হব, যা সূর্য ও চন্দ্রের আগেও স্থাপিত হয়েছে (ক); কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ না করলে শাস্ত্রের এ বাণীই আমাদের বেলায় প্রযোজ্য হবে, *আমার গৃহ দস্যুর আস্তানায় পরিণত হয়েছে* (খ)। ফলে দু'টোর মধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়ে, এসো, জীবনদায়ী মণ্ডলীর অংশ হতে চেষ্টা করি, যাতে পরিত্রাণ পেতে পারি।

[২] আমি মনে করি তোমাদের কাছে একথা অজানা নয় যে, *জীবনদায়ী মণ্ডলী হল খ্রিষ্টের দেহ* (গ)। কেননা শাস্ত্রে বলে, *ঈশ্বর পুরুষ ও নারী করে তাদের নির্মাণ করলেন* (ঘ): পুরুষ হলেন খ্রিষ্ট, নারী হল মণ্ডলী (ঙ); এবং শাস্ত্র ও প্রেরিতদূতেরাও একথা সমর্থন করেন যে, মণ্ডলী এ সম্প্রতিকালের ফল নয়, কিন্তু আদি থেকেই বিদ্যমান; সেকালে মণ্ডলী আত্মিক ছিল, ঠিক যেমন আমাদের যিশুও আত্মিক ছিলেন; কিন্তু এ চরম দিনগুলিতে তেমন আত্মিক মণ্ডলী আবির্ভূত হয়েছে যাতে আমাদের ত্রাণ করতে পারে।

[৩] আত্মিক এই মণ্ডলী খ্রিষ্টের মাংসে আবির্ভূত হল, ও আমাদের দেখিয়েছে যে, আমাদের মধ্যে যে কেউ তার ক্ষয়-ক্ষতি না করে মাংসে তা যত্নই করে, সে পবিত্র আত্মায়ই তা ফিরে পাবে; কেননা এ মাংস হল আত্মার প্রতিমূর্তি; ফলে প্রতিমূর্তিকে হারালে কেউই আদিমূর্তি পেতে পারবে না। তাই, ভ্রাতৃগণ, এই সমস্ত কথার অর্থ এ: মাংসের প্রতি যত্নশীল হও, যাতে আত্মার অংশী হতে পার। [৪] আমরা যদি বলি, মাংস হল মণ্ডলী ও আত্মা হলেন খ্রিষ্ট, তবে এ সিদ্ধান্ত অনুমেয় যে, মাংসকে যে কলুষিত

করে, সে মণ্ডলীকে কলুষিত করে। তেমন ব্যক্তি কিন্তু আত্মার তথা খ্রিষ্টের অংশী নয়। [৫] পবিত্র আত্মার সঙ্গে মিলনের ফলে এই মাংস এমন জীবন ও অক্ষয়শীলতা গ্রহণ করতে সক্ষম, যা এমন কেউই নেই যে বলতে বা ব্যক্ত করতে পারে, আপন মনোনীতদের জন্য ঈশ্বর কী না প্রস্তুত করেছেন![চ]

১৫ [১] সংযমী জীবনের জন্য যে পরামর্শ তোমাদের দিয়েছি, আমি তা তত নগণ্য মনে করি না; আর শুধু তা নয়, তেমন পরামর্শ যে পালন করবে তাকে দুঃখিত হতে হবে না, সে বরং নিজেকেও ত্রাণ করবে ও পরামর্শদাতা এই আমাকেও ত্রাণ করবে। কেননা পথভ্রষ্ট ও হারানো আত্মাকে পরিত্রাণের দিকে ফিরিয়ে আনা আদৌ সামান্য লাভ নয়; [২] আর তেমন লাভ আমরা আমাদের স্রষ্টা ঈশ্বরের কাছে নিবেদন করতে পারব, যদি যে কেউ কথা বলে ও শোনে সে বিশ্বাস ও ভালবাসার সঙ্গেই কথা বলে ও শোনে।

[৩] সুতরাং এসো, আমরা যা যা বিশ্বাস করেছি, তাতে ধর্মময়তা ও পবিত্রতার সঙ্গে স্থিতমূল থাকি, যাতে ভরসার সঙ্গে সেই ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে পারি, যিনি বলেন, *তুমি কথা বলতে না বলতেই আমি তোমাকে উত্তর দিয়ে বলব: এই যে আমি আছি* [ক]। [৪] এ বচনটি মহা প্রতিশ্রুতির চিহ্ন, কেননা প্রভু বলেন, আদায় করার চেয়ে তিনি দান করতেই অধিক প্রস্তুত। [৫] এজন্য আমরা যখন তেমন মহা মঙ্গলময়তার অংশী, তখন যেন ঈশ্বরের দেওয়া তেমন দানগুলি বিষয়ে পরস্পরকে হিংসা না করি; কেননা সেই বাণী বাধ্যদের অন্তরে যতখানি আনন্দ সঞ্চার করে, অবাধ্যদের অন্তরে ততখানি দণ্ড এনে দেয়।

১৬ [১] তাই ভ্রাতৃগণ, মনপরিবর্তন করার এ সুন্দর সুযোগ গ্রহণ করে, এসো, সময় থাকতেই ঈশ্বরের কাছে মন ফেরাই যিনি আমাদের আহ্বান করেছেন, কারণ তিনি এখন আমাদের গ্রহণ করতে প্রস্তুত। [২] কেননা আমরা যদি এ সমস্ত দেহলালসা অস্বীকার করি ও তার অমঙ্গল অভিলাষ প্রশ্রয় না দিয়ে আমাদের আত্মা জয় করি, তবে যিশুর দয়ার অংশী হয়ে উঠব। [৩] তোমরা তো জান, জ্বলন্ত চুল্লির মত সেই বিচারের দিন আসছে [ক], এবং আকাশের এক অংশ ও গোটা পৃথিবী আগুনে গলে যাওয়া সীসার মত বিলীন হয়ে যাবে, আর তখন মানুষের আবৃত ও অনাবৃত যত কিছুই প্রকাশ পাবে।

[৪] সুতরাং, পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপে অর্থদান উত্তম; প্রার্থনার চেয়ে উপবাস শ্রেয় (খ), কিন্তু উভয়ের চেয়ে অর্থদান উত্তম: *ভালবাসা অসংখ্য পাপ ঢেকে দেয়* (গ)। সদ্বিবেক থেকে উদ্গত প্রার্থনা মৃত্যু থেকে মুক্ত করে, কিন্তু সুখী সেই মানুষ, যে এ সমস্ত বিষয়ে সিদ্ধপুরুষ বলে প্রতিপন্ন হবে, কেননা অর্থদান পাপকে দূর করে দেয়।

১৭ [১] অতএব এসো, সমস্ত হৃদয় দিয়ে মনপরিবর্তন করি, যাতে আমাদের কেউই বিনষ্ট না হয়। প্রতিমা পূজা থেকে মানুষকে ফিরিয়ে নিয়ে তাকে উদ্বুদ্ধ করা, এমন আদেশ আমরা যখন পেয়েছি, তখন কি অধিক গুরুত্বপূর্ণ কারণে আমাদের সচেষ্ট হতে হবে না, যে আত্মা ইতিমধ্যে ঈশ্বরকে জেনেছে সে যেন বিনষ্ট না হয়? [২] এজন্য এসো, পরস্পরকে সাহায্য করি, যাতে দুর্বলকেও মঙ্গলের দিকে আকর্ষণ করতে পারি, এর ফলে যেন একে অন্যকে সংস্কার করে ও চেতনা দান করে সকলেই পরিত্রাণ পাই। [৩] আর এমনটি যেন না ঘটে যে প্রবীণবর্গ যখন উপদেশ দেন তখনই মাত্র নিজেদের মনোযোগী ও বিশ্বাসযোগ্য দেখাই; বাড়ি ফিরে গিয়েও যেন প্রভুর আজ্ঞাবলি স্মরণ করি ও জগতিক যত অভিলাষ দ্বারা নিজেদের চালিত হতে না দিই। বরং এসো, আমরা সকলেই প্রায়ই সম্মিলিত হতে সচেষ্ট থাকি, আর এভাবে, সকলেই একই চিন্তা দ্বারা একত্রিত হয়ে, জীবনের উদ্দেশেও একত্রিত হতে পারব (ক)।

[৪] প্রভু বলেছিলেন, *আমি সকল জাতি, সকল গোষ্ঠী, ও সকল ভাষাকে একত্রিত করতে আসছি* (খ)। এই বচনের মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর নিজের আত্মপ্রকাশের দিনের দিকে অঙুলি নির্দেশ করেন, সেই যে দিনে তিনি এসে আমাদের সকলকে আমাদের কর্ম অনুযায়ী উদ্ধার করবেন। [৫] সেদিন অবিশ্বাসী যারা তারাও তাঁর গৌরব ও পরাক্রম দেখতে পাবে, এবং এও দে'খে যে, যিশুকেই বিশ্বের রাজ-অধিকার দেওয়া হয়েছে (গ), স্তম্ভিত হয়ে বলবে, 'আমাদের ধিক্! তুমিই সে! আর আমরা তা জানতাম না, বিশ্বাসও করিনি, এবং যে প্রবীণবর্গ পরিত্রাণের কথা আমাদের বলতেন তাঁদের প্রতিও বাধ্য হইনি।' *আর তাদের কীট কখনও মরবে না, তাদের আগুন কখনও নিভবে না, তারা হবে সকলের দর্শনীয় বস্তু* (ঘ)। [৬] এই বচনের মধ্য দিয়ে তিনি বিচারের দিনের দিকে অঙুলি নির্দেশ করেন, সেই যে দিনে সকলে দেখবে আমাদের মধ্যে কে কে ভক্তিহীন ছিল

ও যিশু খ্রিষ্টের আজ্ঞাবলি বিকৃত করেছিল। [৭] কিন্তু ধর্মপ্রাণ যারা এবং যারা শুভকর্ম সাধন করেছিল, পীড়ন সহ্য করেছিল ও প্রাণের অভিলাষ ঘৃণা করেছিল, তারা যখন দেখবে যে ভ্রান্তগামীরা এবং কথাকর্মে যারা যিশু খ্রিষ্টকে অস্বীকার করেছিল তারা অনন্ত আগুনে ভয়ানক পীড়ন দ্বারা শাস্তি ভোগ করছে, তখন সেই ধর্মপ্রাণসকল তাদের ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত করবে এবং বলে উঠবে, 'যে কেউ তার সমস্ত হৃদয় দিয়ে ঈশ্বরকে সেবা করেছে, তার জন্য সত্যি একটা আশা আছে।'

১৮ [১] এসো, সচেষ্ট থাকি, যাতে আমরাও তাঁদেরই সংখ্যায় পরিগণিত হতে পারি যাঁরা ঈশ্বরের সেবা করেছিলেন বিধায় এখন তাঁর প্রশংসা করেন, সেই দুর্জনদেরই সংখ্যায় পরিগণিত না হই যারা বিচারাধীন। [২] সবদিক দিয়ে পাপী, প্রলোভনের অধীন, ও এখনও শয়তানের ফন্দি-ফিকিরের মধ্যে থাকলেও আমিও ধর্মময়তার পথে চলতে চেষ্টা করছি, যাতে ভাবী বিচার ভয় করে সেই ধর্মময়তার কাছে এগিয়ে যেতে পারি।

১৯ [১] তাই, ভ্রাতৃগণ, তোমরা সত্যের ঈশ্বরের বাণী শোনার পর আমি তোমাদের কাছে এ উপদেশ পেশ করতে যাচ্ছি (ক), যাতে আমার লেখা মনোযোগ দিয়ে শুনে তোমরাও পরিত্রাণ পেতে পার, ও তোমাদের মাঝে এই যে আমি পাঠ করে শুনাচ্ছি সেই আমিও যেন পরিত্রাণ পাই; কেননা তোমাদের কাছ থেকে যে প্রতিদান ভিক্ষা করছি তা এরূপ, যাতে তোমরা সমস্ত হৃদয় দিয়ে মনপরিবর্তন করে চল, এবং এর ফলে পরিত্রাণ ও জীবন অর্জন কর। তাই করে আমরা সকল যুবক-যুবতীর কাছে একটা আদর্শ রাখব, কারণ তারা বাস্তবরূপেই ঈশ্বরকে ভক্তি করতে ও ভালবাসতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

[২] কেউ আমাদের সংশোধন করলে ও অধর্ম থেকে ধর্মময়তার পথে আমাদের ফেরালে আমরা যেন নিজেদের অপমানিত মনে না করি, অস্থিরও যেন না হয়ে উঠি, তেমন ব্যবহার আমাদের নির্বুদ্ধিতারই লক্ষণ হবে; আর প্রকৃতপক্ষে আমাদের অন্তর দোমনা ও অবিশ্বস্ত হওয়ায় ও আমাদের মন নানা দুর্মতিতে আচ্ছন্ন (খ) হওয়ায় আমরা বহুবার দুষ্কর্ম করেও সেই বিষয়ে সচেতন নই।

[৩] সুতরাং এসো, ধর্মময়তা পালন করি যাতে শেষে পরিত্রাণ পাই। সুখী যারা এ নির্দেশগুলো মেনে নেয়; যদিও কিছুকালের মত এই জগতে অমঙ্গল ভোগ করে থাকে, তারা পুনরুত্থানের অক্ষয় ফসল সংগ্রহ করবেই। [৪] ফলত যদি ভক্তজন এ বর্তমানকালে দুর্দশায় ভুগছে, এর জন্য সে যেন দুঃখ না পায়, কেননা আনন্দময় কাল তার প্রতীক্ষায় রয়েছে, আর তখন সে পিতৃপুরুষদের (গ) সঙ্গে পুনরুজ্জীবিত হয়ে আবার আনন্দ করবে, তার আর কখনও দুঃখ হবে না।

২০ [১] ভক্তিহীনেরা ধনবান ও ঈশ্বরের দাসেরা সঙ্কটাপন্ন—তা দেখেও আমরা যেন অস্থির না হই। [২] ভ্রাতৃগণ, এসো, একথা বিশ্বাস করি: আমরা জীবনময় ঈশ্বর দ্বারা পরীক্ষিত, এবং এজীবনে লড়াইতে অভ্যাস করে থাকি যাতে ভাবী জীবনে জয়মালায় ভূষিত হতে পারি। [৩] ধার্মিকদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে শীঘ্রই ফল পেয়েছে, কিন্তু ফলের জন্য সে অপেক্ষা করে থাকল। [৪] কেননা ঈশ্বর যদি ধার্মিকদের প্রতিফল শীঘ্রই দিতেন, আমরা সঙ্গে সঙ্গে উপকৃত হতাম বটে, কিন্তু ভক্তি ক্ষেত্রে নয়, কারণ প্রকৃত ভক্তির অনুসরণ না করায়, কিন্তু নিজ উপকারই লোভ করায় আমরা কেবল বাইরে ধার্মিক হতাম। এজন্যই যে ধার্মিক নয়, তার অন্তর ঐশবিচারের চিন্তায় অস্থির ও সঙ্কুচিত হয়ে ওঠে।

[৫] যিনি আমাদের কাছে সেই ত্রাণকর্তা ও অক্ষয়শীলতার সাধনকর্তাকে প্রেরণ করেছেন যাঁর দ্বারা তিনি আমাদের কাছে সত্য ও স্বর্গীয় জীবনও প্রকাশ করেছেন, সত্যময় পিতা সেই অদৃশ্য ঈশ্বরের গৌরব হোক যুগে যুগান্তরে। আমেন।

[করিন্থীয়দের কাছে ক্লেমেণ্টর দ্বিতীয় পত্র।](ক)

---

১ (ক) প্রেরিত ১০:১২।

(খ) লেখা-শুরুতে লেখক এধারণা উপস্থাপন করেন যে, খ্রিষ্টধর্ম কতগুলো ঐশসত্যের উপরে স্থাপিত যেগুলো বিশ্বাস করা দরকার বটে, কিন্তু সেই বিশ্বাস যেন শুভকর্মে বাস্তবায়িত হয়।

(গ) এথেকে অনুমান করতে পারি, লেখক ইহুদী বা খ্রিষ্টীয় নয়, পৌত্তলিকই পরিবেশের মানুষ। পৌত্তলিক পরিবেশ থেকে আগত নবদীক্ষিত খ্রিষ্টভক্তগণের বৈশিষ্ট্যই যিশুর সাধিত ত্রাণকর্মকে ঈশ্বরের দয়াকর্মই বলে উপলব্ধি করা।

২ (ক) ইশা ৫৪:১। নবী ইশাইয়ার এই বচন প্রেরিতদূত পল দ্বারা খ্রিষ্টমণ্ডলীমুখী ব্যাখ্যা অনুসারে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল (গালাতীয় ৪:২৭)।

(খ) করিন্থীয়দের কাছে পত্রে ক্লেমেণ্টও প্রাক্তন ও নব ইস্রায়েল অর্থাৎ খ্রিষ্টমণ্ডলীর মধ্যকার সম্পর্ক তুলে ধরেছিলেন; তাঁর মতে, দু'টোর মধ্যে পূর্ণ ধারাবাহিকতাই বর্তমান; অপর দিকে এই লেখক এক প্রকার বিচ্ছিন্নতা দেখেন, কেমন যেন খ্রিষ্টমণ্ডলী ইস্রায়েলের স্থান দখল করেছে।

(গ) মথি ৯:১৩; মার্ক ২:১৭; লুক ৫:৩২। এই লেখক নূতন নিয়মের লেখাগুলো 'শাস্ত্র'-ই বলেন।

(ঘ) এখানে এধারণা আবার উপস্থাপিত হয় যে, মানুষ খ্রিষ্টীয় পরিত্রাণ নিজের শুভকর্মের ফলে নয়, ঈশ্বরের অনুগ্রহ গুণেই লাভ করেছে।

৩ (ক) লেখকের মনোভাব অধিক স্পষ্ট: অন্ধকারময় পৌত্তলিক ধর্ম থেকে রেহাই পেয়ে যিশুতে পরিত্রাণ পেয়েছেন বলে তিনি ঈশ্বরের কাছে খুবই কৃতজ্ঞ।

(খ) মথি ১০:৩২; লুক ১২:৮। লেখকের মূল্যবান অবদান: যিশুতে পরিত্রাণ পেয়েছি বলে আমরা যেন কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তাদেরই মধ্যে তাঁর নাম প্রচার করি যারা এখনও তাঁকে চেনে না।

(গ) ইশা ২৯:১৩; মথি ১৫:১৮।

৪ (ক) মথি ১৭:২১।

(খ) এই বচন সম্ভবত মণ্ডলীর অস্বীকৃত কোনো এক সুসমাচার থেকে উদ্ধৃত।

৫ (ক) এই বচন সম্ভবত মণ্ডলীর অস্বীকৃত 'মিশরীয়দের সুসমাচার' বলে পরিচিত লেখা থেকে উদ্ধৃত। 'জাহান্নাম': মথি ৫:২২ ইত্যাদি দ্রঃ।

৬ (ক) মথি ৬:২৪; লুক ১৬:১৩।

(খ) মথি ১৬:২৬; মার্ক ৮:৩৬; লুক ৯:২৫।

(গ) এজে ১৪:১৪-১৮।

(ঘ) এতক্ষণে বাপ্তিস্মের ফল উপস্থাপিত হয়েছে, তথা: পৌত্তলিকতা ও পাপ থেকে মুক্তিলাভ, এবং নব জগৎকে ধারণ করা যে জগৎ সংসার থেকে সম্পূর্ণরূপে বিপরীত। লেখক স্বীকার করেন যে এসবকিছু ঈশ্বরের দান, কিন্তু এবিষয়েও সচেতন যে, এখন আমাদের এমন শুভকর্মই দেখানো দরকার যা আমাদের বিশ্বাসের ফল, কেননা শেষ বিচারে কর্ম অনুযায়ী বিচারিত হব।

৭ (ক) লেখকের ভাষা সাধু পলের ভাষা ধ্বনিত করে, ১ করি ৯:২৪-২৭; ২ তিমথি ৪:৭-৮।

(খ) ইশা ৬৬:২৪; মার্ক ৯:৪৪-৪৮।

৮ (ক) যেরে ১৮:১-৬ দ্রঃ।

(খ) মথি ২৫:২১; লুক ১৬:১০-১১।

৯ (ক) এখানে সেই গ্রীক জ্ঞানমার্গপন্থীদের ভ্রান্তমতের দিকে অঙুলি নির্দেশ করা হচ্ছে যারা বলত, বস্তুগত যা কিছু তা মূল্যহীন, সুতরাং খ্রিষ্টের দেহও মূল্যহীন, খ্রিষ্টভক্তদের দেহও মূল্যহীন। ফলে তারা শরীরের পুনরুত্থান ও শেষ বিচারও অস্বীকার করত। ইগ্নাসিউসের মত এই লেখকও তেমন ভ্রান্তমতের বিপক্ষে মানবদেহের গুরুত্ব তুলে ধরেন, এমন দেহ যা খ্রিষ্টমণ্ডলী-রহস্যের প্রতীক।

(খ) ১ করি ৬:১৯।

(গ) অধিক দৃঢ়তার সঙ্গেই খ্রিষ্টবিশ্বাসের মূল রহস্যের কথা উপস্থাপিত, তথা বাণী হলেন মাংস। জ্ঞানমার্গপন্থীরা এরহস্য সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে বলত, খ্রিষ্ট-সংক্রান্ত সবকিছুই অভিনয় মাত্র।

(ঘ) মথি ১২:৫০; মার্ক ৩:৩৫; লুক ৮:২১।

১১ (ক) বচনটি (যা করিন্থীয়দের কাছে ক্লেমেণ্টের পত্রেও উল্লিখিত) বাইবেল থেকে উদ্ধৃত নয়।

(খ) হিব্রু ১০:২৩ দ্রঃ।

(গ) ১ করি ২:৯।

১২ (ক) বচনটা মিশরীয়দের সুসমাচার থেকে উদ্ধৃত।

১৩ (ক) 'আমাদের বিশ্বাসের বাইরে' বাক্যটা খ্রিষ্টে দীক্ষিত নয় এমন মানুষকে লক্ষ করে, ১ পিতর ২:১২; কল ৪:৫; ১ থে ৪:১২; ১ তিমথি ৩:৭ দ্রঃ।

(খ) ইশা ৫২:৫।

(গ) বচনটা অচেনা; বাইবেলে অন্তর্ভুক্ত নয়।

(ঘ) লুক ৬:৩২-৩৫।

১৪ (ক) ঐশতাত্ত্বিক দিক দিয়ে এটিই উপদেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বচন: এফেসীয়দের কাছে পলের পত্রকে ভিত্তি ক'রে (এফে ১:৪-৫; ৩:৫-৬,৯-১১), লেখক এমন মণ্ডলীর কথা উপস্থাপন করেন যে মণ্ডলী ঈশ্বরের সঙ্কল্পে পূর্ববিদ্যমান ছিল ও একসময় এমর্তে বাস্তব রূপ ধারণ করে আবির্ভূত হল, ঠিক ঐশবাণীর মত যিনি সবকিছুর সৃষ্টির আগে বিদ্যমান ছিলেন ও একসময় মাংস হলেন। তাছাড়া, প্রথম মানুষ ও প্রথম নারীর মধ্যকার মিলনটাও খ্রিষ্ট ও তাঁর দেহ সেই মণ্ডলীর মধ্যকার মিলনের প্রতীক বলে অনুধাবিত। এথেকে এ সিদ্ধান্তে উপনীত

হই যে, উপদেশটি সেই বালেন্তিনুসকে ভ্রান্তমতপন্থী বলে চিহ্নিত করার আগেই লেখা হয়েছে, যেহেতু বালেন্তিনুসও মণ্ডলীর পূর্বাস্তিত্বের কথা প্রচার করত। আর যেহেতু বালেন্তিনুসের ধারণা ১৪০ সালে ভ্রান্তমত বলে ঘোষণা করা হয়েছিল, সেজন্য উপদেশটি ১৪০ এর আগেই লেখা হল। ১৪০ সালের পরেই যদি লেখা হত তবে উপদেশটিকেও ভ্রান্তমত বলে চিহ্নিত করা হত।

(খ) যেরে ৭:১১; মথি ২১:১৩; মার্ক ১১:১৭; লুক ১৯:৪৬। যেমন প্রকৃত ইহুদী হবার জন ইহুদী বংশজাত হওয়া-ই যথেষ্ট ছিল না, তেমনি প্রকৃত খ্রিষ্টবিশ্বাসী হবার জন্যও মণ্ডলীর তালিকাভুক্তদের একজন হওয়াই যথেষ্ট নয়।

(গ) এফে ১:২২-২৩।

(ঘ) আদি ১:২৭।

(ঙ) এফে ৫:২৩ দ্রঃ।

(চ) ১ করি ২:৯ দ্রঃ।

১৫ (ক) ইশা ৫৮:৯।

১৬ (ক) মালাখি ৪:১।

(খ) মথি ২৩:১৪,২৩ দ্রঃ।

(গ) প্রবচন ১০:১২; ১ পিতর ৪:৮।

১৭ (ক) প্রৈরিতিক পিতৃগণ প্রায়ই এই আবেদন জানান যেন খ্রিষ্টভক্তগণ পুনঃপুনঃ সম্মিলিত হয়, কেননা বিশ্বস্ততা রক্ষার জন্য যে শক্তি দরকার তা ভক্তদের ঐক্য থেকেই আসে। তাছাড়া, এই বাক্যের মধ্য দিয়ে অনুমান করা যায়, এই লেখা প্রকৃতপক্ষে একটি উপদেশ যা উপাসনাকালে পেশ করার কথা।

(খ) ইশা ৬৬:১৮।

(গ) মথি ১৬:৬২; যোহন ৫:২২; ১ করি ১৫:২৫; ফিলি ২:১১; প্রকাশ ১৯:১-১৬ দ্রঃ।

(ঘ) ইশা ৫৬:২৪।

১৯ (ক) এই পদও একথা সমর্থন করে যে, এই লেখা প্রকৃতপক্ষে একটি উপদেশ যা উপাসনাকালে পেশ করার কথা।

(খ) এফে ৬:১৮ দ্রঃ।

(গ) ‘পিতৃপুরুষ’ বলতে এখানে পুরাতন নিয়মের কুলপতিদের বুঝাতে পারে, আবার বারো প্রেরিতদূতগণের কিংবা প্রথম খ্রিষ্টসাক্ষ্যমরদেরও বুঝাতে পারে।

২০ (ক) এই শেষ বচন সম্ভবত পরবর্তীকালেই ভুলবশত যোগ করা হল।

পালক

‘পালক’ (যা ‘হের্মাসের পালক’ বলেও পরিচিত) আনুমানিক ১৫০ খ্রিষ্টাব্দের আগের এমন লেখা যা প্রৈরিতিক পিতৃগণের লেখাগুলোর মধ্যে খুবই অসাধারণ যেহেতু একটা পত্রও নয়, ঐশতাত্ত্বিক একটা লেখাও নয়। এ সম্পর্কে মুরাতরি পাণ্ডুলিপি-খণ্ড বলে, লেখাটির রচয়িতা ও প্রধান চরিত্র হলেন পোপ পিউসের ভাই হের্মাস (মুরাতরি পাণ্ডুলিপি-খণ্ড ৭৩খ-৭৬)। তাছাড়া লেখাটিতে হের্মাস নিজে নিজের বিষয়ে যা ব্যক্ত করেন, তা থেকে এ তথ্য পাওয়া যায় যে, তিনি ছিলেন একজন ক্রীতদাস যিনি মুক্তি পাবার পরে ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে খুব ধনী হন; ব্যবসায় অতিব্যস্ত থেকে তিনি নিজ পরিবারের উপর উচিত নজর না রাখায় তাঁর সন্তানেরা উচ্ছৃঙ্খল জীবন কাটিয়ে অবশেষে বিশ্বাস ত্যাগ ক’রে পিতামাতাকেও ধরিয়ে দেয়। কিন্তু এ তথ্য যে কতটুকু আত্মজীবনী ও কতটুকু প্রতীকমূলক বর্ণনা, তা বলা কঠিন।

যাই হোক, প্রাচীন খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের কাছে লেখাটি ছিল অধিক জনপ্রিয়তা ও সমাদরের বস্তু। মণ্ডলীর প্রাচীন পিতৃগণ লেখাটির প্রতি শ্রদ্ধাশীল, ও প্রশংসায় পূর্ণ; এমনকি সাধু ইরেনেউস, আলেক্সান্দ্রিয়ার ক্লেমেণ্ট, অরিগেনেস, সাধু যেরোম ইত্যাদি মহাব্যক্তিত্ব সেটিকে পবিত্র শাস্ত্রের অঙ্গ বলে গণ্য করতেন, ও চতুর্থ শতাব্দীর বিশপ এউসেবিউস লেখাটি শাস্ত্রের অঙ্গ বলে না মানলেও তবু সেটিকে খ্রিষ্টীয় জীবনের জন্য অতিপ্রয়োজনীয় বলে সমর্থন করতেন।

এবিষয়ে প্রশ্ন দাঁড়ায়, এত সরল ও সাহিত্যিক দিক থেকে প্রায় মূল্যহীন এ পুস্তক কেনই বা তত জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল? এর কারণ হল, লেখাটির বিষয়বস্তু সেই কালের বিশ্বাসীদের আধ্যাত্মিক চাহিদা ও আকাঙ্ক্ষা পূরণ করত।

বাস্তবিকই দ্বিতীয় শতাব্দীর বিশ্বাসীরা আদিমণ্ডলীর বিশ্বাসীদের মত আর তত দৃঢ়বিশ্বাসী ছিল না। প্রথম কালের নির্যাতিত বিশ্বাসীরা মহা সাহসের সঙ্গেই খ্রিষ্টনামের জন্য প্রাণ দিত ও প্রভুর পুনরাগমনের প্রাঞ্জল অপেক্ষায় থাকত; কিন্তু ‘পালক’ লেখাটি

বিশ্বাসীদের জীবনের যে ছবি তুলে ধরে, সেই ছবি তত উৎসাহদায়ী ও ইতিবাচক নয়; লেখাটি পাঠ করে দেখা যায়, ভক্তি ও নীতির দিক দিয়ে খ্রিষ্টীয় জীবনে অলসতা প্রবেশ করেছে ও ভক্তরা প্রভুর আগমনের ব্যাকুল প্রতীক্ষায় রত থাকে না, এর ফলে কোন কোন বিশ্বাসী নীতিপরায়ণতা তত বজায় রাখে না ও নির্যাতনকালে বিশ্বাস ত্যাগ করে; নতুন বিশ্বাসীদের মধ্যে বেশ কয়েকজন অল্পদিন পরে উদাসীন হয়ে যায়, বিশেষভাবে তারা যারা বাহ্যিক লাভের আশায় বাপ্তিস্ম নিয়েছিল; ব্যবসা-বাণিজ্যের খাতিরে আরও বেশ কয়েকজন মণ্ডলীর সংসর্গ এড়িয়ে বিধর্মীদেরই সংসর্গে প্রাধান্য দেয়; আদিমণ্ডলীর আদর্শ সেই দানশীলতা ও আন্তরিক আনন্দ ক্ষেত্রে ভক্তরা আস্তে আস্তে শিথিল হয়, তাদের মধ্যে যথেষ্ট রেষারেষিও দেখা দেয়, দ্বিভাব ভক্তদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ তাদেরই সংখ্যা যারা জাগতিক আকর্ষণে আকর্ষিত হয়ে ও সম্ভাব্য নির্যাতনের ভয়ে অভিভূত হয়ে খ্রিষ্টের প্রতি নিজেদের বিশ্বস্ততায় টলমান; অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যেও তথা বিশপ, প্রবীণ, পরিসেবক ও শিক্ষাগুরুদের মধ্যেও উচ্চতর পদমর্যাদার আকাঙ্ক্ষা অমিল সৃষ্টি করে, তাদের মধ্যে অর্থলোলুপতাও দেখা দেয়, যার ফলে পবিত্র সেবাকর্ম জাগতিক একটা পেশার পর্যায়ে অবনমিত হয়। এক কথায়, সেকালের খ্রিষ্টমণ্ডলী অনুভব করছিল তার মধ্যে পাপ অগ্রসর হচ্ছে, ও পাপের আকর্ষণ সর্বস্তরের ভক্তকে ভোলাচ্ছে।

আর আসলে হঠাৎ করে নির্যাতন দেখা দিল, এও দেখা দিল যে, বিশ্বাসী অনেকে ভয়ে খ্রিষ্টকে অস্বীকার করে। তারা জীবন বাঁচাল বটে, কিন্তু এখন অসহ্য বিষণ্ণতার মধ্যে জীবন কাটাচ্ছে। বিষণ্ণতার কারণ দু'টো; প্রথম, খ্রিষ্টকে অস্বীকার করেছে বিধায় তারা নিজেরাই লজ্জাবোধ করে; দ্বিতীয়, নিপীড়নে যারা বিশ্বাস রক্ষা করেছে, তারা পতিতদের বিষয়ে অধিক কড়া পদক্ষেপ নিয়ে খ্রিষ্টীয় জীবন থেকে তাদের একেবারে ছিন্ন করে, এই প্রথার ভিত্তিতে যে, বাপ্তিস্ম গ্রহণের পর মানুষের পক্ষে পাপক্ষমা পাবার আর কোনও সুযোগ নেই।

ঠিক এই পরিস্থিতিতে লেখাটির রচয়িতা অসীম উদারতা প্রকাশ ক'রে পতিতদের বাঁচাবার জন্য এগিয়ে আসেন; তিনি পতিতদের হতাশা উপলব্ধি ক'রে সুসমাচারের প্রধান মনোভাব দু'টো ধ্বনিত করেন, তথা, ভালবাসার খাতিরে ক্ষমা; কেননা ক্ষমা না থাকলে ভালবাসা অর্থশূন্য শব্দমাত্র; আর যে কেউ ক্ষমা করে না, সে প্রভুর বাসনাও পূরণ করে না যিনি পাপীদের মৃত্যুতে প্রীত নন বরং পাপী মনপরিবর্তন করে তাঁর কাছে

ফিরবে তিনি এতেই প্রীত। তাতে লেখাটি প্রকৃত শুভসংবাদ রূপে দাঁড়ায়, মনপরিবর্তনই সংক্রান্ত শুভসংবাদ, তথা, মনপরিবর্তন করা উচিত, মনপরিবর্তন করা সম্ভব, সকলের জন্য ও সবসময়ই সম্ভব; এমনকি মনপরিবর্তন হল মানুষের প্রতি ঈশ্বরের অনুগ্রহদান, চিরকালীন ঈশ্বরের মত চিরকালীন অনুগ্রহদান।

সুতরাং, 'মনপরিবর্তন' হল লেখাটির মূলসুর, ও তেমন মূলসুর নানা দিব্যদর্শন, আজ্ঞা ও উপমা উপস্থাপনে নানা ভাবে অভিব্যক্ত। আর ঠিক এই কারণেই লেখাটি সেকালের বিশ্বাসীদের মন জয় করেছিল; তারা ঈশ্বরের ভয়ঙ্কর বিচারের কথা ছাড়া তাঁর অসীম স্নেহ ও মঙ্গলময়তার কথাও শুনতে ইচ্ছা করছিল; তারা অনুভব করছিল যে, দুর্দশা থেকে উদ্ধার পাবার জন্য তাদের একটা পথ ছিল।

লেখাটি পড়ে আজকালের বিশ্বাসী এই আমরাও উপকৃত হতে পারি, কারণ সেকালের মত নির্যাতনের সম্মুখীন না হয়েও আমরাও পার্থিব বিষয়াদিতে প্রাধান্য দিয়ে সহজে ঈশ্বরকে ত্যাগ করতে পারি। তবেই লেখাটির মূলসুর আমাদের বেলায়ও প্রযোজ্য, মনপরিবর্তন যখন ঈশ্বরের অনুগ্রহদান, তখন মনপরিবর্তন কর, শীঘ্রই মনপরিবর্তন কর।

লক্ষণীয়: লেখাটিতে 'মনপরিবর্তন' শব্দটা বিস্তারিত অর্থে ব্যবহৃত, অর্থাৎ মানুষের মনোভাব, প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ, ক্ষমাভিক্ষা, প্রায়শ্চিত্ত ইত্যাদি বিষয় সবই একই 'মনপরিবর্তন' শব্দ দ্বারা উপস্থাপিত। তাছাড়া, লেখাটি আমাদের দেখায় কিভাবে মণ্ডলীতে বাপ্তিস্মের পরবর্তী এই 'মনপরিবর্তন' প্রক্রিয়া আস্তে আস্তে পুনর্মিলন সাক্রামেন্তের রীতিতে পরিণত হয়।

সূচীপত্র

অধ্যায়ঃ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬ ২৭ ২৮ ২৯ ৩০ ৩১ ৩২ ৩৩ ৩৪ ৩৫ ৩৬ ৩৭ ৩৮ ৩৯ ৪০ ৪১ ৪২ ৪৩ ৪৪ ৪৫ ৪৬ ৪৭ ৪৮ ৪৯ ৫০ ৫১ ৫২ ৫৩ ৫৪ ৫৫ ৫৬ ৫৭ ৫৮ ৫৯ ৬০ ৬১ ৬২ ৬৩ ৬৪ ৬৫ ৬৬ ৬৭ ৬৮ ৬৯ ৭০ ৭১ ৭২ ৭৩ ৭৪ ৭৫ ৭৬ ৭৭ ৭৮ ৭৯ ৮০ ৮১ ৮২ ৮৩ ৮৪ ৮৫ ৮৬ ৮৭ ৮৮ ৮৯ ৯০ ৯১ ৯২ ৯৩ ৯৪ ৯৫ ৯৬ ৯৭ ৯৮ ৯৯ ১০০ ১০১ ১০২ ১০৩ ১০৪ ১০৫ ১০৬ ১০৭ ১০৮ ১০৯ ১১০ ১১১ ১১২ ১১৩ ১১৪

প্রথম দর্শন

১ [১] যিনি আমাকে মানুষ করেছিলেন, তিনি রোমে কোন একজন মহিলার কাছে আমাকে বিক্রি করেছিলেন যাঁর নাম রোধা [ক]। বহু বছর পর আমি পুনরায় সেই মহিলার সংস্পর্শে এলাম ও বোনেরই মত তাঁকে ভালবাসতে লাগলাম।

[২] কালক্রমে আমি তাঁকে তিবেরিস নদীতে স্নান করতে দেখতে পেয়েছিলাম, ও তাঁর প্রতি হাত বাড়িয়ে তাঁকে নদী থেকে বের হতে সাহায্য করেছিলাম। তাঁর সৌন্দর্য দেখে আমি মনে মনে চিন্তা করেছিলাম, 'আমার তেমন সুন্দরী, তেমন চরিত্রবতী স্ত্রী থাকলে আমি সুখী হতাম।' কেবল তা-ই ভেবেছিলাম, আদৌ অন্য কিছু ভাবিনি।

[৩] বেশ কয়েক দিন পর আমি কুমায় [খ] যাচ্ছিলাম ও ঈশ্বরের মহান, ঐশ্বর্যময় ও মহিমময় সৃষ্টির গৌরবকীর্তন করছিলাম এমন সময় হাঁটতে হাঁটতে নিদ্রামগ্ন হলাম। এবং কোন এক আত্মা আমাকে ভর করে কোন এক অগম্য ও পথহীন স্থানে স্থানান্তরিত করল; স্থানটি এমন যেখানে কোন মানুষ চলতে পারে না, ও যার ভূমি খাড়া ও নানা জলস্রোতের দ্বারা রেখাঙ্কিত। তাই সেই নদী পার হয়ে সমতল স্থানে এসে পৌঁছে আমি হাঁটুপাত করে প্রভুর কাছে প্রার্থনা করতে ও আমার পাপ স্বীকার করতে লাগলাম।

[৪] আমি প্রার্থনা করছি, এমন সময় স্বর্গ উন্মুক্ত হল, এবং আমি যাঁকে বাসনা করেছিলাম, সেই মহিলাকে স্বর্গ থেকে আমাকে মঙ্গলবাদ জানাতে দেখলাম; তিনি বললেন, 'মঙ্গল, হে হের্মাস'।

[৫] তাঁর দিকে চেয়ে আমি বললাম, 'ভদ্রে, আপনি ওখানে কী করছেন?'

তিনি বললেন, ‘প্রভুর সাক্ষাতে তোমার পাপকর্ম বিষয়ে তোমাকে অভিযুক্ত করার জন্যই আমাকে এই ঊর্ধ্বে তুলে আনা হয়েছে।’

[৬] আমি বললাম, ‘তাই বুঝি আপনি কি আমাকে অভিযুক্ত করছেন?’

তিনি বললেন, ‘না; কিন্তু যে যে কথা আমি তোমাকে বলতে যাচ্ছি, তা শোন: স্বর্গে বসবাস করেন যিনি, অস্তিত্ববিহীন থেকে অস্তিত্বমণ্ডিত সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন যিনি, তাঁর আপন পবিত্রা মণ্ডলীর খাতিরে সেই সমস্ত কিছু অতিশয় বৃদ্ধি করেছেন যিনি, সেই ঈশ্বর তোমার প্রতি ক্রুদ্ধ, কেননা তুমি আমার প্রতি পাপ করেছ।’

[৭] আমি বললাম, ‘আমি কি আপনার প্রতি পাপ করেছি? কোথায় বা কখনই বা আমি আপনার প্রতি অশ্লীল কথা উচ্চারণ করেছি? বরং আমি কি সবসময়ই আপনাকে দেবীতুল্যা গণ্য করিনি? আমি কি সবসময় আপনাকে বোন বলেই শ্রদ্ধা করিনি? ভদ্রে, আপনি কেন এ সমস্ত কুৎসিত ও অপবিত্র বিষয়ে আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ তুলছেন?’

[৮] তিনি মুচকি হেসে বললেন, ‘তোমার মনের মধ্যে কুবাসনা অনুপ্রবেশ করেছে। নাকি, যখন ধার্মিক এক মানুষের অন্তরে কুবাসনা অনুপ্রবেশ করে, তখন তুমি কি এ মনে কর না যে, সেই মানুষ পাপময় অবস্থায় রয়েছে?’ তিনি বলে চললেন, ‘তা পাপ বটে, এমনকি গুরুতরই এক পাপ। কেননা যে ধার্মিক, তার বাসনাসকল ধর্মসম্মত। তাই যতক্ষণ তার বাসনা ধর্মসম্মত, ততক্ষণ সেই মানুষ স্বর্গে গৌরবের পাত্র, এবং প্রভু সবকিছুতেই তার প্রতি প্রসন্ন। কিন্তু যারা মনে মনে কুবাসনা পোষণ করে, তারা নিজেদের মাথায় মৃত্যু ও বন্দিদশা ডেকে আনে, বিশেষভাবে যদি তারা নিজেদের জন্য এ জগৎকে জয় করে ও নিজেদের প্রাচুর্যে গর্ব করে, কিন্তু ভাবী মঙ্গল আঁকড়িয়ে ধরে না।

[৯] আশাবিহীন (গ) যারা, যারা নিজেদের বিষয়ে ও জীবনেরও বিষয়ে হতাশ, তারা মনপরিবর্তন করুক। তুমি কিন্তু ঈশ্বরের কাছে মিনতি জানাও, আর তিনি তোমার পাপ, তোমার বাড়ির সকলের পাপ, ও সকল পবিত্রজনদের (ঘ) পাপ নিরাময় করবেন।’

২ [১] তিনি এসমস্ত কথা বলার পর স্বর্গ আবার বন্ধ করা হল, আর আমি কম্পিত মনে ও দুঃখে ভারাক্রান্ত হয়ে রইলাম। আমি মনে মনে বলছিলাম, আমার তেমন পাপের হিসাব যখন রাখা হয়, তখন আমি কিভাবে পরিত্রাণ পাব? আমি যে সমস্ত পাপকর্ম সাধন করেছি, তার জন্য কি করে ঈশ্বরকে প্রশমিত করব? কোন্ কথা উচ্চারণ করেই বা আমি তাঁকে মিনতি করব তিনি যেন আমার প্রতি প্রসন্নতা দেখান?

[২] আমি এসমস্ত বিষয় মনে মনে ভাবছিলাম ও চিন্তা করছিলাম, এমন সময় নিজের সামনে সাদা, বৃহৎ ও শ্বেত পশমে আবৃত একটা চেয়ার দেখতে পেলাম; এবং বহুদিনের প্রাচীন একজন মহিলাকে আসতে দেখলাম, তাঁর পোশাক ঝকঝকে উজ্জ্বল ও তাঁর হাতে একটা পুস্তক।

তিনি একাকিনী হয়ে আসন নিয়ে আমাকে মঙ্গলবাদ জানিয়ে বললেন, 'মঙ্গল, হে হের্মাস।'

আর আমি দুঃখার্ত মনে ও কাঁদতে কাঁদতে বললাম, 'মঙ্গল, হে ভদ্রে।'

[৩] তিনি বললেন, 'হের্মাস, তুমি এতই অবসন্ন কেন? তুমি তো ধৈর্যশীল ও শান্তশিষ্ট মানুষ, সবসময়ই হাসিমুখ; তবে এখন তোমার মুখ এত বিষণ্ন কেন? কেন তুমি হাসিখুশি নও?'

আমি বললাম, 'কারণ উৎকৃষ্ট এক মহিলা এমনটি বলেছেন যে, আমি তাঁর প্রতি পাপ করেছি।'

[৪] তখন তিনি বললেন, 'ঈশ্বরের দাসের বিষয়ে তেমন কিছু আদৌ হতে পারে না। কিন্তু তবুও তোমার হৃদয়ে তাঁর বিষয়ে কুচিন্তা সত্যিই অনুপ্রবেশ করেছিল, আর তেমন সঙ্কল্পই ঈশ্বরের দাসদাসীর পক্ষে পাপ হয়ে দাঁড়ায়। কেননা মহিমময় ও সব দিক দিয়ে পরীক্ষাসিদ্ধ একটি আত্মার পক্ষে, বিশেষভাবে হের্মাসেরই মত আত্মসংযমী, যেকোন কুকামনা থেকে বিরত, এবং সরলতা ও মহা নিরপরাধিতায় পূর্ণ একটি আত্মার পক্ষে কুকর্ম কামনা করা গুরুতর অপরাধ।'

৩ [১] 'কিন্তু ঈশ্বর এ কারণেই যে তোমার প্রতি ক্রুদ্ধ তা নয়। তিনি বরং এমনটি ইচ্ছা করেন যাতে তুমি তোমার সন্তানদের মনপরিবর্তন করাতে সচেষ্ট থাক, কেননা তারা

প্রভুর বিরুদ্ধে ও তাদের পিতামাতা যে তোমরা তোমাদেরও বিরুদ্ধে পাপ করেছে। অথচ তুমি তাদের প্রতি অতিরিক্ত নরম, তুমি তো তোমার সন্তানদের সংশোধন কর না, বরং প্রশ্রয় দেওয়ায় তাদের কলুষিত হতে দিয়েছ। এজন্যই প্রভু তোমার প্রতি ক্রুদ্ধ। তথাপি তিনি তোমার পরিবারের বিগত সমস্ত অপকর্ম নিরাময় করবেন, কেননা তাদের পাপকর্ম ও অপরাধের কারণেই তোমার জীবনধারণ কলুষিত হয়েছে। [২] কিন্তু প্রভুর মহাকৃপা তোমার প্রতি ও তোমার পরিবারের প্রতি দয়া করেছে, তোমাকে বলবান করবে ও তাঁর নিজের গৌরবে তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করবে। শুধু এ, তুমি আর অলস না হয়ে বরং সাহস ধরে তোমার পরিবারকে বলবান কর। কেননা কর্মকার যেমন বস্তুর উপরে হাতুড়ী চালাতে চালাতেই নিজের সঙ্কল্প বাস্তবায়নে কৃতকর্য হয়, তেমনি প্রতিদিনের ধর্মসম্মত বাণী সমস্ত কুকর্ম বশীভূত করে। তাই তোমার সন্তানদের সংশোধন করায় ক্ষান্ত হয়ো না, কেননা আমি জানি, সমস্ত হৃদয় দিয়ে মনপরিবর্তন করলে তারা পবিত্রজনদের সঙ্গে জীবন-পুস্তকে তালিকাভুক্ত হবে।'

[৩] এসমস্ত কথা বলা শেষ করার পর সেই মহিলা বললেন, 'তুমি কি ইচ্ছা কর, আমি পাঠ করে শোনাব?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, ভদ্রে, ইচ্ছা করি।'

তখন তিনি বললেন, 'তবে কান দাও। ঈশ্বরের গৌরবের কথা শোন।'

আমি এমন মহা ও বিস্ময়কর কথা শুনলাম, যা এখন আর স্মরণ করতে পারি না, কেননা সেই সমস্ত কথা ছিল ভয়ঙ্কর, এমন কথা যা কোন মানুষ সহ্য করতে পারত না। আমি কেবল শেষ কথাই স্মরণ করলাম, কেননা সেগুলো আমাদের পক্ষে ছিল উপকারী ও নম্র বাণী, তথা,

[৪] এই দেখ, সেই মহাপরাক্রমী ঈশ্বর,
যিনি অদৃশ্য গুণ এবং মহা ও পরাক্রমী সুবুদ্ধি দ্বারা
জগৎকে সৃষ্টি করেছেন,
যিনি গৌরবময় সঙ্কল্প দ্বারা নিজের সৃষ্টিকে সৌন্দর্য-বসনে পরিবেষ্টিত করেছেন,
যিনি নিজের শক্তিশালী বাণী দ্বারা আকাশের ঊর্ধ্ব পরদা বসিয়েছেন
ও পৃথিবীকে জলরাশির উপরে স্থাপন করেছেন,

যিনি নিজের প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতা দ্বারা
নিজের পবিত্র মণ্ডলীকে সৃষ্টি করেছেন ও আশীর্বাদও করেছেন।
এই দেখ, তিনি আকাশ ও পর্বতমালা,
উপপর্বত ও যত সমুদ্র স্থানান্তর করেন,
তাতে মনোনীতদের জন্য সমস্ত কিছু সমতল হতে চলছে,
তারা বিশ্বাসের সঙ্গে যা গ্রহণ করেছিল,
ঈশ্বরের সেই বিধিনিয়ম যদি পালন করে,
যেন তাদের কাছে করা অঙ্গীকার সকল
তিনি মহা গৌরব ও আনন্দের সঙ্গে পূরণ করতে পারেন।

৪ [১] আর এভাবে পঠন শেষ করে তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। তখন চারজন তরুণ এসে চেয়ারটা তুলে পূব দিকে নিয়ে গেল।

[২] তিনি আমাকে ডাকলেন, ও আমার বুক স্পর্শ করে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমি যা পড়েছি, তা কি তোমার ভাল লাগল?'

আমি বললাম, 'ভদ্রে, এই শেষ অংশটা ভাল লাগল, কিন্তু আগের অংশটা কঠিন ও দুরূহ ছিল।'

তিনি বললেন, 'এই শেষ অংশ ধার্মিকদের জন্য, কিন্তু আগের অংশটা ছিল পৌত্তলিক ও বিশ্বাসত্যাগীদের জন্য।'

[৩] আর তিনি তখনও আমার সঙ্গে কথা বলছেন এমন সময় দু'জন পুরুষ তাঁকে বাহুতে তুলে পূব দিকে চলে গেল যেখানে চেয়ারটাও নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

মহিলাটি খুশি মনে চলে গেলেন, আর যেতে যেতে আমাকে বললেন, 'হের্মাস, পুরুষত্ব দেখাও।'

দ্বিতীয় দর্শন

৫ [১] পর বছর, একই পরিস্থিতিতে, আমি কুমার (ক) দিকে যাচ্ছিলাম; হাঁটতে হাঁটতে আগের বছরের দর্শনের কথা মনে পড়ল, ও কোন এক আত্মা পুনরায় হঠাৎ করে আমাকে

ভর করে সেই একই স্থানে নিয়ে গেল যেখানে আগে স্থানান্তরিত হয়েছিলাম। [২] তাই সেই স্থানে পৌঁছে আমি হাঁটুপাত করে প্রভুর কাছে প্রার্থনা করতে ও তাঁর নাম গৌরবান্বিত করতে লাগলাম, কারণ তিনি আমাকে [সেই দর্শন পাবার] যোগ্য মনে করেছিলেন ও আমার পুরাতন পাপ আমাকে জানিয়ে দিয়েছিলেন।

[৩] কিন্তু প্রার্থনা শেষে পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ালেই আমি আমার সামনে সেই প্রাচীন মহিলাকে দেখতে পেলাম যাঁকে আগের বছর দেখতে পেয়েছিলাম; তিনি হাঁটতে হাঁটতে একটি পুস্তিকা পড়ছিলেন।

তিনি আমাকে বললেন, 'তুমি কি ঈশ্বরের মনোনীতদের কাছে এসমস্ত জানাতে পার?'

আমি বললাম, 'ভদ্রে, আমি সেই সমস্ত স্মরণ করতে পারি না। পুস্তিকাটি আমাকে দিন যাতে আমি তার প্রতিলিপি করতে পারি।'

তিনি বললেন, 'নাও, পরে তা আমাকে ফেরত দেবে।'

[৪] আমি পুস্তিকাটি নিয়ে মাঠের এক জায়গায় চলে গেলাম, তা অক্ষরে অক্ষরে সমস্তই প্রতিলিপি করলাম যেহেতু বিভিন্ন শব্দগুলো প্রভেদ করতে পারছিলাম না (খ)। আমি পুস্তিকাটির প্রতিলিপি সম্পূর্ণরূপে শেষ করতে করতে পুস্তিকাটি হঠাৎ করে আমার হাত থেকে নেওয়া হল, কিন্তু আমি দেখতে পাইনি কার দ্বারা তা নেওয়া হল।

৬ [১] পনেরো দিন পরে, অনেক উপবাস ও প্রভুর কাছে অনেক প্রার্থনা করার পর, সেই লেখার অর্থ আমার কাছে প্রকাশ করা হল। অর্থ এরূপ,

[২] 'হে হের্মাস, তোমার বংশধর যারা, তারা ঈশ্বরকে মূল্যায়ন করেনি, প্রভুকে নিন্দা করেছে, এবং তাদের পিতামাতাকে এত মহা দুষ্টতার সঙ্গে ধরিয়ে দিয়েছে যে, তারা পিতামাতার বিশ্বাসঘাতক বলে অভিহিত (ক), এবং তাদের এ বিশ্বাসঘাতকতার ফলে তাদের কোন লাভ হয়নি; তাছাড়া এ পাপকর্মের উপরে যত নোংগ্রামি ও অপকর্ম যোগ দিয়েছে, যার জন্য তাদের দুষ্কর্মের মাত্রা পূর্ণ হয়েছে।

[৩] তোমার সকল সন্তানকে ও তোমার সেই জীবন-সঙ্গিনীকেও এসমস্ত কথা জানিয়ে দাও আজ থেকে যে তোমার কাছে বোন হয়ে উঠবে; কেননা সেও জিহ্বা সংযত

রাখে না, আর তাতে সে পাপ করে; কিন্তু সে যখন এসমস্ত কথা শুনবে, তখন নিজেকে সংযত রাখবে আর তাতে দয়া পাবে।

[৪] মহাপ্রভু তোমার কাছে যা প্রকাশ করার আজ্ঞা আমাকে দিয়েছেন, তুমি সেই সমস্ত কথা তাদের কাছে জানাবার পর তারা যদি সমস্ত হৃদয় দিয়ে মনপরিবর্তন করে ও হৃদয় থেকে দ্বিভাব দূর করে দেয়, তাহলে পূর্বে তারা যে সকল পাপকর্ম সাধন করেছে তার জন্য তারা ক্ষমা পাবে, সেই সকল পবিত্রজনদের পাপও ক্ষমা করা হবে যারা আজ পর্যন্ত পাপ করেছে (খ), [৫] কেননা মহাপ্রভু আপন গৌরবের দিব্যি দিয়ে তাঁর মনোনীতদের কাছে শপথ করেছেন যে, তারা যদি এ নির্দিষ্ট দিনের পরেও পাপ করতে থাকে, তবে তারা আর কোন পরিত্রাণ পাবে না, কারণ ধার্মিকের জন্য মনপরিবর্তন করার একটা সীমা আছে; সকল পবিত্রজনের জন্য মনপরিবর্তনের দিনগুলোর মাত্রা পূর্ণ হয়েছে, কিন্তু পৌত্তলিকদের জন্য মনপরিবর্তন শেষ দিবস পর্যন্ত উন্মুক্ত।

[৬] পরে তুমি মণ্ডলীর পথদিশারীদের বলবে তারা যেন ধর্মময়তা অনুসারে নিজেদের চলার পথ সংস্কার করে যাতে করে অঙ্গীকৃত সমস্ত বিষয় মহাগৌরবের সঙ্গে পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ করে নিতে পারে।

[৭] অতএব, ধর্মময়তার সাধক যে তোমরা, তোমাদের দ্বিভাব নয়, নিষ্ঠাবানই থাকতে হবে, যেন পবিত্র স্বর্গদূতদের সাহচর্যে পার হতে পার। সুখী তোমরা সকলে, যারা আসন্ন মহাক্লেশ সহ্য করতে পার, তারা সকলেও সুখী, যারা নিজেদের জীবন অস্বীকার করবে না। [৮] কেননা প্রভু নিজের পুত্রের দিব্যি দিয়ে শপথ করেছেন (গ), যারা নিজেদের প্রভুকে অস্বীকার করে, তাদের নিজেদের জীবন থেকে বঞ্চিত করা হয়; একথা তাদেরই বেলায় প্রযোজ্য যারা আসন্ন দিনগুলোতে তাঁকে অস্বীকার করবে; কিন্তু যারা আগে অস্বীকার করেছিল, তিনি তাঁর মহাদয়ায় তাদের প্রতি প্রসন্নতা দেখিয়েছেন।’

৭ [১] ‘কিন্তু তুমি, হে হের্মাস, তোমার সন্তানদের প্রতি তত রুষ্ট হয়ো না, তোমার বোনকেও অযত্ন করো না, তবেই আগেকার পাপ থেকে তাদের শোধন করা হবে। কেননা তুমি তাদের প্রতি তত রুষ্ট না হলে, তবে তাদের সঠিক ভাবে সংশোধন করা হবে। রোষ মৃত্যু ঘটায়।

তুমি কিন্তু, হে হের্মাস, তোমার পরিবারের অপরাধের কারণে যথেষ্ট দুঃখকষ্টের সম্মুখীন হয়েছ, কেননা তাদের উপর নজর রাখনি; না, তুমি তাদের অযত্নই করেছিলে, ও তাদের অপকর্মে নিজেকে জড়িত হতে দিয়েছিলে। [২] কিন্তু তুমি এতেই পরিত্রাণ পেয়েছ যে, তুমি জীবনময় ঈশ্বর থেকে সরে পড়নি (ক) এবং সরলতা ও মহা আত্মসংযম বজায় রেখেছ। এ তিনটে জিনিস তোমার পরিত্রাণ সাধন করেছে, অবশ্যই যদি নিষ্ঠাবান হয়ে থাক; আর এ তিনটে জিনিস তাদেরও পরিত্রাণ সাধন করবে যারা সেগুলো অনুশীলন করে এবং সরলতা ও আত্মসংযম বজায় রেখে চলে। এরাই সমস্ত অপকর্ম পরাস্ত করবে ও অনন্ত জীবন পর্যন্ত নিষ্ঠাবান থাকবে। [৩] ধর্মময়তার সাধক যারা, তারা সকলে সুখী, তারা বিনষ্ট হবে না চিরকাল ধরে।

[৪] তুমি কিন্তু মাক্সিমুসকে (খ) একথা বলবে, দেখ, ক্লেশ ঘনিয়ে আসছে (গ); যদি ভাল মনে কর, তবে পুনরায় [বিশ্বাস] অস্বীকার কর!' যারা ফেরে, প্রভু তাদের কাছে কাছে আছেন, যেইভাবে সেই এল্দাদ ও মোদাতের পুস্তকে (ঘ) লেখা আছে যাঁরা মরুপ্রান্তরে জনগণের কাছে ভাববাণী উচ্চারণ করেছিলেন।'

৮ [১] ভ্রাতৃগণ, আমি ঘুমিয়ে ছিলাম এমন সময় খুবই সুন্দর একটি তরুণের মধ্য দিয়ে আমি একটা দিব্যপ্রকাশের পাত্র হলাম; তরুণটি আমাকে বলল, 'যাঁর কাছ থেকে সেই পুস্তিকা পেয়েছিলে, সেই প্রাচীন মহিলা কে, এবিষয়ে তুমি কী মনে কর?'

আমি বললাম, 'তিনি হলেন সেই সিবিলা।'(ক)

সে বলল, 'তুমি ভুল। তিনি সেই সিবিলা নন।'

আমি বললাম, 'তবে তিনি কে?'

সে বলল, ' তিনি হলেন মণ্ডলী।'

আমি বললাম, 'তাহলে কেন তাঁকে প্রাচীন দেখায়?'

সে বলল, 'কারণ তিনি সমস্ত কিছুর আগে প্রথম হয়েই সৃষ্ট হয়েছিলেন। এজন্যই তিনি প্রাচীন। তাঁরই খাতিরে জগৎ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।'

[২] পরবর্তীকালে, নিজের ঘরে থাকাকালে আমি একটা দর্শন পেলাম।

সেই মহিলা এলেন, এবং আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন আমি ইতিমধ্যে পুস্তকটি প্রবীণবর্গকে দিয়েছিলাম কিনা। উত্তরে তাঁকে বললাম, আমি তা দিইনি।

তিনি বললেন, 'তুমি ভালই করেছ, কেননা যোগ দেওয়ার মত আমার আরও কথা আছে। যখন সমস্ত কথা শেষ করব, তখন তুমি সকল মনোনীতদের কাছে তা জানিয়ে দেবে। [৩] সুতরাং, তোমাকে দু'টো পুস্তিকা লিপিবদ্ধ করতে হবে, এবং একটা ক্লেমেণ্টকে (খ), আর একটা গ্রাপ্তাকে (গ) পাঠাবে। পরে ক্লেমেণ্ট নিজেরটা অন্য শহরগুলোতে পাঠাবে, কেননা এটিই তার দায়িত্ব। এবং গ্রাপ্তা বিধবা ও এতিমদের উৎসাহিত করবে। কিন্তু এই শহরে, মণ্ডলীর ভারপ্রাপ্ত প্রবীণবর্গের সঙ্গে তুমি নিজেই তা পাঠ করে শোনাবে।'

তৃতীয় দর্শন

৯ [১] ভ্রাতৃগণ, যে তৃতীয় দর্শন আমি পেয়েছি, তা এরূপ:

[২] আমি বহুদিন ধরে উপবাস পালন করেছিলাম ও প্রভুকে মিনতি করেছিলাম তিনি যেন আমাকে সেই দিব্যপ্রকাশ দেখান যা সেই প্রাচীন মহিলার মাধ্যমে আমাকে দেখাবেন বলে প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন। ঠিক সেই রাতে সেই প্রাচীন মহিলা আমাকে দেখা দিয়ে বললেন, 'যেহেতু সমস্ত কিছু জানবার জন্য তুমি অতিব্যস্ত ও আগ্রহী, সেজন্য, যে মাঠ তুমি চাষ কর, সেই মাঠে যাও, আর আমি পঞ্চম ঘটিকায় (ক) তোমার কাছে দেখা দেব, এবং তোমার যা যা দেখা দরকার আছে, আমি সেই সমস্ত তোমাকে দেখাব।'

[৩] আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'মাঠের কোন জায়গায়?'

তিনি বললেন, 'তোমার যেখানে ইচ্ছে, সেখানে।'

আমি সুন্দর ও নির্জন একটা স্থান বেছে নিলাম, কিন্তু আমি তাঁকে কিছুই বলার আগে ও জায়গাটি উল্লেখ করার আগে তিনি আমাকে বললেন, 'তোমার যেখানে ইচ্ছে, আমি সেখানে যাব।'

[৪] তাই, ভ্রাতৃগণ, আমি সেই মাঠে গেলাম, এবং সময় গণনা ক'রে, যে জায়গায় তিনি আসবেন বলে ঠিক করেছিলাম, সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয়ে গজদন্তময় একটা লম্বা

চৌকি দেখতে পেলাম যার উপরে বসানো ছিল ক্ষোমবস্ত্রের একটা গদি, আর গদির উপরে পাতা ছিল সূক্ষ্মতম ক্ষোম-সুতোর একটা আবরণ।

[৫] সেখানে এই সমস্ত কিছু দেখে অথচ কাউকেই না পেয়ে আমি খুবই স্তম্ভিত হয়ে অধিকতর ভাবে কাঁপতে লাগলাম ও শিহরে উঠলাম। আমি যে একা, এচিন্তায় আমি আতঙ্কিত ছিলাম। তাই যখন সচেতনতা ফিরে পেলাম ও ঈশ্বরের গৌরবের কথা স্মরণ করলাম, তখন সাহসও ফিরে পেলাম। নতুজানু হয়ে আমি, আগেও যেমন করেছিলাম, তেমনি এবারও পুনরায় প্রভুর কাছে আমার পাপ স্বীকার করলাম।

[৬] সেই মহিলা সেই ছ'জন তরুণদের সঙ্গে এলেন যাদের আমি আগে দেখতে পেয়েছিলাম; তিনি আমার পাশে দাঁড়িয়ে আমার প্রার্থনা ও প্রভুর কাছে আমার পাপস্বীকার শুনতে লাগলেন।

পরে আমাকে স্পর্শ করে তিনি বললেন, 'হের্মাস, তোমার পাপকর্ম সম্পর্কে মনে মনে তত প্রশ্ন রাখায় ক্ষান্ত হও; ধর্মময়তা সম্পর্কেই প্রশ্ন রাখ, যাতে করে তোমার নিজের পরিবারের কাছে ধর্মময়তার একটি অংশ নিয়ে যেতে পার।'

[৭] আর তিনি হাত দিয়ে আমাকে উঠিয়ে দিয়ে সেই লম্বা চৌকির দিকে নিয়ে গেলেন, ও সেই তরুণদের বললেন, 'গিয়ে গাঁথো।'

[৮] সেই তরুণেরা চলে গেলে পর আমরা যখন একা হয়ে রইলাম, তখন তিনি আমাকে বললেন, 'এখানে বসো।'

আমি বললাম, 'ভদ্রে, প্রাচীন যাঁরা, তাঁরাই আগে বসুন!'

তিনি বললেন, 'আমি যা তোমাকে বলি, তুমি তাই কর; বসো।'

[৯] অথচ যখন আমি ডান পাশে বসতে যাচ্ছিলাম, তখন তিনি বাধা দিলেন, ও হাত দিয়ে ইশারা করে আমাকে বোঝালেন আমি যেন বাঁ পাশে বসি। এব্যাপারে আমি দিশেহারা হলাম, ও ডান পাশে না বসবার জন্য দুঃখ করছিলাম এমন সময় তিনি আমাকে বললেন, 'হের্মাস, তুমি কি মনে কষ্ট পেয়েছ? ডান পাশটি অন্যদেরই জন্য সংরক্ষিত, তাদেরই জন্য যারা ইতিমধ্যে ঈশ্বরের গ্রহণীয় বলে গণ্য হয়েছে ও তাঁর নামের জন্য যন্ত্রণাভোগ করেছে। তাদের সঙ্গে বসা তোমার পক্ষে এখনও অনেক বাকি আছে; কিন্তু যেইভাবে করে আসছ তুমি যদি সেইভাবে তোমার সরলতায় নিষ্ঠাবান থাক,

তাহলে তুমিও তাদের সঙ্গে বসবে, আর তারা সকলেও বসবে যারা এদের কর্মসকল পালন করবে ও এরা যা যা সহ্য করেছে তা-ই সহ্য করবে।’

১০ [১] আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ‘এরা কী সহ্য করেছে?’

তিনি বললেন, ‘শোন, কষাঘাত, কারাদণ্ড, মহাক্লেশ, ক্রুশারোপণ, হিংস্র জন্তু। এসব সেই নামের (ক) খাতিরে। এজন্যই পবিত্রধামের ডান পাশ তাদের জন্য সংরক্ষিত, এবং তাদেরও জন্য সংরক্ষিত যারা সেই নামের জন্য যন্ত্রণাভোগ করবে। অন্যান্য সকলের জন্য রয়েছে বাঁ পাশ। তথাপি ডান পাশে হোক বা বাঁ পাশে হোক, তারা সকলেই একই দানগুলোর অধিকারী; একমাত্র পার্থক্য হল এ যে, ডান পাশে বসে যারা, তারা বিশেষ গৌরবের পাত্র।

[২] তুমি তো তাদের সঙ্গে ডান পাশে বসবার বাসনা করছ, কিন্তু তোমার দোষ বহু। একদিন তোমাকে শোধন করা হবে, দ্বিভাব মানুষ নয় যারা, তাদের সকলকেও সেইদিন পাপ থেকে শোধন করা হবে।’

[৩] এ সমস্ত বলার পর তিনি চলে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করছিলেন, কিন্তু আমি তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ে প্রভুর খাতিরে তাঁকে অনুনয় করলাম যেন যে দর্শনের কথা তিনি প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন তা আমাকে দেখান। [৪] তিনি পুনরায় হাত দিয়ে আমাকে উঠিয়ে নিয়ে সেই লম্বা চৌকির বাঁ পাশে বসালেন, আর তিনি ডান পাশে বসলেন। এবং ঝকঝকে একটা লাঠি উচ্চ করে আমাকে বললেন, ‘তুমি কি মহান একটা কিছু দেখতে পাচ্ছ?’

আমি বললাম, ‘ভদ্রে, আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।’

তিনি বললেন, ‘লক্ষ কর, তুমি কি তোমার নিজের সামনে বিরাট একটা মিনার দেখতে পাচ্ছ না যা চতুষ্কোণ ঝকঝকে পাথর দিয়ে জলাশয়ের উপরে গাঁথা হচ্ছে?’(খ)

[৫] আসলে সেই মিনার সেই ছ’জন তরুণদের দ্বারা চতুষ্কোণ আকারে গাঁথা হচ্ছিল যারা তাঁর সঙ্গে এসেছিল, কিন্তু হাজার হাজার মানুষও পাথর বয়ে আনছিল, কেউ কেউ সমুদ্রতল থেকে, কেউ কেউ ভূমিতল থেকে; এরা সেই ছ’জন তরুণদের কাছে পাথরগুলো তুলে দিচ্ছিল, আর তরুণেরা সেগুলো পেয়ে গাঁথছিল।

[৬] সমুদ্রতল থেকে তুলে আনা পাথরগুলো সরাসরিই বসানো হচ্ছিল, যেহেতু এ পাথরগুলো মসৃণ ও অন্যান্য পাথরগুলোর সঙ্গে খাপ খাচ্ছিল। এমনকি, এ পাথরগুলো এমনভাবে খাপ খাচ্ছিল যে, জোড়াটা দেখা যাচ্ছিল না; তাতে মনে হচ্ছিল মিনারটা একটামাত্র পাথর দিয়েই গাঁথা।

[৭] বাকি সমস্ত পাথর, যেগুলো শুক্না মাটি থেকে বয়ে আনা হচ্ছিল, সেগুলোর কয়েকটা বাদ দেওয়া হত, কয়েকটা গাঁথনিতে বসানো হত, আবার কয়েকটা টুকরো টুকরো করা হত ও মিনার থেকে দূরে ফেলে দেওয়া হত। তাছাড়া মিনারের চতুর্দিকে আর কতগুলো পাথর মাটিতে ফেলানো অবস্থায় ছিল, কেননা এগুলোর কয়েকটা ছিল ভঙ্গুর, কয়েকটায় ফাটল ছিল, কয়েকটা ছিল অতিরিক্ত খাটো, আর কয়েকটা সাদা ও গোলাকার হওয়ায় গাঁথনির জন্য উপযুক্ত ছিল না।

[৯] আমি আরও কতগুলো পাথর দেখলাম যেগুলো মিনার থেকে দূরে ছুড়ে ফেলানো হচ্ছিল; এগুলো রাস্তার উপরে পড়লেও রাস্তায় থাকত না, বরং রাস্তা থেকে গড়িয়ে গড়িয়ে অসমতল ভূমিতে গিয়ে পড়ে থাকত। অন্য কতগুলো পাথর আগুনে পড়ে পুড়িয়ে যেত, কতগুলো জলের ধারে পড়ে জলের মধ্যে গড়িয়ে পড়তে পারছিল না, যদিও এমন ইচ্ছা দেখাচ্ছিল যাতে গড়িয়ে গড়িয়ে জল পর্যন্ত পড়তে পারে।

১১ [১] আমাকে এসমস্ত কিছু দেখাবার পর সেই মহিলা শীঘ্রই চলে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করছিলেন। আমি তাঁকে বললাম, ‘ভদ্রে, যখন এই সমস্ত কিছুর অর্থ জানি না, তখন এই সমস্ত দেখে আমার কি লাভ?’

তিনি বললেন, ‘তুমি যখন মিনার সম্পর্কে সমস্ত কিছু জানতে চাও, তখন তুমি অবশ্যই চিকন বুদ্ধির মানুষ।’

আমি বললাম, ‘হ্যাঁ, ভদ্রে, কেননা আমি এ সমস্ত বিষয় আমার ভাইদের অবগত করতে চাই যাতে তারা এতে আনন্দ পায়, এবং তা শুনে যেন প্রভুকে তাঁর আপন মহাগৌরবে জানতে পারে।’

[২] তিনি বললেন, ‘অনেকেই শুনবে বটে, কিন্তু তা শুনে কেউ কেউ আনন্দ করবে, কেউ কেউ শোক করবে। তবু এরা যদি শোনে ও মনপরিবর্তন করে, তবে এরাও এতে

আনন্দ করবে। সুতরাং মিনারের উপমার গুপ্ত অর্থ শোন, কেননা আমি তোমাকে সমস্ত কিছুই প্রকাশ করতে যাচ্ছি। তুমি কিন্তু নানা দিব্যপ্রকাশ সম্পর্কে আমাকে আর বিরক্ত করো না, কেননা এ সমস্ত দিব্যপ্রকাশের একটা সীমা আছে, ও সবগুলো পূর্ণতা লাভ করেছে। অথচ তোমার লজ্জাবোধ নেই বলে তুমি আমার কাছে আরও দিব্যপ্রকাশ চাইতে ক্ষান্ত হবে না।

[৩] যে মিনার তুমি দেখতে পাচ্ছ গাঁথা হচ্ছে, সেই মিনার আমি নিজেই তথা মণ্ডলী যে তোমাকে এখন ও পূর্বেও দেখা দিয়েছি। অতএব, মিনার সম্পর্কে যা ইচ্ছে জিজ্ঞাসা কর, আর আমি তোমাকে তার অর্থ প্রকাশ করব তুমি যেন পবিত্রজনদের সঙ্গে আনন্দ করতে পার।'

[৪] আমি তাঁকে বললাম, 'ভদ্রে, যেহেতু আপনি পূর্বেও আমাকে যোগ্য মনে করে আমাকে সমস্ত কিছু প্রকাশ করেছেন, সেজন্য এখনও আমাকে সমস্ত প্রকাশ করুন।'

তিনি আমাকে বললেন, 'প্রকাশ করার মত যা কিছু অনুমদিত, তা তোমাকে প্রকাশ করা হবে। কিন্তু তোমার হৃদয় ঈশ্বরমুখী হোক, আর তুমি যা কিছু দেখতে পাবে, সেবিষয়ে দ্বিভাব হয়ো না।'

[৫] আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ভদ্রে, মিনারটি জলাশয়ের উপরে গাঁথা হচ্ছে কেন?'

তিনি বললেন, 'আগেও বলেছিলাম তুমি অধ্যবসায়ের সঙ্গে অন্বেষণ করছ; তাই অন্বেষণ করতে করতে তুমি সত্যের সন্ধান পাবে। সুতরাং, মিনারটি যে জলাশয়ের উপরে গাঁথা হচ্ছে, তার কারণ শোন। কারণটা এ, তোমাদের জীবন জল (ক) দ্বারা ত্রাণ পেয়েছিল ও ত্রাণ পাবে। এবং মিনারটি সেই সর্বশক্তিশালী ও গৌরবময় নামের বচন দ্বারা স্থাপিত (খ) ও মহাপ্রভুর অদৃশ্য প্রতাপ দ্বারা সংরক্ষিত।'

১২ [১] আমি বললাম, 'ভদ্রে, এ সমস্ত বিষয় মহান ও বিস্ময়কর! কিন্তু, হে ভদ্রে, সেই যে ছ'জন তরুণ গাঁথছে, তারা কারা?'

'তাঁরা হলেন ঈশ্বরের সেই পবিত্র দূত যাঁদের সর্বপ্রথমে সৃষ্টি করা হয়েছিল। তাঁদেরই কাছে প্রভু তাঁর সমস্ত সৃষ্টির দায়িত্বভার তুলে দিয়েছেন তাঁরা যেন তার বৃদ্ধি

ঘটান, তা গেঁথে তোলেন, ও গোটা সৃষ্টির উপর প্রভুত্ব করেন (ক)। সুতরাং, তাঁদেরই দ্বারা মিনার-গাঁথনি পূর্ণতা লাভ করবে।'

[২] 'কিন্তু যারা পাথর বয়ে আনছে, তারা কারা?'

'তাঁরাও ঈশ্বরের পবিত্র দূত, কিন্তু সেই ছ'জন এঁদের চেয়ে মহান। তাই মিনার-গাঁথনি পূর্ণতা লাভ করবে, আর সকলে মিলে মিনারের চারদিকে ফুর্তি করে ঈশ্বরের গৌরবকীর্তন করবেন কেননা মিনার-গাঁথনি পূর্ণতা লাভ করল।'

[৩] আমি তাঁকে আরও জিজ্ঞাসা করলাম, 'ভদ্রে, আমি পাথরগুলোর দশা সম্পর্কে, ও সেগুলোর গুণ সম্পর্কেও জানতে ইচ্ছা করি।'

তিনি বললেন, 'এসমস্ত কিছুর অর্থ যে তোমাকে প্রকাশ করা হচ্ছে, এর কারণ এ নয় যে অন্যান্য সকলের চেয়ে তুমিই যোগ্য; কেননা তোমার আগে ও তোমার চেয়ে ভালো অন্য মানুষ ছিল যাদের কাছে এসমস্ত বিষয় প্রকাশ করা উচিত ছিল। কিন্তু ঈশ্বরের নাম যেন গৌরবান্বিত হয়, সেজন্য এসমস্ত বিষয় তোমার কাছে প্রকাশ করা হয়েছে ও করা হবে সেই সকলের কল্যাণার্থে যারা দ্বিভাব মানুষ হওয়ায় মনে মনে ভাবছে এসমস্ত বিষয় বাস্তব কিনা। তাদের বল যে, এসমস্ত বিষয় সত্য, ও এমন কিছুই নেই যা সত্যের বাইরে; বরং সমস্ত কিছু দৃঢ়, নিশ্চিত ও স্থিতমূল।'

১৩ [১] 'এখন গাঁথনিতে ব্যবহৃত পাথরগুলো সম্পর্কে কথা শোন।

চতুষ্কোণ ও সাদা যে পাথরগুলো গাঁথনির জন্য মাপসই, সেই পাথরগুলো হল সেই সকল প্রেরিতদূত, অধ্যক্ষ, শিক্ষাগুরু ও পরিসেবক যারা ঈশ্বরের মহিমা অনুসারে পথ চলেছে এবং অধ্যক্ষ, শিক্ষাগুরু ও পরিসেবক হিসাবে পুণ্যাচরণে ও সম্ভ্রমের সঙ্গে ঈশ্বরের মনোনীতদের সেবা করেছে। তারা কেউ কেউ ইতিমধ্যে নিদ্রা গেছে, কেউ কেউ এখনও জীবিত আছে। তারা সকলে নিজেদের মধ্যে সবসময় এককণ্ঠ ছিল, নিজেদের মধ্যে শান্তি বজায় রাখত ও একে অন্যের কথা শুনত। এজন্যই তারা মিনার-গাঁথনিতে মাপসই।'

[২] 'কিন্তু যে পাথরগুলো সমুদ্রতল (ক) থেকে তুলে এনে গাঁথনিতে বসানো হয়েছে ও অন্যান্য পাথরগুলোর সঙ্গে খাপ খেয়েছে, সেগুলো কি?'

‘সেই পাথরগুলো হল তারা যারা প্রভুর নামের খাতিরে যন্ত্রণাভোগ করল।’

[৩] ‘কিন্তু, হে ভদ্রে, আমি জানতে চাচ্ছিলাম, সেই যে অন্যান্য পাথর ভূমিতল (খ) থেকে তুলে আনা হয়েছে, সেগুলো কি?’

তিনি বললেন, ‘যে পাথরগুলো না কেটে গাঁথনিতে বসানো হচ্ছে, সেইগুলো হল সেই সকলে যাদের প্রভু সমর্থন করেছেন যেহেতু তারা প্রভুর ন্যায়পথে চলল ও তাঁর আজ্ঞাবলি পালন করল।’

[৪] ‘আর যে পাথরগুলোকে মসৃণ করার পরেই গাঁথনিতে বসানো হচ্ছে, সেগুলো কি?’

‘সেই পাথরগুলো হল তারা যারা বিশ্বাসী, যদিও বিশ্বাসে নবীন (গ)। দূতেরা শুভকর্ম সাধনের জন্য তাদের উদ্দীপিত করেন, কেননা এখনও তাদের মধ্যে কিছুটা ত্রুটি পাওয়া গেছে।’

[৫] ‘আর যাদের বাতিল করা হয়েছে ও ফেলে দেওয়া হয়েছে, তারা কারা?’

‘তারা হল সেই মানুষ যারা পাপময় অবস্থায় রয়েছে কিন্তু মনপরিবর্তন করতে ইচ্ছুক। এজন্যই তাদের মিনার থেকে দূরে ছুড়ে ফেলানো হয়নি, কেননা মনপরিবর্তন করলে তারা গাঁথনির জন্য উপযোগী হতে পারে। তাই যারা মনপরিবর্তন করতে উদ্যত, তারা সত্যিই মনপরিবর্তন করলে তবে বিশ্বাসে দৃঢ় হবে, অবশ্যই যদি মিনার-গাঁথা চলাকালে, এখনই, মনপরিবর্তন করে। কেননা গাঁথনি একবার শেষ হলে তাদের জন্য আর কোন স্থান থাকবে না, তাদের বাতিল করা হবে; তাদের এটুকু শুধু দেওয়া হবে যে, তারা মিনারের কাছাকাছি থাকতে পারবে।’

১৪ [১] ‘যে পাথরগুলো টুকরো টুকরো করা হচ্ছে ও মিনার থেকে দূরে ফেলানো হচ্ছে, সেইগুলো যে কারা, তুমি কি তা জানতে ইচ্ছা কর? এরা হল জঘন্য কর্মের সন্তান; তাদের বিশ্বাস ছিল ভণ্ডামি, দুষ্টতা তাদের কাছ থেকে কখনও সরে যায়নি। এই কারণেই তাদের পক্ষে পরিত্রাণ নেই, কেননা তাদের দুষ্টতার কারণে তারা গাঁথনিতে উপযোগী নয়। এজন্য তাদের টুকরো টুকরো করা হল ও দূরে ছুড়ে ফেলে দেওয়া হল, কেননা তারা প্রভুর ক্রোধের পাত্র, যেহেতু তাঁর ক্রোধ প্ররোচিত করল।

[২] কিন্তু অন্য যত পাথর তুমি দেখেছ মাটিতে ফেলানো অবস্থায় রয়েছে ও গাঁথনিতে স্থান পায়নি, এগুলোর মধ্যে যেগুলো ভঙ্গুর, সেগুলো হল সেই সকলে যারা সত্যকে জেনেছিল কিন্তু পবিত্রজনদের সঙ্গে লেগে না থেকে (ক) সেই সত্যে স্থিতমূল থাকেনি।'

[৩] 'আর যে পাথরগুলোতে ফাটল রয়েছে, সেগুলো কি?'

'সেগুলো হল সেই মানুষ যারা মনে মনে একে অন্যের বিরুদ্ধে শত্রুভাব বহন ক'রে নিজেদের মধ্যে শান্তি বজায় রাখে না, কেবল শান্তির চেহারাই দেখায়, তাই তারা সঙ্গ ত্যাগ করামাত্র তাদের দুষ্টতা তাদের অন্তরে থেকে যায়। এটিই সেই পাথরগুলোর ফাটল। [৪] আর অতিরিক্ত খাটো পাথরগুলো হল সেই সকলে যারা বিশ্বাসী হয়েছে, এমনকি তাদের জীবনাচরণ অধিকাংশ ধর্মময়তা অনুযায়ী, কিন্তু তাদের এখনও জঘন্য কর্মের কিছুটা আছে; এজন্য এরা খাটো, সিদ্ধতাপ্রাপ্ত নয়।'

[৫] 'আর সাদা ও গোলাকার যে পাথরগুলো গাঁথনির জন্য উপযুক্ত নয়, হে ভদ্রে, সেগুলো কি?'

তিনি বললেন, 'আর কতকাল তুমি অবুঝ ও নির্বোধ হয়ে থাকবে? সবকিছু জিজ্ঞাসা কর কিন্তু নিজে থেকে কিছুই বোঝ না। সেই পাথরগুলো হল সেই সকলে যারা বিশ্বাসেরও অধিকারী, আবার এজগতের ঐশ্বর্যেরও অধিকারী (খ)। নির্যাতন দেখা দিলে তারা নিজেদের বিষয়-সম্পত্তির খাতিরে ও নিজেদের ব্যবসা-বাণিজ্যের খাতিরে তাদের প্রভুকে অস্বীকার করে।'

[৬] তাঁকে আমি আরও বললাম, 'ভদ্রে, গাঁথনিতে কি তাদের আর কখনও লাগানো হবে?'

তিনি বললেন, 'তাদের যা ভ্রষ্ট করে, তাদের সেই বিষয়-সম্পত্তি যখন তাদের কাছ থেকে উচ্ছেদ করা হবে, তখনই তারা ঈশ্বরের উপযোগী হবে। কেননা যেমন গোলাকার পাথর থেকে কিছুটা অংশ কাটা না হলে ও বাতিল করা না হলে পাথরটা চতুষ্কোণ হতে পারে না, তেমনি এজগতে যারা ঐশ্বর্যের অধিকারী, সেই ঐশ্বর্য তাদের কাছ থেকে কেটে নেওয়া না হলে তারা প্রভুর উপযোগী হতে পারবে না। [৭] তোমার অবস্থা থেকেই

একথা বুঝে নাও; যখন তুমি ধনী ছিলে, তখন ছিলে অনুপযোগী; কিন্তু এখন তুমি জীবনের জন্য উপযোগী ও ফলবান।

ঈশ্বরের জন্য নিজেদের উপযোগী কর, তবেই তাঁর পাথর হিসাবে তোমাদের ব্যবহার করা হবে।'

১৫ [১] 'আর যে পাথরগুলো তুমি দেখেছিলে মিনার থেকে দূরে ছুড়ে ফেলানো হচ্ছিল, ও রাস্তার উপরে পড়লেও রাস্তা থেকে গড়িয়ে অসমতল ভূমিতে পড়ত, সেগুলো হল সেই সকলে যারা বিশ্বাস গ্রহণ করেছিল, কিন্তু তাদের দ্বিভাবের কারণে সত্যকার রাস্তা থেকে সরে গেছে। এ রাস্তার চেয়ে আরও ভাল রাস্তা পাবে মনে ক'রে তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে ও অসমতল ভূমিতে উদ্দেশবিহীন ভাবে চলাচল করে।

[২] আর যারা আগুনে পড়ে পুড়িয়ে যাচ্ছে, সেগুলো হল সেই সকলে যারা জীবনময় ঈশ্বরকে সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করেছে ও তাদের অন্তরে মনপরিবর্তনের ভাবও আর ঢোকে না, কেননা তারা তাদের উচ্ছৃঙ্খল লালসা দ্বারা ও তাদের সাধিত জঘন্য কর্মের দ্বারা চালিত।

[৩] আর যে পাথরগুলো জলের ধারে পড়ে জলের মধ্যে গড়িয়ে পড়তে পারছিল না, তুমি কি সেগুলো সম্পর্কে জানতে ইচ্ছা কর? আচ্ছা, সেগুলো হল সেই সকলে যারা বাণী শুনে প্রভু-নামে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করতে ইচ্ছা করে; কিন্তু পরে, যখন প্রকৃত সত্যের বিষয়ে সচেতন হয়, তখন মন পালটিয়ে পুনরায় নোংরা লালসার পিছনে যায়।'

[৪] এইভাবে তিনি মিনার সম্পর্কে ব্যাখ্যা শেষ করলেন। [৫] কিন্তু আমি লজ্জাবোধ না করে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, ছুড়ে ফেলানো ও মিনার-গাঁথনিতে অব্যবহৃত এই সমস্ত পাথরের পক্ষে মনপরিবর্তন করা কখনও সম্ভব হবে কিনা, মিনারেও সেগুলোর পক্ষে কোন একটা স্থান কখনও থাকবে কিনা।

তিনি বললেন, 'মনপরিবর্তন করা সেগুলোর পক্ষে সম্ভব, কিন্তু মিনারে ব্যবহৃত হতে পারবে না। [৬] কিন্তু খুবই কম মর্যাদাপূর্ণ অন্য এক স্থানে ব্যবহৃত হবে, তবু তা তখনই ঘটবে যখন তারা যথেষ্ট নিপীড়ন ভোগ করবে ও তাদের পাপকর্মের [প্রায়শ্চিত্তের জন্য নির্ধারিত) দিনগুলোর মেয়াদ পূরণ করবে। আর তারা অন্য এক স্থানে

স্থানান্তরিত হবে ঠিক এই কারণে যে, তারা জীবন-বাণীতে সহভাগিতা লাভ করেছিল। যাই হোক, নিপীড়ন থেকে যাতে তাদের সরিয়ে দেওয়া হয়, এর জন্য তাদের পক্ষে কুকর্ম সাধন করার বাসনা জয় করা প্রয়োজন। কিন্তু মনে মনে এ সঙ্কল্প না নিলে, তারা তাদের হৃদয়ের কাঠিণ্যের জন্য পরিত্রাণ পাবে না।'

১৬ [১] আর আমি এ সমস্ত বিষয়ে প্রশ্ন রাখায় ক্ষান্ত হলে তিনি আমাকে বললেন, 'তুমি কি অন্য কিছু দেখতে ইচ্ছা কর?'

আমি তা দেখবার এত ব্যগ্র ছিলাম যে, আমার চেহারায় অধিক আনন্দ দেখা দিল। তিনি আমার দিকে তাকালেন, ও মুচকি হেসে বললেন, 'মিনারের চারদিকে তুমি কি সাতটি স্ত্রীলোক দেখতে পাচ্ছ?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি।'

'প্রভুর নির্দেশ অনুসারে তারাই মিনারের ভার বহন করে থাকে। [৩] এখন তাদের গুণাবলির কথা শোন। তাদের সেই প্রথমজন যার হাত দু'টো শক্তিশালী, তার নাম হল বিশ্বাস; তারই দ্বারা ঈশ্বরের মনোনীতজনেরা পরিত্রাণ পায়। [৪] সেই দ্বিতীয়জন যার কোমর বাঁধা ও যে পুরুষের মত দেখতে, তার নাম হল আত্মসংযম; সে বিশ্বাসের কন্যা। যে কেউ তার পিছনে যায়, সে এজীবনেও সুখী হবে, কেননা সে সমস্ত কুকর্ম সাধন থেকে দূরে থাকবে একথা বিশ্বাস করে যে, সমস্ত নোংরা লালসা থেকে নিজেকে সংযত রাখলে সে অনন্ত জীবন লাভ করবে।'

[৫] 'ভদ্রে, অন্যান্য যে স্ত্রীলোক, তারা কারা?'

'তারা এক একজনের কন্যা, এবং তাদের নাম হল সরলতা, জ্ঞান, নিরপরাধিতা, শ্রদ্ধা ও যত্ন-ভালবাসা। তাই যখন তুমি তাদের এক একজনের মাতার কর্ম সম্পাদন কর, তখন জীবনের অধিকারী হতে পারবে।'

[৬] 'ভদ্রে,' আমি বললাম, 'আমি তাদের এক একজনের গুণ সম্পর্কে জানতে ইচ্ছা করি।'

তিনি বললেন, 'তারা যে যে গুণের অধিকারিণী, সেই সম্পর্কে শোন। [৭] তাদের এক একটা গুণ অন্যটার অবলম্বন, আর সেই অনুসারে এক একটা অন্যটার জন্ম দেয়।

বিশ্বাস থেকে জন্ম নেয় আত্মসংযম, আত্মসংযম থেকে সরলতা, সরলতা থেকে নিরপরাধিতা, নিরপরাধিতা থেকে শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধা থেকে জ্ঞান, জ্ঞান থেকে যত্ন-ভালবাসা। সুতরাং তাদের কর্ম শুচী, শ্রদ্ধাপূর্ণ ও ঐশ্বরিক। [৮] যে কেউ তাদের সেবা করে ও তাদের কর্মসাধনের শক্তির অধিকারী, সে ঈশ্বরের পবিত্রজনদের সঙ্গে মিনারে স্থান পাবে।'

[৯] তখন আমি [ঈশ্বরের নির্ধারিত] কাল সম্পর্কে প্রশ্ন করতে লাগলাম, অর্থাৎ, চরমকাল ইতিমধ্যে আসন্ন কিনা।

তিনি কিন্তু উদাত্ত কণ্ঠে চিৎকার করে বললেন, 'নির্বোধ মানুষ যে তুমি, তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না যে, মিনারের গাঁথনি এখনও চলছে? যখন মিনার-গাঁথনি সম্পন্ন হবে, তখনই চরমকাল আসবে। কিন্তু এখনও কিছুকাল দরকার আছে যাতে শেষ অংশটা গাঁথা হয়। এবার কিন্তু আর নয়; আর কিছুই জিজ্ঞাসা করো না। আত্মায় নবীকৃত হবার জন্য এই সতর্ক বাণী তোমার ও পবিত্রজনদের পক্ষে যথেষ্ট।

[১০-১১] কিন্তু এ সমস্ত কিছু শুধু তোমার মঙ্গলের জন্য যে তোমার কাছে প্রকাশিত হয়েছে এমন নয়, বরং তা প্রকাশিত হয়েছে যাতে তিন দিন পরে তুমি সকলের কাছে তা ব্যাখ্যা কর, কেননা আগে তোমারই এ সমস্ত কিছু বোঝা দরকার। তাই আমি তোমাকে, হে হের্মাস, আদেশ দিচ্ছি যাতে এই যে সমস্ত কথা আমি তোমাকে বলতে যাচ্ছি, তা তুমি যেন পবিত্রজনদের কানে কানে ঘোষণা কর তারা যেন তা শুনে ও পালন ক'রে নিজেদের দুষ্টতা থেকে নিজেদের শোধিত করে; আর তাদের সঙ্গে তুমিও যেন শোধিত হও।'

১৭ [১] 'আমাকে শোন, আমার সন্তানসকল। আমি সরলাতা, নিরপরাধিতা ও শ্রদ্ধাপ্রদর্শনে তোমাদের মানুষ করেছি; তা ঘটল সেই ঈশ্বরের দয়ায় যিনি তোমাদের অন্তরে ধর্মময়তা সঞ্চার করেছেন যেন তোমরা সমস্ত দুষ্টতা ও ভণ্ডামি থেকে শোধিত ও পবিত্রিত হতে পার। অথচ তোমরা তোমাদের দুষ্টতাপূর্ণ আচরণে ক্ষান্ত হতে ইচ্ছা কর না। [২] তাই এখন আমাকে শোন ও নিজেদের মধ্যে শান্তিময় সম্পর্কে জীবন যাপন কর, একে অন্যের প্রতি যত্নশীল হও, একে অন্যকে সহায়তা কর, এবং একা একা

ঈশ্বরের সৃষ্টবস্তু উপভোগ না করে বরং অভাবীদের সঙ্গে সেগুলোর সহভাগিতা কর। [৩] কেননা অনেকে আছে যারা অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণের ফলে শারীরিক অসুস্থতায় ভোগে ও নিজেদের স্বাস্থ্য নষ্ট করে, আবার অন্য কেউ আছে যারা খাদ্যের অভাবের ফলেই শারীরিক অসুস্থতায় ভোগে ও নিঃশেষিত হয়। [৪] তাই তেমন বৈষম্য তোমাদেরই ক্ষতিকর হয় যারা ধনবান হয়েও গরিবদের কিছুই দান কর না। [৫] আসন্ন বিচারের কথা ভাব। অতএব অধিক ধনবান যারা, মিনার-গাঁথনি যতদিন সম্পন্ন না হয় ততদিন ধরে তারা ক্ষুধার্তদের খুঁজে বের করুক, কেননা গাঁথনি শেষ হলে পর তোমরা দয়াকর্ম সাধন করতে ইচ্ছা করলেও তা করার সুযোগ আর পাবে না। [৬] সুতরাং তোমরা যারা তোমাদের ঐশ্বর্যে আনন্দিত, এবিষয়ে সাবধান থাক যেন অভাবী কেউই হাহাকার না করে, কেননা তাদের হাহাকার ঊর্ধ্বে, প্রভুর কাছে, যাবে আর তোমাদের ঐশ্বর্য নিয়ে তোমাদেরও মিনারের দরজার বাইরে ফেলে রাখা হবে।

[৭] তাই তোমরা যারা মণ্ডলীর পরিচালনায় নিযুক্ত ও প্রধান আসনের অধিকারী, আমি এখন তোমাদের উদ্দেশ করে কথা বলছি: জাদুকরদের মত হয়ো না, কেননা জাদুকরেরা নিজেদের কবজ-সামগ্রী বাক্সে বহন করে, তোমরা কিন্তু তোমাদের কবজ, এমনকি তোমাদের বিষ অন্তরেই বহন কর। [৮] তোমরা কঠিন হয়েছ, ও নিজেদের হৃদয় শোধন করতে অনিচ্ছুক, শোধন করা হৃদয়ের মধ্যে তোমাদের এমন ভাবনা-চিন্তা স্থান দিতেও অনিচ্ছুক যাতে করে মহান রাজার কাছ থেকে দয়া পেতে পার। [৯] তাই, সন্তানসকল, এবিষয়ে সতর্ক থাক যেন এ সমস্ত অমিল তোমাদের জীবনবঞ্চিত না করে। [১০] তোমরা নিজেরা যখন শিক্ষার অভাবী, তখন কেমন করে প্রভুর মনোনীতদের শিক্ষা দান করবে? সুতরাং একে অন্যকে উদ্বুদ্ধ করে তোল, নিজেদের মধ্যে শান্তিময় সম্পর্কে জীবন যাপন কর। তবেই আমি পিতার সাক্ষাতে আনন্দিত মনে দাঁড়িয়ে তোমাদের সকলের পক্ষে প্রভুর কাছে কথা বলব।’

১৮ [১] যখন সেই মহিলা আমার সঙ্গে কথা বলা শেষ করলেন, তখন যে ছ’জন তরুণ গাঁথছিলেন, তাঁরা এসে তাঁকে মিনারে নিয়ে গেলেন, এবং অন্য চারজন সেই গজদন্তময়

লম্বা চৌকি তুলে সেটিকেও মিনারের মধ্যে নিয়ে গেলেন। এই চারজনের মুখ আমি দেখতে পেলাম না, কেননা তাঁদের মুখ ফেরানো ছিল।

[২] কিন্তু সেই মহিলা যেতে যেতে আমি তাঁকে অনুনয় করলাম যেন তিনি যে তিন আকৃতিতে আমাকে দেখা দিয়েছিলেন, সেটির অর্থ আমাকে প্রকাশ করেন। তিনি আমাকে বললেন, 'বিষয়টির অর্থ তোমাকে প্রকাশ করার জন্য তোমাকে অন্য একজনকে জিজ্ঞাসা করতে হবে।'

[৩] আচ্ছা ভ্রাতৃগণ, আগের বছরের সেই প্রথম দর্শনদানে তাঁকে খুবই প্রাচীন দেখাচ্ছিল আর তিনি একটা চেয়ারে বসা অবস্থায় আমাকে দেখা দিয়েছিলেন। [৪] কিন্তু দ্বিতীয় দর্শনদানে তাঁর চেহারা কম বয়সী ছিল যদিও তাঁর শরীর ও চুল তখনও প্রাচীন বয়সী, তাছাড়া তিনি পায়ে দাঁড়িয়েই আমার সঙ্গে কথা বলেছিলেন এবং প্রথমবারের চেয়ে এ দ্বিতীয়বার তিনি বেশি আনন্দিতা ছিলেন। [৫] কিন্তু তৃতীয় দর্শনদানে তিনি তারুণ্যে ও সৌন্দর্যে ঝকঝকে উজ্জ্বলই ছিলেন; কেবল তাঁর চুল পাকা ছিল, কিন্তু তিনি খুবই আনন্দিত ছিলেন ও একটা লম্বা চৌকিতে বসা ছিলেন।

[৬] এব্যাপারে আমি মনে অনেক কষ্ট পেয়েছিলাম, এবং এই দিব্যপ্রকাশের অর্থ বুঝতে ইচ্ছা করছিলাম।

কিন্তু রাত্রিকালীন দর্শনলাভে আমি সেই প্রাচীন মহিলাকে আবার দেখতে পেলাম; তিনি আমাকে বললেন, 'প্রতিটি অনুনয়ের সঙ্গে বিনম্রতাই চাই; সুতরাং উপবাস কর, তবেই তুমি যা অনুনয় করছ, প্রভুর কাছ থেকে তা গ্রহণ করবে।'

[৭] তাই আমি এক দিন ধরে উপবাস করলাম, ও সেই একই রাতে একজন তরুণ আমাকে দেখা দিয়ে বললেন, 'তোমার প্রার্থনাকালে কেন তুমি অবিরতই দিব্যদর্শন যাচনা কর? সাবধান, পাছে ততখানি অনুনয় করার ফলে তোমার স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়। [৮] যে যে দিব্যদর্শন পেয়েছ, সেগুলো তোমার পক্ষে যথেষ্ট। তুমি কি মনে কর যে, আগেকার দর্শনলাভের চেয়ে মহত্তর দিব্যদর্শন পেতে পার?'

[৯] আমি বললাম, 'মহাশয়, আমি যা অনুনয় করছি, তা শুধু এ, যেন প্রাচীন মহিলার তিনটে আকৃতি সম্পর্কে আমাকে পুরো দিব্যদর্শন দেওয়া হয়।'

তিনি বললেন, ‘আর কতকাল তোমরা নির্বুদ্ধিতা দেখাবে? তোমাদের এ নির্বুদ্ধিতার কারণ হল যে, তোমরা দ্বিভাব, ও তোমাদের হৃদয় প্রভুর প্রতি ফেরানো নয়।’

[১০] আমি বললাম, ‘তা ঠিক, কিন্তু আপনার কাছ থেকেই আমরা পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে সমস্ত কিছু জানতে পারব।’

১৯ [১] তিনি বললেন, ‘আচ্ছা, তুমি যা বিষয়ে অনুনয় করছ, সেই তিনটে আকৃতির অর্থ শোন। [২] প্রথম দর্শনদানে তিনি কেন তোমাকে প্রাচীন ও একটা চেয়ারে বসা অবস্থায় দেখা দিয়েছিলেন? কারণ তোমাদের সমস্ত দুর্বলতা ও দ্বিভাব হেতু তোমাদের আত্মা প্রাচীন, মৃত-প্রায় ও নিস্তেজ হয়ে গেছে। [৩] আর যে প্রাচীনেরা কখনও যুবা হবার আশা পোষণ করে না, তারা যেমন শেষ নিদ্রা ছাড়া আর অন্য কিছুর অন্বেষণ করে না, এজীবনের কর্মকাণ্ডের দরুন দুর্বল হয়েছ যে তোমরা, সেই তোমরাও তেমনি উদাসীনতার হাতে নিজেদের সঁপে দিয়েছ ও তোমাদের ভাবনা-চিন্তার ভার প্রভুর উপর ছেড়ে দাওনি। তোমাদের যত প্রকল্প টুকরো টুকরো হয়ে গেছে, তোমাদের নিজেদের দুঃখে তোমরা প্রাচীন হয়ে গেছ।’

[৪] ‘তবে, মহাশয়, তিনি যে একটা চেয়ারে বসা, এর কারণ কি তা জানতে পারি?’

‘অসুস্থতার কারণে অসুস্থ মানুষের বসে থাকা দরকার, যাতে দুর্বল শরীর সহায়তা পায়। এটিই প্রথম দর্শনের অর্থ।’(ক)

২০ [১] ‘দ্বিতীয় দর্শনদানে তিনি পায়ে দাঁড়িয়েই দেখা দিয়েছিলেন, তাঁর চেহারা আগেকার চেয়ে বেশি আনন্দিত ও কম বয়সী দেখাচ্ছিল যদিও তাঁর শরীর ও চুল তখনও প্রাচীন বয়সী। তাই—তিনি বললেন—এ উপমার অর্থও শোন। [২] প্রাচীন হলে মানুষ তার দুর্বলতা ও দারিদ্র হেতু হতাশ হয়, ও তার জীবনের শেষ দিন ছাড়া অন্য কিছুই আর প্রত্যাশা করে না। পরে হঠাৎ করে তাকে জানানো হয় সে উত্তরাধিকার হিসাবে বড় একটা সম্পদের মালিক হয়েছে। তা শোনামাত্র সে উঠে মহা আনন্দে আনন্দিত ও তেজময় হয়; সে আর শুয়ে থাকে না, বরং নিজের পায়ে ভর করে সোজা হয়ে দাঁড়ায়, ও তার যে প্রাণ আগেকার কর্মের দরুন নিঃশেষিত হয়ে গেছিল, সেই প্রাণ নবীন হয়ে

ওঠে; তার পক্ষে অচলা অবস্থায় বসে থাকা আর দরকার হয় না, বরং সে বলবান মানুষের মত ব্যবহার করে। প্রভু যে দিব্যপ্রকাশ তোমাকে প্রকাশ করেছিলেন, যখন তুমি তা শুনতে পেয়েছিলে, তখন তোমারও ঠিক তাই ঘটল; [৩] হ্যাঁ, তিনি তোমাদের দয়া করেছিলেন, তোমাদের প্রাণ তেজময় করে তুলেছিলেন, তোমরা তোমাদের দুর্বলতা ছেড়ে দিয়েছিলে ও বিশ্বাসে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলে। তোমাদের তেজময় প্রাণ দেখে প্রভু আনন্দিত হলেন; এজন্যই তিনি মিনার-গাঁথনি তোমাদের দেখিয়েছিলেন, এমনকি, তোমরা যদি সমস্ত হৃদয় দিয়ে নিজেদের মধ্যে শান্তি বজায় রাখ, তাহলে তিনি অন্য কিছুও তোমাদের দেখাবেন।’

২১ [১] ‘অবশেষে তৃতীয় দর্শন লাভে তুমি তাঁকে তরুণী, সুন্দরী ও আনন্দিত অবস্থায় দেখেছিলে। তাঁর চেহারাও ছিল সুন্দর। [২] কেননা শোকার্ত মানুষের কাছে শুভসংবাদ এলেই সে যেমন সাথে সাথে আগেকার চিন্তা-ভাবনা ভুলে গিয়ে পাওয়া সংবাদ ছাড়া আর অন্য কিছুই ভাবে না, শুভকর্ম সাধনে বলবান হয়ে ওঠে, ও তার প্রাণ আকস্মিক সংবাদে নবীকৃত হয়, তেমনি তোমরাও এসমস্ত মঙ্গলদান দেখে প্রাণে নবীন তারুণ্য ফিরে পেয়েছ।

[৩] তাছাড়া মহিলাটি একটা লম্বা চৌকিতে আসীন ছিলেন, যার অর্থ দাঁড়ায়, অবস্থান অটল, কেননা চারটে পায়া থাকায় চৌকিটি অটল, এমনকি বিশ্বজগৎও চারটে উপাদান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত (ক)।

[৪] সুতরাং যারা মনপরিবর্তন করে থাকে, তারা নিজেদের তারুণ্য সম্পূর্ণরূপেই ফিরে পাবে ও দৃঢ় ভিত্তির উপরে স্থাপিত হয়ে থাকবে, কেননা তারা সমস্ত হৃদয় দিয়ে মনপরিবর্তন করেছে।

দিব্যপ্রকাশ সম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে; আর কোন দিব্যপ্রকাশ তুমি যাচনা করো না; অন্য কিছু দরকার হলে তা তোমাকে প্রকাশ করা হবে।’

চতুর্থ দর্শন

২২ [১] ভ্রাতৃগণ, এই দেখ সেই চতুর্থ দর্শন যা আমি আগেকার দর্শনের কুড়ি দিন পরে পেয়েছিলাম, ও যা আসন্ন ক্লেশের প্রতীকচিহ্ন স্বরূপ।

[২] আমি কাম্পানা সরণি (ক) দিয়ে আমার মাঠের দিকে যাচ্ছিলাম যা সাধারণ সড়ক থেকে মোটামুটি দুই কিলোমিটার দূরে অবস্থিত ও যথেষ্ট সহজগম্য। [৩] একাকই হাঁটতে হাঁটতে আমি প্রভুকে অনুনয় করছিলাম তিনি যেন, যেহেতু আমাকে তাঁর আশ্চর্য কর্মকীর্তি দেখবার যোগ্য গণ্য করেছিলেন, সেজন্য যেন তাঁর পবিত্র মণ্ডলীর দেওয়া নানা দিব্যপ্রকাশ ও দর্শন পূর্ণ মাত্রায় দেখান; এতে তিনি যেন আমাকে বলবান করেন, ও তাঁর যে দাসদাসী ইতিমধ্যে প্রলোভনে পড়েছিল, তাদের তিনি যেন মনপরিবর্তনের অনুগ্রহ মঞ্জুর করেন। এতে যেন তাঁর মহিমময় ও গৌরবময় নাম গৌরবান্বিত হয়।

[৪] তাই আমি তাঁর গৌরবকীর্তন করছিলাম ও তাঁকে ধন্যবাদ জানাচ্ছিলাম, এমন সময় স্বরধ্বনির মত এ কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম, 'হের্মাস, দ্বিভাব হয়ো না।'

তখন আমি মনে মনে এ বলে ভাবতে লাগলাম, 'প্রভুর দ্বারা দৃঢ়ীকৃত হওয়ার পর, এমনকি তাঁর গৌরবময় কর্মকীর্তি দেখার পর, কেমন করে আমি দ্বিভাব হতে পারি?'

[৫] ভ্রাতৃগণ, আমি একটু এগোলাম, আর দেখ, আমি এমন ধুলা দেখতে পেলাম যা আকাশের দিকে উড়ে যাচ্ছে। তখন আমি মনে মনে বলতে লাগলাম, 'সে কি! হয় তো কি গোবাদি পশুই আসছে ও ধুলা ওড়াচ্ছে।'

ধুলাটা আমা থেকে প্রায় দু'শো মিটার দূরে ছিল [৬] ও এমনভাবে উত্তরোত্তর বাড়ছিল যে, আমি ভাবতে লাগলাম, তা অবশ্যই এক অলৌকিক চিহ্ন। সূর্য একটু একটু উজ্জ্বল হয়ে উঠছিল এমন সময় ওই দেখ, আমি তিমিমাছের মত বিশাল একটা পশু দেখতে পেলাম যার মুখ থেকে অগ্নিময় পঙ্গপাল নির্গত হচ্ছিল। পশুটা ছিল প্রায় ত্রিশ মিটার লম্বা, ও তার মাথা ছিল বড় একটা কাঠের বয়ামের মত। [৭] আমি কান্নায় ভেঙে পড়লাম ও প্রভুর কাছে প্রার্থনা করতে লাগলাম তিনি যেন সেই পশু থেকে আমাকে উদ্ধার করেন; তখন আমি সেই বাণী স্মরণ করলাম যা কেবলই শুনেছিলাম, তথা, 'হের্মাস, দ্বিভাব হয়ো না।' [৯] তাই, ভ্রাতৃগণ, প্রভুর বিশ্বাসে পরিবৃত হয়ে ও সেই সমস্ত বিস্ময়কর কিছু মনে রেখে যা তিনি আমাকে শিখিয়েছিলেন, আমি সাহসের সঙ্গে পাশুটার

সামনে দাঁড়ালাম। পশুটা গর্জন করতে করতে এমনভাবে এগোচ্ছিল কেমন যেন পুরো একটা শহর ধ্বংস করতে যাচ্ছিল। [৯] আমি আরও এগিয়ে গেলাম, আর দেখ, সেই বিশাল পশু সর্বাঙ্গে মাটিতে নিজেকে প্রসারিত ক'রে জিহ্বা বের করা ছাড়া অন্য কিছু করতে পারছিল না এবং আমি তার পাশ কাটিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত অচল হয়ে থাকল। [১০] মাথায় পশুটার চারটে রং ছিল, কালো, অগ্নিময় রক্তলাল, সোনালী ও সাদা।

২৩ [১] আমি পশুর পাশ কাটিয়ে আনুমানিক ত্রিশ মিটার এগিয়ে যাচ্ছি, আর ওই দেখ, বাসর থেকে বেরিয়ে আসা-ই যেন সুন্দর অলঙ্কারে সুসজ্জিতা একজন তরুণী (ক) আমার দিকে এগিয়ে আসছেন; সর্বাঙ্গে তাঁর পোশাক সাদা, তাঁর ছোট্ট ছোট্ট পাদুকাও সাদা, তাঁর ললাট পর্যন্ত সাদা একটা রুমাল, ও তাঁর মাথায় একটা উষ্ণীষ; কিন্তু তাঁর চুল পাকা। [২] আগেকার দর্শনের ভিত্তিতে আমি বুঝতে পারলাম, তিনি মণ্ডলী; তাতে অধিক আনন্দিত হলাম।

তিনি আমাকে বললেন, 'মঙ্গল, হে মানুষ।'

আমি বললাম, 'মঙ্গল, হে ভদ্রে।'

[৩] তিনি বলে চললেন, 'তোমার সঙ্গে কি কারও সাক্ষাৎ হয়নি?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, ভদ্রে, যত দেশ ধ্বংস করতে পারে এমন বিশাল পশুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হল, কিন্তু প্রভুর প্রতাপে ও তাঁর দয়ায় আমি রেহাই পেলাম।'

[৪] তিনি বললেন, 'ভাল। তুমি সেটি থেকে রেহাই পেয়েছ কারণ তোমার সমস্ত ভাবনা-চিন্তার ভার প্রভুর উপরে ছেড়ে দিয়েছ (খ) ও প্রভুর কাছে তোমার মন উন্মুক্ত করেছ একথা বিশ্বাস করে যে, তাঁর মহান ও গৌরবময় নামে ছাড়া অন্য কারও কাছে পরিত্রাণ পাওয়া যায় না। এজন্য প্রভু থেগ্রি (গ) নামক তাঁর সেই দূত পাঠিয়েছেন যিনি সমস্ত পশুর উপরে নিযুক্ত; তিনি পশুটার মুখ বন্ধ করেছেন পশুটা যেন তোমার ক্ষতি না করতে পারে। তোমার বিশ্বাস দ্বারা তুমি মহাক্লেশ থেকে রেহাই পেয়েছ, আবার রেহাই পেয়েছ কারণ তেমন বিশাল পশু দেখেও তুমি দ্বিভাব হওনি।

[৫] সুতরাং যাও, প্রভুর মনোনীতদের তাঁর মহাকীর্তির কথা বর্ণনা কর, ও তাদের বল, পশুটা হল আসন্ন মহাক্লেশের চিহ্ন। তোমরা সকলে যদি নিজেদের প্রস্তুত কর ও

সমস্ত হৃদয় দিয়ে প্রভুর প্রতি ফিরে মনপরিবর্তন কর, তাহলে তোমরা সেই ক্লেশ থেকে রেহাই পাবে; অবশ্যই, যদি তোমাদের হৃদয় শুচী ও নির্মল কর ও তোমাদের জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত নির্মল হৃদয়ে প্রভুর সেবা করে চল, তবেই রেহাই পাবে।

তোমাদের চিন্তা-ভাবনার ভার প্রভুর উপরে ছেড়ে দাও (ঘ), আর তিনি সমস্ত প্রশমিত করবেন। [৬] আর দ্বিভাব যে তোমরা, তোমরা সেই প্রভুতে বিশ্বাস রাখ যিনি সবকিছু করতে সক্ষম। তিনি তোমাদের কাছ থেকে ক্রোধ ফিরিয়ে নিচ্ছেন, ও তোমাদের মধ্যে দ্বিভাব মনা যারা, তাদের উপর কশাঘাত বর্ষণ করছেন। ধিক্ তাদের, যারা এ কথাসকল শুনে তা পালন করে না; তাদের পক্ষে জন্ম না নেওয়া ভালই হত।'

২৪ [১] তখন আমি সেই চারটে রং (ক) বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলাম যা পশুটার মাথায় ছিল। তিনি আমাকে বললেন, 'তুমি এসমস্ত বিষয়ে কি এখনও কৌতূহলী?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, ভদ্রে, এসমস্ত আমাকে জানিয়ে দেওয়া হোক।'

[২] 'শোন—তিনি বললেন—কালো রং হল এজগৎ যেখানে তোমরা বসবাস কর। [৩] অগ্নিময় রক্তলাল রঙের অর্থ হল, এজগৎ আগুন ও রক্ত দ্বারা ধ্বংসিত হওয়ার কথা। [৪] সোনালী রং তোমরা নিজেরাই, যে তোমরা এজগৎ থেকে রেহাই পেয়েছ; কেননা সোনা যেমন আগুনে যাচাই করা হয় আর তাতেই মূল্যবান হয়, তেমনি জগতে বসবাস কর যে তোমরা, তোমাদেরও যাচাই করা হবে। তাই তোমরা যারা এজগতে রয়েছ, সেই তোমরা আগুনের শিখার মধ্য দিয়ে পার হয়ে সেই অগ্নশিখা দ্বারা তোমাদের শোধন করা হবে। আর যেমন সোনা নিজের গাদ ছেড়ে দেয়, তেমনি তোমরাও সমস্ত দুঃখ ও ক্লেশ ছেড়ে দেবে এবং তোমাদের শোধন করা হবে ও মিনার-গাঁথনির জন্য তোমাদের উপযোগী করা হবে। [৫] অবশেষে সাদা যে অংশ, তা হল সেই ভাবী জগৎ যেখানে ঈশ্বরের মনোনীতজনেরা বসবাস করবে, কারণ তারা অনন্ত জীবনের উদ্দেশে হবে নিখুঁৎ ও নিষ্কলঙ্ক।

[৬] অতএব তুমি পবিত্রজনদের কানে এসমস্ত কিছু শোনায় ক্ষান্ত হয়ো না। দেখ, আসন্ন মহাক্লেশের চিহ্নের অর্থ তোমরা পেয়েছ। তোমরা ইচ্ছা করলে, সেই মহাক্লেশ শূন্যে পরিণত হবে। যা যা আগে লেখা হয়েছিল, তোমরা তা মনে রেখো।'

[৭] এবং তা-ই বলে তিনি চলে গেলেন, কিন্তু তিনি যে কোথায় গেলেন আমি তা দেখতে পেলাম না কেননা একটা মেঘ দেখা দিলে আমি সেই পশু ফিরে আসছে বলে মনে ক'রে ভয়তে মুখ ফিরিয়েছিলাম।

আজ্ঞাবলি

পঞ্চম দিব্যপ্রকাশ (ক)

২৫ [১] আমি আমার ঘরে প্রার্থনা করে আমার খাটের উপরে বসেছিলাম এমন সময় গৌরবময় দেখতে একজন মানুষ ঢুকলেন যিনি পালকের পোশাক পরা। তিনি ছাগের চামড়ার তৈরী সাদা এক আবরণে আবৃত ছিলেন, তাঁর কাঁধে একটা থলি ঝুলছিল, ও তাঁর হাতে ছিল লাঠি। তিনি আমাকে মঙ্গলবাদ জানালেন আর আমি তাঁকে মঙ্গলবাদ জানালাম।

[২] তিনি সাথে সাথে আমার পাশে বসে আমাকে বললেন, 'আমি পরম শ্রদ্ধেয় দূত দ্বারা তোমার জীবনের বাকি সমস্ত দিন ধরে তোমার সঙ্গে বাস করার জন্য প্রেরিত হয়েছি।'(খ)

[৩] আমি মনে করছিলাম হয় তো তিনি আমাকে পরীক্ষা করছেন, তাই তাঁকে বললাম, 'আচ্ছা, আপনি কিন্তু কে? কেননা —আমি বললাম—যাঁর হাতে আমাকে তুলে দেওয়া হয়েছে আমি তাঁকে চিনি।'

তিনি আমাকে বললেন, 'তুমি কি আমাকে চিনতে পারছ না?'

আমি বললাম, 'না।'

তিনি বললেন, 'আমি সেই পালক যার হাতে তোমাকে তুলে দেওয়া হয়েছে।' [৪] এবং তিনি কথা বলতে বলতে তাঁর চেহারা পাল্টে গেল আর আমি তাঁকে চিনতে পারলাম; সত্যিই তিনি ছিলেন সেই জন যাঁর হাতে আমাকে তুলে দেওয়া হয়েছিল। আমি সাথে সাথে বিমূঢ় হয়ে পড়লাম, ভয় আমাকে ধরল, এবং এত অভদ্রভাবে ও নির্বোধের মত তাঁকে উত্তর দেবার জন্য দুঃখে অভিভূত হলাম।

[৫] কিন্তু তিনি আরও বললেন, 'বিমূঢ় হয়ো না, বরং আমি যে আজ্ঞাগুলো তোমাকে দিতে যাচ্ছি তাতে দৃঢ় হতে তৈরী হও।' তিনি বলে চললেন, 'তুমি আগে যা কিছু দেখতে পেয়েছিলে, তা পুনরায় তোমাকে দেখাবার জন্য আমাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, কেননা সেই সমস্ত কিছু হল সেই প্রকৃত বিষয় যা তোমাদের পক্ষে উপকারী।

সর্বপ্রথমে আমার আজ্ঞাগুলো ও আমার উপমাগুলো লিপিবদ্ধ কর; কিন্তু বাকি সমস্ত কিছু তখনই লিখবে যখন আমি সেগুলো তোমাকে দেখাব।’

তিনি বলে চললেন, ‘আমি যে সর্বপ্রথমে তোমাকে সেই আজ্ঞাগুলো ও উপমাগুলো লেখবার আজ্ঞা দিচ্ছি এর কারণ এ, কেবল সেগুলো অবিরতই পাঠ করলেই তুমি সেই সমস্ত পালন করতে পারবে।’

[৬] তাই আমাকে যেমন আজ্ঞা করা হয়েছিল, সেই অনুসারে আমি সেই আজ্ঞাগুলো ও উপমাগুলো লিপিবদ্ধ করলাম।

[৭] তাই তোমরা সেগুলো শোন ও পালন কর। যদি সেইমত চল ও শুদ্ধ হৃদয়ে সেগুলো কাজে পরিণত কর, তাহলে প্রভু তোমাদের যা কিছু দেবেন বলে প্রতিশ্রুত হয়েছেন তা তোমরা তাঁর কাছ থেকে পাবে। কিন্তু যদি মনপরিবর্তন না কর, এমনকি তোমরা যদি তোমাদের পাপের উপরে আরও পাপ যোগ দিতে থাক, তাহলে প্রভুর কাছ থেকে সেই সমস্তের বিপরীত পাবে।

মনপরিবর্তনের দূত সেই পালকই আমাকে এ সমস্ত কিছু লিখবার আজ্ঞা দিলেন।

প্রথম আজ্ঞা

২৬ [১] ‘সর্বপ্রথমে তুমি বিশ্বাস কর যে, যিনি সমস্ত কিছু নির্মাণ করলেন ও বিন্যস্ত করলেন, ও যা ছিল না, যিনি এমনটা করলেন যেন তা হয়, ও নিজেতে সমস্ত কিছু ধারণ করায় যিনি একাকী সীমাবদ্ধতাবিহীন, সেই ঈশ্বর এক (ক)। [২] সুতরাং সেই ঈশ্বরে বিশ্বাস কর, তাঁকে ভয় কর, ও তোমার ভয়েতে আত্মসংযম কর। এসমস্ত কিছু পালন করলে তুমি নিজে থেকে যত অনিষ্ট দূরে রাখবে ও ধর্মময় সমস্ত গুণ পরিধান করবে। এ আজ্ঞা পালন করলে তুমি ঈশ্বরের উদ্দেশে জীবনযাপন করবে।’(খ)

দ্বিতীয় আজ্ঞা

২৭ [১] পালক বলে চললেন, ‘সরলতা ও নিরপরাধিতা বজায় রাখ, তবে তুমি বালকদের মত হবে যারা সেই অনিষ্ট চেনে না যা মানুষের জীবন ধ্বংস করে।

[২] সর্বোপরি তুমি কারও নিন্দা করবে না, এবং যে নিন্দাজনক কথা বলে তার কথা সানন্দে শুনবে না। নইলে, যে নিন্দা করে তার কথায় কান দিলে তুমিও তার পাপকর্মের ভাগী হবে যেহেতু এতে দেখাবে যে তুমি সেই কথা বিশ্বাস কর। তা বিশ্বাস ক'রে তুমি নিজে তোমার ভাইয়ের সামনে দায়ী হবে, ও যে নিন্দাজনক কথা বলেছিল তুমিও তার পাপকর্মের ভাগী হবে। [৩] পরনিন্দা, সে তো অন্যায়, সে এমন অস্থির অপদূত যে কখনও শান্তি ভোগ না করে অবিরতই অমিলের মধ্যে থাকে। সুতরাং তা থেকে দূরে থাক, তবেই সকলের সঙ্গে সবসময় মঙ্গল ভোগ করবে। [৪] শ্রদ্ধা পরিধান কর, কেননা শ্রদ্ধা প্রদর্শনে পাপজনক কোন বাধা থাকে না বরং সবকিছু হয় সমতল ও আনন্দময়।

শুভকর্ম সম্পাদন কর, এবং যে শ্রমের ফল ঈশ্বর তোমাকে মঞ্জুর করেন, সরলতার সঙ্গে সকল অভাবীদের সঙ্গে তার সহভাগিতা কর, এচিন্তা না ক'রে কাকে তুমি দেবে আর কাকে দেবে না। তুমি সকলকেই দাও, কেননা ঈশ্বর ইচ্ছা করেন, তিনি যে মঙ্গলদান মঞ্জুর করেন, সকলেই যেন সেগুলোর ভাগী হয়। [৫] যারা সেগুলো গ্রহণ করে, তারাই ঈশ্বরের কাছে কৈফিয়ত দেবে কেন ও কি উদ্দেশ্যে তারা গ্রহণ করেছে। কেননা যারা সত্যিই অভাবের কারণে গ্রহণ করেছে তাদের দণ্ড হবে না, কিন্তু যারা কপটতায় গ্রহণ করেছে তাদের যোগ্য শাস্তি হবে। [৬] সুতরাং যে দেয়, সে নিরপরাধী, কেননা ঈশ্বর যেমন তাকে এ সেবাকর্ম সম্পাদন করতে নিযুক্ত করেছেন, সে তেমনি কাজটা সম্পাদন করেছে, এবং সরল মনেই তা সম্পাদন করেছে, কোন বিচার না ক'রে সে কাকে দেবে ও কাকে দেবে না। অতএব এ সেবাকর্ম যখন সরলতার সঙ্গে সম্পাদন করা হয়, তখন তা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে গৌরবময়। এবং সরলতার সঙ্গে যে সেবা করে, সে ঈশ্বরের উদ্দেশে জীবনযাপন করবে।

[৭] সুতরাং তুমি এ আজ্ঞা পালন কর ঠিক যেইভাবে আমি তা তোমাকে বর্ণনা করেছি; তবেই তোমার মনপরিবর্তন ও তোমার পরিবারেরও মনপরিবর্তন সরল বলে গণ্য হবে, এবং তোমার মন শুদ্ধ ও নিখুঁত হবে।'

তৃতীয় আজ্ঞা

২৮ [১] তিনি আমাকে আরও বললেন, 'সত্যকে ভালবাস, তোমার মুখ থেকে পুরা সত্য নির্গত হোক, যে আত্মাকে ঈশ্বর এদেহে বসবাস করিয়েছেন, সকল মানুষ যেন স্বীকার করতে পারে যে, সেই আত্মা সত্যময়; তাতে তোমার অন্তরে বসবাস করেন যিনি, সেই প্রভু গৌরবান্বিত হবেন, কেননা প্রভু প্রতিটি কথায় সত্যময়, ও তাঁর মধ্যে কোন মিথ্যা নেই। [২] সুতরাং, মিথ্যাবাদী যারা, তারা প্রভুকে সরিয়ে দেয়, এমনকি তাঁকে প্রবঞ্চনা করে, কেননা যে সম্পদ তাদের কাছে গচ্ছিত করে রাখা হয়েছিল, তা তাঁকে ফিরিয়ে দেয় না। বাস্তবিকই তারা তাঁর কাছ থেকে এমন আত্মা পেয়েছিল যা মিথ্যাবিহীন; তাই তারা যদি সেই আত্মাকে মিথ্যাবাদী আত্মা বলে ফিরিয়ে দেয়, তাহলে তারা প্রভুর আজ্ঞা লঙ্ঘন করে; তারা লুটেরা।'(ক)

[৩] তেমন কথা শুনে আমি কান্নায় ভেঙে পড়লাম, আর তিনি আমাকে কাঁদতে দেখে বললেন, 'কাঁদছ কেন?'

আমি বললাম, 'কারণ, হে মহাশয়, আমি জানি না আমি পরিত্রাণ পেতে পারব কিনা।'

তিনি বললেন, 'কেন?'

আমি বললাম, 'কারণ, হে মহাশয়, আমার জীবনে আমি কখনও একটা কথাও বলিনি যা সম্পূর্ণরূপে সত্য, বরং সকল মানুষের সঙ্গে সবসময় প্রবঞ্চনা করেই কথা বলেছি, আমার মিথ্যাকথা প্রকৃত সত্য বলে উপস্থাপন করেছি আর কেউই কখনও প্রতিবাদ করেনি, সকলে বরং আমার কথা বিশ্বাস করল।' আমি বলে চললাম, 'মহাশয়, তেমন ব্যবহারের পর আমি কি করে জীবন পাব?'

[৪] তিনি বললেন, 'তোমার চিন্তা ন্যায্য ও সত্যময়। কেননা ঈশ্বরের দাস হিসাবে তোমার পক্ষে সত্যে চলা-ই উচিত ছিল, সত্যময় আত্মার সঙ্গে কুবিবেককে বসবাস করতে দেওয়াও উচিত ছিল না, কুবিবেক যে পুণ্যময় ও সত্যময় এই আত্মাকে কষ্ট দেবে তাও হতে দেওয়া উচিত ছিল না।'

আমি বললাম, 'মহাশয়, আমি কখনও তেমন কথা এত পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারিনি।'

[৫] তিনি বললেন, 'তাই এখন যখন বুঝেছ, তখন তা পালন কর। তোমার কথন যে এখন সত্যাশ্রয়ী, তা প্রমাণিত হলে তবে ব্যবসায় তোমার আগেকার উচ্চারিত মিথ্যাকথা এখন সত্যকথা বলে গণ্য হবে। কেননা মিথ্যাকথার পক্ষে সত্যকথা হওয়া সম্ভব (খ)। তুমি এসমস্ত পালন করলে ও এখন থেকে কেবল সত্যকথা বললে তবে নিজের জন্য জীবন অর্জন করতে পারবে; আর যে কেউ এই আজ্ঞা শুনবে ও পাপময় মিথ্যাকথন থেকে নিজেকে দূরে রাখবে, সে ঈশ্বরের উদ্দেশে জীবনযাপন করবে।'

চতুর্থ আজ্ঞা

২৯ [১] তিনি আমাকে বললেন, 'আমি তোমাকে আজ্ঞা দিচ্ছি, শুচিতা পালন কর। পরের স্ত্রীর কামনা, বা তার সঙ্গে ব্যভিচার করার কামনা বা তেমন কুকর্মের কামনা তোমার অন্তরে অনুপ্রবেশ না করুক, কেননা তেমনটি করলে তুমি গুরু পাপে অপরাধী হবে। অন্যদিকে তোমার নিজের স্ত্রীর কথা সবসময় ভাবলে তুমি কখনও পাপ করবে না। [২] কেননা সেই কুকামনা তোমার অন্তরে প্রবেশ করলে তুমি পাপ করবে, সেই কুকামনার চেয়ে লঘুতর খারাপ কামনায় প্রশ্রয় দিলেও তুমি পাপ করবে। এ ধরনের কামনা ঈশ্বরের দাসের পক্ষে গুরুতর পাপ, আর যে কেউ এ কুকর্ম সম্পাদন করে, সে নিজের মৃত্যু ডেকে আনে। [৩] তাই এবিষয়ে সতর্ক থাক, তেমন কুকামনা থেকে নিজেকে দূরে রাখ, কেননা পুণ্য যেখানে বিরাজ করে, সেই ন্যায়বান মানুষের অন্তরে যে দুষ্টতা প্রবেশ করবে, তা উচিত না।'

[৪] আমি তাঁকে বললাম, 'মহাশয়, আমাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে দিন।'

তিনি বললেন, 'আচ্ছা, বল।'

আমি বলে চললাম, 'মহাশয়, কারও স্ত্রী প্রভুতে বিশ্বাসী হলে, স্বামী যদি তাকে ব্যভিচার করতে দেখতে পায়, সেই স্বামী স্ত্রীর সঙ্গে ঘর করলে সে কি পাপ করে?'

[৫] তিনি বললেন, 'যতদিন স্বামী সচেতন নয়, ততদিন সে পাপ করে না, কিন্তু স্বামী স্ত্রীর পাপের বিষয়ে সচেতন হলে তবে স্ত্রী মনপরিবর্তন না করলে বরং ব্যভিচার করে চললে ও স্বামী তার সঙ্গে ঘর করে চললে স্বামী সেই পাপকর্মে অপরাধী ও সেই ব্যভিচার কর্মের ভাগী।'

[৬] আমি বললাম, ‘মহাশয়, সেই স্ত্রী সেই উচ্ছৃঙ্খল মনোভাবে অবিচল থাকলে তবে স্বামীকে কী করতে হবে?’

তিনি বললেন, ‘সে স্ত্রীকে ত্যাগ করুক ও একা হয়ে জীবনযাপন করুক। কিন্তু স্ত্রীকে ত্যাগ করার পর স্বামী যদি অন্য একজনকে বিবাহ করে, তাহলে সেও ব্যভিচার করে।’(ক)

[৭] আমি বললাম, ‘মহাশয়, পরিত্যক্তা হওয়ার পর সেই স্ত্রী যদি মনপরিবর্তন ক’রে তার নিজের স্বামীর কাছে ফিরে আসতে চায়, তাহলে কি তাকে আর গ্রহণ করা হবে না?’

[৮] তিনি বললেন, ‘হ্যাঁ, তাকে গ্রহণ না করলে স্বামী পাপ করে ও গুরুতর পাপে নিজেকে আবৃত করে। যে পাপী মনপরিবর্তন করে, তাকে অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে, কিন্তু তবুও ততবার নয়, কেননা ঈশ্বরের দাসদাসীর পক্ষে মনপরিবর্তনের সুযোগ একটামাত্র। আর ঠিক মনপরিবর্তনের খাতিরেই স্বামীর পক্ষে পুনরায় বিবাহ করা উচিত নয়। এ নিয়ম স্ত্রীরও পক্ষে প্রযোজ্য, স্বামীরও পক্ষে প্রযোজ্য।’

তিনি বলে চললেন, ‘নিজের দেহ কলুষিত করা-ই যে পাপ শুধু নয়, বিধর্মীদের কাজকর্মের মত ব্যবহার করাও পাপ। তাই যে কেউ তেমন কাজকর্ম করতে থাকে ও মনপরিবর্তন করে না, তুমি তার কাছ থেকে দূরে থাক, তার সঙ্গে সংসর্গ করো না, নইলে তুমিও তার পাপকর্মের ভাগী হবে।

[১০] এজন্য এমনটি স্থির করা হয়েছে, স্বামী স্ত্রী তোমরা একাই থাকবে, কেননা এভাবে মনপরিবর্তন সম্ভবপর হয়। [১১] তথাপি এতে আমি তোমাদের এমন কোন অজুহাত দিতে চাই না যাতে উপরোল্লিখিত বিষয় প্রচলিত নিয়ম হয়ে যায়, বরং আমার ইচ্ছা এ, যে কেউ পাপ করেছে, সে যেন আর পাপ না করে (খ), আর তার আগেকার পাপের জন্য একজন আছেন যিনি নিরাময় করতে সক্ষম, সমস্ত কিছুর উপরে ক্ষমতা রাখেন যিনি, তিনি।’

৩০ [১] আমি তাঁকে আরও জিজ্ঞাসা করলাম, ‘আপনি আমার সঙ্গে সবসময় থাকবেন, প্রভু যখন এতে আমাকে যোগ্য গণ্য করেছেন, তখন আপনি আমার আরও কিছুটা প্রশ্ন

সহ্য করুন, কেননা আমি বুদ্ধিহীন, ও আমার হৃদয় ব্যবসা-বাণিজ্যের দরুন কঠিন হয়ে গেছে। আমাকে বুদ্ধি দিন, কেননা আমি মূর্খ ও একেবারে বুদ্ধিহীন।'

[২] তিনি বললেন, 'আমি মনপরিবর্তনের উপরে নিযুক্ত, এবং যারা মনপরিবর্তন করে তাদের আমি বুদ্ধি দান করি।' তিনি বলে চললেন, 'না কি তুমি এ মনে কর না যে, মনপরিবর্তনই বুদ্ধি?' তিনি আরও বললেন, 'মনপরিবর্তন করা-ই মহৎ বুদ্ধি। কেননা পাপী মানুষ এ বোঝে যে, প্রভুর সাক্ষাতে সে অন্যায় কাজ করেছে, এবং সে যে কুকর্ম সাধন করেছে, সেবিষয়ে তার হৃদয়ে অনুশোচনা আসে; আর তখন সে মনপরিবর্তন করে আর কোন কুকর্ম সাধন করে না, এমনকি সে সবধরনের শুভকর্ম সাধন করে, নিজের প্রাণ অবনমিত করে, এবং স্বকৃত পাপের কথা ভেবে প্রাণকে শাস্তি দেয়। তাই তুমি দেখতে পাচ্ছ, মনপরিবর্তন সত্যিই মহৎ বুদ্ধি।'

[৩] আমি বললাম, 'মহাশয়, ঠিক একারণেই আমি আপনার কাছ থেকে সমস্ত কিছু জানতে ইচ্ছা করি। প্রথমত, কারণ আমি পাপী, তাই আমি জানতে চাই জীবন অর্জন করার জন্য আমার কী করণীয়; দ্বিতীয়ত, কারণ আমার পাপকর্ম বহু ও বহুবিধ।'

[৪] তিনি বললেন, 'তুমি জীবন অর্জন করবে যদি আমার আজ্ঞাগুলো পালন কর ও সেইমত চল। আর যে কেউ সেগুলো শুনবে ও পালন করবে, সে ঈশ্বরের উদ্দেশে জীবনযাপন করবে।'

৩১ [১] তখন আমি বললাম, 'মহাশয়, আমি আপনার কাছে আরও প্রশ্ন রাখতে ইচ্ছা করি।'

তিনি বললেন, 'বল।'

আমি বললাম, 'মহাশয়, কোন না কোন শিক্ষাগুরুর কাছ থেকে আমি শুনেছি যে, আমরা যখন জলে নেমেছিলাম ও আগেকার পাপকর্মের জন্য ক্ষমা পেয়েছিলাম, তখন যে মনপরিবর্তন লাভ করেছিলাম, সেটি ছাড়া দ্বিতীয় আর কোন মনপরিবর্তন [এর সুযোগ দেওয়া] হয় না।'

[২] তিনি আমাকে বললেন, 'তুমি ঠিকই শুনেছ, ব্যাপারটা ঠিক তা-ই (ক)। কেননা যে কেউ পাপক্ষমা গ্রহণ করে থাকে, তার পক্ষে পুনরায় পাপ করা উচিত নয়, বরং শুচিতায়ই জীবনযাপন করা উচিত।

[৩] কিন্তু যেহেতু তুমি সমস্ত কিছু সম্পর্কে সূক্ষ্মরূপে জানতে ইচ্ছা কর, সেজন্য আমি এ বিষয়ও ব্যাখ্যা করব। তাতে কিন্তু আমি পাপ করার কোন অজুহাত তাদেরই দিতে চাই না যারা সম্প্রতিকালে মাত্রই প্রভুতে বিশ্বাসী হয়েছে বা ভবিষ্যতে হবে। কেননা যারা ইতিমধ্যে বিশ্বাসী হয়েছে বা ভবিষ্যতে হবে, তাদের কেবল অতীত পাপের ক্ষমা মঞ্জুর করা হয়, কিন্তু পাপকর্মের বিষয়ে যে মনপরিবর্তন, তাদের পক্ষে তা অর্জন করা সম্ভব হবে না। [৪] সুতরাং, যারা এ দিনগুলোর আগে আহূত হয়েছিল, তাদেরই জন্য প্রভু মনপরিবর্তন [এর সুযোগ] স্থির করেছেন, কেননা মানুষের অন্তর জানেন ও পূর্বকাল থেকেই সমস্ত কিছু জানেন যিনি, সেই প্রভু মানুষের দুর্বলতা ও দিয়াবলের চতুরতা জানেন, এও জানেন যে, দিয়াবল ঈশ্বরের দাসদাসীদের বিরুদ্ধে কোন একটা অপকর্ম ঘটাবে, দুষ্টুমিও ঘটাবে। [৫] তাই করুণাময় হওয়ায় প্রভু নিজের সৃষ্টির প্রতি করুণা দেখিয়ে এই মনপরিবর্তন স্থির করেছেন ও তেমন মনপরিবর্তনের জন্য আমাকে নিযুক্ত করেছেন।' [৬] তিনি বলে চললেন, 'কিন্তু আমি তোমাকে বলছি, [বিশ্বাসে] মহান ও পুণ্য আহ্বানের পর কোন মানুষ যদি দিয়াবল দ্বারা প্রলোভনে পড়ে পাপ করে, তার জন্য একটা মনপরিবর্তন [এর সুযোগ] আছে, কিন্তু যদি বারে বারে পাপ করে ও মনপরিবর্তন করে, তেমন মনপরিবর্তনে সেই মানুষের কোনও লাভ হবে না, কেননা জীবন পাওয়া তার পক্ষে কঠিন হবে।'(খ)

[৭] আমি তাঁকে বললাম, 'এবিষয়ে আপনার সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা শোনামাত্র আমি পুনরুজ্জীবিত হয়েছি, কেননা আমি এখন জানি যে, আমি যদি পাপের উপরে আরও পাপ যোগ না দিই, তবে পরিত্রাণ পাব।'

তিনি আমাকে বললেন, 'তুমিও পরিত্রাণ পাবে, তারা সকলেও পাবে যারা এই সমস্ত মেনে চলবে।'

৩২ [১] আমি আরও জিজ্ঞাসা করলাম, ‘মহাশয়, যখন আপনি আমাকে সহ্য করেন, তখন আমাকে আর একটা বিষয় বুঝিয়ে দিন।’

তিনি বললেন, ‘বল।’

আমি বললাম, ‘মহাশয়, কোন স্ত্রী অথবা কোন স্বামী মারা গেলে, যে বেঁচে আছে সে যদি বিবাহ করে, সে কি পাপ করে?’

[২] তিনি বললেন, ‘না, সে পাপ করে না; কিন্তু সে যদি একা হয়ে থাকে, তবে সে প্রভুর কাছে অধিকতর মর্যাদা ও মহত্তর গৌরব অর্জন করে (ক)। কিন্তু সে যদিও বিবাহ করে, সে পাপ করে না। [৩] তাই তুমি শুচিতা ও সচ্চরিত্রতা রক্ষা কর, তবে তুমি ঈশ্বরের উদ্দেশে জীবনযাপন করবে। আমি যা কিছু তোমাকে বলছি ও বলব, আজ থেকে, অর্থাৎ যে সময় তোমাকে আমার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে আর আমি তোমার কাছে বসবাস করতে লাগলাম, সেসময় থেকে তা পালন করে চল। [৪] তুমি আমার এ আজ্ঞাগুলো পালন করলে, তোমার আগেকার অপরাধের দণ্ডমোচন হবে; তাদের সকলেরও দণ্ডমোচন হবে যারা আমার এ আজ্ঞাগুলো পালন করবে ও এ পুণ্য পথে চলবে।’

পঞ্চম আজ্ঞা

৩৩ [১] তিনি বললেন, ‘সহনশীল ও বিচক্ষণ হও, তবেই তুমি সমস্ত অপকর্মের উপর প্রভুত্ব লাভ করবে ও পূর্ণ ধর্মময়তায় আচরণ করবে। [২] কেননা তুমি সহনশীল হলে তোমার অন্তরে নিবাসী যে আত্মা, পবিত্র সেই আত্মা (ক) পুণ্যময় হয়ে থাকবে, অন্য মন্দাত্মা দ্বারা অন্ধকারময় হবে না, বরং আবাসের কমনীয়তায় আনন্দিত হবে, যে পাত্রে (খ) সে বসবাস করে তাতে মুখরিত হবে, এবং নিজেই প্রাচুর্যের অধিকারী হওয়ায় অধিকতর ভাবে পুলকিত হয়ে ঈশ্বরের সেবা করবে।

[৩] কিন্তু আক্রোশ এসে পড়লে সেই পবিত্র আত্মা কোমল স্বভাবের হওয়ায় সাথে সাথে মনে কষ্ট পায়, ও স্থানটি অপবিত্র দেখে তা থেকে দূরে চলে যেতে চেষ্টা করে,

কেননা মন্দাত্মার উপস্থিতিতে তার দম রুদ্ধ হয়, প্রভুসেবার জন্য সে তার মনোমত স্থান পায় না, যেহেতু তার আবাস তিক্ততায় কলুষিত হয়েছে।

কেননা সহনশীলতায় প্রভু বসবাস করেন, আক্রোশে দিয়াবল বসবাস করে। [৪] তাই এ সমীচীন নয় যে, সেই আত্মা দু'টো একই স্থানে বসবাস করবে; যার মধ্যে সেই দুই আত্মা বসবাস করে, সেই মানুষের জন্যই তা ক্ষতিকর।

[৫] কেননা তুমি কিছুটা সোমরাজ নিয়ে তা মধুতে ভরা এক পাত্রে ঢাললে সমস্ত মধু কি নষ্ট হয় না? অধিক পরিমাণ মধু এক ফোঁটা সোমরাজ দ্বারা বিনষ্ট হয়, সোমরাজটা মধুর মিষ্টতা নষ্ট করে, মনিবও টের পায় মধুর স্বাদ অন্য রকম হয়েছে, কেননা মধু মিশে গেছে বিধায় আর উপযোগী নয়। কিন্তু মধুর মধ্যে যদি কোনও সোমরাজ দেওয়া না হয়, তবে মধু স্বাদে মিষ্টি লাগে ও মনিবের কাছে যথেষ্ট উপযোগী হয়।

[৬] তুমি তো দেখতে পাচ্ছ, সহনশীলতা মধুর চেয়েও অনেক মিষ্টি, প্রভুর কাছেও উপযোগী, আর তিনি তাতে বসবাস করেন। কিন্তু আক্রোশ তিক্ত ও অনুপযোগী। সুতরাং, যদি আক্রোশ সহনশীলতার সঙ্গে মিশে যায়, সহনশীলতা কলুষিত হয়, ও তার সাহচর্য প্রভুর কাছে আর গ্রহণীয় নয়।'

[৭] আমি বললাম, 'মহাশয়, আমি আক্রোশের ক্রিয়াকাণ্ড সম্পর্কে জানতে ইচ্ছা করি, যাতে তা থেকে রেহাই পেতে পারি।'

'অবশ্যই—তিনি বললেন—তুমি নিজে ও তোমার আপনজনেরা তা থেকে দূরে না থাকলে তোমার সমস্ত আশা বিনষ্ট হবে। তুমি কিন্তু তা থেকে দূরে থাক, কেননা আমি তোমার সঙ্গে আছি। আর যারা সমস্ত হৃদয় দিয়ে মনপরিবর্তন করে, তারা সকলেও দূরে থাকবে, কেননা তাদের পরিত্রাণ করার জন্য আমি তাদের সঙ্গে আছি। কেননা পরম শ্রদ্ধেয় সেই দূত (গ) দ্বারা সকলকেই ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে।'

৩৪ [১] তিনি বলে চললেন, 'এখন আক্রোশের ক্রিয়াকাণ্ডের কথা শোন; শোন আক্রোশ কেমন অমঙ্গলকর, তার ক্রিয়াকাণ্ড দ্বারা কেমন করে আক্রোশ ঈশ্বরের দাসদাসীকে বিলুপ্ত করে, ও কেমন করে মানুষকে ধর্মময়তা থেকে সরিয়ে দেয়। কিন্তু

বিশ্বাসে পরিপূর্ণ যারা, আক্রোশ তাদের সরিয়ে দিতে পারে না, তাদের অমঙ্গলও ঘটাতে পারে না, কারণ তাদের সঙ্গে আছে আমার শক্তি; আক্রোশ তাদেরই সরিয়ে দেয়, যারা অসার ও দ্বিভাব। [২] আর যখন আক্রোশ এদের একজনকে শান্তশিষ্ট দেখে, তখন সে তার অন্তরে জোর করে ঢোকে, আর সেই পুরুষ বা স্ত্রীলোক সামান্যতম কারণে রেগে ওঠে, কারণটা ঘর সংক্রান্ত দৈনিক ব্যাপার হোক, বা খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপার হোক, অথবা কোন বন্ধু বা দেনা-পাওনা সংক্রান্ত সামান্যতম ব্যাপার হোক, বা এধরনের যেকোন তুচ্ছ বিষয় হোক। কেননা এসমস্ত কিছু তুচ্ছ, অসার ও অর্থহীন, এবং ঈশ্বরের দাসদাসীর পক্ষে অনুপযোগী।

[৩] অপরদিকে সহনশীলতা মহান ও প্রতাপশালী, তার শক্তি ধ্রুব ও স্থিতমূল; সহনশীলতা প্রশস্ততায় বৃদ্ধিশীল, তাছাড়া আনন্দময় ও সুখময়, দুশ্চিন্তা-বিহীন; সারাক্ষণ প্রভুর প্রশংসায় রত, নিজের মধ্যে কোনও তিক্ততা না রেখে বরং সবসময় কোমল ও শান্ত হয়ে থাকে। অতএব এ সহনশীলতা তাদেরই সঙ্গে বসবাস করে যারা সূক্ষ্ম কর্মসাধনে বিশ্বাসী।

[৪] কিন্তু আক্রোশ শুরুতে অপদার্থ, অস্থির ও নির্বোধ; পরে নির্বুদ্ধিতা থেকে উদ্গত হয় তিক্ততা, তিক্ততা থেকে ক্রোধ, ক্রোধ থেকে রোষ, রোষ থেকে কোপ; তারপর, তেমন মহা অমঙ্গলগুলোর মিশ্রণের ফল হওয়ায় কোপ এমন গুরুতম পাপ হয় যা ক্ষমার অতীত। [৫] কেননা এ আত্মাগুলো যখন সেই একমাত্র পাত্রে বসবাস করে যেখানে পবিত্র সেই আত্মাও বসবাস করে, তখন সেই পাত্রে আর স্থান থাকে না, জনাকীর্ণই হয়ে যায়। [৬] ফলে কোমল স্বভাবের সেই আত্মা যে তেমন অমঙ্গলময় আত্মার সঙ্গে ও তার কাঠিন্যের সঙ্গে বসবাস করতে অভ্যস্ত নয়, সে সেই মানুষের কাছ থেকে চলে গিয়ে এমন পরিবেশ খোঁজ করে যা কমনীয় ও প্রশান্ত পরিবেশ। [৭] আর সেই আত্মা যে মানুষে বসবাস করত যখন তার কাছ থেকে চলে যায়, তখন সেই মানুষ ধর্মময় আত্মাবিহীন হয়ে ও কতিপয় মন্দাত্মায় ভরে উঠে সেই মন্দাত্মাগুলো দ্বারা এখানে সেখানে তাড়িত বিধায় তার সমস্ত কর্মকাণ্ডে অস্থির হয়; হ্যাঁ, সেই মানুষ সুবিচার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে অন্ধ হয়ে যায়। আক্রোশ-প্রবণ যারা, এটিই তাদের সকলের দশা।

[৮] সুতরাং আক্রোশ যখন তেমন মন্দাত্মা, তখন তা থেকে দূরে থেকে তুমি বরং সহনশীলতা পরিধান কর, আক্রোশ ও তিক্ততা থেকে নিজেকে রক্ষা কর, তবেই প্রভু যাতে প্রীত, তোমার অন্তরে সেই পুণ্য ভাব দেখা যাবে। এই আজ্ঞা ভুলো না, কেননা এ আজ্ঞা পালনে উত্তীর্ণ হলে, তবে অন্যান্য যত আজ্ঞা আমি তোমাকে দিতে যাচ্ছি, সেগুলোও তুমি পালন করতে পরবে। আজ্ঞাগুলো পালনে বলবান হও ও শক্তি পরিধান কর, তারাও শক্তি পরিধান করুক যারা সেইমত চলতে ইচ্ছা করে।'

ষষ্ঠ আজ্ঞা

৩৫ [১] তিনি বললেন, 'প্রথম আজ্ঞা দানে আমি তোমাকে বিশ্বাস, ভয় ও আত্মসংযম বজায় রাখতে আজ্ঞা করেছিলাম।'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, মহাশয়।'

তিনি বলে চললেন, 'এখন কিন্তু আমি সেগুলোর গুণাবলিও তোমাকে দেখাতে চাই, যাতে তুমি বুঝতে পার এক একটার গুণ ও এক একটার কর্মপদ্ধতি, কেননা সেগুলোর কর্মপদ্ধতি দ্বিবিধ, অর্থাৎ আজ্ঞাগুলো ধর্মময়তায়ও সাধিত হতে পারে, অধর্মময়তায়ও সাধিত হতে পারে। [২] তাই তুমি ধর্মময়তায় বিশ্বাসী হও, অধর্মময়তায় নয়, কেননা ধর্মময়তার পথ সরল-সোজা, কিন্তু অধর্মময়তার পথ বাঁকা (ক)। অতএব তুমি সরল-সোজা পথে চল ও বাঁকা পথ ত্যাগ কর, [৩] কেননা বাঁকা পথ পাকা নয়, তা বরং অসমতল, তাতে মানুষ শুধু হোঁচট খায়, তাছাড়া পথটা নানা স্থানে অগম্য ও কাঁটায় পূর্ণ; ফলে সেই পথে যে চলে, তার পক্ষে পথটা ক্ষতিকর হতে পারে। [৪] কিন্তু যারা সরল-সোজা পথে চলে, তারা স্থির পদক্ষেপে চলে, হোঁচট খায় না, যেহেতু পথ অসমতলও নয়, কাঁটায় পূর্ণও নয়। তাই তুমি দেখতে পাচ্ছ, এপথে চলা-ই ভালো।'

আমি বললাম, 'মহাশয়, সেই পথে চলায় আমি খুশি।'

তিনি বললেন, 'তুমিও সেই পথে চলবে, তারাও চলবে যারা সমস্ত হৃদয় দিয়ে প্রভুর দিকে ফেরে।'

৩৬ [১] তিনি বললেন, ‘এখন বিশ্বাস সম্পর্কে শোন। মানুষের সঙ্গে দু’জন দূত থাকে, একজন হলেন ধর্মময়তার দূত, অপর একজন দুষ্টতার দূত।’

[২] আমি বললাম, ‘মহাশয়, যখন দু’জনেই আমার অন্তরে বসবাস করে, তখন কি করে আমি তাদের স্বীয় স্বীয় কর্ম বুঝব?

[৩] তিনি আমাকে বললেন, ‘শোন, ও সেই দু’জনকে বুঝে নাও। ধর্মময়তার দূত কমনীয়, বিনীত, কোমল ও নম্র। সে যখন তোমার অন্তরে প্রবেশ করে, তখন সাথে সাথে ধর্মময়তা, শুচিতা, শ্রদ্ধা, আত্মসংযম, শুভকর্ম ও যত গৌরবময় গুণাবলির কথা বলে। যখন এসমস্ত মঙ্গলভাব তোমার অন্তরে প্রবেশ করে, তখন তুমি বুঝে নাও যে, ধর্মময়তার দূত তোমার সঙ্গে আছে। এসমস্ত মঙ্গলভাবই ধর্মময়তার দূতের কর্ম। সুতরাং তাকে ও তার কর্মসকল বিশ্বাস কর।

[৪] এখন দুষ্টতার দূতের কর্মের কথাও শোন। প্রথমত, সে আক্রোশ ও তিক্ততায় পূর্ণ, নির্বোধ, ও তার অপকর্ম ঈশ্বরের দাসদাসীকে বিকৃত করে। যতবার সে তোমার অন্তরে প্রবেশ করে, ততবার তাকে তার কর্ম থেকে বুঝে নাও।’

[৫] আমি বললাম, ‘মহাশয়, আমি কি করে তাকে চিনে নেব, তা বুঝতে পারছি না।’

তিনি বললেন, ‘শোন। যখন আক্রোশ বা তিক্ততা তোমাকে আক্রমণ করে, তখন বুঝে নাও, সে তোমার অন্তরে আছে। তাছাড়া, অতিরিক্ত ব্যবসার বাসনা, অধিক খাওয়া-দাওয়া, উচ্ছৃঙ্খল খানাপিনা, নানা ও নিষ্প্রয়োজন খাদ্যের বাসনা, অথবা স্ত্রীলোকদের ও অর্থলোলুপতার বাসনা, বা অহংকার, গর্ব, ও এসমস্ত কিছুর মত যত কুকামনা। সুতরাং, যখন এসমস্ত কিছু তোমার অন্তরে প্রবেশ করে, বুঝে নাও যে, দুষ্টতার দূত তোমার সঙ্গে আছে। [৬] তাই যখন তুমি তার কর্মসকল উপলব্ধি কর, তখন তার কাছ থেকে দূরে যাও, তাকে বিশ্বাস করো না, কারণ তার কর্মসকল মন্দ, ও ঈশ্বরের দাসদাসীদের পক্ষে অনুপযোগী। এই যে দুই দূতের কর্মসকল। তাদের বুঝে নিয়ে তুমি ধর্মময়তার দূতকে বিশ্বাস কর, [৭] কিন্তু দুষ্টতার দূত থেকে দূরে থাক, কারণ তার শিক্ষা সমস্ত কিছুতেই মন্দ। কেননা কোনও মানুষ বিশ্বাসী হলেও, যদি তার অন্তরে সেই দূতের প্ররোচনা প্রবেশ করে, তাহলে কোনও উপায় নেই, সেই পুরুষ বা স্ত্রীলোক কোন না কোন পাপ

করবেই করবে। [৮] অপরদিকে, কোনও পুরুষ বা কোনও স্ত্রীলোক অত্যন্ত খারাপ হলেও, যদি তার অন্তরে ধর্মময়তার দূতের কর্মসকল প্রবেশ করে, তাহলে অবশ্যই সে কোন না কোন শুভকাজ সম্পাদন করবে।'

তিনি বলে চললেন, 'সুতরাং, তুমি দেখতে পাচ্ছ, ধর্মময়তার দূতের পিছনে যাওয়া ও দুষ্টতার দূতের কাছ থেকে দূরে থাকা-ই ভাল। [১০] এই আজ্ঞা বিশ্বাস সংক্রান্ত বিষয় পরিষ্কার করে তোলে, যাতে তুমি কেবল ধর্মময়তার দূতের কর্মসকল বিশ্বাস কর, ও তেমন কর্মসকল পালন করে যেন ঈশ্বরের উদ্দেশে জীবনযাপন করতে পার।'

সপ্তম আজ্ঞা

৩৭ [১] তিনি আমাকে বললেন, 'প্রভুকে ভয় কর ও তাঁর আজ্ঞাবলি পালন কর (ক), কারণ ঈশ্বরের আজ্ঞাবলি পালন করলে তুমি তোমার প্রতিটি কর্মে বলবান হবে ও তোমার আচরণ হবে অনিন্দনীয়। কেননা প্রভুকে ভয় করলে তুমি সমস্তই উত্তমরূপে সম্পাদন করবে; এটিই সেই ভয় যা তোমাকে পোষণ করতে হবে ও যাতে পরিত্রাণ পাবে। [২] দিয়াবলকে কিন্তু তুমি ভয় করবে না, কেননা প্রভুকে ভয় করায় তুমি দিয়াবলের উপর প্রভুত্ব করবে, যেহেতু দিয়াবল কোনও ক্ষমতা রাখে না; আর যেখানে ক্ষমতা নেই, সেখানে ভয় পাবার মত কিছু নেই; কিন্তু যেখানে গৌরবময় ক্ষমতা বিরাজ করে, সেখানে ভয়ও বিরাজ করে। কেননা যে ক্ষমতা রাখে, সে [পরের] ভয় অর্জন করে, কিন্তু যার কোনও ক্ষমতা নেই, সে সকলের তাচ্ছিল্যের বস্তু। [৩] তুমি অবশ্যই দিয়াবলের কর্মসকল ভয় করবে, কেননা সেই কর্মসকল মন্দ। সুতরাং, তুমি যদি প্রভুকে ভয় কর, তাহলে সেই সমস্ত কিছু সাধন না ক'রে বরং সেই সমস্ত কর্ম থেকে দূরে থাকবে। [৪] তাই ভয় দ্বিবিধ, কারণ তুমি যদি তা-ই করতে ইচ্ছা কর যা মন্দ, তাহলে প্রভুকে ভয় কর আর সেই মন্দকাজ তুমি করবে না; অপরদিকে, তুমি যদি তা-ই করতে ইচ্ছা কর যা শুভময়, তাহলে প্রভুকে ভয় কর আর সেই শুভকর্ম তুমি করবেই। তাই প্রভুভয় প্রতাপশালী, মহান ও গৌরবময়। অতএব, প্রভুকে ভয় কর, তবে তুমি প্রভুতে জীবনযাপন করবে। আর যে কেউ তাঁকে ভয় করে ও তাঁর আজ্ঞাবলি পালন করে, তারা সকলে ঈশ্বরের উদ্দেশে জীবনযাপন করবে।'

[৫] আমি বললাম, ‘মহাশয়, যারা তাঁর আজ্ঞাবলি পালন করে, তাদের সম্পর্কে আপনি কেন বলেছেন, তারা ঈশ্বরের উদ্দেশে জীবনযাপন করবে?’

উত্তরে তিনি বললেন, ‘কারণ নিখিল সৃষ্টিও প্রভুকে ভয় করে, কিন্তু তাঁর আজ্ঞাবলি পালন করে না। যারা তাঁকে ভয় করে ও তাঁর আজ্ঞাবলি পালন করে, তারাই ঈশ্বরের উদ্দেশে জীবনযাপন করে। কিন্তু যারা তাঁর আজ্ঞাবলি পালন করে না, ঈশ্বরে তাদের জীবন নেই।’

অষ্টম আজ্ঞা

৩৮ [১] তিনি বললেন, ‘আমি তোমাকে বলেছিলাম, ঈশ্বরের সৃষ্টবস্তু দ্বিবিধ, সংযমও দ্বিবিধ। এমন কিছু আছে যা থেকে বিরত থাকতে হয়, অন্য কিছু আছে যা থেকে বিরত থাকতে নেই।’

[২] আমি বললাম, ‘মহাশয়, আমাকে বুঝিয়ে দিন কোন জিনিস থেকে বিরত থাকতে হয়, আর কোন জিনিস থেকে বিরত থাকতে নেই।’

তিনি বললেন, ‘শোন: মন্দ থেকে বিরত থাক, তা করো না, কিন্তু মঙ্গল থেকে বিরত থেকো না, বরং তাতে রত থাক। কেননা যদি শুভকর্ম সাধনে বিরত থাক, তবে মহাপাপ কর; কিন্তু যদি অপকর্ম সাধনে বিরত থাক, তবে ধর্মময় মহাকর্মই সম্পাদন কর। তাই সমস্ত মন্দ থেকে বিরত থাক ও শুভকর্ম সাধনে রত থাক।’

[৩] আমি বললাম, ‘মহাশয়, যে মন্দ কর্ম থেকে আমাদের বিরত থাকতে হয়, সেটা কি?’

তিনি বললেন, ‘শোনা। তুমি ব্যভিচার ও অবৈধ যৌন সংসর্গ, মাতলামি, অশ্লীল ভোগবিলাস ও অতিরিক্ত খাওয়া-দাওয়া, নির্লজ্জ প্রাচুর্য, দম্ভ, অহংকার, গর্ব, মিথ্যাকথন, পরচর্চা, ভণ্ডামি, আক্রোশ ও সব ধরনের ঈশ্বরনিন্দা থেকে বিরত থাকবে। [৪] মানবের জীবনে এ কর্মসকলই যত জঘন্য কর্মের মধ্যে সবচেয়ে মন্দ; তাই ঈশ্বরের দাসদাসীর পক্ষে তেমন কর্ম থেকে বিরত থাকা দরকার। কেননা যে কেউ এসমস্ত থেকে বিরত থাকে না, সে ঈশ্বরের উদ্দেশে জীবনযাপন করতে পারে না। এবার বাকি যত জঘন্য কর্মের কথা শোন।’

[৫] আমি বললাম, ‘মহাশয়, সে কি! অন্য জঘন্য কর্মও আছে কি?’

তিনি বললেন, ‘আছে, এমনকি, অনেকগুলো আছে; আর সেই সমস্ত থেকে ঈশ্বরের দাসদাসীর পক্ষে বিরত থাকা দরকার, তথা, চুরি, মিথ্যাকথন, ডাকাতি, মিথ্যাসাক্ষ্য, অর্থলোলুপতা, কুকামনা, প্রবঞ্চনা, অসার দম্ভ, গর্ব, ও এসমস্ত কিছুর মত যত মন্দ। [৬] তুমি কি মনে কর না, এসমস্ত মন্দ? এমনকি, ঈশ্বরের দাসদাসীর পক্ষে খুবই মন্দ। যে কেউ ঈশ্বরের সেবা করে, তার পক্ষে এসমস্ত কিছু থেকে বিরত থাকা আবশ্যক। সুতরাং এসমস্ত কিছু থেকে বিরত থাক, যেন তুমি ঈশ্বরের উদ্দেশে জীবনযাপন করতে পার ও তাদেরই মধ্যে তালিকাভুক্ত হতে পার যারা এসমস্ত থেকে বিরত থাকে। অতএব, এটিই সেই সমস্ত যা থেকে তোমাকে বিরত থাকতে হবে।’

[৭] তিনি বলে চললেন, ‘এখন কিন্তু শোন সেই সমস্ত কিছু যা থেকে তোমাকে বিরত থাকতে নেই, বরং যা তোমাকে করতে হবে। যা কিছু মঙ্গলকর, তা থেকে বিরত থেকো না, বরং তাতে রত থাক।’

[৮] আমি বললাম, ‘মহাশয়, যা যা মঙ্গলকর, সেই সমস্ত কিছুর প্রতাপ আমাকে বুঝিয়ে দিন, যাতে আমি সেই পথে চলতে পারি ও সেই সমস্ত সেবা করতে পারি, ফলে যেন তাতে রত থেকে আমি পরিত্রাণ পেতে পারি।’

তিনি বললেন, ‘শোন মঙ্গলের কর্মসকল, যে কর্মে তোমাকে রত থাকতে হবে ও যা থেকে বিরত থাকতে নেই। [৯] প্রথমত, বিশ্বাস, ঈশ্বরভীতি, ভালবাসা ও একচিত্ত, পুণ্যকথন, সত্য, ধৈর্য; মানবের জীবনে এগুলোর চেয়ে শ্রেয়তর আর কিছুই নেই। যে কেউ এসমস্ত পালন করে ও এসমস্ত থেকে বিরত থাকে না, এজীবনে সে সুখী হবে। [১০] এখন এ সমস্ত কর্মের পরবর্তী কর্মসকল শোন, বিধবাদের সেবা করা, এতিম ও অভাবীদের দেখাশুনা করা, ঈশ্বরের দাসদাসীদের তাদের দাসত্ব অবস্থা থেকে মুক্ত করা (ক), অতিথিপরায়ণ হওয়া কেননা আতিথেয়তায় দয়াধর্ম অনুশীলন করার সুযোগ পাওয়া যেতে পারে, কারও প্রতিরোধ না করা, কোমলপ্রাণ হওয়া, সকল মানুষের চেয়ে দীনহীন হওয়া, বৃদ্ধদের শ্রদ্ধা করা, ন্যায্যতা অনুশীলন করা, ভ্রাতৃত্ব বজায় রাখা, অপমান সহ্য করা, উদারমনা হওয়া, আক্রোশ পোষণ না করা, আত্মায় নিষ্পেষিত যারা তাদের সান্ত্বনা দেওয়া, বিশ্বাসত্যাগে পতিত যারা তাদের দূর করে না দিয়ে বরং তাদের

ফিরিয়ে আনা ও তাদের আশ্বাস দেওয়া, পাপীদের সতর্কবাণী শোনানো, গরিব ঋণীকে অত্যাচার না করা, আর সেই সমস্ত কিছু যা এসমস্তের মত।'

[১৩] তিনি বলে চললেন, 'তুমি কি মনে কর, এসমস্ত কিছু মঙ্গলকর?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, মহাশয়, এর চেয়ে মঙ্গলকর কী থাকতে পারে?'

তিনি বললেন, 'তবে এসমস্ত বিষয়ে অগ্রসর হও ও এসমস্ত থেকে বিরত থেকো না, তবে তুমি ঈশ্বরের উদ্দেশে জীবনযাপন করবে। [১২] অতএব তুমি এই আজ্ঞা পালন কর। মঙ্গল করলে ও মঙ্গল থেকে বিরত না থাকলে, তবে তুমি ঈশ্বরের উদ্দেশে জীবনযাপন করবে, আর যারা তেমনটি করে, তারা সকলে ঈশ্বরের উদ্দেশে জীবনযাপন করবে। তাই, যা মন্দ, তুমি যদি তেমন কাজ না কর ও তা থেকে বিরত থাক, তবে ঈশ্বরের উদ্দেশে জীবনযাপন করবে, এবং যারা এ আজ্ঞাগুলো পালন করে ও এগুলোতে অগ্রসর হয়, তারা সকলে ঈশ্বরের উদ্দেশে জীবনযাপন করবে।'

নবম আজ্ঞা

৩৯ [১] তিনি আমাকে বললেন, 'তোমা থেকে দ্বিভাব দূর করে দাও, এবং "প্রভুর বিরুদ্ধে এত পাপ করার পর আমি কি করে তাঁর কাছে প্রার্থনা করব ও তাঁর কাছ থেকে কিছু পাব?" মনে মনে এধরনের কথা ব'লেও প্রভুর কাছে কোনও কিছু যাচনা করায় কোনও মতে দ্বিভাব হয়ো না। [২] এসমস্ত ভেবো না বরং সমস্ত হৃদয় দিয়ে প্রভুর দিকে ফিরে সন্দেহটুকুও পোষণ না ক'রে তাঁর কাছে যাচনা কর, তবে তুমি তাঁর মহান করুণার অভিজ্ঞতা করবে, কেননা তিনি তোমাকে একা ফেলে রাখবেন না, বরং তোমার আত্মার মিনতি পূরণ করবেন। [৩] কেননা ঈশ্বর মানুষদের মত নন যারা আক্রোশ বজায় রাখে, তিনি বরং অপমান ভুলে যান, ও তাঁর আপন সৃষ্টজীবের প্রতি করুণানিধান।

[৪] তাই তুমি জগতের যত অসার বিষয় থেকে ও উপরে উল্লিখিত যত পাপ থেকে হৃদয় শুদ্ধ কর, পরে প্রভুর কাছে যাচনা কর আর তুমি সমস্ত কিছু পাবে। যদি সন্দেহ পোষণ না করে প্রভুর কাছে যাচনা কর, তবে তোমার সমস্ত মিনতিতে তুমি সাড়া পাবে। [৫] কিন্তু যদি মনে মনে সন্দেহ কর, তবে যা যা মিনতি করেছ, সেই সমস্ত বিষয়ে কিছুই পাবে না। কেননা যারা ঈশ্বরের প্রতি সন্দেহ পোষণ করে, তারাই সেই দ্বিভাব মানুষ

যারা তাদের মিনতি থেকে একেবারে কিছুই পাবে না। [৬] অপরদিকে যারা বিশ্বাসে সিদ্ধতাপ্রাপ্ত, তারা প্রভুতে ভরসা রেখেই সমস্ত কিছু মিনতি করে, এবং সন্দেহ না করে ও কোনও মতে দ্বিভাব না হয়ে যাচনা করে বিধায় সমস্তই পায়।

যে কেউ দ্বিভাব, সে মনপরিবর্তন না করলে তার পক্ষে পরিত্রাণ পাওয়া বেশ কঠিন হবে।

[৭] তাই তুমি তোমার হৃদয় সমস্ত দ্বিভাব থেকে শুদ্ধ কর, বিশ্বাস পরিধান কর কেননা বিশ্বাস শক্তিশালী, এবং ঈশ্বরে বিশ্বাস কর, তবেই যা কিছু যাচনা কর তা তুমি পাবে। আর এমনটি হলে যে, প্রভুর কাছে কোনও কিছু মিনতি করার পর তা ধীরেই পাও, তবে, তোমার আত্মার যাচনায় শীঘ্রই সাড়া পাওনি বলে দ্বিভাব হয়ো না, কেননা ধীরেই সাড়া পাওয়াটি অবশ্যই, হয় একটা পরীক্ষা, না হয় এর কারণ হল তোমার কোনও একটা দোষ যা বিষয়ে তুমি সচেতন নও। [৮] এজন্য তুমি তোমার আত্মার মিনতি উপস্থাপন করায় ক্ষান্ত হয়ো না, আর তুমি সাড়া পাবেই। কিন্তু তুমি নিরুৎসাহী হলে বা তোমার যাচনায় দ্বিভাব হলে তবে নিজেতেই দোষারোপ কর, তাঁকে দোষী গণ্য করো না যিনি তোমাকে সমস্ত কিছু মঞ্জুর করতে প্রস্তুত।

[৯] দ্বিভাব বিষয়ে সাবধান, কেননা দ্বিভাব নির্বোধ ও ক্ষতিকর, ও অনেককে বিশ্বাস থেকে উৎপাটন করে, এমনকি তাদেরও উৎপাটন করে যারা খুবই দৃঢ়বিশ্বাসী ও বলবান। কেননা তেমন দ্বিভাব দিয়াবলের ভাই, ও ঈশ্বরের দাসদাসীদের বিরুদ্ধে যথেষ্ট অনিষ্ট সাধন করে। [১০] তাই তুমি দ্বিভাব অবজ্ঞা কর, এবং সেই শক্তিশালী ও প্রবল বিশ্বাস পরিধান ক'রে সমস্ত ক্রিয়াকর্মে দ্বিভাবের উপর প্রভুত্ব কর; কেননা বিশ্বাস সমস্তই প্রতিশ্রুত হয়, সমস্তই পূরণ করে; কিন্তু দ্বিভাব নিজেকেও অবিশ্বাস করায় যত কাজে হাত দেয় তত কাজে অকৃতকার্য হয়।'

[১১] তিনি বলে চললেন, 'তাই তুমি দেখতে পাচ্ছ, বিশ্বাস ঊর্ধ্ব থেকে, প্রভু থেকেই আসে, ও মহা প্রতাপের অধিকারী; কিন্তু দ্বিভাব (ক) এমন পার্থিব আত্মা যা দিয়াবল থেকে আগত ও যার কোনও প্রতাপ নেই। সুতরাং যা প্রকৃত প্রতাপের অধিকারী, তুমি সেই বিশ্বাসের সেবা কর, ও যার কোন প্রতাপ নেই, সেই দ্বিভাব থেকে

দূরে থাক, তবে তুমি ঈশ্বরের উদ্দেশে জীবনযাপন করবে, ও তেমন মনোভাবের অধিকারী যারা, তারা সকলে ঈশ্বরের উদ্দেশে জীবনযাপন করবে।'

দশম আজ্ঞা

৪০ [১] তিনি আমাকে বললেন, 'তোমা থেকে বিষণ্ণতা দূর করে দাও, কেননা এও দ্বিভাব ও তিক্ততার বোন।'

[২] আমি বললাম, 'মহাশয়, বিষণ্ণতা কেমন করে তাদের বোন হতে পারে? কেননা আমার মনে হয়, তিক্ততা এক জিনিস, দ্বিভাব আর এক জিনিস, আর বিষণ্ণতা আর এক জিনিস।'

তিনি বললেন, 'মানুষ, তুমি কেমন নির্বোধ! তুমি কি একথা বোঝ না যে, সকল মন্দাত্মাদের চেয়ে বিষণ্ণতাই অধিক মন্দ, এবং ঈশ্বরের দাসদাসীদের পক্ষে বিষণ্ণতাই সবচেয়ে ক্ষতিকর আত্মা! অন্যান্য যত মন্দাত্মাদের চেয়ে বিষণ্ণতাই মানুষকে দূষিত করে ও সেই পবিত্র আত্মাকে তাড়িয়ে দেয়; আবার কিন্তু আমাদের পরিত্রাণ এনে দেয়।'

[৩] আমি বললাম, 'হ্যাঁ, মহাশয়, আমি নির্বোধ মানুষ, এবং এসমস্ত উপমা বুঝি না, কেননা বিষণ্ণতা কেমন করে সেই পবিত্র আত্মাকে তাড়ায় আবার কিন্তু পরিত্রাণ এনে দেয়? তা আমি বুঝি না।'

[৪] তিনি বললেন, 'শোন, যারা সত্য সম্পর্কে কখনও অনুসন্ধান করেনি, ঈশ্বরত্ব সম্পর্কেও কখনও জ্ঞান পাবার চেষ্টা করেনি, কিন্তু কেবল বিশ্বাসী হওয়াতেই তুষ্ট, এবং ব্যবসা, ধন, বিধর্মীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব (ক), ও জাগতিক অন্য যত ব্যাপারে ব্যস্ত; এক কথায়, যারা এসমস্ত কিছুতে নিমজ্জিত হয়ে জীবন কাটায়, তারা ঐশ্বরিক উপমাগুলো বোঝে না, কেননা তারা এসমস্ত কর্মকান্ড দ্বারা অন্ধকারে পড়ে ও কলুষিত হয়ে আস্তে আস্তে শুকিয়ে যায়। [৫] যেমন উত্তম আঙুরখেত অবহেলিত হলে কাঁটাগাছ ও নানা আগাছার চাপে অনুর্বর হয়, তেমনি যে মানুষ বিশ্বাসী হওয়ার পর উপরে উল্লিখিত সমস্ত ব্যাপারে পতিত হয়, তারাও নিজেদের বিচারবুদ্ধিতে প্রবঞ্চিত হয় ও ধর্মময়তা সম্পর্কে কিছুই বোঝে না। এমনকি, তারা যখন ঈশ্বর বা সত্য সম্পর্কে কথা শোনে, তখনও তাদের মন তাদের ব্যবসা নিয়ে ব্যস্ত থাকে ও প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করে না। [৫] কিন্তু

যারা ঈশ্বরভীরু, তারা ঈশ্বর ও সত্য সম্পর্কে অনুসন্ধান করে, ও তাদের অন্তর প্রভুর প্রতি নিবদ্ধ; এরা সাথে সাথেই উপলব্ধি করে, ও তাদের যা বলা হয়, তা তারা বোঝে, কেননা নিজেদের অন্তরে প্রভুভয় উপস্থিত আছে; আর যেখানে প্রভু বসবাস করেন, সেখানে মহা জ্ঞানও রয়েছে। সুতরাং প্রভুকে আঁকড়ে ধরে থাক, আর তুমি সমস্তই বুঝবে ও উপলব্ধি করবে।'

৪১ [১] তিনি বললেন, 'হে নির্বোধ মানুষ, এবার শোন কেমন করে বিষণ্নতা সেই পবিত্র আত্মাকে তাড়িয়ে দেয় আবার পরিত্রাণ এনে দেয়। [২] যখন দ্বিভাব মানুষ কোনও একটা কাজে হাত দেয় ও তার নিজের দ্বিভাবের কারণে সেই কাজে অকৃতকার্য হয়, তখন বিষণ্নতা সেই মানুষের অন্তরে প্রবেশ ক'রে সেই পবিত্র আত্মাকে বিষণ্নতায় নিমজ্জিত করে ও তাকে তাড়িয়ে দেয়। [৩] আবার, যেই কারণে হোক যখন আক্রোশই মানুষকে আঁকড়িয়ে ধরে আর সেই মানুষ অধিক তিক্ততায় আক্রান্ত হয়, তখনও বিষণ্নতা আক্রোশ-প্রবণ সেই মানুষের অন্তরে প্রবেশ করে; তখন সেই মানুষ, যা যা করেছে, তার জন্য বিষণ্ন হয়ে মনপরিবর্তন করে যেহেতু মন্দ কাজ করে ফেলেছে। [৪] তেমন বিষণ্নতাই পরিত্রাণ এনে দেয়, কেননা সেই মানুষ মন্দ কাজ করার ব্যাপারে মনপরিবর্তন করে। অতএব, কাজ দু'টোই আত্মাকে বিষণ্ন করে, দ্বিভাবও বিষণ্নতা আনে যেহেতু সেই মানুষ কৃতকার্য হতে পারেনি, আক্রোশও সেই পবিত্র আত্মাকে বিষণ্ন করে যেহেতু সেই মানুষ মন্দ কাজ করে ফেলেছে। তাই দ্বিভাব ও আক্রোশ দু'টোই পবিত্র আত্মার বিষণ্নতার কারণ। [৫] তাই তুমি তোমা থেকে বিষণ্নতা দূর কর, তোমার অন্তরে নিবাসী সেই পবিত্র আত্মাকে অত্যাচার করো না, যাতে এমনটি না হয় যে, সেই আত্মা ঈশ্বরের কাছে সমর্থন প্রার্থনা ক'রে তোমা থেকে চলে যায়। [৬] কেননা মানুষের মাংসে সঞ্চারিত ঈশ্বরের সেই আত্মা বিষণ্নতা ও অত্যাচার সহ্য করে না।'

৪২ [১] 'অতএব আনন্দই (ক) পরিধান কর। কেননা আনন্দ সবসময়ই ঈশ্বরের অনুগ্রহের পাত্র ও তাঁর গ্রহণীয়, কেননা তিনি আনন্দে কেমন যেন পুষ্পিতই হন। আর তা ঘটে যেহেতু আনন্দিত মানুষ শুভকর্মে রত থাকে, তার চিন্তাসকল শুভময়, আর সেই মানুষ বিষণ্নতা অবজ্ঞা করে। [২] অপরদিকে বিষণ্নতা-প্রবণ মানুষ সবসময় মন্দ কাজ

করে। প্রথমত, সে মন্দ কাজ করে কারণ সেই পবিত্র আত্মাকে বিষণ্ন করে যাকে আনন্দের মধ্যেই মানুষকে দেওয়া হয়েছিল; দ্বিতীয়ত, সেই পবিত্র আত্মাকে বিষণ্ন করার পর সেই মানুষ প্রার্থনা না করায় ও প্রভুর স্তুতিবাদ না করায় মন্দ কাজ করে। কেননা বিষণ্নতা-প্রবণ মানুষের প্রার্থনা ঊর্ধ্বে, ঈশ্বরের বেদির কাছে যাওয়ার ক্ষমতা কখনও রাখে না।'

[৩] আমি বললাম, 'কেনই বা বিষণ্নতা প্রবণ মানুষের প্রার্থনা ঊর্ধ্বে, সেই বেদির কাছে যেতে পারে না?'

তিনি বললেন, 'কারণ বিষণ্নতা সেই মানুষের অন্তর দখল করে বসেছে, প্রার্থনার সঙ্গে মিশে গেছে বিধায় বিষণ্নতা প্রার্থনাকে শুদ্ধ অবস্থায় ঊর্ধ্বে, সেই বেদির কাছে, যেতে দেয় না। কেননা যেমন আঙুররসের সঙ্গে সির্কা মিশিয়ে দিলে একই স্বাদ আর থাকে না, তেমনি পবিত্র আত্মার সঙ্গে বিষণ্নতা মেশাবার পর প্রার্থনার কর্মশক্তিও আর একই নয়। [৪] তাই ক্ষতিকর বিষণ্নতা থেকে নিজেকে শোধন কর, তবে ঈশ্বরের উদ্দেশে জীবনযাপন করবে। আর যারা নিজেদের অন্তর থেকে বিষণ্নতা দূর করে দেবে ও আনন্দ পরিধান করবে, তারা সকলে ঈশ্বরের উদ্দেশে জীবনযাপন করবে।'

একাদশ অজ্ঞা

৪৩ [১] তিনি আমাকে কয়েকটা লোক দেখালেন যারা একটা লম্বা চৌকিতে বসে ছিল, আর একটা মানুষকেও দেখালেন যে এক চেয়ারে বসে ছিল (ক)। তখন তিনি আমাকে বললেন, 'যারা সেই লম্বা চৌকিতে বসে আছে, তুমি কি তাদের দেখতে পাচ্ছ?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, মহাশয়, তাদের দেখতে পাচ্ছি।'

তিনি বললেন, 'তারা বিশ্বাসী মানুষ, আর যে লোকটা চেয়ারে বসে আছে, সে হল এমন নকল নবী যে ঈশ্বরের দাসদাসীদের বিচারবুদ্ধি নষ্ট করে। তবু সে দ্বিভাব মানুষদেরই বিচারবুদ্ধি নষ্ট করে, প্রকৃত বিশ্বাসীদের নয়। [২] তাই দ্বিভাব মানুষেরা জাদুকরেরই কাছে যেন তার কাছে যায়, ও তাকে নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনুসন্ধান করে। আর ঐশ্বরিক আত্মার প্রতাপের অভাবী হওয়ায় সেই নকল নবী তাদের মন রেখে ও তাদের কুকামানা অনুযায়ী উত্তর দেয়, এতে তারা যা ইচ্ছা করে, সে সেই অনুসারেই

তাদের আত্মাদের ভরিয়ে তোলে। [৩] সে তো অসার, তাই অসার মানুষদের অসার উত্তর দেয়। আর তার কাছে যেই বিষয় উপস্থাপন করা হয়, সে সেই মানুষের অসারতা অনুসারে উত্তর দেয়। কিন্তু তবুও সে সত্যময় কথাও বলে, কেননা কোন না কোন ধার্মিকের পতন ঘটাবার লক্ষ্যে দিয়াবল সেই নবীকে তার নিজের আত্মায় পূর্ণ করে। [৪] তাই যারা প্রভুতে দৃঢ়বিশ্বাসী ও সত্যে পরিবৃত, তারা সকলে তেমন আত্মাদের আঁকড়ে না ধরে বরং সেগুলো থেকে নিজেদের দূরে রাখে। কিন্তু যারা দ্বিভাব ও পলকে পলকে মন পাল্টায়, তারা সকলে বিধর্মীদের মত ভবিষ্যৎ কথন অনুশীলন করায় লজ্জাকর প্রতিমাপূজা-পাপে দায়ী হয়। কেননা যে কেউ কোনও নকল নবীর কাছে যেকোন বিষয় অনুসন্ধান করে, সে প্রতিমাপূজক, সত্যবিহীন ও নির্বোধ। [৫] কেননা ঈশ্বরের দেওয়া কোনও আত্মা অনুসন্ধানের অধীন হতে রাজী নয়, সেই আত্মা বরং ঐশ্বরিক প্রতাপের অধিকারী ও সর্ববিষয়ে নিজে থেকেই কথা বলে যেহেতু সে ঊর্ধ্ব থেকে, ঐশ্বরিক আত্মার প্রতাপ থেকেই আগত। [৬] অপরদিকে যে আত্মা জিজ্ঞাসার অপেক্ষায় থাকে ও মানুষের লালসার সঙ্গে তাল মিলিয়ে কথা বলে, সেই আত্মা পার্থিব ও হালকা, কোনও প্রতাপ রাখে না, ও কোনও জীজ্ঞাসা না থাকলে কিছুই বলে না।'

[৭] আমি বললাম, 'মহাশয়, তাহলে মানুষ কেমন করে বুঝতে পারবে তাদের মধ্যে কে প্রকৃত নবী ও কে নকল নবী?'

তিনি বললেন, 'উভয় নবী সম্পর্কে আমার কথা শোন, আর আমি তোমাকে বলব, যাতে তুমি প্রকৃত নবীকে ও নকল নবীকে নির্ণয় করতে পার।

যে ঐশ্বরিক আত্মার অধিকারী, তাকে তুমি তার জীবনাচরণের ভিত্তিতেই পরীক্ষা কর। [৮] প্রথমত, যে কেউ ঊর্ধ্ব থেকে আগত আত্মার অধিকারী, সে কোমলপ্রাণ, শান্তশিষ্ট ও বিনয়ী; সে সমস্ত মন্দকাজ ও জাগতিক কুকামনা থেকে নিজেকে দূরে রাখে, সকল মানুষের মধ্যে নিজেকে নগণ্য মনে করে, কারও অনুসন্ধানের সামনে কখনও কোনও উত্তর দেয় না, একা একা কথা বলে না, কেননা মানুষ যখনই কথা বলতে ইচ্ছা করে, তখনই যে সেই পবিত্র আত্মা কথা বলে এমন নয়, বরং সে সেই ক্ষণেই কথা বলে যখন ঈশ্বরই ইচ্ছা করেন সে কথা বলবে। [৯] তাই যখন ঐশ্বরিক আত্মার অধিকারী মানুষ এমন ধার্মিক মানুষদের সমাবেশে আসে যারা ঐশ্বরিক আত্মায় বিশ্বাসী, ও তেমন

মানুষদের সমাবেশে ঈশ্বরের কাছে মিনতি অর্পণ করা হয়, তখনই নবীয় আত্মার দূত সেই মানুষের উপরে অধিষ্ঠান করে তাকে দখল করেন, আর তখনই সেই মানুষ সেই পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হওয়ায় জনসমাবেশে সেইভাবে কথা বলে যেইভাবে ঈশ্বর ইচ্ছা করেন। [১০] ঐশ্বরিক আত্মা এভাবেই পরিষ্কারভাবে প্রকাশ পাবে, আর ঐশ্বরিক আত্মা সম্পর্কে এটিই প্রভুর প্রতাপ।'

[১১] তিনি বলে চললেন, 'এখন সেই আত্মা সম্পর্কে কথা শোন, যে আত্মা পার্থিব, অসার, নির্বোধ, যে আত্মা কোনও প্রতাপ রাখে না।

[১২] প্রথমত, যাকে মনে হয় সেই আত্মার অধিকারী, সেই মানুষ নিজেকে ফাঁপিয়ে তোলে, প্রধান আসনের অধিকারী হতে ইচ্ছা করে, সাথে সাথে উদ্ধত, নির্লজ্জ ও বাচাল হয়ে ওঠে, অতিরিক্ত ভোগবিলাসে ও অন্য বহু প্রবঞ্চনায় জীবন কাটায়, ভাববাণীর বিনিময়ে অর্থ দাবি করে, যার ফলে সে যদি টাকা না পায় তাহলে কোনও ভাববাণী উচ্চারণ করে না। এমনটি কি হতে পারে যে সেই পবিত্র আত্মা ভাববাণী দেবার জন্য অর্থ দাবি করে? ঈশ্বরের প্রকৃত নবীর পক্ষে তেমন ব্যবহার অসম্ভব, কিন্তু সেই নবীদের আত্মা পার্থিব। [১৩] দ্বিতীয়ত, নকল নবী কখনও ধার্মিকদের সমাবেশের ধারেও আসে না, বরং তেমন জনসমাবেশ থেকে দূরে থেকে দ্বিভাব ও অসার মানুষদের সঙ্গ আঁকড়িয়ে ধরে তাদেরই কাছে গোপন জায়গায় ভাববাণী দেয়, আর যেহেতু তারা অসার, সেজন্য সে তাদের লালসা অনুযায়ী সমস্ত বিষয়েই অসার কথন দ্বারা তাদের প্রবঞ্চনা করে। ঠিক একটা খালি পাত্র যা নানা খালি পাত্রের মধ্যে রাখা হয়, ঘা দিলে পাত্রটা ভাঙে না, কিন্তু পাত্রটা ও অন্যান্য পাত্রগুলো সমানভাবে বাজে। [১৪] কিন্তু যখন এমনটি হয় যে, সেই নকল নবী ধার্মিক মানুষদেরই সমাবেশে এসে উপস্থিত হয় যারা ঐশ্বরিক আত্মার অধিকারী ও প্রার্থনা নিবেদন করছে, তখন পার্থিব আত্মা ভয়তে সেই নকল নবীর কাছ থেকে চলে গেলে নবীটা খালি হয়ে যায়, বোবার মত দাঁড়ায় ও এতই প্রবলভাবে ভেঙে যায় যে একটা কথামাত্রও উচ্চারণ করতে পারে না।

[১৫] তুমি আঙুররস ও তেলের পাত্রগুলো এক ভাণ্ডারে রাখার পর যদি সেগুলোর মধ্যে খালি একটা পাত্রও রাখ, তাহলে যখন তুমি সেই ভাণ্ডার থেকে সমস্ত কিছু সরাতে চাইবে, তখন তুমি দেখবে যে, যে পাত্র তুমি খালি রেখেছিলে, তা এখনও খালি।

তেমনিভাবে যে নবীরা খালি, তারা যখন ন্যায়বান মানুষদের আত্মার সংসর্গে আসে, তাদেরও সেই একই অবস্থায় পাওয়া যাবে যে অবস্থায় তারা এসেছিল।

[১৬] এই যে, দুই প্রকার নবীদের বিষয়ে শিক্ষা পেয়েছ, এভাবে তাদের জীবনধারণ ও কাজকর্ম থেকে তুমি নিজে সেই মানুষকে নির্ণয় করতে পার যে নিজেকে অনুপ্রাণিত বলে দাবি করে। [১৭] তাই যে আত্মা ঈশ্বর থেকে আগত ও প্রতাপের অধিকারী, তাতেই তুমি বিশ্বাস রাখ, কিন্তু যে আত্মা পার্থিব ও অসার, তাতে বিশ্বাস রেখো না, কেননা দিয়াবল থেকে আগত বলে সে কোনও প্রতাপ রাখে না।

[১৮] এবার তোমাকে যা বলতে যাচ্ছি, সেই উপমা শোন। একটা পাথর হাতে নিয়ে তা আকাশের দিকে ছুড়ে মার, আর দেখ পাথরটা আকাশকে আঘাত করতে পারে কিনা। অথবা একটা নল ধরে আকাশের দিকে তার জল মার, আর দেখ নলটা আকাশে কোনও গর্ত করতে পারে কিনা।'

[১৯] আমি বললাম, 'মহাশয়, তেমন কিছু কেমন করে হতে পারে! আপনি যা বলছেন, সেই ব্যাপার দু'টোই সম্ভব নয়।'

তিনি বললেন, 'ব্যাপার দু'টো যেমন সম্ভব নয়, পার্থিব আত্মাগুলোও তেমনি প্রতাপবিহীন ও দুর্বল।

[২০] এখন ঊর্ধ্ব থেকে আগত প্রতাপের কথা ধর। শিলাবৃষ্টিও সামান্যতম দানামাত্র, কিন্তু মানুষের মাথায় পড়লে তখন সেই মানুষের কেমন ব্যথা! আবার, এমন জলের ফোঁটার কথা ধর যা ঘরের চাল থেকে মাটিতে পড়ে, সেই ফোঁটা পাথরেও গর্ত করে। [২১] তাই তুমি দেখতে পাচ্ছ, ঊর্ধ্ব থেকে যা মাটিতে পড়ে, তা ক্ষুদ্র হয়েও তা মহা প্রতাপের অধিকারী ; তেমনি ঊর্ধ্ব থেকে আগত ঐশ্বরিক আত্মাও প্রতাপশালী। তাই তুমি এই আত্মাতেই বিশ্বাস রাখ, অপর আত্মাকে দূরে রাখ।'

দ্বাদশ আজ্ঞা

৪৪ [১] তিনি আমাকে বললেন, 'তোমা থেকে সমস্ত মন্দ বাসনা দূর করে দাও, শুভ ও পুণ্য বাসনা পরিধান কর। এ বাসনায় পরিবৃত হয়ে তুমি মন্দ বাসনা ঘৃণা করবে ও তোমার ইচ্ছামত সেগুলো দমন করবে। [২] কেননা মন্দ বাসনা নিষ্ঠুর, ও তা দমন

করতে কঠিন; তাছাড়া বাসনাটি ভয়ঙ্কর, ও তার নিষ্ঠুরতায় মানুষকে একেবারে বিনষ্ট করে। তার হাতে যে পড়ে, সে ঈশ্বরের কোন অবিবেচক দাস হলে তবে সে তা দ্বারা ভয়ঙ্করভাবে ধ্বংসিত হবে। তথাপি সেই বাসনা কেবল তাদেরই ধ্বংস করে যারা শুভ বাসনার আবরণ দ্বারা সংরক্ষিত না হয়ে এজগতের সঙ্গে মেলামেশা করে থাকে; এদেরই সেই বাসনা মৃত্যুর হাতে তুলে দেয়।'

[৩] আমি বললাম, 'মহাশয়, মন্দ বাসনার ক্রিয়াকাণ্ডের মধ্যে কোনগুলো মানুষকে মৃত্যুর হাতে তুলে দেয়? সেগুলো আমাকে জানিয়ে দিন, আমি যেন সেগুলো থেকে দূরে থাকতে পারি।'

তিনি বললেন, 'তবে শোন কোন কোন ক্রিয়াকাণ্ড দ্বারা মন্দ বাসনা ঈশ্বরের দাসদাসীকে মৃত্যুর হাতে তুলে দেয়।'

৪৫ [১] 'সর্বপ্রথমে রয়েছে পরের স্ত্রী বা স্বামীর প্রতি লোভ; পরে ভোগবিলাস ও উচ্ছৃঙ্খল অপব্যয়, নিষ্প্রয়োজন ও অতিরিক্ত খাদ্য-পানীয়ের প্রতি প্রবণতা, ও তেমন বাজে ভোগবিলাসের প্রতি প্রবণতা। যেকোন বিলাসিতাই বাজে, ও ঈশ্বরের দাসদাসীর পক্ষে অসার। [২] সুতরাং যা কিছু ভোগলালসা, তা সবই মন্দ, তা ঈশ্বরের দাসদাসীকে মৃত্যুর হাতে চালিত করে, কেননা এই ভোগলালসা দিয়াবলের ধূর্ত কন্যা। তাই এমনটি প্রয়োজন রয়েছে যত মন্দ বাসনা থেকে দূরে থাকা, যাতে দূরে থাকায় তোমরা ঈশ্বরের উদ্দেশে জীবনযাপন কর। [৩] কিন্তু যারা এ বাসনাগুলোকে নিজেদের উপর প্রভুত্ব চালাতে দেয় ও সেগুলোকে প্রতিরোধ করে না, অবশেষে তারা সকলে বিনষ্ট হবে, কেননা এ বাসনাগুলো প্রাণনাশী।

[৪] তাই তুমি ধর্মময়তার বাসনা পরিধান কর ও প্রভুভয় হাতিয়ার করে সেগুলোকে প্রতিরোধ কর। কেননা ঈশ্বরভীতি সেই বাসনায় বাস করে যা শুভময়। মন্দ বাসনা যদি দেখে, তুমি ঈশ্বরভীতি হাতিয়ার করে আছ ও তার প্রতিরোধ কর, তবে তোমা থেকে দূরে পালাবে, ও তোমার অস্ত্রের ভয়তে আর কখনও নিজেকে দেখাবে না। [৫] তাই তুমি তার উপর জয়ী হও, ও বিজয়মালায় ভূষিত হয়ে ধর্মময়তার বাসনার সাক্ষাতে হাজির হও, তার হাতে তোমার অর্জিত বিজয়মালা তুলে দিয়ে তার সেবায় রত থাক

যেইভাবে সে ইচ্ছা করে। তুমি শুভ বাসনার সেবা করলে ও তার অধীনে থাকলে, তুমি মন্দ বাসনার উপর প্রভুত্ব করতে ও তোমার ইচ্ছামত তাকে বশীভূত করতে পারবে।'

৪৬ [১] আমি বললাম, 'মহাশয়, আমি জানতে ইচ্ছা করি, কিভাবে আমাকে শুভ বাসনার সেবা করতে হবে।'

তিনি বললেন, 'শোন। ধর্মময়তা, দৃঢ়তা, প্রভুভয়, বিশ্বাস, কোমলতা, ও যা কিছু এগুলোর সদৃশ তারই সাধক হও। এসমস্ত কিছুর সাধক হলে তুমি ঈশ্বরের প্রিয় দাস হবে ও তাঁর উদ্দেশে জীবনযাপন করবে, আর যে কেউ শুভ বাসনার সেবা করবে, সে ঈশ্বরের উদ্দেশে জীবনযাপন করবে।'

এভাবে তিনি বারো আজ্ঞা সমাপ্ত করলেন, তারপর আমাকে বললেন, 'এ আজ্ঞাগুলো তোমাকে দেওয়া হয়েছে; এগুলোতে চল, এবং যারা তোমার কথা শুনবে, তাদের উৎসাহিত কর যাতে তাদের মনপরিবর্তন তাদের জীবনের বাকি সমস্ত দিন ধরে অকপট থাকে। [৩] আমি এই যে সেবাকর্ম তোমার হাতে তুলে দিচ্ছি, তা তুমি সযত্নে চালিয়ে যাও, তাতে শ্রম কর, কেননা যারা মনপরিবর্তন করতে উদ্যত, তুমি তাদের অনুগ্রহের পাত্র হবে আর তারা তোমার কথা মেনে চলবে। আমি তোমার সঙ্গে থাকব ও তোমাকে বিশ্বাস করার জন্য তাদের প্রেরণা দেব।'

[৪] আমি তাঁকে বললাম, 'মহাশয়, এ আজ্ঞাগুলো মহান, চমৎকার ও গৌরবময়; এবং মানুষ এগুলো পালন করতে পারলে তবে এই আজ্ঞাগুলো তার অন্তর আনন্দিত করে তুলতে সক্ষম। কিন্তু জানি না, মানুষ এই আজ্ঞাগুলো পালন করতে পারবে কিনা, কেননা এই আজ্ঞাগুলো অত্যন্ত কঠিন।'

[৫] তিনি বললেন, 'তুমি যদি মনস্থ কর এগুলো পালনীয়, তবে এগুলো সহজেই পালন করবে আর এগুলো কঠিন হবে না; কিন্তু যদি ইতিমধ্যে তোমার অন্তরে এগুলো না পালন করার এমন চিন্তা ঢুকে থাকে যে, এগুলো পালন করা সম্ভব নয়, তবে নিশ্চয়ই এগুলো তুমি কখনও পালন করবে না। [৬] যাই হোক, আমি তোমাকে বলছি, তুমি এগুলো পালন না করে অবহেলাই করলে তবে পরিত্রাণ পাবে না, তুমিও না, তোমার

সন্তানেরাও নয়, তোমার বাড়ির সকলেও নয়, কারণ ইতিমধ্যে তুমি নিজে নিজেকে বিচার করেছ একথা ভেবে যে, মানুষের পক্ষে এই আজ্ঞাগুলো পালন করা সম্ভব নয়।'

৪৭ [১] তিনি এ শেষ কথা এমন কঠোরতার সঙ্গে বললেন যে, আমি হতবুদ্ধি হয়ে পড়লাম ও তাঁর ভয়ে অতিশয় অভিভূত হলাম, কারণ তাঁর চেহারার এমন পরিবর্তন ঘটেছিল যে, কারও পক্ষে তার কঠোর ভাব সহ্য করা সম্ভব হত না। [২] কিন্তু আমাকে এত ভীত ও কুণ্ঠিত দেখে তিনি আমার সঙ্গে কোমল ও শান্ত ভাবে কথা বলতে লাগলেন।

তিনি বললেন, 'নির্বোধ, বুদ্ধিহীন ও দ্বিভাব যে তুমি! তুমি কি জান না ঈশ্বরের গৌরব কেমন মহান, প্রতাপশালী ও বিস্ময়কর? তুমি কি জান না যে তিনি মানুষের খাতিরেই জগৎ সৃষ্টি করলেন, এই নিখিল সৃষ্টিকে মানুষের অধীন করলেন, ও আকাশের নিচে যা কিছু রয়েছে তার উপর প্রভুত্ব করার অধিকার মানুষকে দিলেন? [৩] সুতরাং, মানুষ ঈশ্বরের সমস্ত সৃষ্টবস্তুর প্রভু হয়ে যখন সেগুলোর উপর প্রভুত্ব করে, তখন এই আজ্ঞাগুলোর উপরেও নিজের প্রভুত্ব অনুশীলন করা তার পক্ষে কি সম্ভব হবে না?' তিনি বলে চললেন, 'যে মানুষের অন্তরে প্রভু রয়েছেন, সেই মানুষ সমস্ত কিছু ও এই সমস্ত আজ্ঞার উপরেও প্রভুত্ব করতে সক্ষম। [৪] কিন্তু যাদের ঠোঁটেই মাত্র প্রভু রয়েছেন কিন্তু তাদের হৃদয় কঠিন হয়ে গেছে, যারা প্রভু থেকে দূরে রয়েছে, তাদের পক্ষে অবশ্যই এই আজ্ঞাগুলো কঠিন ও অগম্য।

[৫] তাই অসার ও বিশ্বাসে হালকা যে তোমরা, সেই তোমরা প্রভুকে অন্তরে স্থান দাও, তবে তোমরা জানতে পারবে, এই আজ্ঞাগুলোর চেয়ে আরও সহজ, মধুর ও কোমল কিছুই নেই। [৬] আর দিয়াবলের কঠিন, তিক্ত, নিষ্ঠুর ও জঘন্য আজ্ঞাগুলোর পথে চল যে তোমরা, তোমরা যারা দিয়াবলকে ভয় পাও না, সেই তোমরা মনপরিবর্তন কর, কারণ তোমাদের বিরুদ্ধে সে কোন অধিকার রাখে না। [৭] কেননা আমি, মনপরিবর্তনের দূত যে আমি দিয়াবলের উপর প্রভুত্ব রাখি, সেই আমি তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকব। দিয়াবল কেবল ভয় জাগাতে পারে, কিন্তু তেমন ভয়ের তেজমাত্র নেই। তাই তোমরা তাকে ভয় পেয়ো না, আর সে তোমাদের কাছ থেকে পালাবে।'

৪৮ [১] আমি তাঁকে বললাম, ‘শুনুন, মহাশয়, আমার আরও কিছু কথা আছে।’

তিনি বললেন, ‘তোমার যা ইচ্ছে তা-ই বল।’

আমি বললাম, ‘মহাশয়, মানুষ তো ঈশ্বরের আজ্ঞাবলি পালন করতে বাসনা করে, এবং এমন কেউই নেই যে, সেগুলো পালনে বলবান হবার জন্য ও সেগুলোর অধীন হবার জন্য প্রভুর কাছে প্রার্থনা করে না। কিন্তু দিয়াবল কঠিন, ও মানুষকে চাপিয়ে রাখে।’

[২] তিনি বললেন, ‘যে প্রভুর দাসদাসী সমস্ত হৃদয় দিয়ে তাঁর উপরে ভরসা রাখে, দিয়াবল তাদের চাপিয়ে রাখতে পারে না। দিয়াবল তাদের সঙ্গে লড়াই করতে পারে, কিন্তু তাদের ভূপাতিত করতে পারে না। তাই তোমরা যদি তাকে প্রতিরোধ কর, তাহলে সে পরাস্ত হবে ও লজ্জাভরে তোমাদের কাছ থেকে পালিয়ে যাবে।’

তিনি বলে চললেন, ‘কিন্তু অসার যারা, তারা দিয়াবলকে ভয় পায় কেমন যেন তার সত্যিই প্রতাপ থাকত।

[৩] যদি একটি লোক সেরা আঙুররসে অনেকগুলো পাত্র ভরাট করে ও সেই পাত্রগুলোর মধ্যে কয়েকটা আধ ভরা অবস্থায় রাখে, পরে যখন সে পাত্রগুলো দেখবার জন্য ফিরে আসে, তখন ভরা পাত্রগুলোকে সে পরীক্ষা করে না, যেহেতু সে জানে যে সেগুলো ভরা, বরং আধ ভরা যে পাত্র, সেগুলোর আঙুররসই পরীক্ষা করে এই ভয়ে যে, আঙুররস টক হয়েছে। কারণ আধ ভরা পাত্রের আঙুররস সহজে টক হয় আর আঙুররসের স্বাদ নষ্ট হয়। [৪] তেমনি দিয়াবলও তাদের লোভ দেখাবার জন্য ঈশ্বরের সকল দাসদাসীর কাছে আসে; যারা বিশ্বাসে ভরা, তারা প্রতাপের সঙ্গে তাকে প্রতিরোধ করে আর সে তাদের কাছ থেকে সরে যায় যেহেতু কোনও প্রবেশপথ খুঁজে পায় না। তখন খালি ও দুর্বল যারা, সে তাদের কাছে যায়, এবং প্রবেশপথ খুঁজে পেয়ে তাদের অন্তরে ঢুকে তাদের সঙ্গে যা ইচ্ছে তাই করে, তাতে তারা তার দাস হয়।’

৪৯ [১] ‘কিন্তু মনপরিবর্তনের দূত যে আমি, সেই আমি তোমাদের বলছি, দিয়াবলকে ভয় পেয়ো না।’ তিনি বলে চললেন, ‘কেননা তোমরা যারা সমস্ত হৃদয় দিয়ে মনপরিবর্তন কর, আমি সেই তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকতে ও বিশ্বাসে তোমাদের

বলবান করতে প্রেরিত হয়েছি। [২] সুতরাং তোমরা ঈশ্বরে বিশ্বাস কর, সেই তোমরা যারা তোমাদের পাপকর্মের কারণে জীবনলাভে হতাশ হয়েছ ও পাপের উপর আরও পাপ জমিয়ে নিজেদের জীবন ভারাক্রান্ত করেছ। তোমরা যদি সমস্ত হৃদয় দিয়ে প্রভুর দিকে ফের, যদি তোমাদের জীবনের বাকি সমস্ত দিন ধরে ধর্মময়তা সাধন কর ও তাঁর ইচ্ছা অনুসারে ন্যায়নিষ্ঠ হৃদয়ে তাঁর সেবা কর, তবে তিনি তোমাদের আগেকার পাপকর্ম নিরাময় করবেন আর তোমরা দিয়াবলের কর্মসকলের উপর প্রভুত্ব করার অধিকার পাবে। কিন্তু দিয়াবলের প্রতাপ তোমরা কোন মতে ভয় পেয়ো না, কেননা সে একটা মৃত মানুষের পেশীতন্ত্রের মত তেজহীন। [৩] তাই আমাকে শোন, তাঁকেই ভয় কর যিনি সমস্ত প্রতাপের অধিকারী, যিনি ত্রাণ করার ও বিনাশ করার অধিকার রাখেন। এ আজ্ঞাগুলো পালন কর, তবে তোমরা ঈশ্বরের উদ্দেশে জীবনযাপন করবে।'

[৪] আমি বললাম, 'মহাশয়, এখন আমি প্রভুর সমস্ত নির্দেশ পালন করার শক্তি পেয়েছি, কারণ আপনি আমার সঙ্গে সঙ্গে আছেন, আর আমি জানি, আপনি দিয়াবলের সমস্ত প্রতাপ নিঃশেষিত করবেন, আর আমরা তার উপর প্রভুত্ব করতে পারব, তার কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধেও জয়ী হয়ে উঠব। মহাশয়, আশা রাখি, আপনি এই যে আজ্ঞাগুলো আমাকে দিয়েছেন, আমি প্রভুর সহায়তায় তা পালন করতে পারব।'

[৫] তিনি বললেন, 'তোমার হৃদয় প্রভুর উদ্দেশে শুদ্ধ হলে তবে তুমি সেই আজ্ঞাগুলো পালন করতে পারবে, আর যারা নিজেদের হৃদয় এজগতের অসার বাসনা থেকে শোধন করবে, তারা সকলে সেগুলো পালন করতে পারবে ও ঈশ্বরের উদ্দেশে জীবনযাপন করবে।'

আমার কাছে পালকের উপস্থাপিত উপমামালা

প্রথম উপমা

৫০ [১] তিনি আমাকে বললেন, ‘তোমরা তো জান যে, ঈশ্বরের দাসদাসী বলে তোমরা প্রবাস-দেশে জীবনযাপন করছ; এও জান যে, তোমাদের নগর এ নগর থেকে অনেক দূরে।

তাই তোমরা যদি তোমাদের সেই নগর জান যেখানে একদিন তোমাদের বাস করার কথা, তবে কেন এইখানে জমিজমা, দামী দামী ভবন, বাড়িঘর ও অসার বাসস্থানের ব্যবস্থা কর? [২] যে কেউ এই নগরের জন্যই এসমস্ত ব্যবস্থা করে, সে নিজের প্রকৃত নগরে ফিরে যেতে সক্ষম নয়। [৩] হে নির্বোধ, দু-মনা ও হতভাগা মানুষ, তুমি কি এ বোঝ না যে, এসমস্ত তোমার পক্ষে বৈদেশিক ও ভিনদেশী একজনের ক্ষমতার অধীন? কেননা এই নগরের কর্তৃপক্ষ বলবে, তুমি যখন আমার বিধিনিয়ম মেনে চল না, তখন আমি চাই না তুমি আমার এ নগরীতে বাস করবে, অন্যত্র চলে যাও। [৪] তাই তুমি জমিজমা, বাসস্থান ও অন্য ধরনের বহু সম্পত্তির অধিকারী হলে যখন সেই কর্তৃপক্ষের দ্বারা বিতাড়িত হবে, তখন তুমি যে জমিজমা, বাড়ি ও বাকি সমস্ত বিষয় নিজের জন্য ব্যবস্থা করেছিলে, তা নিয়ে তুমি কি করবে? এবং এদেশের কর্তৃপক্ষ যখন তোমাকে বলল, হয় আমার বিধিনিয়ম মেনে চল, না হয় আমার দেশ থেকে বের হও, তখন সে ন্যায্য কথা বলল। [৫] তাই স্বদেশের বিধিনিয়মের অধীন যে তুমি, সেই তুমি কী করবে? তোমার জমিজমা ও অন্যান্য সম্পদের খাতিরে তুমি কি তোমার নাগরিকত্ব অস্বীকার করে নিজেকে এই নগরের বিধিনিয়মের অধীন করবে? সাবধান, তোমার নিজের নাগরিকত্ব অস্বীকার করা বিপদজনক, কেননা যদি একদিন তুমি তোমার প্রকৃত নগরে ফিরে আসতে চাও, তাহলে তুমি গৃহীত হবে না, এমনকি, নাগরিক হিসাবে তোমার অধিকার অস্বীকার করায় তুমি নগর থেকে বিতাড়িত হবে। [৬] তাই সাবধান থাক, আর যখন বিদেশেই বাস করছ, তখন প্রয়োজনীয় বিষয় ছাড়া নিজের জন্য অন্য কিছুই যোগাড় করো না; এবং তৈরী থাক, যাতে এই নগরের কর্তৃপক্ষ যখন বিধি-লঙ্ঘনের দায়ে তোমাকে বিতাড়িত করবে, তখন তুমি যেন তোমার প্রকৃত নগরের দিকে

রওনা হতে পার ও শত্রুভাব ছাড়া বরং মনের আনন্দেই তোমার বিধিনিয়মের অধীন হতে পার।

[৭] প্রভুর সেবা কর ও প্রভুকে অন্তরে বরণ কর যে তোমরা, সেই তোমরা সতর্ক থাক। তাঁর আজ্ঞাবলি ও দেওয়া অঙ্গীকার সকল মনে রেখে ঈশ্বরের কর্মসকল সম্পাদন কর, ও বিশ্বাস কর যে, তাঁর আজ্ঞাগুলো পালিত হলে তিনি তাঁর সেই সমস্ত অঙ্গীকার পূরণ করবেন। [৮] সুতরাং, কোনও জমি না কিনে তোমরা বরং এক একজনের সামর্থ্য অনুসারে অত্যাচারিতদের প্রাণ মুক্ত কর, বিধবা ও এতিমদের সহায়তা কর, তাদের অবজ্ঞা করো না, এবং ঈশ্বর থেকে যে যে ধনসম্পদ গ্রহণ করেছ, তা তেমন জমিজমাতে ও বাড়িঘরেই লাগাও। ৯ মহাপ্রভু এজন্যই তোমাদের ধনবান করেছিলেন, যেন তোমরা তাঁর হয়ে এই সমস্ত সেবাকর্ম সম্পাদন কর। এই ধরনেরই জমিজমা ও বাড়িঘর কেনা উত্তম কাজ, কেননা যখন তুমি তোমার প্রকৃত নগরীতে ফিরে যাবে, তখন সেখানে সেগুলো ফিরে পাবে। [১০] এধরনেরই সম্পদ সুন্দর ও পুণ্যময়, এতে কোনও দুশ্চিন্তাও নেই, ভয়ও নেই, বরং আনন্দ-সুখে পরিপূর্ণ সম্পদ। তাই তোমরা বিধর্মীদের মত ধনসম্পদের পিছনে যেয়ো না, কেননা ঈশ্বরের দাসদাসী যে তোমরা, সেই তোমাদের পক্ষে তা অনুপযোগী। [১১] সেই ধনসম্পদেরই পিছনে যাও, যেটা তোমাদের দান করে আনন্দ-সুখ। চালাকি করো না, পরের বিষয়-সম্পত্তি স্পর্শ করো না, তা লোভও করো না, কেননা পরের দ্রব্যের লোভ করা অন্যায়। তুমি তোমার কাজকর্ম কর, তবে পরিত্রাণ পাবে।'

দ্বিতীয় উপমা

৫১ [১] আমার মাঠের দিকে যেতে যেতে আমি একটা শিরীষগাছ ও একটা আঙুরলতা লক্ষ করলাম; সেই গাছ দু'টো ও সেগুলোর ফলের কথা ভাবছিলাম, এমন সময় পালক আমাকে দেখা দিয়ে বললেন, 'শিরীষগাছ ও আঙুরলতা সম্পর্কে তুমি মনে মনে কী ভাবছ?'

আমি বললাম, 'মহাশয়, আমি ভাবছিলাম, গাছ দু'টো একটা অপরটার সঙ্গে খাপ খায়।'

[২] তিনি বললেন, 'এ গাছ দু'টো ঈশ্বরের দাসদাসীর জন্য দৃষ্টান্ত স্বরূপ।'

আমি বললাম, 'গাছ দু'টোর যে দৃষ্টান্তের কথা আপনি বলছেন, আমি সেই দৃষ্টান্ত বুঝতে ইচ্ছা করছিলাম।'

তিনি বললেন, 'তুমি কি এই শিরীষগাছ ও এই আঙুরলতা দেখতে পাচ্ছ?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, মহাশয়, আমি গাছ দু'টো দেখতে পাচ্ছি।'

[৩] তিনি বললেন, 'এই আঙুরলতা ফলদায়ী, কিন্তু শিরীষগাছ ফলদায়ী নয় (ক)। কিন্তু আঙুরলতা যদি শিরীষগাছের গায়ে না ওঠে, তবে বেশি ফল দিতে পারে না, আর যে অল্প ফল দেয়, সেগুলো মাটিতে ছড়িয়ে থাকায় পচে যায় যেহেতু সেগুলোর অবলম্বন নেই। কিন্তু যখন আঙুরলতা শিরীষগাছের গায়ে লেগে থাকে, তখন নিজের জন্য ও শিরীষগাছের জন্যও ফল দেয়। [৪] তাই তুমি দেখতে পাচ্ছ, আঙুরলতার চেয়ে এই শিরীষগাছও কম ফল দেয় না, এমনকি, হয় তো লতার চেয়ে বেশি ফল দেয়।'

আমি বললাম, 'মহাশয়, কীভাবে শিরীষগাছ বেশি ফল দেয়?'

তিনি বললেন, 'কারণ যখন আঙুরলতা শিরীষগাছের গায়ে লেগে থাকে, তখন প্রচুর ও সুন্দর ফল দেয়, কিন্তু যখন মাটিতে ছড়িয়ে থাকে তখন যে ফল দেয়, তা অল্প ও পচা। অতএব, উপমাটি ঈশ্বরের দুই শ্রেণির দাসদাসীর বেলায় প্রযোজ্য, তথা ধনহীন ও ধনবানদের বেলায়।'

[৫] আমি বললাম, 'মহাশয়, ব্যাপারটা আমাকে বুঝিয়ে দিন।'

তিনি বললেন, 'শোন, ধনবান ব্যক্তি সম্পদশালী বটে, কিন্তু ঈশ্বরের কাছে যে যে সম্পদ মূল্যবান, সেই ক্ষেত্রে সে ধনহীন, যেহেতু নিজের ধনসম্পদ নিয়ে সে অতিব্যস্ত। তাছাড়া তার প্রার্থনা ও প্রভুর স্তুতিবাদ খুবই সঙ্কীর্ণ, আর শুধু তা নয়, তার সেই প্রার্থনা ও স্তুতিবাদ দুর্বল ও ক্ষুদ্র ধরনের, তার কোন ঊর্ধ্বগামী শক্তি নেই। কিন্তু ধনবান ব্যক্তি একথা বিশ্বাস ক'রে যে, সে ধনহীনের জন্য যা কিছু করে তা ঈশ্বরের কাছে মজুরি বলে গণ্য যেহেতু প্রার্থনা ও স্তুতিবাদে ধনহীন ব্যক্তিই ধনবান ও তার প্রার্থনা ঈশ্বরের কাছে মহা ক্ষমতা রাখে, তখন ধনবান ব্যক্তি ধনহীনের সঙ্গে মিলিত হয়ে তার যা যা প্রয়োজন তা তাকে দেয়। তাই ধনবান ব্যক্তি দ্বিধা না করে সর্ববিষয়ে ধনহীনকে সাহায্য করে। [৬] আর এদিকে ধনহীন ব্যক্তি ধনবানের দ্বারা সাহায্য পাওয়ায় ঈশ্বরকে ধন্যবাদ

জানিয়ে, যে তাকে দিয়েছিল, তার হয়ে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে। এভাবে ধনবান ধর্মাগ্রহী হয়ে ধনহীনের যত্ন নিতে থাকে যাতে জীবিকার জন্য যা প্রয়োজনীয় তাতে ধনহীন অভাবী হয়ে না থাকে, কেননা সে জানে, ধনহীনের প্রার্থনা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে গ্রহণীয় ও মূল্যবান। [৭] আর এইভাবে দু'জনে মিলিত হয়ে যে যার কাজকর্ম সম্পাদন করে, কেননা ধনহীন ব্যক্তি সেই প্রার্থনা নিবেদনে রত থাকে যেটায় সে ধনবান (আর এটি এমন দান যা সে ঈশ্বর থেকে পেয়েছে); সেই প্রার্থনা-দান সে স্বয়ং ঈশ্বরকে ফিরিয়ে দেয় যিনি তাকে তেমন প্রার্থনা-দান দিয়েছেন। একই প্রকারে ধনবান ব্যক্তি যে ধন ঈশ্বর থেকে পেয়েছে দ্বিধা না করে তা দিয়ে ধনহীনের প্রয়োজন মেটায়; আর তার এই কর্ম মহান ও ঈশ্বরের কাছে গ্রহণীয়, কেননা সে দেখায়, নিজের সম্পদের বিষয়ে সে সুবিবেচক, এবং ধনহীনের কাছে প্রভুর দান অর্পণ করায় সে তার নিজের সেবাকর্ম ন্যায়ের সঙ্গে সম্পন্ন করে।

[৮] সুতরাং মানুষের বিবেচনায় এমনটি মনে হয়, শিরীষগাছ কোনও ফল দেয় না; কিন্তু তারা জানে না ও ভাবেও না যে, অনাবৃষ্টির সময়ে শিরীষগাছ তার জমা আর্দ্রতা দিয়ে আঙুরলতার জন্য পুষ্টি যোগায়, যার ফলে আঙুরলতা প্রয়োজনীয় আর্দ্রতা লাভে দ্বিগুণ ফল ফলায়, নিজেরও জন্য ও শিরীষগাছেরও জন্য। এভাবে ধনহীনেরাও ধনবানদের হয়ে প্রভুর কাছে প্রার্থনা করায় ধনবানদের ধনে যা অভাব তা পরিপূরণ করে, আর ধনবানেরা ধনহীনদের প্রয়োজন মিটিয়ে তাদের জীবনে যা অভাব তা পরিপূরণ করে। [৯] এভাবে দু'জনেই পুণ্যকর্মের সহভাগী। যে কেউ এভাবে ব্যবহার করে, সে ঈশ্বর দ্বারা পরিত্যক্ত হবে না, বরং সে জীবিতদের পুস্তকে তালিকাভুক্ত হবে। [১০] সুখী তারা, যারা ধনের অধিকারী হয়ে একথা বোঝে যে, তাদের ধন প্রভু থেকে আগত; কেননা যে কেউ একথা বোঝে, সে নিজের সেবাকর্ম উত্তমরূপে সম্পন্ন করতে পারবে।'[খ]

তৃতীয় উপমা

৫২ [১] তিনি আমাকে পাতা ছাড়া কতগুলো গাছ দেখালেন যা আমার মনে হচ্ছিল প্রায়ই শুষ্ক; সবগুলো দেখতে সমান ছিল। আর তিনি আমাকে বললেন, 'তুমি কি এ গাছগুলো দেখতে পাচ্ছ?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, মহাশয়, দেখতে পাচ্ছি, সবগুলোই সমান ও শুষ্ক।'

তিনি বললেন, 'যে গাছগগুলো তুমি দেখতে পাচ্ছ, সেগুলো হল তারা যারা এজগতে বাস করে।'

[২] আমি বললাম, 'মহাশয়, তবে এগুলো কেনই বা সবই সমান ও প্রায়ই শুষ্ক?'

তিনি বললেন, 'কারণ এজগতে কে কে ধার্মিক ও কে কে পাপী তা দেখা যায় না, সকলেই সমান। ধার্মিকদের জন্য এজগৎ শীতকাল; তারা পাপীদের সঙ্গে থাকে, তারা যে ধার্মিক, তা দেখা যায় না। [৩] কেননা শীতকালে পাতা পড়ে গেলে গাছপালা সবগুলোই সমান, আর কোনটা শুষ্ক ও কোনটা সবুজ-সতেজ, তা নির্ণয় করা সম্ভব নয়। তেমনি কে কে ধার্মিক ও কে কে পাপী, তা এজগতে দেখা সম্ভব নয়; সকলেই সমান।'

চতুর্থ উপমা

৫৩ [১] তিনি আমাকে পুনরায় কতগুলো গাছ দেখালেন, কয়েকটা সবুজ-সতেজ হচ্ছিল, কয়েকটা ছিল শুষ্ক। তিনি আমাকে বললেন, 'তুমি কি এ গাছগুলো দেখতে পাচ্ছ?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, মহাশয়, দেখতে পাচ্ছি কতগুলো গাছ সবুজ-সতেজ, কতগুলো শুষ্ক।'

[২] তিনি বললেন, 'এই যে গাছগুলো সবুজ-সতেজ, সেগুলো হল সেই ধার্মিকেরা যাদের ভাবী জগতে বসবাস করার কথা; কেননা ভাবী জগৎ ধার্মিকদের জন্য গরমকাল, কিন্তু পাপীদের জন্য শীতকাল। যখন প্রভুর দয়া নিজের বিভায় সবকিছু উদ্ভাসিত করবে (ক), তখন পরিষ্কার প্রকাশ পাবে কে কে ধার্মিক; সকল মানুষের প্রকৃত রূপ স্পষ্ট প্রকাশ যাবে। [৩] যেমন গরমকালে প্রতিটি গাছের ফল পরিষ্কার প্রকাশ পায় ও এক

একটাকে তার প্রকৃত রূপ অনুসারে চেনা যায়, তেমনি সেসময় ধার্মিকদের ফলও পরিষ্কার প্রকাশ পাবে, ও সেই জগতে কে কে সবুজ-সতেজ, তা জানা যাবে। [৪] কিন্তু বিধর্মী ও পাপী যারা, অর্থাৎ সেই শুষ্ক গাছগুলো যা তুমি দেখতে পাচ্ছ, তাদের বেলায় স্পষ্টভাবে প্রকাশ পাবে যে, সেই জগতে তারা শুষ্ক ও ফলহীন; তাদের পুড়িয়ে দেওয়া হবে কাঠের মত, আর তাতে স্পষ্ট প্রকাশ পাবে যে, জীবনকালে তাদের আচরণ ছিল জঘন্য। পাপীদের পুড়িয়ে দেওয়া হবে যেহেতু তারা পাপ করেছে ও মনপরিবর্তন করেনি, কিন্তু বিধর্মীদের পুড়িয়ে দেওয়া হবে যেহেতু তারা তাদের স্রষ্টাকে জানতে পারেনি।

[৫] তাই তুমি ফলবান হও, যেন সেই ভাবী গরমকালে তোমার ফল প্রকাশিত হয়। কিন্তু অতিরিক্ত ব্যবসা থেকে নিজেকে দূরে রাখ, তবে পাপকর্মে পতিত হবে না, কেননা যারা অতিরিক্ত ব্যবসায় রত থাকে, তারা তাদের সেই ব্যবসায় ব্যস্ত থাকায় ও তাদের প্রভুকে কোনও কিছুতেই সেবা না করায় অতিরিক্ত পাপকর্মও করে।'

[৬] তিনি বলে চললেন, 'তেমন মানুষ যখন প্রভুর সেবা করে না, তখন কেমন করে সে প্রভুর কাছে প্রার্থনা করতে ও তাঁর কাছ থেকে কিছু পেতে পারবে? যে কেউ তাঁর সেবা করে, সে যা মিনতি করে তা পায়; কিন্তু যে কেউ তাঁর সেবা করে না, সে কখনও কিছু পাবে না। [৭] কিন্তু যে কেউ কেবল এক কর্মে রত থাকে, সে প্রভুকেও সেবা করতে পারবে, কেননা তার মন প্রভু থেকে বিকৃত হয় না, আর সে শুদ্ধ মনে তাঁর সেবা করতে পারবে। [৮] তুমি সেইমত ব্যবহার করলে, তবে ভাবী জগতের উদ্দেশে ফলবান হতে পারবে। আর যে কেউ সেইমত করে, সে ফলবান হবে।'

পঞ্চম উপমা

৫৪ [১] একদিন আমি উপবাস পালন করছিলাম। আমি একটা পাহাড়ের উপরে বসে ছিলাম, ও প্রভু আমার জন্য যা কিছু করেছিলেন তার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাচ্ছিলাম, এমন সময় আমি দেখতে পেলাম, পালক আমার পাশে বসে আমাকে বলছেন, 'তুমি কেন এখানে এত সকালে এসেছ?'

আমি বললাম, 'কারণ, হে মহাশয়, আমি "প্রহরা" পালন করছি।'(ক)

[২] তিনি আমাকে বললেন, ‘এই “প্রহরা” কি?’

আমি বললাম, ‘মহাশয়, আমি উপবাস পালন করছি।’

তিনি বললেন, ‘যে উপবাস তোমরা পালন করছ, সেই উপবাস কি?’

আমি বললাম, ‘মহাশয়, আমি প্রথামত উপবাস পালন করছি।’

[৩] তিনি বললেন, ‘প্রভুর উদ্দেশে কিভাবে উপবাস পালন করতে হয়, তা তোমরা জান না; এবং তাঁর উদ্দেশে তোমাদের এই অনর্থক উপবাস পালন, তা প্রকৃত উপবাস নয়।’

আমি বললাম, ‘মহাশয়, আপনি একথা বলছেন কেন?’

তিনি বললেন, ‘আমি আবার বলছি, এই যে উপবাস তোমরা মনে করছ তোমরা পালন করছ, তা কিছুই না। বরং আমি তোমাকে শেখাতে যাচ্ছি কেমন হওয়া উচিত সেই উপবাস যা প্রভুর গ্রহণীয় ও পরিপূর্ণ উপবাস। শোন,—তিনি বললেন,—[৪] তেমন অনর্থক উপবাস প্রভু ইচ্ছা করেন না; ঈশ্বরের উদ্দেশে এধরনের উপবাস পালন করলে তুমি ধর্মময়তা লাভের উদ্দেশে কিছুই কর না। বরং ঈশ্বরের উদ্দেশে এভাবেই উপবাস পালন কর: [৫] তোমার জীবনকালে মন্দ কিছুই করো না, কিন্তু শুদ্ধ হৃদয়ে প্রভুর সেবা কর; তাঁর আজ্ঞাবলি পালন কর ও তাঁর নির্দেশমালার পথে চল; তোমার হৃদয়ে কোনও কুকামনা জাগতে দিয়ো না, বরং ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখ। তুমি যদি এসমস্ত কিছু পালন কর, ঈশ্বরকে ভয় কর ও সমস্ত কুকর্ম থেকে দূরে থাক, তাহলে ঈশ্বরের উদ্দেশে জীবনযাপন করবে। সেইমত করলে তুমি মহা উপবাস পালন করবে, আর এ উপবাস এমন, যা ঈশ্বরের গ্রহণীয়।’

৫৫ [১] ‘উপবাস পালন সম্পর্কে যে উপমা আমি তোমার কাছে উপস্থাপন করতে যাচ্ছি, তা শোন। [২] একটি লোকের একটা মাঠ ও অনেক দাস ছিল। মাঠের একটা অংশ সে আঙুরখেত করল। পরে সে নিজের এমন বিশ্বস্ত ও প্রিয় দাসকে বেছে নিল যাকে সে অনেক টাকার মূল্যে কিনেছিল। তাকে ডেকে সে তাকে বলল, আমি যে আঙুরখেত প্রস্তুত করিয়েছি, তার দায়িত্ব তুমি নাও, এবং আজ থেকে আমার ফিরে আসার দিন পর্যন্ত তার চারদিকে বেড়া দাও; খেতে অন্য কিছু করা দরকার হবে না। আর তুমি যদি

আমার এই আদেশ পালন কর, তাহলে আমি আমার ঘরে তোমাকে স্বাধীন মানুষ হিসাবে থাকতে দেব। আর এই বলে সেই দাসের মনিব বিদেশ যাত্রা করল। [৩] মনিব চলে গেলে সেই দাস কাজে হাত দিয়ে খেতটার চারদিকে বেড়া দিল, আর যখন খেতে বেড়া দেওয়ার কাজ শেষ করল, তখন সে লক্ষ করল, খেত আগাছায় ভরা আছে। [৪] তখন মনে মনে ভাবল, আমি মনিবের এই আদেশ পূরণ করেছি; এখন আমি খেতটা কোপাতে লাগব; কোপানোর পরে খেতটা আরও সুন্দর দেখাবে, এমনকি, আগাছা না থাকায় ও আগাছার চাপও না থাকায় খেতটা আরও ফলবান হবে। তাই সে খেতটা কোপাতে লাগল ও যত আগাছা খেতে ছিল, সেই সমস্ত উপড়ে ফেলল। আঙুরখেত খুবই সুন্দর হল, এবং কোনও আগাছা চাপ না দেওয়ার ফলে অধিক ফলবান হল।

[৫] সময়মত সেই দাসের ও খেতের মনিব ফিরে এল ও আঙুরখেত দেখতে গেল। সে লক্ষ করল, খেতটার চারদিকের বেড়াটা সুন্দর, তাছাড়া খেতটা কোপানোও হয়েছে, সমস্ত আগাছা উপড়ে ফেলা হয়েছে, ও সমস্ত আঙুরগাছ ফলবান; তাতে দাসের কর্মে সে খুবই সন্তুষ্ট হল। [৬] তাই সে যাকে নিজের উত্তরাধিকারী বলে স্থির করেছিল, তার সেই প্রিয় পুত্রকে ডেকে, ও পরামর্শদাতা হিসাবে তার যে বন্ধুবান্ধব ছিল, তাদেরও ডেকে তাদের তা-ই বলল যা সে নিজের দাসকে করতে আদেশ করেছিল, এবং তাদের দেখাল সেই দাস কীনা করেছিল। দাসের বিষয়ে মনিব যা যা বলছিল, সেই বিষয়ে তারা দাসকে অভিনন্দন জানাল। [৭] মনিব তাদের আরও বলল, আমি এই দাসের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, সে আমার আদেশ পূরণ করলে আমি তাকে স্বাধীনতা দেব। আচ্ছা, সে আমার আদেশ পূরণ করেছে, তাছাড়া আঙুরখেতে আরও সুন্দর সুন্দর কাজ করেছে, তাতে আমাকে খুবই সন্তুষ্ট করেছে। তাই সেই কাজের প্রতিদানে আমি তাকে আমার পুত্রের সঙ্গে যৌথ উত্তরাধিকারী করতে ইচ্ছা করি, কারণ যখন তার একটা ভাল চিন্তা হল, সে তা এক পাশে ফেলে না রেখে তা বাস্তবায়িত করল। [৮] মনিবের পুত্র এ সঙ্কল্পে সম্মত হল, তথা, দাস পুত্রের সঙ্গে যৌথ উত্তরাধিকারী হবে।

[৯] কিছু দিন পর সে একটা ভোজসভার আয়োজন করল, এবং অবশিষ্ট খাবারের অনেক কিছু সেই দাসের কাছে পাঠিয়ে দিল। মনিবের পাঠানো সেই খাবার গ্রহণ করে সেই দাস তার যা প্রয়োজন ছিল তা রাখল, এবং বাকি সমস্ত কিছু তার সহ-দাসদের

মধ্যে বিতরণ করে দিল। [১০] তার সহ-দাসেরা সেই খাবার পেয়ে খুব খুশি হল, এবং প্রার্থনা করতে লাগল যেন সে মনিবের অধিক অনুগ্রহের পাত্র হয়, কেননা সে তাদের সঙ্গে সুন্দরভাবে ব্যবহার করেছিল। [১১] মনিব এসমস্ত বিষয় শুনে তার আচরণের জন্য পুনরায় খুবই আনন্দিত হল। সে নতুন করে তার বন্ধুবান্ধবদের ও তার নিজের পুত্রকে ডেকে তাদের কাছে বর্ণনা করল, পাওয়া খাবার নিয়ে সেই দাস কি করেছিল, এবং সেই দাসকে যে পুত্রের সঙ্গে যৌথ উত্তরাধিকারী করার কথা, সেবিষয়ে তারা আরও বেশি সন্তোষ প্রকাশ করল।'

৫৬ [১] আমি তখন বললাম, 'মহাশয়, আমি এ উপমাগুলো বুঝতে পারি না; আমি তাদের অর্থ উপলব্ধি করতে পারব না যদি না আপনি নিজে তাদের বিষয়ে ব্যাখ্যা না করেন।'

[২] তিনি বললেন, 'আমি তোমাকে সমস্ত কিছু ব্যাখ্যা করব, তাও ব্যাখ্যা করব যা তোমাকে বলে এসেছি। [৩] সর্বপ্রথমে, ঈশ্বরের গ্রহণীয় হবার জন্য ও যারা তাঁর বিধান পালন করে তাদের সংখ্যায় যুক্ত হবার জন্য তোমার পক্ষে প্রভুর আজ্ঞাগুলো পালন করা দরকার। কিন্তু ঈশ্বর যা সরাসরি আজ্ঞা করেন, তাছাড়া তুমি যদি অন্য কোনও শুভকর্মও সম্পাদন কর, তবে মহত্তর গৌরব লাভ করবে, এবং সেই শুভকর্ম ছাড়া তুমি তাঁর কাছে যত মর্যাদাপ্রাপ্ত, তার চেয়ে আরও বেশি মর্যাদাপ্রাপ্ত হবে। সুতরাং ঈশ্বরের আজ্ঞাবলি পালন ছাড়া তুমি যদি এসমস্ত সেবাকর্মও যোগদান কর, এবং যদি আমার আজ্ঞামত সেই কর্মসকল পালন কর, তবে মহা পুলকে পুলকিত হবে।'

[৪] আমি বললাম, 'মহাশয়, আপনি যা কিছু আমাকে আজ্ঞা করেন, তা আমি পালন করব, কারণ আমি জানি, আপনি আমার সঙ্গে সঙ্গে আছেন।'

তিনি বললেন, 'আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকব, কারণ শুভকর্মের জন্য তুমি খুবই আগ্রহী; এবং তাদের সকলের সঙ্গে সঙ্গে থাকব যারা তোমার মত আগ্রহী।'

[৫] তিনি বলে চললেন, 'প্রভুর আজ্ঞাবলি যদি পালিত হয়, তবে এই উপবাস পালন উত্তম। অতএব, তুমি এই যে উপবাস পালন করতে যাচ্ছ, তা এইভাবে পালন করবে: [৬] সর্বপ্রথমে, কুকথন থেকে ও কুবাসনা থেকে নিজেকে দূরে রাখ ও জগতের

যত অসারতা থেকে তোমার হৃদয় শোধন কর। কেবল এভাবে ব্যবহার করলেই তোমার উপবাস পালন তোমার পক্ষে সিদ্ধ হবে। [৭] তাছাড়া তুমি এভাবে ব্যবহার করবে, নির্দিষ্ট বিধিনিয়ম সমাধা ক'রে তুমি উপবাসের দিনে রুটি ও জল ছাড়া অন্য কিছু খাবে না, এবং সেই উপবাসের দিনে খাদ্যের জন্য যে খরচ তোমার হত তার হিসাব ক'রে তার অনুরূপ অর্থ কোনও বিধবা বা এতিম বা অভাবী কোনও একজনকে দান করবে। সেইমত করলে তোমার একটা লোকসান হবে বটে, কিন্তু সেই লোকসানের ফল যে পাবে, সে নিজের পেট ভরাতে পারবে ও প্রভুর কাছে তোমার মঙ্গল প্রার্থনা করবে। [৮] তাই তুমি যদি উপবাস সেইভাবে পালন কর যেইভাবে আমি তোমাকে আজ্ঞা করেছি, তবে তোমার যজ্ঞ ঈশ্বরের গ্রহণীয় হবে (ক), তোমার এই উপবাস পালন তোমার পক্ষে লিপিবদ্ধ হবে, এবং এ নিয়ম অনুযায়ী পালিত তোমার শুভকর্ম হবে সুন্দর, মূল্যবান ও প্রভুর গ্রহণীয়।

[৯] তুমি তোমার সন্তানদের সঙ্গে ও তোমার বাড়ির সকলের সঙ্গে এই নির্দেশগুলো পালন কর, তবেই সুখী হবে, এবং যারা এই নির্দেশগুলো শোনে ও পালন করে, তারা সকলে সুখী হবে, ও যা কিছু যাচনা করবে তা প্রভুর কাছ থেকে পাবে।'

৫৭ [১] আমি তাঁকে একান্তই অনুরোধ করলাম, যেন তিনি সেই মাঠ, মনিব, আঙুরখেত, সেই দাস যে খেতের চারদিকে বেড়া দিয়েছিল, সেই বেড়া, সেই আগাছা যা আঙুরখেত থেকে উপড়ে ফেলা হয়েছিল, সেই পুত্র ও পরামর্শদাতা সেই বন্ধুবান্ধব সংক্রান্ত উপমার অর্থ আমাকে বুঝিয়ে দেন। কেননা আমি উপলব্ধি করেছিলাম, সেই সমস্ত কিছু উপমাচ্ছলে বলা হয়েছিল।

[২] তিনি আমাকে বললেন, 'জিজ্ঞাসা করায় তুমি কেমন দুঃসাহসী।' এবং বলে চললেন, 'তোমার পক্ষে জিজ্ঞাসা করা আদৌ উচিত নয়, কারণ কোনও ব্যাখ্যা দরকার হলে তোমাকে ব্যাখ্যা দেওয়া হবে।'

আমি বললাম, 'মহাশয়, আপনি আমাকে যা কিছু দেখান কিন্তু ব্যাখ্যা করেন না, তা দেখা আমার পক্ষে বৃথা, আর আমি কিছুই বুঝব না। একই প্রকারে, আপনি আমার কাছে

উপমাগুলো বর্ণনা করলে কিন্তু তাদের অর্থ আমার কাছে ব্যাখ্যা না করলে আমি বৃথাই আপনার কথা শুনি।'

[৩] তিনি আমাকে আরও বললেন, 'যে কেউ সত্যিকারে ঈশ্বরের দাস ও নিজের অন্তরে প্রভুকে গ্রহণ করে থাকে, সে তাঁর কাছে বুদ্ধি চেয়ে বুদ্ধি পায়; এভাবে সে নিজে থেকে যেকোনো উপমার অর্থ বোঝে, এবং প্রভু যা উপমাচ্ছলে উপস্থাপন করেন, তার অর্থ তার কাছে পরিষ্কার হয়। কিন্তু যারা প্রার্থনায় দুর্বল ও অলস, তারা প্রভুর কাছে যাচনা রাখতে দ্বিধাগ্রস্ত। [৪] তবু প্রভু খুবই করুণাময়, আর যারা তাঁর কাছে চায়, তিনি তাদের সকলকে অবিরতই সমস্ত দান করেন। কিন্তু পবিত্র দূতের প্রতাপের পাত্র যে তুমি, তুমি যে তাঁর কাছ থেকে প্রার্থনার এমন মহৎ মনোভাব পেয়েছ, তুমি যে অলস নও, সেই তুমি কেন প্রভুর কাছে সেই বুদ্ধি চাও না যা তাঁর কাছ থেকে পেতে পার?'

[৫] আমি বললাম, 'মহাশয়, আপনি যখন এখানে আমার সঙ্গে আছেন, তখন আমার পক্ষে আপনারই কাছে যাচনা ও জিজ্ঞাসা উপস্থাপন করা উচিত, কেননা আপনি এমন, যিনি আমাকে এসমস্ত বিষয় দেখিয়ে দেন ও আমার সঙ্গে কথা বলে থাকেন। কিন্তু আপনি উপস্থিত না থাকতেই যদি আমি এসমস্ত দেখতাম ও শুনতাম, তাহলে আমি প্রভুর কাছে প্রার্থনা করতাম যাতে তিনি এসমস্ত আমাকে বুঝিয়ে দেন।'

৫৮ [১] তিনি বললেন, 'একটু আগে আমি তোমাকে বলেছিলাম যে, উপমার ব্যাখ্যা চাওয়ায় তুমি জেদি ও দুঃসাহসী। তাই, যেহেতু তুমি এতে আদৌ ক্ষান্ত হতে পার না, সেজন্য মাঠের উপমা ও তার বাকি সংক্রান্ত বিষয়ের অর্থ তোমাকে বোঝাব, আর তুমি একথা সকলকে অবগত করবে।' তিনি বলে চললেন, 'এখন শোন ও বুঝে নাও।

[২] মাঠ হল এজগৎ (ক), মাঠের মনিব হলেন তিনি যিনি সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন, সঠিকভাবে সাজিয়েছেন ও সুস্থির করেছেন; পুত্রটি হলেন পবিত্র আত্মা; দাসটি হলেন ঈশ্বরের পুত্র; এবং আঙুরলতাগুলো হল এই জনগণ যাকে তিনি রোপণ করলেন। [৩] বেড়াগুলো হলেন প্রভুর পবিত্র দূতগণ যাঁরা এই জনগণকে রক্ষা করেন; যে আগাছা আঙুরখেত থেকে উপড়ে ফেলা হয়, তা হল ঈশ্বরের দাসদাসীর জঘন্য কাজকর্ম; ভোজের যে খাবার মনিব দাসের কাছে পাঠিয়েছিল, তা হল সেই আজ্ঞাগুলো যা তিনি

নিজের পুত্রের মধ্য দিয়ে তাঁর আপন জনগণের কাছে পাঠিয়েছিলেন; সেই বন্ধুবান্ধব ও সেই পরামর্শদাতারা হলেন সেই পবিত্র দূতগণ যাঁরা সমস্ত কিছুর আগে সৃষ্ট হয়েছিলেন; অবশেষে, মনিবের অনুপস্থিতি হল প্রভুর আগমনের আগে যত কাল এখনও বাকি রয়েছে, সেই কাল।’(খ)

[৪] আমি বললাম, ‘মহাশয়, এই সমস্ত বিষয় মহান, বিস্ময়কর ও গৌরবে পরিপূর্ণ।’ আমি বলে চললাম, ‘আমি কেমন করে এসমস্ত বিষয়ের অর্থ বুঝতে পারতাম? এমন কোনও মানুষ নেই, এমনকি সবচেয়ে জ্ঞানী এমন মানুষও নেই যে এ বিষয় বুঝতে পারত। তাছাড়া, হে মহাশয়, আমি আপনাকে যা জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছি, আপনি তাও আমাকে বুঝিয়ে দিন।’

[৫] তিনি বললেন, ‘তোমার যা ইচ্ছে তা-ই বল।’

আমি বললাম, ‘মহাশয়, উপমাতে কেনই বা ঈশ্বরের পুত্র দাসরূপে উপস্থাপিত?’

৫৯ [১] তিনি বললেন, ‘শোন, ঈশ্বরের পুত্র দাসরূপে উপস্থাপিত [নন](ক), কিন্তু তাঁর উপর মহা প্রতাপ ও প্রভুত্ব আরোপ করা হয়।’

আমি বললাম, ‘কিভাবে, হে মহাশয়? আমি তো বুঝতে পারি না।’

[২] তিনি বললেন, ‘কারণ ঈশ্বর আঙুরখেত করলেন, অর্থাৎ তিনি জনগণকে সৃষ্টি করলেন ও তাদের তাঁর আপন পুত্রের হাতে তুলে দিলেন। পুত্র তাদের রক্ষার জন্য তাদের উপর দূতদের নিযুক্ত করলেন ও তিনি নিজে বহু কষ্ট ও শ্রম বহন করে তাদের পাপ থেকে তাদের শোধন করলেন। কেননা বিনা কষ্টে ও বিনা শ্রমে কোনও আঙুরখেত কোপানো সম্ভব হয় না। [৩] এবং এইভাবে জনগণের পাপকর্ম শোধন করে তিনি তাদের দেখালেন জীবনের যত পথ, ও তাদের সেই বিধান দিলেন যা নিজে পিতা থেকে পেয়েছিলেন।

[৪] কিন্তু এখন শোন কেনই বা প্রভু সেই দাসের উত্তরাধিকারের ব্যাপারে তাঁর নিজের পুত্রকে ও তাঁর দূতদের পরামর্শতাদারূপে জড় করলেন।

[৫] সমস্ত কিছুর আগে বিদ্যমান যিনি, নিখিল সৃষ্টির স্রষ্টা যিনি, সেই পবিত্র আত্মাকে ঈশ্বর এমন মাংসে বসবাস করালেন যা তিনি নিজের ইচ্ছাক্রমে স্থির

করেছিলেন। তাই এই যে মাংস যেখানে পবিত্র আত্মা বসবাস করছিলেন, সেই মাংস পুণ্যাচরণে ও শুচিতায় অগ্রসর হতে হতে ও তাঁকে আদৌ কলুষিত না ক'রে সেই আত্মাকে উত্তমরূপেই সেবা করল। [৬] তাই যেহেতু মাংস অনিন্দনীয় ভাবে ও শুচিতার সঙ্গে আচরণ করেছিল, সেই আত্মার সমস্ত কষ্টের সহভাগী হয়েছিল, ও প্রতাপ ও বীরত্ব দেখিয়ে সমস্ত কিছুতে তাঁর সঙ্গে থেকে শ্রম করেছিল, সেজন্য ঈশ্বর পবিত্র আত্মার সঙ্গে সেই মাংসকেও সঙ্গী বলে বেছে নিলেন। এমনটি হল, কারণ এই মাংস পৃথিবীতে পবিত্র আত্মাকে বরণ করতে করতে নিজেকে কলুষিত না করায় তার আচরণ তাঁর প্রীতিকর হয়েছিল। [৭] তাই তিনি পুত্রের কাছে ও গৌরবময় দূতগণের কাছে পরামর্শ চেয়ে নিলেন, যাতে করে এই যে মাংস অনিন্দনীয় ভাবে আত্মার সেবা করে গেছিল, সেই মাংস যেন একটা বিশ্রামস্থান পেতে পারে ও যেন এমনটি মনে না হত যে, মাংসটি নিজের সেবার মজুরি থেকে বঞ্চিত হয়েছিল। কেননা যে যে মাংসে পবিত্র আত্মা বসবাস করেছেন, সেই মাংস যদি অকলুষিত ও নির্মল বলে পরিগণিত হয়, তবে তার প্রাপ্য মজুরি পাবে। [৮] এই যে, এই উপমার ব্যাখ্যাও পেয়েছ।'

৬০ [১] আমি বললাম, 'মহাশয়, এই ব্যাখ্যা শুনতে পেরেছি বলে আমি আনন্দিত।'

তিনি বললেন, 'এখন শোন। তোমার এই মাংসকে পরিশুদ্ধ ও অকলুষিতই রক্ষা কর, যে আত্মা তার মধ্যে বসবাস করে, সেই আত্মা যেন তার পক্ষে সাক্ষ্যদান করে, তাতে মাংসকে ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করা হবে। [২] সতর্ক থাক যেন তোমার অন্তরে এই চিন্তা না ঢোকে যে, তোমার এই মাংস ক্ষয়শীল, এবং এচিন্তার ফলে তুমি কোন না কোন কলুষ দ্বারা মাংসকে অপব্যবহার কর (ক), কারণ যদি তোমার এই মাংসকে কলুষিত কর, পবিত্র আত্মাকেও কলুষিত কর, আর যদি পবিত্র আত্মাকে কলুষিত কর, তবে তুমি জীবনের অধিকারী হবে না।'

[৩] আমি বললাম, 'মহাশয়, আপনার একথা শুনবার আগে যদি কোনও অপরাধ করা হয়ে থাকে, তবে যে মানুষ নিজের মাংসকে কলুষিত করেছে, সে কেমন করে পরিত্রাণ পেতে পারবে?'

তিনি বললেন, 'কেবল ঈশ্বরের পক্ষেই প্রাক্তন অপরাধ নিরাময় করা সম্ভব, কারণ তিনি সমস্ত অধিকার রাখেন। [৪] তাই এখন তুমি নিজেকে রক্ষা কর, তবে সর্বশক্তিমান যিনি, অধিক করুণাময় যিনি, সেই প্রভু তোমার প্রাক্তন অপরাধ থেকে তোমাকে নিরাময় করবেন; অবশ্যই, তুমি যদি ভবিষ্যতে তোমার নিজের মাংসকে ও সেই পবিত্র আত্মাকেও কলুষিত না কর; কেননা মাংস ও পবিত্র আত্মা উভয়ই একই মিলন-বন্ধনে আবদ্ধ, ফলে একইসময় একটিকে কলুষিত করা ও অপরকে অকলুষিত না করা সম্ভব নয়। সুতরাং উভয়কে শুদ্ধ রাখ, তবে ঈশ্বরের উদ্দেশে জীবনযাপন করবে।'

ষষ্ঠ উপমা

৬১ [১] আমি আমার ঘরে বসে ছিলাম ও যা কিছু দেখতে পেয়েছিলাম, তার জন্য প্রভুকে মহিমান্বিত করছিলাম, এবং ভাবছিলাম, সেই আজ্ঞাগুলো সত্যিই সুন্দর, আনন্দদায়ী, গৌরবময়, ও মানুষের আত্মাকে ত্রাণ করতে সক্ষম। তখন আমি মনে মনে বললাম, এই আজ্ঞাগুলোর পথে চললে আমি সুখী হব; আর যে কেউ এগুলোর পথে চলবে, তারা সুখী হবে।

[২] আমি মনে মনে একথা বলছিলাম, হঠাৎ করে আমি দেখতে পেলাম, পালক আমার পাশে বসে আমাকে বলছেন, 'যে আজ্ঞাগুলো তোমাকে দিয়েছি, সেবিষয়ে তুমি কি দ্বিভাব? সেই আজ্ঞাগুলো সুন্দর। আদৌ দ্বিভাব হয়ো না, বরং প্রভুতে বিশ্বাস পরিধান কর, আর সেগুলোতে অগ্রসর হও, কেননা সেগুলো পালনে আমি তোমাকে বলবান করব। [৩] যারা মনপরিবর্তন করতে যাচ্ছে, এই আজ্ঞাগুলো তাদের জন্য উপকারী, কেননা তারা এগুলোর পথে না চললে তবে তাদের মনপরিবর্তন বৃথা কাজ।

[৪] তাই মনপরিবর্তনে রত যে তোমরা, যে কর্ম তোমাদের পথভ্রষ্ট করে, এজগতের সেই কুকর্মসকল দূর করে দাও; তবে ধর্মময়তার সমস্ত গুণাবলি পরিধান করে তোমরা এই আজ্ঞাগুলো পালন করতে সক্ষম হবে, পাপের উপরে আরও পাপ আর যোগ দেবে না। আর যখন আগেকার পাপের সঙ্গে আরও পাপ যোগ দেবে না, তখন তোমরা তোমাদের আগেকার পাপকর্ম থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হবে। সুতরাং আমার এই

আজ্ঞাগুলোর পথে চল, তবে ঈশ্বরের উদ্দেশে জীবনযাপন করবে। স্বয়ং আমিই তোমাদের এসমস্ত কথা বলছি।’

[৫] আমাকে এসমস্ত কথা বলার পর তিনি আমাকে বললেন, ‘এসো, মাঠে যাই; সেখানে গিয়ে তোমাকে মেষগুলোর পালকদের দেখাব।’

আমি বললাম, ‘আচ্ছা মহাশয়, আসুন, সেখানে যাই।’

আর আমরা কোনও একটা সমতল স্থানে গিয়ে পৌঁছলে তিনি আমাকে যুবা একটা পালককে দেখালেন যে হলুদ রঙের পোশাক পরা ছিল। [৬] সে অনেক অনেক মেষ চরাচ্ছিল, এবং মনে হচ্ছিল সেই মেষগুলো শৌখিন, লালস ও ইন্দ্রিয়সুখ ভোগে অতিব্যস্ত ছিল, ও এদিক ওদিক লাফাচ্ছিল। পালক নিজেকেও তার পালকে নিয়ে বেশ খুশি দেখাচ্ছিল, এবং পালক মেষগুলোর মধ্যে ছুটতে ছুটতে তার চেহারা খুবই পুলকিত দেখাচ্ছিল। আমি আরও কতগুলো মেষ দেখতে পেলাম; এগুলোও ইন্দ্রিয়সুখ ভোগে অতিব্যস্ত ও উচ্ছৃঙ্খল, কিন্তু লাফাচ্ছিল না, সবগুলো এক জায়গায় একত্র ছিল।

৬২ [১] তিনি আমাকে বললেন, ‘তুমি কি এ পালককে দেখতে পাচ্ছ?’

আমি বললাম, ‘হ্যাঁ, মহাশয়, তাকে দেখতে পাচ্ছি।’

তিনি বললেন, ‘এ হল ভোগবিলাস ও প্রবঞ্চনার দূত। সে ঈশ্বরের দাসদাসীর আত্মাকে ভোলায়, সত্য থেকে তাদের বিপথে চালায়; সে এমন মন্দ চিন্তা দ্বারা তাদের প্রবঞ্চিত ক’রে তাদের সত্যভ্রষ্ট করে, যে চিন্তাগুলোতে তারা মৃত্যুই পায়। [২] তারা জীবনময় ঈশ্বরের আজ্ঞাবলি ভুলে যায়, প্রবঞ্চনা ও অসার ভোগবিলাসের পথে চলে, শেষে এই দূতের হাতে বিনষ্ট হয়, কয়েকটা মৃত্যুতে, কয়েকটা দূষণে।’

[৩] আমি বললাম, ‘মহাশয়, “মৃত্যুতে” ও “দূষণে” এর অর্থ আমি বুঝতে পারি না।’

তিনি বললেন, ‘শোন, যে মেষগুলো তুমি দেখতে পাচ্ছ খুশি ও লাফাচ্ছে, তারা হল সেই সকল মানুষ যারা ঈশ্বর থেকে নিজেদের একেবারে বিচ্ছিন্ন করেছে ও এজগতের লালসায় নিজেদের তুলে দিয়েছে; এদের জন্য জীবনদায়ী মনপরিবর্তনের সুযোগ নেই, কেননা তারা পাপের উপরে আরও পাপ যোগ দিয়েছে ও ঈশ্বরের নাম নিন্দা করেছে।

এজন্য এদের শেষ নিয়তি হল মৃত্যু। [৪] কিন্তু যে মেষগুলো তুমি দেখতে পাচ্ছ লাফাচ্ছে না, কিন্তু এক জায়গায় শান্তশিষ্ট ভাবে চরছে, এরা হল সেই সকল মানুষ যারা ভোগবিলাসে ও প্রবঞ্চনায় নিজেদের তুলে দিয়েছে বটে, কিন্তু ঈশ্বরনিন্দা করেনি। এরা দূষিত, সত্য থেকে দূরে আছে, কিন্তু এদের জন্য মনপরিবর্তনের আশা আছে, সেই যে মনপরিবকর্তন দ্বারা তারা জীবন ফিরে পেতে পারে। তাই দূষণে নবজীবনের কিছুটা আশা আছে, কিন্তু মৃত্যু অনন্ত বিনাশ ঘটায়।'

[৫] আমি একটু এগোলাম, আর তিনি আমাকে অতিকায় ও বন্য চেহারার অন্য এক পালককে দেখালেন, যে সাদা ছাগের চামড়া পরা ছিল, তার কাঁধে ছিল একটা থলি ও হাতে খুবই শক্ত ও গিঁটপূর্ণ লাঠি, বড় একটা চাবুকও তার ছিল। দেখতে সে এত তিক্তমনা ছিল যে, আমি তার সেই তিক্ততায় আতঙ্কিত হলাম। [৬] এই পালক যুবা পালকের কাছ থেকে মেষগুলো নিত, অর্থাৎ সেইগুলোকে নিত যেগুলো শৌখিন ও খুশি হয়েও তবু লাফাচ্ছিল না, ও সেগুলো এমন এক খাড়া জায়গায় তাড়িয়ে দিত যা কাঁটাঝোপ ও শেয়ালকাঁটায় ভরা; তাতে মেষগুলো সেই কাঁটাঝোপ ও শেয়ালকাঁটা থেকে নিজেদের ছাড়াতে পারছিল না। [৭] তারা সেই কাঁটাঝোপ ও শেয়ালকাঁটায় নিজেদের জড়াত, ও সেই অবস্থায় চরতে চেষ্টা করত, কিন্তু কষ্টভোগ করছিল কারণ পালকও তাদের নিষ্ঠুরভাবে মারত, ও মারতে মারতে বিরামহীন ভাবে তাদের এদিক ওদিক ঠেলা দিত। এ মেষগুলো আদৌ খুশি ছিল না।

৬৩ [১] সেই মেষগুলোকে এত আহত ও নিপীড়িত দে'খে তাদের জন্য আমার মায়া লাগল, তারা যে বিরামহীন ভাবে এত উৎপীড়িত ছিল। [২] যে পালক আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন, তাঁকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'মহাশয়, এই যে পালক এত নির্মম ও নিষ্ঠুর, এই মেষগুলোর জন্য যার একটুকুও মায়া নেই, সে কে?'

তিনি বললেন, 'তিনি হলেন শাস্তির দূত। তিনি ধর্মময় দূতদের একজন বটে, কিন্তু শাস্তি দানে নিযুক্ত। [৩] তাই এজগতের লালসা ও প্রবঞ্চনার পিছনে চলতে চলতে যারা ঈশ্বর থেকে দূরে সরে গেছে, তিনি তাদের ধরে নানা ভয়ঙ্কর দণ্ড দানে তাদের যোগ্য শাস্তি দেন।'

[৪] আমি বললাম, ‘মহাশয়, আমি এই নানা ভয়ঙ্কর শাস্তি সম্পর্কে জানতে চাচ্ছিলাম। সেগুলো কি ধরনের?’

তিনি বললেন, ‘আচ্ছা, এই নানা পীড়ন ও শাস্তির কথা শোন। এগুলো হল এই জীবনের কষ্ট, তাই কেউ কেউ লোকসানে, অন্য কেউ অভাবে, অন্য কেউ অসুস্থতায়, অন্য কেউ নানা ধরনের দুশ্চিন্তায় আহত হয়; আবার অন্য কেউ অযোগ্য লোকদের দ্বারা অপমানিত হয় ও অন্য ধরনের দুর্দশা ভোগ করে। [৫] এমনটি ঘটে যে, অনেকে নিজেদের সঙ্কল্পে অস্থির হয়ে অনেক কিছুতে হাত দেয়, কিন্তু কোন কিছুতেই কৃতকার্য হয় না। তারা বলে, তাদের নানা প্রচেষ্টায় তারা ভাগ্যবান নয়, অথচ তারা এ উপলব্ধি করে না যে, সেই সমস্ত তাদের অপকর্মের ফলে ঘটে; না, তারা বরং প্রভুতে দোষারোপ করে। [৬] তাই সব ধরনের পীড়নে আহত হওয়ার পর, উপযুক্ত শাসনের লক্ষ্যে তাদের আমার হাতে হস্তান্তর করা হয়, যেন প্রভুতে বিশ্বাসে বলবান হয় ও তাদের জীবনের সমস্ত দিন ধরে শুদ্ধ হৃদয়ে প্রভুর সেবা করে চলে। আর তারা যখন মনপরিবর্তন করে, তখন উপলব্ধি করে যে, তারা যা কিছু করেছিল, তা ছিল মন্দ; আর তখন তারা ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত ক’রে একথা বলে যে, তিনি ধর্মময় বিচারকর্তা, এবং স্বীকার করে যে, তারা এক একজন যে যার কুকর্ম অনুযায়ী যোগ্য শাস্তি ভোগ করেছিল। পরবর্তীকালে তারা শুদ্ধ হৃদয়ে প্রভুর সেবা করে চলে, তাদের সমস্ত কাজে কৃতকার্য হয়, ও যা কিছু যাচনা করে, প্রভুর কাছ থেকে সেই সমস্ত পায়। তখন, তাদের যে আমার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল, তারা তার জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানায়, এবং আর কোন কষ্ট ভোগ করে না।’

৬৪ [১] আমি বললাম, ‘মহাশয়, আমাকে আর একটা বিষয় বুঝিয়ে দিন।’

তিনি বললেন, ‘তুমি আর কী জানতে চাও?’

আমি বললাম, ‘মহাশয়, আমি জানতে চাচ্ছিলাম, ভোগবিলাসে ও প্রবঞ্চনায় জীবন কাটিয়েছিল যারা, তারা কত কাল ধরে কষ্টভোক করে; যতকাল তারা ভোগবিলাসে ও প্রবঞ্চনায় জীবন কাটিয়েছিল, ততকাল ধরে কি?’

তিনি বললেন, ‘হ্যাঁ, তারা ততকাল ধরে কষ্টভোগ করে।’

[২] আমি বললাম, ‘মহাশয়, তবে তারা অল্পকাল ধরে শাস্তি ভোগ করে। যারা এত ভোগবিলাসে জীবন কাটায় ও ঈশ্বরকে ভুলে যায়, তাদের উচিত সাত গুণ শাস্তি ভোগ করা।’

[৩] তিনি আমাকে বললেন, ‘তুমি নির্বোধ; শাস্তি যে কতখানি প্রবল, তা তুমি বোঝ না।’

আমি বললাম, ‘ঠিক, মহাশয়, কারণ আমি যদি বুঝতাম, তাহলে চাইতাম না আপনি বিষয়টা আমাকে বোঝাবেন।’

তিনি বললেন, ‘তুমি সেই দু’টোর প্রতাপের কথা শোন। [৪] এসো, ধরে নিই যে, ভোগবিলাস ও প্রবঞ্চনার কাল এক ঘণ্টা মাত্র। কিন্তু এক ঘণ্টা শাস্তি ত্রিশ দিনের প্রতাপের সমান। তাই কেউ যদি ভোগবিলাসে ও প্রবঞ্চনায় কেবল এক দিন কাটায় ও সেই কাল ধরে অর্থাৎ একটা দিন মাত্র শাস্তি ভোগ করে, তাহলে সেই শাস্তির দিন এক বছরব্যাপী প্রসারিত হয় (ক)। সুতরাং, একটি লোক যত দিন ধরে ভোগবিলাসে জীবন কাটিয়েছে, তত বছর ধরে শাস্তি ভোগ করে। তাতে তুমি দেখতে পাচ্ছ যে, ভোগবিলাস ও প্রবঞ্চনার কাল স্বল্প, কিন্তু শাস্তি ও কষ্ট ভোগের কাল দীর্ঘ।’

৬৫ [১] আমি বললাম, ‘মহাশয়, ভোগবিলাস ও প্রবঞ্চনার কাল, এবং শাস্তির কাল সংক্রান্ত ব্যাপারটা আমি এখনও আদৌ বুঝতে পারছি না। আপনি আরও পরিষ্কার ভাবে তা আমাকে বুঝিয়ে দিন।’

[২] তিনি বললেন, ‘তোমার নির্বুদ্ধিতায় তুমি একগুঁয়ে। তুমি তোমার হৃদয় শোধন করতে ও প্রভুর সেবা করতে ইচ্ছুক নও।’ তিনি বলে চললেন, ‘সাবধান, পাছে এমনটি না হয় যে, তোমার কাল পূর্ণ হলে তুমি আজকের মত নির্বোধ বলে পরিগণিত না হও।’

তিনি আরও বললেন, ‘এবার শোন, যাতে তুমি যা বুঝতে ইচ্ছা কর তা বুঝতে পার।

[৩] যে মানুষ এক দিন ধরে ভোগবিলাসে ও প্রবঞ্চনায় জীবন কাটায় ও যা ইচ্ছে তাই করে, সে সর্বাঙ্গীন এত বড় নির্বুদ্ধিতায় পরিবৃত যে, সে যা করছে তা উপলব্ধি করে না; বস্তুতপক্ষে আগের দিন যা করেছে, পর দিন সে তা ভুলে যায়। যে নির্বুদ্ধিতায় সে

সর্বাঙ্গীন পরিবৃত, সেটিই তাকে তার ভোগবিলাস ও প্রবঞ্চনা স্মরণ করতে বাধা দেয়। কিন্তু শাস্তি ও দণ্ড যখন সেই মানুষকে কেবল এক দিনের জন্যও আঁকড়িয়ে ধরে, তখন সে এক বছর ধরেই শাস্তি ও দণ্ড ভোগ করে, কারণ শাস্তি ও দণ্ডের স্মৃতি দীর্ঘস্থায়ী। [৪] সুতরাং, এক বছর ধরে তেমন শাস্তি ও দণ্ড ভোগ ক'রে সেই মানুষ তার ভোগবিলাস ও প্রবঞ্চনার কথা স্মরণ করে, এবং বোঝে যে, সেই ভোগবিলাস ও প্রবঞ্চনার কারণেই সে কষ্টভোগ করছে। তাই যত মানুষ ভোগবিলাসে ও প্রবঞ্চনার মধ্যে জীবন কাটায়, তারা সকলে এইভাবে শাস্তি ভোগ করে, কারণ জীবনের অধিকারী হওয়ার সময়ে তারা নিজেদের মৃত্যুর হাতে তুলে দিয়েছিল।'

[৫] আমি বললাম, 'মহাশয়, কোন প্রকার ভোগবিলাস ক্ষতিকর?'

তিনি বললেন, 'যেকোন কর্মে মানুষ তৃপ্তি পায়, সেটি ভোগবিলাস; তাই ক্রোধ-প্রবণ মানুষ নিজের মেজাজে তৃপ্তি পাওয়ায় ভোগবিলাসী; তেমনি ব্যভিচারী, মাতলামিতে প্রিয়, পরচর্চাকারী, মিথ্যাবাদী, কৃপণ, চোর, ও তারা সকলে যারা এধরনের কাজকর্ম করে, তারা তাদের রোগ প্রশ্রয় দেওয়ায় ভোগবিলাসে জীবন কাটায়। [৬] ঈশ্বরের দাসদাসীর পক্ষে এসমস্ত ধরনের ভোগবিলাস ক্ষতিকর; আর এসমস্ত প্রবঞ্চনার কারণে তারা শাস্তি ও দণ্ড ভোগ করতে বাধ্য।

[৭] কিন্তু তবুও কতগুলো ধরনের ভোগবিলাস রয়েছে, যেগুলো মানুষকে পরিত্রাণ এনে দেয়, কেননা অনেকে আছে যারা শুভকর্ম সাধনে তৃপ্তি পায় ও শুভকর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয় কারণ তাতে সুখ ভোগ করে। তাই এই ভোগবিলাস ঈশ্বরের দাসদাসীর পক্ষে ফলদায়ী ও তেমন মানুষের জন্য জীবনদায়ী। কিন্তু যে যে ক্ষতিকর ভোগবিলাসের কথা বলা হয়েছে, সেগুলো দণ্ড ও শাস্তি এনে দেয়; যারা সেগুলোতে স্থির থাকে ও মনপরিবর্তন করে না, তারা নিজেদের মৃত্যু ঘটায়।'

সপ্তম উপমা

৬৬ [১] কিছু দিন পর আমি তাঁকে আবার সেই একই সমতল স্থানে দেখতে পেলাম যেখানে সেই দুই পালককে দেখেছিলাম। তিনি আমাকে বললেন, 'তুমি কিসের অনুসন্ধানে আছে?'

আমি বললাম, 'মহাশয়, আমি এখানে এসেছি যাতে আপনি শাস্তির দূতকে আমার বাড়ি থেকে দূরে চলে যেতে হুকুম দেন, কারণ তিনি আমাকে অতিরিক্তই উৎপীড়ন করছেন।'

তিনি বললেন, 'এ অবধারিতই যে, তুমি উৎপীড়িত হবে।' তিনি বলে চললেন, 'কারণ যিনি তোমাকে পরীক্ষিত করতে ইচ্ছা করেন, সেই গৌরবময় দূত তোমার বিষয়ে তা-ই হুকুম করেছেন।'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, মহাশয়; কিন্তু আমি এমন কোন্ অধিক মন্দ কাজ করেছি যে, আমাকে এই দূতের হাতে তুলে দেওয়া হবে?'

[২] তিনি বললেন, 'শোন, তোমার পাপকর্ম বহু বটে, কিন্তু এত গুরুতর নয় যে তোমাকে এই দূতের হাতে তুলে দেওয়া হবে; কিন্তু তোমার পরিবার মহা দুষ্টতা ও পাপকর্ম সাধন করেছে, এবং গৌরবময় দূত তাদের পাপকর্মে অধিক ক্রুদ্ধ হয়েছেন, এবং তিনি এই লক্ষ্যেই হুকুম করেছেন তুমি কিছুকালের মত উৎপীড়িত হবে, যাতে তারাও মনপরিবর্তন করে ও এজগতের যত লালসা থেকে নিজেদের শোধন করে। তাই তারা যখন মনপরিবর্তন করবে ও নিজেদের শোধন করবে, তখন শাস্তির দূত তোমার কাছ থেকে দূরে চলে যাবেন।'

[৩] আমি বললাম, 'মহাশয়, তারা যদিও এমন কাজকর্ম সাধন করে থাকে যার ফলে গৌরবময় দূত তাদের উপরে ক্রুদ্ধ, তবুও তাতে আমার কি দোষ?'

তিনি বললেন, 'তারা অন্যভাবে উৎপীড়িত হতে পারে না, যদি না বাড়ির কর্তা যে তুমি, সেই তোমাকেও উৎপীড়ন করা না হয়। কারণ তুমি উৎপীড়িত হলে তারাও অবশ্যই উৎপীড়িত হবে, কিন্তু তুমি সুখ ভোগ করলে তারা প্রকৃত কোন উৎপীড়ন ভোগ করবে না।'

[৪] আমি বললাম, 'কিন্তু দেখুন, হে মহাশয়, তারা ইতিমধ্যে সমস্ত হৃদয় দিয়ে মনপরিবর্তন করেছে।'

তিনি বললেন, 'তারা যে সমস্ত হৃদয় দিয়ে মনপরিবর্তন করেছে, তা আমিও জানি; তাই তুমি কি এমনটি মনে কর যে, মনপরিবর্তন করে যারা, তাদের পাপকর্ম সাথে সাথেই ক্ষমা করা হবে? মোটেই না, বরং যে মনপরিবর্তন করে তার পক্ষে দরকার

আছে, সে নিজের আত্মাকে উৎপীড়ন করবে ও তার সমস্ত কাজকর্মে নিজেকে অবনমিত করবে; হ্যাঁ, তাকে যত ধরনের উৎপীড়নে উৎপীড়িত হতে হবে। আর যে সমস্ত উৎপীড়ন তার উপরে আসে, সে সেগুলো সহ্য করার পর, নিখিলের স্রষ্টা ও সর্বনিয়ন্তা যিনি তিনি তার প্রতি মহাকরুণা দেখাবেন ও তাকে নিরাময় করবেন। [৫] এবং তেমনটি সবসময়ই ঘটে যখন তিনি দেখেন যে, যে ব্যক্তি মনপরিবর্তন করেছে, তার হৃদয় সমস্ত অপকর্ম থেকে শোধিত।

যাই হোক, তোমার পক্ষে ও তোমার বাড়ির পক্ষে এখন উৎপীড়ন ভোগ করা ভালো। কিন্তু আমি তোমাকে এত কথা বলছি কেন? তোমাকে আমার হাতে তুলে দিয়েছেন যিনি, প্রভুর সেই দূত যেমন হুকুম করেছেন, সেই অনুসারে তোমার পক্ষে উৎপীড়ন ভোগ করা অপরিহার্য। তাছাড়া, এসমস্ত কিছুর জন্য প্রভুকে ধন্যবাদ কর, তিনি যে তোমাকে আগে থেকেই এসমস্ত উৎপীড়ন দেখবার যোগ্য গণ্য করেছেন, কারণ এসমস্ত আগে থেকে দেখতে পেয়েছ বিধায় তুমি আরও শক্তির সঙ্গে তা সহ্য করতে পারবে।'

[৬] আমি বললাম, 'মহাশয়, আপনি আমার সঙ্গে থাকুন, তবে আমি সমস্ত উৎপীড়ন সহ্য করতে সক্ষম হব।'

তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, আমি তোমার সঙ্গে থাকব, এমনকি, আমি শাস্তির দূতকে বলব তিনি যেন একটু হালকা ভাবে তোমাকে উৎপীড়ন করেন। কিন্তু তবুও তুমি কিছুকালের জন্য উৎপীড়িত হবে, পরে তোমাকে পুনরায় তোমার বাড়ির সকলের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। তুমি শুধু শুদ্ধ হৃদয়ে বিনম্রতায় ও প্রভুসেবায় রত থাক, তুমি নিজে, তোমার সন্তানেরা, ও তোমার বাড়ির সকলেই রত থাক; আমি যে আজ্ঞাগুলো তোমাকে দিই, সেগুলোর পথে চল, তবেই তোমার মনপরিবর্তন শক্তিশালী ও শুদ্ধ হতে পারবে। [৭] আর যদি তুমি তোমার বাড়ির সকলের সঙ্গে এই আজ্ঞাগুলো পালন কর, তাহলে সমস্ত উৎপীড়ন তোমা থেকে দূরে চলে যাবে।' তিনি বলে চললেন, 'হ্যাঁ, উৎপীড়ন তাদের সকলের কাছ থেকেও দূরে চলে যাবে, যারা আমার এই আজ্ঞাগুলোর পথে চলবে।'

অষ্টম উপমা

৬৭ [১] তিনি আমাকে বড় একটা ঝাউগাছ দেখালেন যা নানা সমভূমি ও পাহাড়পর্বত আবৃত করছিল, আর তার ছায়ায় তারা সকলেই এসে সম্মিলিত হয়েছিল যারা সেই নামে (ক) আহূত। [২] ঝাউগাছের ধারে প্রভুর এক গৌরবময় ও উচ্চতম দূত দাঁড়িয়ে ছিলেন; তিনি বড় একটা কাস্তে দিয়ে ঝাউগাছের শাখা কেটে সেগুলোকে সেই জনগণের মধ্যে বিতরণ করছিলেন যারা গাছের ছায়ায় সম্মিলিত ছিল। তিনি যে শাখা বিতরণ করতেন সেগুলো দেখতে ছিল ছোট্ট লাঠির মত, দৈর্ঘ্যে এক একটা লাঠি এক মিটারের কম। [৩] সকলে নিজ নিজ ছোট্ট লাঠি গ্রহণ করার পর দূত কাস্তে রেখে দিলেন; তখন আমি লক্ষ করলাম, গাছটা ঠিক সেইভাবে সতেজ, যেইভাবে গাছটা প্রথমে দেখেছিলাম।

[৪] বিস্মিত হয়ে আমি মনে মনে বললাম, কেমন করে গাছটা সতেজ হতে পারে যখন তার এতগুলো শাখা কেটে দেওয়া হয়েছে?

পালক আমাকে বললেন, 'এতে বিস্মিত হয়ো না যে, এতগুলো শাখা কেটে দেওয়া সত্ত্বেও গাছটা সতেজ হয়ে থাকল। যখন তুমি সবকিছু দেখতে পাবে, তখন বুঝতে পারবে সেই গাছ আসলে কি।'

[৫] যে দূত জনগণকে লাঠিগুলো বিতরণ করেছিলেন, তিনি সেগুলোকে ফেরত চাইলেন; তাই সকলকে তাঁর সাক্ষাতে ডাকা হত সেই অনুক্রম অনুসারে যে অনুক্রম অনুসারে তারা লাঠিগুলো গ্রহণ করেছিল, এবং এক একজন নিজ নিজ লাঠি ফেরত দিত। আর প্রভুর দূত সেগুলো গ্রহণ করে পরীক্ষা করতেন।

[৬] কারও কাছ থেকে তিনি লাঠিটা শুষ্ক ও পোকায় কাটা অবস্থায় পেলেন; দূত হুকুম দিলেন, যারা তাঁকে লাঠিটা সেই অবস্থায় ফেরত দিয়েছিল, তারা যেন এক পাশে দাঁড়ায়। [৭] অন্য কেউ এমন লাঠি ফেরত দিল যা শুষ্ক, কিন্তু পোকায় কাটা নয়; এদেরও তিনি এক পাশে দাঁড়াবার জন্য হুকুম দিলেন। [৮] আরও কেউ কেউ আধ শুষ্ক লাঠি ফেরত দিল, এদেরও এক পাশে দাঁড় করানো হল। [৯] আবার অন্য কেউ এমন আধ শুষ্ক লাঠি ফেরত দিল যেটায় ফাটল ছিল, এদেরও এক পাশে দাঁড় করানো হল। [১০] অন্য কেউ সবুজ লাঠি ফেরত দিল যেটায় ফাটল ছিল, এদেরও এক পাশে দাঁড় করানো হল; [১১] অন্য কেউ আধ সবুজ ও আধ শুষ্ক লাঠি ফেরত দিল, এদেরও এক

পাশে দাঁড় করানো হল; [১২] আবার অন্য কেউ এমন লাঠি ফেরত দিল যেগুলোর তিন ভাগের দু'ভাগ সবুজ ও এক ভাগ শুষ্ক, এদেরও এক পাশে দাঁড় করানো হল; [১৩] আর অন্য কেউ এমন লাঠি ফেরত দিল যেগুলোর তিন ভাগের দু'ভাগ শুষ্ক ও এক ভাগ সবুজ, এদেরও এক পাশে দাঁড় করানো হল; [১৪] অন্য কেউ এমন লাঠি ফেরত দিল যেগুলো প্রায়ই সবুজ, কেবল একটা ছোট্ট অংশ তথা ডগাটিই শুষ্ক ছিল, তাছাড়া ফাটলও ছিল, এদেরও এক পাশে দাঁড় করানো হল; [১৫] অন্য কারও লাঠির কেবল ছোট্ট একটা অংশই সবুজ ছিল, বাকি অংশটা ছিল শুষ্ক, এদেরও এক পাশে দাঁড় করানো হল। [১৬] পরে অন্য কেউ আসছিল যারা সবুজ লাঠি বহন করছিল, ঠিক সেই অবস্থায় যে অবস্থায় তারা দূতের হাত থেকে তা গ্রহণ করেছিল; এমনকি, বেশির ভাগ জনগণ লাঠিটা এই অবস্থায় ফেরত দিচ্ছিল; এদের নিয়ে দূত খুবই আনন্দিত হলেন, এবং এদেরও এক পাশে দাঁড় করানো হল। [১৭] আর কেউ কেউ এমন লাঠি ফেরত দিল যেগুলো সবুজ শুধু নয়, লাঠিতে কুঁড়িও গজিয়ে উঠেছিল, এদেরও এক পাশে দাঁড় করানো হল, ও এদেরও নিয়ে দূত খুবই আনন্দিত হলেন। [১৮] অবশেষে অন্য কেউ লাঠি ফেরত দিল যা সবুজ ও যাতে কুঁড়ি গজিয়ে উঠেছিল, এবং কুঁড়িটা এক প্রকার ফলও বহন করছিল; যাদের লাঠি এই অবস্থায় ছিল, তারা খুবই পুলকিত ছিল; দূত আনন্দ প্রকাশ করলেন, পালকও পুলকিত ছিলেন।

৬৮ [১] পরে প্রভুর দূত মালা আনবার জন্য হুকুম দিলেন; কয়েকটা মালা আনা হল যা মনে হচ্ছিল খেজুরগাছের পাতায় তৈরী। আর যারা কুঁড়ি ও ফল বিশিষ্ট লাঠি ফেরত দিয়েছিল, দূত তাদের মাল্যভূষিত করে মিনারে (ক) পাঠিয়ে দিলেন। [২] যারা কুঁড়ি বিশিষ্ট কিন্তু ফলহীন সবুজ লাঠি ফেরত দিয়েছিল, দূত তাদেরও মিনারে পাঠিয়ে দিলেন, তাছাড়া এদের তিনি এক সীলমোহর দিলেন। [৩] যারা মিনারে প্রবেশ করত, তাদের সকলের একই পোশাক ছিল, যা হিমের মত শুভ্র। [৪] যারা সবুজ লাঠি ফেরত দিয়েছিল ঠিক সেই অবস্থায় যে অবস্থায় তা গ্রহণ করেছিল, তিনি তাদেরও মিনারে পাঠিয়ে দিলেন; এদেরও তিনি সেই পোশাক ও সীলমোহর দিলেন।

[৫] এসমস্ত সমাধা করার পর দূত পালককে বললেন, 'আমি চলে যাচ্ছি; তুমি এদের প্রাচীরের অভ্যন্তরে পাঠাও, এক একজনকে সেই স্থানে যে স্থানে সে থাকবার যোগ্য। কিন্তু শুধু মনোযোগের সঙ্গে তাদের লাঠি পরীক্ষা করার পরেই তাদের পাঠাও; পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবেই লাঠিগুলো পরীক্ষা কর; সতর্ক থেক যাতে একটাও বাদ না পড়ে।'

পরে বলে চললেন, 'আর যদি তোমার পরীক্ষায় কোন লাঠি বাদ পড়ে যায়, আমি বেদির ধারে সেটাকে যাচাই করব।' এবং পালককে একথা বলার পর তিনি বিদায় নিলেন।

[৬] দূত চলে গেলে পর পালক আমাকে বললেন, 'এসো, আমরা সকলের লাঠি নিয়ে সেগুলো পুঁতি, আর দেখি, হয় তো কয়েকটা পুনরুজ্জীবিত হবে।'

আমি তাঁকে বললাম, 'মহাশয়, এ শুষ্ক জিনিস কেমন করে আবার জীবন পেতে পারে?'

[৭] তিনি বললেন, 'এই গাছ ঝাউগাছ, আর এ জাতের গাছ খুবই সহনশীল। এ লাঠিগুলো পোঁতা হলে ও কিঞ্চিৎ আর্দ্রতা পেতে পারলে, এগুলোর অনেকে সঞ্জীবিত হবে; তাই এসো, এগুলোতে জল দিতে চেষ্টা করি। কয়েকটা সঞ্জীবিত হলে আমি তাতে খুশি হব, আর একটাও যদি না বাঁচে, তবে কেউ বলতে পারবে না যে আমি যত্ন করিনি।'

[৮] তাই পালক আমাকে সকলকে ডাকতে হুকুম দিলেন, সেই অনুক্রম অনুসারে যে অনুক্রম অনুসারে তাদের দাঁড় করানো হয়েছিল। আর তারা যে যার দল অনুযায়ী এল ও নিজ নিজ লাঠি পালকের হাতে দিল। তিনি লাঠিগুলো নিয়ে সেগুলো পুঁতলেন। সবগুলো পুঁতলে পর তিনি সেগুলোর উপর এত পরিমাণ জল ঢাললেন যে, জলের জন্য লাঠিগুলো আর দেখা যাচ্ছিল না। [৯] এবং লাঠিগুলোতে জল দেওয়ার পর তিনি আমাকে বললেন, 'এসো, চলে যাই; কিছু দিন পর এই সকল লাঠির অবস্থা দেখবার জন্য ফিরে আসব, কেননা এই গাছের স্রষ্টা যিনি, তিনি ইচ্ছা করেন, যারা এই গাছ থেকে শাখা পেয়েছে, তারা সকলে যেন জীবন পায়। আমিও এই আশা রাখি যে, আর্দ্রতা টের পেয়ে ও জল গ্রহণ করে বেশির ভাগ শাখাগুলো বাঁচবে।'(খ)

৬৯ [১] আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'মহাশয়, আমাকে বলুন, এই গাছ কি? কেননা সেটির বিষয়ে আমি বিহ্বল, কারণ এতগুলো শাখা কেটে দেওয়ার পর গাছটা এখনও সুস্থ; এমনটি মনে হয় যে, সেটি থেকে কিছুই কাটা হয়নি।'

[২] তিনি বললেন, 'এই বড় গাছ যা নানা সমভূমি ও পাহাড়পর্বত, এমনকি গোটা পৃথিবীকেই আবৃত করে, সেটি হল ঈশ্বরের বিধান যা বিশ্বজগৎকে দেওয়া হয়েছে; আর এই বিধান হলেন ঈশ্বরের পুত্র যিনি পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত প্রচারিত হয়েছেন। গাছের ছায়ায় রয়েছে যারা, তারা হল সেই সকল দেশ যেগুলো প্রচারিত বাণী শুনে তা বিশ্বাস করেছে। [৩] মহান ও গৌরবময় দূত হলেন মিখায়েল, যিনি এই জনগণের উপরে শাসন করার ক্ষমতা রাখেন; তিনিই বিশ্বাসীদের অন্তরে সেই বিধান দান করেন, ও যাদের কাছে তিনি তা দান করেছেন, তাদের উপর দৃষ্টি রাখেন তারা সত্যিকারে সেই বিধান পালন করেছে কিনা। [৪] এবার এক একজনের লাঠি লক্ষ কর, কেননা লাঠিগুলো দেখায় বিধান কেমন পালন করা হয়েছে। তাই তুমি দেখতে পাচ্ছ যে, কতগুলো লাঠি অকেজো; তাতে তুমি বুঝতে পারবে, সেই লাঠির অধিকারী বিধান পালন করেনি, আর সেই লোকেরা যে কোথায় যাবে, তাও তুমি অনুমান করতে পারবে।'

[৫] আমি তাঁকে বললাম, 'মহাশয়, কেন কাউকে মিনারে পাঠানো হয়েছে, কাউকে আপনার দায়িত্বে রাখা হয়েছে?'

তিনি বললেন, 'যে বিধান তারা মিখায়েলের কাছ থেকে পেয়েছিল, যারা সেই বিধান লঙ্ঘন করেছে, তাদের সকলকে তিনি মনপরিবর্তনের লক্ষ্যে আমার দায়িত্বে রেখেছেন; কিন্তু যারা বিধান সূক্ষ্মরূপে পালন করেছে, তাদের তিনি নিজের দায়িত্বে রাখেন।'

[৬] আমি বললাম, 'মহাশয়, আর যারা মিনারে ঢোকবার আগে মালা গ্রহণ করেছিল, তারা কারা?'

তিনি বললেন, 'তারা হল সেই সকলে যারা দিয়াবলের সঙ্গে সংগ্রাম করে তার উপর জয়ী হয়েছে; অর্থাৎ তারা যারা বিধানের পক্ষে সাক্ষ্যমরণ ভোগ করেছে। [৭] আর যারা এমন লাঠি ফেরত দিয়েছিল যা সবুজ ও কুঁড়ি বিশিষ্ট কিন্তু ফলহীন, তারা হল সেই মানুষ যারা বিধানের কারণে নির্যাতিত হয়েছে কিন্তু সাক্ষ্যমরণ ভোগ করেনি ও কষ্টের মধ্যে বিধান অস্বীকার করেনি। [৮] আর যারা সবুজ লাঠি সেইভাবে ফেরত

দিয়েছিল ঠিক যেইভাবে তা পেয়েছিল, তারা হল সেই পুণ্যবান ধার্মিক মানুষ যারা শুদ্ধ হৃদয়ে দীর্ঘ পথ চলেছে ও প্রভুর আজ্ঞাবলি পালন করেছে।

বাকি জানবার যা আছে, তা তখনই তোমাকে বোঝাব, যখন সেই লাঠিগুলো দেখতে যাব যেগুলো একটু আগে পুঁতেছি ও জলসিক্ত করেছি।'

৭০ [১] কিছু দিন পর আমরা সেই জায়গায় ফিরে গেলাম, এবং দূত যে স্থানে বসে ছিলেন, পালক সেই স্থানে বসলেন; আমি তাঁর পাশে দাঁড়ালাম। তিনি আমাকে বললেন, 'কোমরে গামছা বেঁধে আমার সেবা কর।'

আমি চটের কাপড়ের পরিষ্কার একটা গামছা কোমরে বাঁধলাম। [২] যখন তিনি দেখলেন, আমার কোমরে গামছা বাঁধা আর আমি তাঁকে সেবা করার জন্য তৈরী, তখন তিনি বললেন, 'যাদের লাঠি এখানে পোঁতা, সেই অনুক্রম অনুসারে তাদের ডাক, যে অনুক্রম অনুসারে তারা লাঠি ফেরত দিয়েছিল।'

তাই আমি সেই সমভূমিতে গিয়ে তাদের সকলকে ডাকলাম, আর তারা নিজ নিজ অবস্থান অনুসারে দাঁড়াল। [৩] তখন তিনি তাদের বললেন, 'এক একজন নিজ লাঠি তুলে নিয়ে তা আমার কাছে আনুক।'

[৪] যারা শুষ্ক ও কাটা লাঠি পেয়েছিল, তারাই প্রথমে নিজ নিজ লাঠি তুলে দিল; দেখা গেল, লাঠিগুলো এখনও শুষ্ক ও কাটা। তখন পালক তাদের এক পাশে দাঁড়াতে হুকুম দিলেন।

[৫] পরে, যারা এমন লাঠি পেয়েছিল যা শুষ্ক কিন্তু কাটা নয়, তারা নিজ নিজ লাঠি তুলে দিল; কেউ কেউ তুলে দিল সবুজ লাঠি, আর কেউ কেউ শুষ্ক লাঠি যা পোকায় কাটা লাঠির মত। আর যারা সবুজ লাঠি তুলে দিল, তাদের তিনি এক পাশে দাঁড়াতে হুকুম দিলেন, আর যারা শুষ্ক ও কাটা লাঠি তুলে দিল, তাদের তিনি প্রথম দলের লোকদের সঙ্গে দাঁড়াতে হুকুম দিলেন।

[৬] পরে, যারা আধ শুষ্ক ও ফাটা লাঠি পেয়েছিল, তারা নিজ নিজ লাঠি তুলে দিল; এদের অনেকে তুলে দিল সবুজ ও ফাটল ছাড়া লাঠি, অন্য কেউ তুলে দিল সবুজ ও কুঁড়ি বিশিষ্ট এমনকি ফলও বিশিষ্ট লাঠি যা সেই লোকদের লাঠির মত যারা মাল্যভূষিত

হয়ে মিনারে গিয়েছিল। অন্য কেউ তুলে দিল শুষ্ক ও পোকায় কাটা লাঠি; অন্য কেউ শুষ্ক কিন্তু পোকায় না-কাটা লাঠি, অবশেষে অন্য কেউ আধ শুষ্ক ও ফাটল চেরা লাঠি তুলে দিল। পালক এক একজনকে এক পাশে দাঁড়াতে, হয় নিজ নিজ অবস্থানে, না হয় অন্য এক পাশে দাঁড়াতে হুকুম দিলেন।

৭১ [১] পরে, যারা সবুজ ও ফাটা লাঠি পেয়েছিল, তারা নিজ নিজ লাঠি তুলে দিল; এরা সকলে সবুজ লাঠি ফেরত দিয়ে নিজ নিজ অবস্থানে দাঁড়াল। পালক তাদের প্রতি আনন্দ প্রকাশ করলেন, কেননা তারা সকলে মনপরিবর্তন করে তাদের ফাটলগুলো সংস্কার করেছিল।

[২] পরে, যারা আধ সবুজ ও আধ শুষ্ক লাঠি পেয়েছিল, তারা নিজ নিজ লাঠি তুলে দিল। কেউ কেউ তুলে দিল সম্পূর্ণরূপে সবুজ লাঠি, অন্য কেউ আধ শুষ্ক লাঠি, অন্য কেউ শুষ্ক ও পোকায় কাটা লাঠি, অবশেষে অন্য কেউ সবুজ ও কুঁড়ি বিশিষ্ট লাঠি। এদের সকলকে নিজ নিজ অবস্থানে পাঠানো হল।

[৩] পরে, যারা তিন ভাগের দু’ ভাগ সবুজ ও এক ভাগ শুষ্ক লাঠি পেয়েছিল, তারা সকলে নিজ নিজ লাঠি তুলে দিল; অনেকে তুলে দিল সম্পূর্ণরূপে সবুজ লাঠি, কিন্তু অনেকে তুলে দিল আধ শুষ্ক লাঠি, অবশেষে অন্য কেউ তুলে দিল শুষ্ক ও পোকায় কাটা লাঠি। এরা সকলে নিজ নিজ অবস্থানে দাঁড়াল।

[৪] পরে, যারা তিন ভাগের দু’ ভাগ শুষ্ক ও এক ভাগ সবুজ লাঠি পেয়েছিল, তারা নিজ নিজ লাঠি তুলে দিল। তাদের অনেকে তুলে দিল আধ শুষ্ক লাঠি, অন্য কেউ শুষ্ক ও পোকায় কাটা লাঠি, অন্য কেউ শুষ্ক ও ফাটা লাঠি। কেবল অল্পজন সবুজ লাঠি তুলে দিল। এরা সকলে নিজ নিজ অবস্থানে দাঁড়াল।

[৫] এবং যারা সবুজ কিন্তু কিছুটা শুষ্ক ও ফাটল চেরা লাঠি পেয়েছিল, তারা নিজ নিজ লাঠি তুলে দিল। কেউ কেউ তুলে দিল সবুজ লাঠি, অন্য কেউ সবুজ ও কুঁড়ি বিশিষ্ট লাঠি। এরাও নিজ নিজ অবস্থানে চলে গেল।

[৬] পরে, যারা অল্প সবুজ ও বাকি অংশটা প্রায়ই শুষ্ক এমন লাঠি পেয়েছিল, তারা নিজ নিজ লাঠি তুলে দিল। দেখা গেল, এদের লাঠি প্রায়ই ছিল সম্পূর্ণরূপে সবুজ এবং

কুঁড়ি বিশিষ্ট এমনকি ফলও বিশিষ্ট; কারও কারও লাঠি কিন্তু ছিল শুধু সবুজ। এদের লাঠি এতই সুন্দর দেখে পালক এতে খুবই আনন্দিত হলেন। আর এরা নিজ নিজ অবস্থানে চলে গেল।

৭২ [১] সমস্ত লাঠি পরীক্ষা করার পর পালক আমাকে বললেন, 'আমি তোমাকে বলেছিলাম যে, এ গাছ সহনশীল।' তিনি বলে চললেন, 'তুমি কি দেখতে পাচ্ছ, কত মানুষ মনপরিবর্তন করেছে ও পরিত্রাণ পেয়েছে?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, মহাশয়; তা দেখতে পাচ্ছি।'

তিনি বললেন, 'তাতে তুমি বুঝতে পারছ প্রভুর করুণা কতই না মহান ও গৌরবময়; এবং যারা যোগ্য ছিল, তাদের তিনি দান করলেন মনপরিবর্তনের প্রেরণা।'

[২] আমি বললাম, 'মহাশয়, কেনই বা সকলে মনপরিবর্তন করেনি?'

তিনি বললেন, 'যাদের তিনি দেখলেন, তাদের হৃদয় শুদ্ধ হবে ও তারা সমস্ত হৃদয় দিয়ে তাঁর সেবা করবে, তাদেরই তিনি মনপরিবর্তনের অনুগ্রহ দিলেন। কিন্তু যাদের অন্তরে তিনি ছলনা ও দুষ্টতা দেখলেন, এবং দেখলেন যে, তাদের মনপরিবর্তন ভণ্ডামিরই ব্যাপার, তাদের তিনি কোনও মনপরিবর্তনের অনুগ্রহ দেননি; এমনটি করলেন, যাতে তারা পুনরায় তাঁর নাম কলুষিত না করে।'

[৩] আমি তাঁকে বললাম, 'মহাশয়, এবার আমাকে দু'টো বিষয় বুঝিয়ে দিন: যারা লাঠি তুলে দিয়েছে, তারা কারা? এবং তাদের এক একজনের জন্য মিনারে তাদের স্থান কেমন? বিষয়টা আমাকে বুঝিয়ে দিন, যেন যে যে বিশ্বাসী সীলমোহর (ক) পেয়ে তা অক্ষুণ্ণ রাখতে না পেরে তা ভেঙে দিল, তারা যেন একথা শুনে নিজেদের কাজকর্ম সম্পর্কে সচেতন হয়ে মনপরিবর্তন করতে পারে ও আপনার কাছ থেকে সীলমোহর গ্রহণ করে প্রভুর গৌরবকীর্তন করতে পারে; কেননা তিনি তাদের প্রতি দয়া দেখিয়ে তাদের আত্মা নবায়িত করার জন্য আপনাকেই পাঠিয়েছেন।'

[৪] তিনি বললেন, 'শোন, যাদের লাঠি শুষ্ক ও পোকায় কাটা, তারা হল সেই মানুষ যারা বিশ্বাস ত্যাগ করেছে ও মণ্ডলীর প্রতি বিশ্বাসঘতকতা করেছে। তাদের পাপকর্ম দ্বারা তারা প্রভুর নিন্দা করেছে, ও সর্বোপরি তাদের উপরে যে নাম করা হয়েছিল, তারা

সেই নামের বিষয়ে লজ্জাবোধ করেছে। এরা চিরকালের মত ঈশ্বরের কাছে মৃত। তাছাড়া তুমি তো দেখতে পাচ্ছ যে, তারা কেউই মনপরিবর্তন করেনি, অথচ যে বাণী আমার আজ্ঞামত তুমি তাদের শুনিয়েছিলে, তারা তা শোনেনি; তেমন মানুষদের কাছ থেকে জীবন সরে গেছে(খ)।

[৫] আর যারা এমন লাঠি তুলে দিয়েছিল যা শুষ্ক কিন্তু পোকায় কাটা নয়, তারা প্রথমজনদের মত; তারা হল সেই ভণ্ড মানুষ যারা [মণ্ডলীতে] নানা বিকৃত ধর্মমত অনুপ্রবেশ করিয়েছে ও ঈশ্বরের দাসদাসীকে, বিশেষভাবে যারা পাপে লিপ্ত ছিল, তাদেরই দূষিত করেছে; নিজেদের নির্বোধ ধর্মমত দ্বারা তারা তাদের ভুলিয়েছে ও মনপরিবর্তন করার ব্যাপারে তাদের অসম্মত করেছে। তথাপি এদের জন্য মনপরিবর্তনের কিছুটা আশা এখনও আছে। [৬] কেননা তুমি তো দেখতে পাচ্ছ যে, আমার আজ্ঞাগুলো শোনার ফলে তাদের অনেকে মনপরিবর্তন করেছে, আর অন্য কেউ এখনও মনপরিবর্তন করছে। কিন্তু যে কেউ মনপরিবর্তন করে না, সে জীবন হারায়; যে কেউ মনপরিবর্তন করে, সে ভালো হয়, এবং তার বাসস্থান প্রথম শ্রেণির প্রাচীরের অভ্যন্তরে রয়েছে, এমনকি, তাদের কয়েকজন মিনারেও গিয়ে উঠেছে।' তিনি বলে চললেন, 'তাই তুমি দেখতে পাচ্ছ যে, পাপ সংক্রান্ত মনপরিবর্তন জীবনদায়ী, কিন্তু মনপরিবর্তন না করা মৃত্যুজনক।'

৭৩ [১] 'আর যারা আধ শুষ্ক ও ফাটা লাঠি তুলে দিয়েছে, তাদের সম্পর্কে একথা শোন। যাদের লাঠি আধ শুষ্ক, তারা এমন দ্বিভাব মানুষ যারা জীবিতও নয়, মৃতও নয়; [২] আর যাদের লাঠি আধ শুষ্ক ও ফাটা, তারা দ্বিভাব হওয়া ছাড়া পরনিন্দাও করে; এরা মনে কখনও শান্তি পায় না, বরং সারাক্ষণ রেষারেষি জাগায়।' তিনি বলে চললেন, 'তথাপি এদের জন্যও মনপরিবর্তনের সুযোগ আছে, কেননা তুমি দেখতে পাচ্ছ যে, তারা কেউ কেউ মনপরিবর্তন করেছে; আর তাদেরও জন্য মনপরিবর্তন করার আশা রয়েছে যারা এখনও মনপরিবর্তন করেনি।' [৩] তিনি বলে চললেন, 'যে কেউ মনপরিবর্তন করে, সে মিনারে বাসস্থান পাবে; যে কেউ মনপরিবর্তন করতে দেরি করে,

সে প্রাচীরের অভ্যন্তরে বাসস্থান পাবে; আর যে কেউ মনপরিবর্তন না করে নিজের অপকর্ম সাধনে রত থাকে, সে অবশ্যই মরবে।

[৪] আর যারা এমন লাঠি তুলে দিয়েছে যা সবুজ কিন্তু ফাটা, তারা নিজেদের বিশ্বস্ত ও সৎ রাখল, কিন্তু প্রধান হওয়া ক্ষেত্রে বা আত্মমর্যাদা ক্ষেত্রে একপ্রকার ঈর্ষা ও আক্রোশ পোষণ করত; কিন্তু যারা প্রধান হবার জন্য নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করে, তারা সত্যিই নির্বোধ। [৫] তথাপি, আমার আজ্ঞাগুলো শোনার পর এরাও নিজেদের শোধন করে দেরি না করে মনপরিবর্তন করেছে, কারণ আসলে এরা ভালো মানুষ। এজন্য মিনারেই তাদের বাসস্থান। কিন্তু যে কেউ পুনরায় অমিল সাধনে ফিরবে, তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে, আর সে জীবন হারাবে। [৬] জীবন তাদেরই, যারা প্রভুর আজ্ঞাবলি পালন করে; সেগুলোতে প্রধান হওয়া বলতে বা আত্মমর্যাদা বলতে কিছুই নেই, বরং আছে সহনশীলতা ও বিনম্রতা। এদের মত যারা, তাদের জন্য রয়েছে প্রভুর জীবন, কিন্তু যে কেউ অমিল সৃষ্টি করে ও এই নিয়ম ভঙ্গ করে, তাদের জন্য রয়েছে মৃত্যু।’

৭৪ [১] ‘যারা আধ সবুজ ও আধ শুষ্ক লাঠি তুলে দিয়েছে, তারা হল ব্যবসায় অতিব্যস্ত সেই সকল মানুষ যারা পবিত্রজনদের সঙ্গে লেগে থাকে না; এজন্য তাদের শুধু অর্ধেক অংশই জীবিত, অপর অর্ধেক অংশ মৃত। [২] তাদের অনেকে আমার আজ্ঞাগুলো শোনার পর মনপরিবর্তন করেছে, ও তাদের বাসস্থান মিনারেই রয়েছে। কিন্তু তাদের কয়েকজন বিশ্বাস একেবারে ত্যাগ করেছে; এদের জন্য মনপরিবর্তনের কোনও সুযোগ নেই, কারণ নিজেদের ব্যবসার খাতিরে তারা প্রভুর নিন্দা করেছে ও তাঁকে অস্বীকার করেছে। তারা জীবন হারিয়েছে, কারণ অধিক দুষ্টতার সঙ্গে ব্যবহার করেছে। [৩] কিন্তু তাদের অনেকে দ্বিভাব ছিল; শীঘ্রই মনপরিবর্তন করলে এদের জন্য এখনও মনপরিবর্তনের সুযোগ আছে ও তাদের জন্য মিনারে বাসস্থান থাকবে; কিন্তু দেরিতে মনপরিবর্তন করলে, তারা প্রাচীরের অভ্যন্তরে বসবাস করবে। কিন্তু আদৌ মনপরিবর্তন না করলে, তবে তারাও জীবন হারাবে।

[৪] আর যারা তিন ভাগের দু’ ভাগ সবুজ ও এক ভাগ শুষ্ক লাঠি তুলে দিয়েছে, তারা হল সেই সকলে যারা বহুবার প্রভুকে অস্বীকার করেছে। [৫] তাই এদের অনেকে

মনপরিবর্তন করায় মিনারে বসবাস করতে গেল। কিন্তু এদের অনেকে ঈশ্বরকে শেষ মাত্রা পর্যন্তই ত্যাগ করেছে; এরা জীবন একেবারে হারিয়েছে। কিন্তু এদের কয়েকজন দ্বিভাব ছিল ও অমিল সৃষ্টি করত; শীঘ্রই মনপরিবর্তন করলে ও নিজেদের শৌখিনতায় না থাকলে, তবে এদের জন্য মনপরিবর্তনের সুযোগ আছে; কিন্তু তারা নিজেদের অপকর্ম সাধন করে চললে, তবে তারাও নিজেদের মৃত্যু ঘটায়।’

৭৫ [১] ‘যারা তিন ভাগের দু’ ভাগ শুষ্ক ও এক ভাগ সবুজ লাঠি তুলে দিয়েছে, তারা হল সেই মানুষ যারা বিশ্বাসী হয়ে থাকলেও তবু নিজেদের ধনের জন্য বিধর্মীদের মধ্যে সম্মানের স্থান পেয়েছে। এরা মহা অহঙ্কার পরিধান করল, দম্ভভরা মানুষ হল ও সত্য ত্যাগ করল; এরা ধার্মিকদের সংসর্গ ছেড়ে বিধর্মীদেরই সঙ্গে জীবনযাপন করতে করতে ওদের জীবনধারণ পছন্দ করল। তথাপি তারা ঈশ্বরকে ত্যাগ করেনি; তারা বিশ্বাস বজায় রাখল যদিও বিশ্বাস অনুযায়ী কোনও কাজকর্ম করেনি। [২] তাই তাদের অনেকে মনপরিবর্তন করল, আর তাদের বাসস্থান মিনারে রয়েছে। [৩] কিন্তু তাদের কয়েকজন শেষ পর্যন্ত বিধর্মীদের সঙ্গে জীবন কাটিয়ে সেই বিধর্মীদের অসার মর্যাদাদানে দূষিত হল, ঈশ্বরকে ত্যাগ করল, ও বিধর্মীদের কাজকর্ম সাধন করল। এরা বিধর্মীদের সঙ্গে বিচারিত হবে। [৪] অন্য কয়েকজন দ্বিভাব ছিল, কারণ নিজেদের দোষের কথা ভেবে পরিত্রাণ পাবার আশা হারিয়েছে। আবার অন্য কয়েকজন দ্বিভাব ছিল ও নিজেদের মধ্যে অমিল সৃষ্টি করত; এদের জন্য এখনও মনপরিবর্তনের সুযোগ আছে, কিন্তু যাতে তাদের বাসস্থান মিনারেই থাকে, সেজন্য তাদের মনপরিবর্তনে তৎপর হওয়া চাই। অপরদিকে, যারা মনপরিবর্তন না করে নিজেদের শৌখিনতায় থাকে, তাদের জন্য মৃত্যু সন্নিকট।’

৭৬ [১] ‘যারা এমন লাঠি তুলে দিয়েছে, যা সবুজ কিন্তু যার ডগা ছিল শুষ্ক ও ফাটল চেরা, তারা সবসময় ভালো মানুষ ছিল, ও ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত ও গৌরবময়; তবু লালসা-ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাপ করেছে ও নিজেদের মধ্যে ক্ষুদ্র ঝগড়া সৃষ্টি করেছে। কিন্তু আমার বাণী শোনার পর তারা প্রায় সকলেই শীঘ্র মনপরিবর্তন করায় তাদের বাসস্থান মিনারেই রয়েছে। [২] কিন্তু তাদের কয়েকজন দ্বিভাব হয়ে থাকল, এবং দ্বিভাব হওয়ায়

তারা কেউ কেউ বড় অমিল সৃষ্টি করল। এদের জন্য এখনও মনপরিবর্তন করার আশা আছে, কারণ তারা সবসময় ভালো মানুষ ছিল; তাদের কেউই সহজে মরবে না।

[৩] কিন্তু যারা এমন লাঠি তুলে দিয়েছে যা প্রায়ই শুষ্ক কিন্তু অল্পই সবুজ, তারা বিশ্বাস বজায় রাখল ঠিকই, কিন্তু অপকর্ম সাধন করল; তারা ঈশ্বরকে কখনও ত্যাগ করেনি, নামটি (ক) সানন্দেই বহন করল, এমনকি ঈশ্বরের দাসদাসীদের নিজেদের ঘরে সানন্দে গ্রহণ করে নিল। এজন্য, মনপরিবর্তনের এই বাণী শুনে তারা সন্দেহটুকু না করে মনপরিবর্তন করল আর এখন সমস্ত সাধুকর্ম ও ধর্মময় কর্ম সাধনে রত থাকে, [৪] এমনকি তাদের কয়েকজন নিজেদের অশুভকর্মের কথা স্মরণ করে নির্যাতনও ভয় পায় না। এরা সকলে মিনারেই বাসস্থান পাবে।'

৭৭ [১] সকল লাঠি সংক্রান্ত ব্যাখ্যা শেষ করার পর তিনি আমাকে বললেন, 'যাও, সকল মানুষকে মনপরিবর্তন করতে বল যাতে তারা ঈশ্বরের উদ্দেশে জীবনযাপন করতে পারে, কেননা প্রভু করুণাবিষ্ট হয়ে সকলকে মনপরিবর্তনের সুযোগ দিতে আমাকে প্রেরণ করেছেন, যদিও কেউ না কেউ নিজেদের অপকর্মের জন্য সেই সুযোগের অযোগ্য। প্রভু কিন্তু সহনশীল, ও এমনটি ইচ্ছা করেন, যারা তাঁর পুত্রের মধ্য দিয়ে আহূত হয়েছে, তারা যেন পরিত্রাণ পায়।'

[২] আমি তাঁকে বললাম, 'মহাশয়, আমি আশা করি, যারা এসমস্ত বাণী শুনবে, তারা সকলে মনপরিবর্তন করবে। কেননা আমি এবিষয়ে নিশ্চিত আছি যে, ঈশ্বরভীরু প্রতিটি মানুষ নিজের কাজকর্ম বিচার-বিবেচনা করে মনপরিবর্তন করতে চেষ্টা করবে।'

[৩] তিনি বললেন, 'যারা সমস্ত হৃদয় দিয়ে মনপরিবর্তন করে, আগে উল্লিখিত অপকর্ম থেকে নিজেদের পরিশুদ্ধ করে, ও নিজেদের পাপকর্মের উপরে আরও কুকর্ম আর কখনও যোগ দেয় না, তারা সকলে এই আজ্ঞাগুলোর বিষয়ে দ্বিভাব না হলে তাদের আগেকার পাপকর্মের জন্য প্রভু থেকে নিরাময় পাবে; তবেই তারা ঈশ্বরের উদ্দেশে জীবনযাপন করবে।' তিনি বলে চললেন, 'কিন্তু যারা পাপের উপরে আরও পাপ যোগ দেয় ও এজগতের লালসায় জীবন কাটায়, তারা নিজেরা নিজেদের মৃত্যুতে দণ্ডিত করবে। [৪] তুমি কিন্তু আমার আজ্ঞাগুলোর পথে চল, তবে ঈশ্বরের উদ্দেশে

জীবনযাপন করবে; আর যারা আমার এই আজ্ঞাগুলোর পথে চলবে ও সঠিকভাবে সেগুলো পালন করবে, তারা সকলে ঈশ্বরের উদ্দেশে জীবনযাপন করবে।’

[৫] এসমস্ত কিছু আমাকে দেখাবার পর ও সমস্ত কিছু আমাকে বোঝাবার পর তিনি আমাকে বললেন, ‘বাকি যা যা রয়েছে, আমি তা কিছু দিন পর তোমাকে দেখাব।’

নবম উপমা

৭৮ [১] আমি পালকের আজ্ঞাবলি ও উপমাগুলো লিপিবদ্ধ করার পর মনপরিবর্তনের দূত আমার কাছে এসে আমাকে বললেন, ‘মণ্ডলীর আকারে যে পবিত্র আত্মা তোমার সঙ্গে কথা বলেছিলেন, তিনি তোমাকে যা দেখিয়েছিলেন, আমি পুনরায় তা তোমাকে দেখাতে ইচ্ছা করি, কেননা সেই আত্মা হলেন ঈশ্বরের পুত্র (ক)। [২] তুমি তোমার মাংসে বেশি দুর্বল ছিলে বিধায় সেসময় সেই সমস্ত বিষয় একটি দূত দ্বারা তোমাকে দেখানো হয়েছিল। কিন্তু এখন যে তুমি আত্মায় প্রবল হয়ে উঠেছ ও তাঁর নিজের বলে বলবান হয়েছ, এখন তুমি একটি দূতকে দেখতে পার। সেসময়, মিনার-গাঁথনি মণ্ডলীর মধ্য দিয়ে তোমাকে দেখানো হয়েছিল; সেই কুমারী যা কিছু তোমাকে দেখিয়েছিলেন, তুমি উত্তমরূপে ও পুণ্যভাবেই সেই সমস্ত কিছু দেখতে পেয়েছিলে। এখন কিন্তু তুমি তা দেখবে একটি দূতেরই মধ্য দিয়ে, যদিও সবসময় একই আত্মা কার্যকর। [৩] এবার কিন্তু এটি প্রয়োজন যে, তুমি সমস্ত বিষয় আমার কাছ থেকে আরও সূক্ষ্মরূপে শিখবে; এমনকি, সেই গৌরবময় দূত যখন ইচ্ছা করেছেন আমি তোমার ঘরে বাস করব, তখন এর কারণ এ, তুমি যেন সমস্ত কিছু আগের মত কিছুই ভয় না করে বরং সাহসের সঙ্গে দেখতে পার।’

[৪] আর তিনি আর্কাদিয়ায় (খ), গম্বুজাকার একটা পাহাড়ে আমাকে স্থানান্তর করে সেটার চূড়ায় আমাকে বসিয়ে দিয়ে প্রশস্ত একটা সমভূমি দেখালেন যেটার চারদিকে বারোটা পাহাড় ছিল যেগুলো দেখতে একটা অন্যটা থেকে ভিন্ন। [৫] প্রথমটা ছিল ঝুলকালির মত কালো, দ্বিতীয়টা ছিল অনুর্বর, একেবারে ঘাসছাড়া, এবং তৃতীয়টা কাঁটাঝোপ ও শেয়ালকাঁটায় ভরা। [৬] চতুর্থটায় ছিল আধ শুষ্ক ঘাস; ঘাসের ডগা সবুজ ছিল, কিন্তু শিকড়ের দিকের অংশটা শুষ্ক ছিল; আর যখন রোদ সেই ঘাসগুলো পুড়িয়ে

দিত, তখন সেগুলোর কয়েকটা শুষ্ক হত। [৭] পঞ্চম পাহাড় সবুজ ঘাস বিশিষ্ট ও খাড়া; ষষ্ঠ পাহাড় একেবারে ফাটলে পূর্ণ, কয়েকটা ফাটল ছোট, কয়েকটা বড়; এবং ফাটলে ছিল ঘাস, কিন্তু ঘাস তত সবুজ ছিল না, বরং কেমন যেন ঘাস ম্লান হয়ে যাচ্ছিল।

[৮] সপ্তম পাহাড়ের ঘাস ছিল সবুজ ও সতেজ, এবং গোটা পাহাড় প্রচুর ঘাসে আবৃত ছিল: সবরকম পশুপাখি এই পাহাড়ে চরে বেড়াত; আর পশুপাখিতে যত খেত, পাহাড়ের ঘাস তত প্রচুর হত। অষ্টম পাহাড় জলের উৎসে পরিপূর্ণ ছিল, এবং প্রভুর সবরকম সৃষ্টজীবকে সেই পাহাড়ের উৎসগুলোর জল পান করানো হত। [৯] কিন্তু নবম পাহাড় একেবারে জলহীন ছিল, ছিল মরুভূমির মত; কিন্তু তাতে ছিল বন্যজন্তু ও বিষাক্ত সাপ যার কামড় মানুষের পক্ষে ছিল মারাত্মক। দশম পাহাড়ের বড় বড় গাছপালা ছিল, তাতে পাহাড়টা ছায়াদায়ক স্থানে পূর্ণ ছিল; সেই গাছপালার ছায়ায় বহু মেষ বিশ্রাম করছিল ও জাবর কাটছিল। [১১] একাদশ পাহাড় গাছপালায় পরিপূর্ণ ছিল, ও সেই গাছগুলো ছিল ফলদায়ী, এক একটা গাছ ভিন্ন ভিন্ন ফলে অলঙ্কৃত ছিল, তাই যে কেউ সেই ফলগুলো দেখত, সে সেই ফল খেতে ইচ্ছা করত। অবশেষে দ্বাদশ পাহাড় ছিল সম্পূর্ণরূপে সাদা, দেখতে খুবই আনন্দময়, পাহাড়টি সত্যিই ছিল চমৎকার।

৭৯ [১] তিনি সমভূমির মাঝখানে আমাকে বিশাল একটা সাদা শৈল দেখালেন যা ভূমি থেকে জেগে উঠছিল ও পাহাড়পর্বতের চেয়েও বেশি উচ্চ ছিল; শৈলটা ছিল চতুষ্কোণ ও এত প্রশস্ত যে, গোটা জগৎকে ধারণ করতে পারত। [২] শৈলটা প্রাচীন ছিল, ও তার গায়ে খোদাই করা একটা দরজা ছিল। কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল, দরজা সম্প্রতিকালেই খোদাই করা হয়েছিল। দরজা সূর্যের চেয়েও বেশি উজ্জ্বল ছিল, তাই দরজার উজ্জ্বলতায় আমি বিস্মিত হলাম। [৩] দরজার চারদিকে বারোটি তরুণ কুমারী ছিল; যে চারটে কুমারী দরজার চার কোণায় ছিল, দেখতে তারা অধিক গৌরবময়ী ছিল, যদিও অন্য চারজনও গৌরবময়ী ছিল ও দরজার চারপ্রান্তে এমন ভাবে দাঁড়িয়ে ছিল যাতে এক একজনের পাশে অন্য দু'জন কুমারী দাঁড়িয়ে থাকে। [৪] তারা সাদা আবরণে পরিবৃতা ছিল, কোমরে সুন্দরভাবেই সজ্জিতা, তাদের ডান কাঁধ অনাবৃত, কেমন যেন তারা

কোনও একটা ভার বহন করতে উদ্যত। বাস্তবিকই তারা তৈরী ছিল, এবং দেখাচ্ছিল তারা আনন্দিতা ও তৎপর। [৫] এসমস্ত কিছু দেখে আমি বিস্মিত হয়ে মনে মনে বলছিলাম, আমি মহৎ ও গৌরবময় কিছু দেখছি। সর্বোপরি আমার এ আশ্চর্য লাগছিল যে, সেই চারজন কুমারী দেখতে খুব কোমল হয়েও তবু বলবতী আকারেই দাঁড়িয়ে ছিল, কেমন যেন তারাই গোটা আকাশমণ্ডল বহন করছিল।

[৬] পালক আমাকে বললেন, 'তুমি কেন মনে মনে এত আশ্চর্যান্বিত হয়ে বিবেচনা করে নিজেকে পীড়ন করছ? যে সমস্ত বিষয় তুমি বুঝতে পার না, সেই বিষয়ে সাবধান থাক, তার অর্থ একাই উপলব্ধি করতে চেষ্টা করো না, বরং প্রভুকে অনুনয় কর তুমি যেন সেই সমস্ত উপলব্ধি করার ও বুঝবার শক্তি পেতে পার। [৭] তোমার পিছনে যা আছে, তা তুমি দেখতে পার না, তুমি তা-ই দেখতে পাও যা তোমার সামনে রয়েছে। তাই যা দেখতে পার না, তা ছেড়ে নিজেকে উদ্বিগ্ন করো না। অপরদিকে, যা তুমি দেখতে পাও, তা ভালো করে লক্ষ কর। বাকি সমস্ত কিছুর জন্য ব্যস্ত হয়ো না; আমি তোমাকে যা কিছু দেখাতে যাচ্ছি, তার অর্থ তোমাকে বুঝিয়ে দেব। তবে, এখন যা কিছু ঘটতে যাচ্ছে, তা মনোযোগ দিয়ে লক্ষ কর।'

৮০ [১] আর আমি দেখতে পেলাম, ছ'জন লোক আসছে, তারা উচ্চ-লম্বা, গৌরবময় ও একে অন্যের সদৃশ। এসে তারা বিপুল এক জনতাকে ডাকল; সকলেই এল, দেখতে তারা ছিল উচ্চ-লম্বা, সুন্দর ও বলবান। সেই ছ'জন তাদের শৈলের উপরে ও দরজার উপরে একটা মিনার গাঁথতে হুকুম দিল। তখন, মিনার গাঁথবার জন্য যারা এসেছিল, তাদের এক মহা ভিড় দরজার চারদিকে এদিক ওদিক ছুটতে লাগল, [২] এবং সেই কুমারীরা মিনারের চারপাশে দাঁড়িয়ে মিনার তাড়াতাড়ি গাঁথবার জন্য তাদের উৎসাহিত করতে করতে নিজেদের হাত প্রসারিত রাখত কেমন যেন সেই লোকদের হাত থেকে কিছু না কিছু গ্রহণ করতে উদ্যত। [৩] সেই ছ'জন হুকুম দিল যেন এক গভীর জলের কুয়ো থেকে পাথর তুলে নেওয়া হয় ও মিনার-গাঁথনির ধারে আনা হয়। সর্বপ্রথমে চারটে চতুষ্কোণ পাথর আনা হল যা সুন্দর ও খোদাই করা নয়; [৪] এবং যে সমস্ত পাথর মিনার-গাঁথনির জন্য প্রয়োজন ছিল, সেই ছ'জন লোক কুমারীদের ডেকে সেই

পাথরগুলো তুলে নিয়ে দরজার ভিতর দিয়ে যেতে ও সেই লোকদের দিতে হুকুম দিল যারা মিনারের গাঁথনিতে ব্যস্ত ছিল। [৮] আর কুমারীরা কুয়ো থেকে তুলে আনা সেই প্রথম দশটা পাথর একটার উপরে আর একটা বসিয়ে সেগুলোকে এক একটা করে বহন করতে লাগল।

৮১ [১] যে চারটে কুমারী অন্যান্যদের চেয়ে দেখতে বেশি বলবতী ছিল, তারা যে অনুক্রমে দরজার চারপাশে দাঁড়িয়েছিল, সেই অনুক্রম অনুসারে পাথরগুলো এক একটা করে বহন করত, কিন্তু অন্যান্য কুমারীরা গাথরগুলোর চার কোণের নিচে নিচু হয়ে সেগুলোকে কাঁধে করে বহন করত। আর যেভাবে তাদের হুকুম দেওয়া হয়েছিল, সেই কুমারীরা এইভাবে পাথর বইতে বইতে সবগুলো দরজার ভিতর দিয়ে ঢুকিয়ে মিনার গাঁথনির জন্য লোকদের কাছে তুলে দিত, আর এই লোকেরা পাথর গ্রহণ করে নিয়ে সেগুলো কাজে লাগাত। [২] যেমনটি বলা হয়েছিল, মিনার সেই বড় শৈলের উপরে গাঁথা হচ্ছিল যা দরজার উপরে স্থিত ছিল। যখন এ দশটা পাথর বসানো হল, তখন দেখা গেল যে, পাথরগুলো গোটা শৈলকে পরিপূরণ করছিল, তাতে সেই পাথরগুলো গাঁথনির মজবুত ভিত্তি হল।

[৩] এই দশটা পাথরের পরে সেই গভীর কুয়ো থেকে আরও পঁচিশটা পাথর তুলে আনা হল; প্রথম পাথরগুলোর মত এগুলোও কুমারীদের কাঁধে করে বহন করা হল ও মিনার গাঁথনিতে বসানো হল। এগুলোর পরে আও পঁয়ত্রিশটা পাথর তুলে আনা হল, আর এগুলোও সেইভাবে মিনারের কাজে লাগানো হল; আর এগুলোর পরে আরও চল্লিশটা তুলে আনা হল আর এগুলোও মিনারের গাঁথনিতে বসানো হল। তাতে মিনারের ভিত চার সারি পাথর দিয়ে গাঁথা হল। [৪] তখন গভীর কুয়ো থেকে পাথর তুলে আনার কাজ বন্ধ হল, গাঁথকেরাও কিছুকালের মত বিশ্রাম নিল।

তারপর সেই ছ'জন গাঁথনির জন্য সকল লোককে কাছের পাহাড়গুলো থেকে পাথর নিয়ে আসতে হুকুম দিল। [৫] তাই সকল পাহাড় থেকে নানা রঙের পাথর আনা হল যেগুলো লোকদের দ্বারা খোদাই করা হয়েছিল; পাথরগুলো কুমারীদের দেওয়া হয়েছিল, ও কুমারীরা সেগুলো দরজার ভিতর দিয়ে বয়ে বয়ে মিনারের গাঁথনির জন্য লোকদের

কাছে তুলে দিত। পাথরগুলো যেইমাত্র প্রাচীরে বসানো হত সেগুলো সেইমাত্র অন্য রঙ ধারণ করে সাদা হয়ে যেত, [৬] কিন্তু কয়েকটা পাথর সরাসরি লোকদের দ্বারা তুলে দেওয়া হয়েছিল; এগুলো সাদা হয়নি, কিন্তু গাঁথনিতে বসানো হওয়ার পরেও আগেকার রঙ ধারণ করে রাখল; এর কারণ, পাথরগুলো কুমারীদের দ্বারা বহন করা হয়নি, দরজার ভিতর দিয়েও ঢোকানো হয়নি। ফলে মিনার-গাঁথনিতে এ পাথরগুলো অশোভন দেখাচ্ছিল। [৭] এগুলো দেখে সেই ছ'জন পাথরগুলোকে বের করতে ও সেই জায়গায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হুকুম দিল যেখান থেকে সেগুলো তুলে আনা হয়েছিল; [৮] এবং যারা পাথর বইছিল, তারা তাদের বলল, পাথরগুলোকে তোমরা কোন মতেই গাঁথনিতে বসাবে না, মিনারের ধারেই বসাও; কুমারীরাই সেগুলো তুলে দরজার ভিতর দিয়ে গাঁথকদের হাতে তুলে দেবে। কারণ পাথরগুলো এ কুমারীদের হাতে দরজার ভিতর দিয়ে আনা না হলে রঙ পালটাতে পারে না।' তারা বলে চলল, 'বৃথা শ্রম করো না।'

৮২ [১] এবং সেই দিনের মত গাঁথনির কাজ বন্ধ হল; মিনারের কাজ যে শেষ হয়েছিল তা নয়; আরও গাঁথবার দরকার ছিল; এটি শুধু ছিল কর্মবিরতি। সেই ছ'জন গাঁথকদের সকলকে সরে যেতে ও কিছুকালের মত বিশ্রাম নিতে হুকুম দিল, কিন্তু কুমারীদের মিনার থেকে দূরে না যেতে হুকুম দিল। আমার মনে হল, মিনারের উপর নজর রাখবার জন্যই তাদের ওখানে রাখা হয়েছিল।

[২] সকলে চলে যাওয়ার পর ও কাজ বন্ধ হওয়ার পর আমি পালককে বললাম, ' মহাশয়, গাঁথনির কাজ কেন শেষ করা হচ্ছে না?'

তিনি বললেন, 'মিনারটা শেষ করা যায় না, যদি না আগে তার মালিক তার পরিদর্শন করতে না আসে; বিকৃত পাথর পেলে তিনি সেগুলো পালটিয়ে দেবেন, কারণ মিনারটা তার ইচ্ছা অনুসারেই গাঁথা হচ্ছে।'

[৩] আমি বললাম, 'মহাশয়, যে মিনার গাঁথা হচ্ছে, তার অর্থ, এবং সেই শৈল, দরজা, পাহাড়পর্বত, কুমারীরা, কুয়ো থেকে তুলে আনা সেই পাথরগুলো যা খোদাই করা নয় কিন্তু সরাসরি গাঁথনিতে বসানো হয়েছে, এই সমস্ত কিছুর অর্থ জানতে ইচ্ছা করি; এও জানতে ইচ্ছা করি, কেনই বা ভিত্তিতে আগে দশটা পাথর, পরে পঁচিশ, পরে

পঁয়ত্রিশ, পরে চল্লিশটা পাথর বসানো হয়েছে, এবং কেন কয়েকটা পাথর বসানো হওয়োর পর আবার সরিয়ে দেওয়া হয়েছে ও আগেকার জায়গায় রাখা হয়েছে। মহাশয়, এ সমস্ত বিষয়ে উত্তর দিয়ে আমার প্রাণকে জুড়িয়ে দিয়ে আমাকে সমস্ত বুঝিয়ে দিন।'

[৫] তিনি বললেন, 'তুমি বেশি কৌতুহলী না হলে তবে সবই জানতে পারবে। কিছু দিন পর আমরা আবার এখানে আসব, এ মিনার সম্পর্কে যা কিছু ঘটবে তা দেখতে পাবে, ও এসমস্ত উপমার অর্থ জানতে পারবে।'

[৬] কিছু দিন পর আমরা সেই জায়গায় ফিরে গেলাম যেখানে আমরা আগে বসেছিলাম, এবং পালক আমাকে বললেন, 'এসো, মিনার পর্যন্ত যাই, কারণ তার মালিক তা পরিদর্শন করতে আসছেন।'

তাই আমরা মিনারে গেলাম। মিনারের ধারে সেই কুমারীরা ছাড়া অন্য কেউ ছিল না। [৭] পালক তাদের জিজ্ঞাসা করলেন ইতিমধ্যে মালিক এসেছেন কিনা, তারা বলল, মালিক গাঁথনি পরিদর্শন করতে আসছেন।

৮৩ [১] আর এই যে, কিছুক্ষণ পরে আমি দেখতে পেলাম, এক বিপুল দল মানুষ আসছে, ও তাদের মাঝখানে উচ্চ-লম্বা এমন একজন ছিলেন যিনি মিনারের চেয়েও বেশি উচ্চ। [২] যে ছ'জন মিনারের নির্মাণকাজে নিযুক্ত ছিল, তারা তাঁর পাশে পাশে, ডানে ও বাঁমে চলত। যারা গাঁথনিতে কাজ করেছিল, তারা সকলেও তাঁর সঙ্গে আসছিল, এবং আরও কত লোক তার চারপাশে চলছিল। যে কুমারীরা মিনারের উপর নজর রাখছিল, তারা তাঁর কাছে ছুটে গিয়ে তাঁকে চুম্বন করল ও মিনারের চারদিকে ঘুরে ঘুরে তাঁর কাছে কাছে হাঁটছিল।

[৩] লোকটি গাঁথনি এত যত্ন সহকারে পরিদর্শন করছিলেন যে, তিনি এক একটা পাথর স্পর্শ করছিলেন। তাঁর হাতে যে লাঠি ছিল, তা দিয়ে তিনি এক একটা পাথরে আঘাত মারতেন; [৪] সেই আঘাতে কয়েকটা পাথর ঝুলকালির মত কালো হল, অন্য কয়েকটা হল অমসৃণ, আরও কয়েকটা ফাটা, অন্য কয়েকটা খাটো, অন্য কয়েকটা কালোও নয় সাদাও নয়, অন্য কয়েকটা এতই অসমতল হল যে অন্যান্য পাথরের সঙ্গে আর মিলছিল না; অবশেষে অন্য কয়েকটায় নানা দাগ দেখাচ্ছিল। এধরনেরই পাথর

গাঁথনিতে দেখা গেল। [৫] তাই মালিক হুকুম দিলেন যেন এ পাথরগুলো সরিয়ে দেওয়া হয় ও মিনারের ধারে রাখা হয়, এবং সেগুলোর বদলে যেন অন্য পাথর এনে বসানো হয়। [৬] গাঁথকেরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, সরিয়ে দেওয়া পাথরগুলোর বদলে কোন পাহাড় থেকে তিনি ইচ্ছা করছিলেন তারা অন্য পাথর আনবে, কিন্তু মালিক পাথরগুলো পাহাড় থেকে নয়, কাছের সমভূমি থেকেই আনতে হুকুম দিলেন। [৭] তাই সমভূমিতে খনন করা হলে চতুষ্কোণ চমৎকার পাথর পাওয়া গেল, পাথরগুলোর মধ্যে কয়েকটা গোলাকার পাথরও ছিল। যে যে পাথর সমভূমিতে পাওয়া গেছিল, সবগুলো কুমারীদের দ্বারা দরজার ভিতর দিয়ে বহন করা হল। [৮] চতুষ্কোণ পাথরগুলো খোদাই করা হওয়ার পর সরিয়ে দেওয়া পাথরগুলোর জায়গায় বসানো হল, কিন্তু গোলাকার পাথরগুলো গাঁথনিতে বসানো হয়নি, কারণ শক্ত হওয়ায় সেগুলোকে খোদাই করার জন্য অতিরিক্ত সময় লাগত; তাই এগুলো মিনারের ধারে রাখা হল যাতে আস্তে আস্তে খোদাই করার পর গাঁথনিতে বসানো হয়; বাস্তবিকই এ পাথরগুলো খুবই উজ্জ্বল ছিল।

৮৪ [১] এসমস্ত কিছু শেষ করার পর গোটা পৃথিবীর সেই গৌরবময় মালিক পালককে কাছে ডেকে তাঁর কাছে সেই সকল পাথর তুলে দিলেন যেগুলো মিনারের পায়ে ফেলানো ছিল, অর্থাৎ সেই সমস্ত পাথর যেগুলো গাঁথনি থেকে তুলে নেওয়া হয়েছিল; এবং তাঁকে বললেন, [২] 'এ পাথরগুলো যত্ন সহকারে পরিষ্কার কর, এবং গাঁথনিতে এমন পাথর বসাও যা অন্যগুলোর সঙ্গে মেলে; যেগুলো মেলে না, সেগুলো দূরে ফেলে দাও।'

[৩] পালককে এ হুকুম দিয়ে তিনি, তাঁর সঙ্গে যারা এসেছিল, তাদের সঙ্গে চলে গেলেন। কিন্তু কুমারীরা মিনারের রক্ষার জন্য সেটির চারপাশে থাকল।

[৪] আমি পালককে বললাম, 'মহাশয়, পরিত্যক্ত হওয়ার পর এ পাথরগুলো কেমন করে মিনারের গাঁথনিতে ঢুকতে পারে?'

তিনি বললেন, 'তুমি কি এ পাথরগুলো দেখতে পাচ্ছ?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, মহাশয়।'

তিনি বললেন, 'আমি এগুলোর বেশির ভাগ খোদাই করে গাঁথনিতে বসাব, আর এগুলো অন্যান্য পাথরের সঙ্গে মিলবে।'

[৫] আমি বললাম, ‘মহাশয়, খোদাই করা হওয়ার পর সেই পাথরগুলো কেমন করে আগেকার জায়গা পূরণ করতে পারে?’

উত্তরে তিনি বললেন, ‘যেগুলো বেশি খাটো, সেগুলো আমি গাঁথনির মাঝখানে বসাব; আর যেগুলো বেশি বড়, সেগুলো গাঁথনির বহির্ভাগে বসাব, তাতে সেগুলো অন্যান্যগুলোকে একত্রে ধরে রাখবে।’

[৬] একথা বলার পর তিনি আমাকে বললেন, ‘চলি; দু’ দিন পর আবার আসব, এবং এ পাথরগুলো পরিষ্কার করে গাঁথনিতে বসাব। মিনারের চারপাশে যা কিছু ফেলানো রয়েছে, তা সবই পরিষ্কার করা দরকার, কারণ মালিক অপ্রত্যাশিত ভাবে এলে যদি মিনারের চারপাশে ময়লা দেখেন, তবে রাগ করবেন; ফলে এসমস্ত পাথর গাঁথনিতে আর বসানো যাবে না আর মালিক মনে করবেন, আমি যত্নহীন হয়েছি।’

[৭] দু’ দিন পরে আমরা মিনারে ফিরে গেলাম আর তিনি আমাকে বললেন, ‘এসো, সমস্ত পাথর পরীক্ষা করে দেখি কোনটা গাঁথনিতে বসানোর মত উপযুক্ত।’

আমি বললাম, ‘মহাশয়, আসুন, পাথরগুলো পরীক্ষা করি।’

৮৫ [১] আমরা কালো পাথরগুলো পরীক্ষা করতে লাগলাম। লক্ষ করলাম যে, সেগুলো যে অবস্থায় গাঁথনি থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল সেই একই অবস্থায় আছে। তখন পালক সেগুলোকে মিনার থেকে নিয়ে গিয়ে দূরে, আলাদা এক জায়গায় রাখতে হুকুম দিলেন।

[২] পরে তিনি অমসৃণ পাথরগুলো পরীক্ষা করতে লাগলেন। সেগুলোর বেশ কয়েকটা খোদাই করলেন ও কুমারীদের সেগুলো নিতে ও গাঁথনিতে বসাতে হুকুম দিলেন। কুমারীরা সেগুলো নিয়ে মিনারের মাঝখানে গাঁথনিতে বসাল। বাকিগুলো তিনি কালো পাথরগুলোর সঙ্গে রাখতে হুকুম দিলেন, কারণ এগুলোও কালো হয়ে গেছিল।

[৩] পরে তিনি ফাটা পাথরগুলো পরীক্ষা করতে লাগলেন। সেগুলোর মধ্য থেকে অনেকগুলো খোদাই করলেন, ও হুকুম দিলেন যেন সেগুলো কুমারীদের দ্বারা গাঁথনিতে আনা হয়; কিন্তু এগুলো গাঁথনির বহির্ভাগে বসানো হল, কারণ যথেষ্ট শক্ত মনে

হয়েছিল। কিন্তু বাকিগুলোতে অতিরিক্ত ফাটল থাকায় খোদাই করা সম্ভব হয়নি, তাই সেগুলো মিনার থেকে দূরে ফেলে দেওয়া হল।

[৪] পরে তিনি খাটো পাথগুলো পরীক্ষা করতে লাগলেন। দেখা গেল, অনেকগুলো কালো ছিল, এমনকি কয়েকটায় বড় বড় ফাটল ছিল। এগুলোকেও তিনি পরিত্যক্ত পাথরগুলোর সঙ্গে রাখতে হুকুম দিলেন। কিছুটা কিছুটা পাথর বাকি রয়েছিল, আর তিনি এগুলো পরিষ্কার ও খোদাই করার পর গাঁথনিতে বসাতে হুকুম দিলেন। কুমারীরা এগুলো নিয়ে মিনারের গাঁথনির মাঝখানে বসাল, কারণ এগুলো বেশি নরম ছিল।

[৫] পরে তিনি আধ সাদা ও আধ কালো পাথরগুলো পরীক্ষা করতে লাগলেন। দেখা গেল, অনেকগুলো সম্পূর্ণরূপে কালো হয়ে গেছিল; এগুলোকেও তিনি পরিত্যক্ত পাথরগুলোর সঙ্গে রাখতে হুকুম দিলেন। কিন্তু বাকিগুলো কুমারীদের দ্বারা নেওয়া হল, কারণ সাদা ছিল, এবং গাঁথনির বহির্ভাগে বসানো হল কারণ এগুলো শক্ত হওয়ায় সেগুলোকে আরও শক্তি দিতে পারত যেগুলো মাঝখানে বসানো হয়েছিল। এগুলো কাটবার কোনও দরকার হল না।

[৬] পরে তিনি শক্ত ও অমসৃণ পাথরগুলো পরীক্ষা করতে লাগলেন। এগুলোর অল্প কয়েকটা কাটা হয়নি বিধায় পরিত্যক্ত হল, কারণ খোদাই করার মত বেশি শক্ত ছিল। কিন্তু বাকিগুলো খোদাই করার মত উপযুক্ত ছিল, এবং কুমারীরা এগুলো নিয়ে মিনারের গাঁথনির মাঝখানে বসাল, কারণ এগুলো যথেষ্ট ভার বহন করতে সক্ষম ছিল।

[৭] অবশেষে তিনি সেই পাথরগুলো পরীক্ষা করলেন যেগুলোতে দাগ দেখাচ্ছিল। এগুলোর মধ্যে খুবই অল্প কয়েকটা মাত্র কালো হয়ে গেছিল, তাই এগুলো বাকিগুলোর সঙ্গে পরিত্যক্ত হল; বাকি সকল পাথর উজ্জ্বল ও সুস্থ ছিল; কুমারীরা এগুলো গাঁথনিতে বসাল, এবং এগুলো শক্ত হওয়ায় কুমারীরা গাঁথনির বহির্ভাগেই বসাল।

৮৬ [১] পরে তিনি সাদা গোলাকার পাথর পরীক্ষা করতে গিয়ে আমাকে বললেন, 'এ পাথরগুলো নিয়ে আমরা কি করব?'

আমি বললাম, 'মহাশয়, আমি কি করে তা জানতে পারি?'

তিনি বললেন, 'তাই তুমি কি আদৌ মনে কর না যে, এগুলো কাজে আসতে পারে?'

[২] আমি বললাম, 'মহাশয়, আমি এই শিল্পকর্মে অভিজ্ঞ নই, আমি পাথরকাটিয়েও নয়, এবিষয়ে কিছুই বুঝি না।'

তিনি বললেন, 'তুমি কি এ দেখতে পার না যে, এগুলো বেশি গোলাকার? আমি যদি এগুলো চতুষ্কোণ করতে চাই, এগুলো থেকে অনেক কিছু খোদাই করা দরকার হবে। অন্যদিকে আমাকে অবশ্যই গাঁথনিতে বসাবার জন্য কয়েকটাকে সঠিক করতে হবে।'

[৩] আমি বললাম, 'মহাশয়, যখন দরকার আছে, তখন আপনি কেন এত চিন্তা করছেন? যেগুলো আপনি উত্তম মনে করেন, কেন সেগুলোই গাঁথনির জন্য বেছে নেন না ও সঠিক করেন না?'

তাই যেগুলো সবচেয়ে বড় ও উজ্জ্বল, তিনি সেগুলো বেছে নিয়ে খোদাই করলেন; পরে কুমারীরা সেগুলো নিয়ে গাঁথনির বহির্ভাগে বসাল। [৪] বাকি যত পাথর রয়ে গেছিল, সেগুলো নিয়ে সেই সমভূমিতে পুনরায় নিয়ে যাওয়া হল যেখান থেকে আনা হয়েছিল, কিন্তু পাথরগুলো পরিত্যাগ করা হয়নি, 'কারণ', তিনি বললেন, 'মিনারের গাঁথনি শেষ করার জন্য এখনও কিছু বাকি আছে, এবং মিনারের মালিক ইচ্ছা করেন, খুবই উজ্জ্বল হওয়ায় এ পাথরগুলো গাঁথনিতে বসানো উচিত।'

পরে বারোজন স্ত্রীলোককে ডাকা হল যারা দেখতে খুবই সুন্দরী ছিল; তাদের পরিচ্ছদ ছিল কালো ও আঁট, কাঁধ অনাবৃত, ও তাদের চুল বাঁধা নয়; আমার চোখে তারা বন্যই মনে হচ্ছিল। পালক তাদের হুকুম করলেন গাঁথনি থেকে পরিত্যক্ত সমস্ত পাথর তুলে নিয়ে সেই পাহাড়ে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে যেখান থেকে সেগুলো আনা হয়েছিল। [৭] আর তারা খুশি মনে পাথরগুলো তুলে নিয়ে সেই জায়গায় নিয়ে গেল যেখান থেকে আনা হয়েছিল।

সমস্ত পাথর তুলে নেওয়ার পর, যখন মিনারের চারপাশে আর কোনও পাথর রইল না, তখন পালক আমাকে বললেন, 'চল, মিনার প্রদক্ষিণ করে দেখি ত্রুটির মত কিছু আছে কিনা।'

আমি তাঁর সঙ্গে হাঁটতে লাগলাম। [৭] মিনার যে সত্যিই সুন্দর ও সঠিকভাবে গাঁথা, তা লক্ষ করে পালক খুবই আনন্দিত হলেন; আর আসলে মিনারটি এত দক্ষতার সঙ্গে গাঁথা হয়েছিল যা দেখে আমি সেটির মালিক হতে ইচ্ছা করছিলাম। মনে হচ্ছিল, মিনার একটামাত্র পাথরে গাঁথা যেথায় কোনও ফাঁক নেই; এমনকি, মনে হচ্ছিল, মিনার শৈলেই, একটামাত্র পাথরেই খোদাই করা হয়েছে।

৮৭ [১] আমি পালকের সঙ্গে হাঁটছিলাম ও এত সুন্দর জিনিস দেখে খুবই খুশি ছিলাম। তখন পালক আমাকে বললেন, 'গিয়ে চুন ও ঢিল আন, কেননা আমি সেই সমস্ত গর্ত ভরাট করতে ইচ্ছা করি যেখান থেকে পাথরগুলো তুলে নেওয়া হয়েছে ও গাঁথনিতে বসানো হয়েছে, কারণ মিনারের চারদিকের জায়গা সমান হওয়া চাই।'

[২] তিনি যেমন হুকুম করেছিলেন, আমি সেইমত সেই সমস্ত আনলাম। তিনি বললেন, 'তুমি আমাকে সাহায্য করলে আমরা শীঘ্রই শেষ করতে পারব।'

তাই যে পাথরগুলো গাঁথনিতে বসানো হয়েছিল, আমি সেগুলোর গর্ত ভরাট করলাম; পরে তিনি হুকুম করলেন যেন মিনারের চারপাশের জায়গায় ঝাঁট দেওয়া হয় ও পরিষ্কার করা হয়। [৩] কুমারীরা সাথে সাথে ঝাঁটা হাতে নিয়ে ঝাঁট দিল, মিনার থেকে সমস্ত ময়লা সরিয়ে দিল ও জল ছিটিয়ে দিল; তাতে মিনারের চারপাশের সমস্ত জায়গা সুন্দর ও আকর্ষণীয় হল।

[৪] পালক আমাকে বললেন, 'এখন সমস্ত কিছু পরিষ্কার; মালিক মিনার দেখতে এলে আমাদের ব্যবহারে কোনও ত্রুটি পাবেন না।'

একথা বলার পর আমার মনে হল তিনি চলে যেতে ইচ্ছা করছিলেন। [৫] কিন্তু আমি তাঁর থলি ধরে তাঁকে প্রভুর নামে অনুনয় করতে লাগলাম, তিনি আমাকে যা কিছু দেখিয়েছিলেন, যেন তার অর্থ আমাকে বুঝিয়ে দেন।

তিনি আমাকে বললেন, 'কিছু সময়ের মত আমি ব্যস্ত আছি; পরে তোমাকে সমস্তই বুঝিয়ে দেব। আমি না আসা পর্যন্ত তুমি আমার জন্য এখানে অপেক্ষা কর।'

[৬] আমি বললাম, 'মহাশয়, একা হয়ে আমি এখানে কি করব?'

তিনি বললেন, 'তুমি একা নও; তোমার সঙ্গে এই কুমারীরা এখানে আছে।'

আমি বললাম, ‘তবে আমাকে তাদের দায়িত্বে তুলে দিন।’

পালক কুমারীদের ডেকে তাদের বললেন, ‘আমি না আসা পর্যন্ত একে তোমাদের দায়িত্বে তুলে দিলাম।’ এবং তাই বলে চলে গেলেন।

[৭] আমি সেই কুমারীদের সঙ্গে একা রইলাম; তারা আমার উপস্থিতিতে খুশি ছিল ও আমার সঙ্গে সুন্দরভাবে ব্যবহার করছিল, বিশেষভাবে সেই চারজন যারা সকলের চেয়ে গৌরবময়ী ছিল।

৮৮ [১] কুমারীরা আমাকে বলল, ‘পালক আজ ফিরবেন না।’

আমি বললাম, ‘তবে আমি কি করব?’

তারা বলল, ‘সন্ধ্যা পর্যন্ত তাঁর জন্য অপেক্ষা কর। তিনি এলে তোমার সঙ্গে কথা বলবেন; আর তিনি না এলে, তবে তাঁর না আসা পর্যন্ত তুমি এখানে আমাদের সঙ্গে থাকবে।’

[২] আমি তাদের বললাম, ‘আমি সন্ধ্যা পর্যন্ত তাঁর জন্য অপেক্ষা করব, কিন্তু তিনি না এলে আমি বাড়ি ফিরে যাব ও কাল ভোরে আবার এখানে আসব।’

কিন্তু তারা আমাকে বলল, ‘তোমাকে আমাদের দায়িত্বে রাখা হয়েছে; তুমি আমাদের কাছ থেকে দূরে যেতে পার না।’

[৩] আমি বললাম, ‘তবে কোথায় থাকব?’

তারা বলল, ‘তুমি আমাদের সঙ্গে ঘুমাবে, ভাইয়ের মত, স্বামীর মত নয়। কেননা তুমি আমাদের ভাই, আর এখন থেকে আমরা সবসময় তোমার সঙ্গে বসবাস করব, কারণ আমরা তোমাকে খুব ভালবাসি।’

আমি কিন্তু তাদের সঙ্গে থাকতে লজ্জাবোধ করছিলাম। [৪] তখন তাদের মধ্যে যাকে প্রধান মনে হচ্ছিল, সে আমাকে চুম্বন করতে ও আলিঙ্গন করতে লাগল; অন্যান্যরা তা দেখে তারাও আমাকে চুম্বন করতে লাগল, এবং আমার সঙ্গে রসিকতা করতে করতে আমাকে মিনারের চারপাশে চালনা করল। [৫] তাতে মনে হল, আমি নিজেও তারুণ্য ফিরে পেলাম, আমিও তাদের সঙ্গে রসিকতা করতে লাগলাম। তাদের কয়েকজন

নাচছিল, অন্য কয়েকজন লাফাচ্ছিল, অন্য কয়েকজন গাইছিল; কিন্তু আমি চুপচাপ হয়ে আনন্দ ও খুশিতে পরিপূর্ণ হয়ে তাদের সঙ্গে মিনারের চারপাশে হাঁটছিলাম।

[৬] সন্ধ্যা হলে আমি বাড়ি যেতে ইচ্ছা করছিলাম, কিন্তু তারা যেতে না দিয়ে আমাকে সেখানে রাখল। আমি তাদের সঙ্গে রাত কাটিয়ে মিনারের ধারে ঘুমালাম। [৭] কুমারীরা তাদের ক্ষমের আবরণ মাটিতে পেতে দিয়ে নিজেদের মধ্যে আমাকে শুইয়ে রাখল। তারা প্রার্থনা করা ছাড়া অন্য কিছু করছিল না, আমিও তাদের সঙ্গে অবিরত প্রার্থনা করছিলাম, এমনকি হয় তো তাদের চেয়ে আমিই বেশি প্রার্থনা করছিলাম; আর যখন কুমারীরা দেখল আমি কেমন প্রার্থনা করছিলাম তারা এতে খুবই খুশি হল। কুমারীদের সঙ্গে আমি পর দিন দ্বিতীয় ঘটিকা (ক) পর্যন্ত থাকলাম।

[৮] অবশেষে পালক এলেন; তিনি কুমারীদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা কি তাকে অসম্মান করেছ?'

তারা বলল, 'আপনি তাকেই জিজ্ঞাসা করুন।'

আমি তাঁকে বললাম, 'মহাশয়, তাদের সঙ্গে থাকায় আমি খুব খুশি হলাম।'

তিনি বললেন, 'রাতে কি খেয়েছ?'

আমি বললাম, 'মহাশয়, সারা রাত ধরে আমি প্রভুর বাণী খেয়েছি।'

তিনি বললেন, 'তারা কি তোমাকে সুন্দরভাবে আপ্যায়ন করেছে?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, মহাশয়।'

[৯] তিনি বললেন, 'এখন দেখি; কোন্ কথা আগে শুনতে ইচ্ছা কর?'

আমি বললাম, 'মহাশয়, আপনি শুরুতে আমাকে যা যা দেখিয়েছিলেন, তা-ই। মহাশয়, অনুনয় করি, আমি আপনার কাছে যে যে প্রশ্ন রাখব, আপনি সেই সমস্ত বিষয় আমাকে বুঝিয়ে দেবেন।'

তিনি বললেন, 'তুমি যেমন বাসনা কর, সেই অনুসারে আমি তোমাকে সব বুঝিয়ে দেব; তোমা থেকে গুপ্ত কিছুই রাখব না।'

৮৯ [১] আমি বললাম, 'মহাশয়, সবকিছুর আগে আমাকে বলুন, সেই শৈল ও সেই দরজা কি?'

তিনি বললেন, 'সেই শৈল ও সেই দরজা হলেন ঈশ্বরের পুত্র।'

আমি বললাম, 'মহাশয়, তা কেমন করে হতে পারে? শৈলটা প্রাচীন কিন্তু দরজাটা নবীন।'

তিনি বললেন, 'হে নির্বোধ মানুষ, শোন ও উপলব্ধি কর। [২] ঈশ্বরের পুত্র তাঁর নিখিল সৃষ্টির চেয়ে প্রাচীন; এজন্যই তিনি সৃষ্টিকর্মের বিষয়ে পিতার পরামর্শদাতা ছিলেন। এই কারণে তিনি প্রাচীন।'

আমি বললাম, 'তবে, মহাশয়, কেন দরজাটি নবীন?'

[৩] তিনি বললেন, 'কারণ তিনি এযুগের পূর্ণতার শেষ দিনগুলোতে আত্মপ্রকাশ করেছেন; এই কারণে দরজাটি নবীন। যারা পরিত্রাণের জন্য নিরূপিত, তারা সেই দরজার ভিতর দিয়েই ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করতে পারে।'

[৪] তিনি বলে চললেন, 'তুমি কি লক্ষ করেছ যে, যে যে পাথর দরজার ভিতর দিয়ে ঢুকেছিল, সেগুলো মিনারের গাঁথনিতে বসানো হয়েছিল, কিন্তু যেগুলো দরজার ভিতর দিয়ে ঢোকেনি, সেগুলোকে তাদের আগেকার জায়গায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, মহাশয়, আমি তা লক্ষ করেছিলাম।'

তিনি বললেন, 'তাই কেউই ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করতে পারে না, যদি না সে তাঁর পুত্রের নাম না গ্রহণ করে। [৫] তুমি যদি একটা শহরে ঢুকতে চাও, কিন্তু সেই শহর চারদিকে মজবুত প্রাচীরে ঘেরা ও তার একটামাত্র দরজা থাকে, তুমি কি সেই শহরে ঢুকতে পার যদি না তার সেই একটামাত্র দরজার ভিতর দিয়ে না যাও?'

আমি বললাম, 'না, মহাশয়; এর অন্যথা কেমন হতে পারে?'

তিনি বললেন, 'সুতরাং, শহরের একটামাত্র দরজার ভিতর দিয়ে না গেলে যেমন তোমার পক্ষে সেই শহরে ঢোকা সম্ভব নয়, তেমনি যাঁকে ঈশ্বর ভালবাসেন, তাঁর সেই পুত্রের নামের মধ্য দিয়ে ছাড়া কোন মানুষের পক্ষে তাঁর রাজ্যে প্রবেশ করা সম্ভব নয়।'

[৬] তিনি আরও বললেন, 'তুমি কি সেই লোকের ভিড় দেখতে পেয়েছিলে যারা মিনার গাঁথছিল?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, মহাশয়, আমি দেখতে পেয়েছিলাম।'

তিনি বললেন, ‘তারা সকলে গৌরবময় দূত; তাঁদেরই দ্বারা প্রভু প্রাচীরবেষ্টিত হলেন। কিন্তু দরজাটা হলেন ঈশ্বরের পুত্র; তিনিই ঈশ্বরের কাছে [যাবার জন্য] একমাত্র প্রবেশদ্বার; সুতরাং তাঁর পুত্রের মধ্য দিয়ে ছাড়া কেউই ভিতরে, ঈশ্বরের কাছে, প্রবেশ করতে পারে না।’

[৭] তিনি আরও বললেন, ‘তুমি কি সেই ছ’জন মানুষকে, ও তাদের মধ্যে সেই গৌরবময় ও উচ্চ-লম্বা মানুষকে দেখতে পেয়েছিলে যিনি মিনারের চারদিকে হাঁটতে হাঁটতে গাঁথনির পাথরগুলো পরীক্ষা করেছিলেন?’

আমি বললাম, ‘অবশ্যই, মহাশয়; আমি তাঁকে দেখতে পেয়েছিলাম।’

[৮] তিনি বললেন, ‘গৌরবময় মানুষটি হলেন ঈশ্বরের পুত্র, আর সেই ছ’জন হলেন গৌরবময় দূত যাঁরা ডান ও বাঁ পাশে তাঁকে সাহায্য করেন।’ তিনি বলে বললেন, ‘তাঁকে ছাড়া কোন গৌরবময় দূত ঈশ্বরের সাক্ষাতে প্রবেশ করতে পারেন না, কারণ যে কেউ তাঁর নাম গ্রহণ করে না, সে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করতে পারে না।’

৯০ [১] আমি বললাম, ‘কিন্তু মিনারটি কি?’

তিনি বললেন, ‘মিনার হল স্বয়ং মণ্ডলী।’

আমি বললাম, ‘আর সেই কুমারীরা কারা?’

তিনি বললেন, ‘তারা হল পবিত্র আত্মাগুলো। কেউই ঈশ্বরের রাজ্যে কোন মতে প্রবেশ করতে পারে না, যদি না সেই কুমারীরা নিজেদের পোশাক দিয়ে তাকে পরিবৃত না করে। কেননা কেউ যদি কেবল নামটি গ্রহণ করে কিন্তু এই কুমারীদের কাছ থেকে পোশাক গ্রহণ না করে, তার কোন উপকার হয় না। বাস্তবিকই এই কুমারীরা হল ঈশ্বরের পুত্রের প্রতাপসকল। তাই তুমি তাঁর নাম বহন করলে কিন্তু তাঁর প্রতাপের অভাবী হলে, তুমি বৃথাই তাঁর নাম বহন কর; [৩] আসলে তুমি যে পাথরগুলো পরিত্যক্তই দেখেছিলে, তারা হল সেই সকলে যারা তাঁর নাম বহন করত ঠিকই, কিন্তু কুমারীদের পরিচ্ছদে পরিবৃত ছিল না।’

আমি বললাম, ‘মহাশয়, তাদের পরিচ্ছদ কি?’

তিনি বললেন, 'তাদের নামগুলোই তাদের পরিচ্ছদ। যে কেউ ঈশ্বরের পুত্রের নাম বহন করে, তার দরকার আছে তাদের নামও বহন করা, কেননা পুত্র নিজেই এই কুমারীদের নাম বহন করেন।' [৪] তিনি বলে চললেন, 'যে সকল পাথর তুমি মিনারের গাঁথনিতে ঢুকতে, ও কুমারীদের হাতেই তুলে দেওয়া হয়েছিল বলে গাঁথনিতে থাকতে দেখেছিলে, সেই সমস্ত পাথর এই কুমারীদের প্রতাপই পরিধান করেছিল। [৫] এজন্যই তুমি দেখতে পেয়েছ, মিনারটি শৈলের সঙ্গে একটামাত্র মজবুত পাথর হয়েছে। তেমনিভাবে, যারা পুত্রের মধ্য দিয়ে প্রভুর প্রতি বিশ্বাসী হয় ও এই আত্মাসকলকে পরিধান করে, তারাও এক-আত্মা এক-দেহ হবে, ও তাদের পরিচ্ছদের রঙ একই হবে। যারা কুমারীদের নাম বহন করে, মিনারটি কেবল তাদেরই বাসস্থান হবে।'

[৬] আমি বললাম, 'মহাশয়, কেন কয়েকটা পাথর পরিত্যক্ত হয়েছিল ও ফেলে দেওয়া হয়েছিল? সেগুলোও তো দরজার ভিতর দিয়ে ঢুকেছিল ও কুমারীদের হাতে মিনারের গাঁথনিতে বসানো হয়েছিল।'

তিনি বললেন, 'যেহেতু তুমি সবকিছু জানতে ইচ্ছা কর ও সবকিছু সূক্ষ্মরূপে অনুসন্ধান কর, সেজন্য পরিত্যক্ত পাথরগুলোর অর্থ শোন।' [৭] তিনি বলে চললেন, 'এরা সকলে ঈশ্বরের পুত্রের নাম বহন করছিল ও কুমারীদের প্রতাপও গ্রহণ করেছিল; তাই এই আত্মাসকল গ্রহণ করায় তারা বলবান হয়েছিল, ঈশ্বরের দাসদাসীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে এক-আত্মা এক-দেহ হয়েছিল ও একই পরিচ্ছদের অধিকারী হয়েছিল, কারণ তাদের ছিল এক-মন ও সকলে ছিল ধর্মময়তার সাধক। [৮] কিন্তু পরে কোন এক সময় তারা সেই সুন্দরী স্ত্রীলোকদের দ্বারা আকর্ষিত হয়ে অবাধ্য হয়েছিল যাদের তুমি দেখেছিলে কালো পরিচ্ছদে পরিবৃত, যাদের কাঁধ ছিল অনাবৃত ও যাদের চুল বাঁধা নয়। তাদের দেখে তারা তাদের বাসনা করেছিল, ও কুমারীদের পোশাক ও প্রতাপ খুলে দিয়ে তাদেরই প্রতাপ পরিধান করেছিল। [৯] এজন্য ঈশ্বরের আবাস থেকে তাদের দূর করে দেওয়া হয়েছিল ও সেই স্ত্রীলোকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু যারা সেই স্ত্রীলোকদের সৌন্দর্যে নিজেদের আকর্ষিত হতে দেয়নি, তারা ঈশ্বরের আবাসে থাকল।' তিনি বললেন, 'যে পাথরগুলো পরিত্যক্ত হয়েছিল, এটিই সেই বিষয়ের ব্যাখ্যা।'

৯১ [১] আমি বললাম, ‘তবে, হে মহাশয়, এই ভালো মানুষেরা যদি মনপরিবর্তন করে, এই স্ত্রীলোকদের প্রতি লালসা ত্যাগ করে, ও পুনরায় কুমারীদের কাছে ফিরে তাদের প্রতাপসকলের পথে চলতে ও তাদের কাজকর্ম অনুশীলন করতে লাগে, তবে তারা কি ঈশ্বরের আবাসে ঢুকতে পারবে না?’

[২] তিনি বললেন, ‘তারা অবশ্যই ঢুকতে পারবে যদি স্ত্রীলোকদের কাজকর্ম দূর করে দেয়, কুমারীদের প্রতাপ ফিরিয়ে নেয় ও তাদের কাজকর্মের পথে চলে; কারণ ঠিক এই লক্ষ্যেই নির্মাণকাজে বিরাম দেওয়া হয়েছিল, যাতে তারা মনপরিবর্তন করলে মিনারের গাঁথনিতে ঢুকতে পারে। কিন্তু তারা মনপরিবর্তন না করলে অন্যরাই ঢুকবে আর এরা সবসময়ের মত বিতাড়িত হবে।’

[৩] আমি প্রভুকে এসমস্ত কিছু সাধনের জন্য ধন্যবাদ জানালাম, অর্থাৎ যারা তাঁর নাম করে তিনি যে তাদের সকলের প্রতি দয়া দেখিয়েছিলেন, তাঁর বিরুদ্ধে পাপ করেছিলাম এই আমরা, তিনি যে এই আমাদের কাছে তাঁর মনপরিবর্তনের দূতকে প্রেরণ করেছিলেন, আমরা তত কলুষিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি যে আমাদের প্রাণ নবীকৃত করেছিলেন ও আমরা জীবনলাভের বিষয়ে হতাশ হওয়া সত্ত্বেও তিনি যে আমাদের জীবন পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন।

[৪] আমি বললাম, ‘মহাশয়, এবার আপনি আমাকে বুঝিয়ে দিন, কেন মিনারটি স্থলের উপরে নয় বরং শৈলের ও দরজার উপরে গাঁথা হয়েছে?’

তিনি বললেন, ‘তুমি কি এখনও মূর্খ ও নির্বোধ?’

আমি বললাম, ‘মহাশয়, যেহেতু কোনও কিছু বুঝবার ক্ষমতাটুকুও আমার নেই, সেজন্যই সমস্ত বিষয় সম্পর্কে আমার পক্ষে আপনাকে জিজ্ঞাসা করার দরকার আছে। কেননা মহান ও গৌরবময় বিষয় উপলব্ধি করা মানুষের পক্ষে কঠিন।’

[৫] তিনি বললেন, ‘শোন, ঈশ্বরের পুত্রের নাম মহান, অসীম, ও সমস্ত জগতের ভর। তাই যখন ঈশ্বরের পুত্রই নিখিল সৃষ্টির ভর, তখন যারা তাঁর দ্বারা আহূত, তাঁর আপন নাম বহন করে ও তাঁর আজ্ঞাবলির পথে চলে, তাদের বিষয়ে তোমার ধারণা কি? [৬] তাই তুমি কি দেখতে পাচ্ছ তিনি কাদের ভর? তাদেরই, যারা সমস্ত হৃদয় দিয়ে তাঁর নাম বহন করে। তিনিই ছিলেন সেই পাথরগুলোর অর্থাৎ সেই মানুষদের ভিত্তি,

আর যেহেতু তারা তাঁর নাম বহন করায় লজ্জাবোধ করে না, সেজন্য তিনিও সানন্দে তাদের ভার বহন করেন।’

৯২ [১] আমি বললাম, ‘মহাশয়, কুমারীদের নাম, ও কালো পরিচ্ছদ পরা স্ত্রীলোকদের নাম আমাকে বুঝিয়ে দিন।’

[২] তিনি বললেন, ‘প্রথমজনের নাম বিশ্বাস, দ্বিতীয়জনের নাম আত্মসংযম, তৃতীয়জনের নাম প্রতাপ, চতুর্থজনের নাম সহনশীলতা। এবং যারা তাদের মধ্যে রয়েছে, তাদের নাম এ, সরলতা, নির্দোষিতা, পুণ্যতা, আনন্দ-সুখ, সত্য, উপলব্ধি, এক-মন, যত্ন-ভালবাসা। যে কেউ এ নামগুলো ও ঈশ্বরের পুত্রের নাম বহন করে, সে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করতে সক্ষম হবে।’(ক)

[৩] তিনি আরও বললেন, ‘এবার তাদেরও নাম শোন যাদের পরিচ্ছদ কালো। এদের মধ্যেও চারজন আছে যারা সকলের চেয়ে প্রভাবশালী। প্রথমজনের নাম অবিশ্বাস, দ্বিতীয়জনের নাম অশুচিতা, তৃতীয়জনের নাম অবাধ্যতা, চতুর্থজনের নাম প্রবঞ্চনা। আর যারা এদের পরে আসে, তাদের নাম হল বিষণ্ণতা, দুষ্টতা, চরিত্রহীনতা, আক্রোশ, মিথ্যাকথন, নির্বুদ্ধিতা, পরচর্চা, হিংসা। যে ঈশ্বরের দাস এ নামগুলো বহন করে, সে ঈশ্বরের রাজ্য দেখতে পাবে ঠিকই, কিন্তু তার মধ্যে প্রবেশ করতে পারবে না।’

[৪] আমি বললাম, ‘মহাশয়, যে চারটে পাথর সেই গভীর কুয়ো থেকে গাঁথনিতে বসানো হয়েছিল, সেগুলো কি?’

তিনি বললেন, ‘প্রথম যে দশটা পাথর ভিত্তিতে বসানো হয়েছিল, সেগুলো হল প্রথম প্রজন্ম; পরের পঁচিশটা হলো ন্যায়বানদের দ্বিতীয় প্রজন্ম; পরের পঁয়ত্রিশটা হল ঈশ্বরের নবীসকল ও তাঁর দাসদাসী; অবশেষে সেই চল্লিশটা হল প্রেরিতদূত ও শিক্ষাগুরু যারা ঈশ্বরের পুত্রের কথা প্রচার করে।’(খ)

[৫] আমি বললাম, ‘তবে, হে মহাশয়, কেনই বা সেই কুমারীরাই মিনার-গাঁথনির জন্য এ পাথরগুলো তুলে দিয়েছিল ও দরজার ভিতর দিয়ে সেগুলো বহন করেছিল?’

[৬] তিনি বললেন, ‘কারণ এরাই প্রথম এই আত্মাসকলকে বহন করেছিল ও একে অন্যের কাছ থেকে কখনও দূরে চলে যায়নি, আত্মাসকলও মানুষ থেকে নয়, মানুষও

আত্মাসকল থেকে নয়; বরং সেই মানুষেরা নিদ্রা না যাওয়া পর্যন্ত আত্মাসকল তাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকল। আর সেই মানুষেরা যদি সেই আত্মাসকলকে নিজেদের সঙ্গে না রাখত, তবে মিনার-গাঁথনির জন্য তারা উপযোগী হত না।'

৯৩ [১] আমি বললাম, 'মহাশয়, আরও একটা বিষয় আমাকে বুঝিয়ে দিন।'

তিনি বললেন, 'তুমি আরও কি জানতে চাও?'

আমি বললাম, 'মহাশয়, মিনার-গাঁথনিতে বসানো হওয়ার আগে, কেন এ পাথরগুলোকে গভীর কুয়ো থেকে বের করে আনা হয়েছিল যখন পাথরগুলো ইতিমধ্যে সেই আত্মাসকলের অধিকারী ছিল?'

[২] তিনি বললেন, 'সঞ্জীবিত হবার জন্য এ আবশ্যক ছিল যে, তারা জলের মধ্য থেকে উঠে আসবে, কেননা প্রাচীন জীবনের মরণশীলতা আগে ছেড়ে দেওয়া দরকার; অন্যথা ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করা সম্ভব নয়। [৩] ঈশ্বরের পুত্রের নাম ও সীলমোহর গ্রহণ করার আগে মানুষ তো মৃত; কিন্তু সীলমোহর গ্রহণ করার পর সে মরণশীলতা ছেড়ে দেয় ও জীবন লাভ করে। [৪] সীলমোহর হল জল, আর মানুষ জলে মৃতই প্রবেশ করে ও জীবিতই উঠে আসে (ক)। এজন্যই আগেকার মানুষদের কাছেও এ সীলমোহরের কথা প্রচার করা হয়েছিল, আর তারা ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করার জন্য তা গ্রহণ করেছিল।'

[৫] আমি বললাম, 'তবে, হে মহাশয়, কেন সেই চল্লিশটা পাথরও কুয়োর জল থেকে বের করে আনা হয়েছিল যখন সেগুলো ইতিমধ্যে সীলমোহর গ্রহণ করেছিল?'

তিনি বললেন, 'কারণ এই যে প্রেরিতদূত ও শিক্ষাগুরু সকল যারা ঈশ্বরের নাম প্রচার করল, তারা যখন ঈশ্বরের পুত্রের প্রতাপে ও বিশ্বাসে বিশ্বাসী হয়ে নিদ্রা গেল, তখন, যারা তাদের আগে নিদ্রা গিয়েছিল, তারা তাদেরও কাছে তাঁর কথা প্রচার করল ও নিজেরাই তাদের দিল প্রচারিত ধর্মশিক্ষার সীলমোহর। [৬] তাই তারা তাদের সঙ্গে জলে নেমে গেল ও আবার উঠে এল; কিন্তু প্রথমজনেরা জীবিতই নেমে গেল ও জীবিতই উঠে এল, কিন্তু আগেকার মানুষ নিদ্রা গিয়েছিল বিধায় মৃতই নেমে গেল ও জীবিতই উঠে

এল। [৭] সুতরাং, প্রথমজনদের মধ্য দিয়েই এরা জীবন পেল ও ঈশ্বরের পুত্রের নাম জানল।

এজন্যই তারাও এদের সঙ্গে [কুয়ো থেকে] উঠে এল, মিনার-গাঁথনিতে তাদের বসানো হল, ও তাদের খোদাই করা হওয়া ছাড়া সরাসরিই এদের সঙ্গে মিনার-গাঁথনিতে ব্যবহার করা হল। কারণ তারা ধর্মময়তায় ও শুচিতায়ই নিদ্রা গিয়েছিল; কেবল এ সীলমোহরেরই অভাবী ছিল। তাই তুমি এসমস্ত বিষয়ের ব্যাখ্যা পেয়েছ।'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, মহাশয়, আমি তা পেয়েছি।'

৯৪ [১] 'এখন, হে মহাশয়, পাহাড়গুলোর কথা আমাকে বুঝিয়ে দিন। সেগুলো দেখতে কেন নানা ধরনের ও একটা অন্যটা থেকে ভিন্ন?'

তিনি বললেন, 'শোন, এ বারোটা পাহাড় হল সেই গোষ্ঠী যেগুলো সারা জগতের বাসিন্দা ও যাদের কাছে প্রেরিতদূতেরা ঈশ্বরের পুত্রের কথা প্রচার করলেন।'

[২] আমি বললাম, 'মহাশয়, আমাকে বুঝিয়ে দিন, পাহাড়গুলো দেখতে কেন নানা ধরনের ও একটা অন্যটা থেকে ভিন্ন?'

তিনি বললেন, 'শোন, এই যে বারোটা গোষ্ঠী সারা জগতের বাসিন্দা, তারা হল বারোটা জাতি (ক) যাদের স্বভাব ও মন-মানষিকতা নানা ধরনের; তাই তুমি যেমন দেখেছ যে, পাহাড়গুলো নানা ধরনের, তেমনি জাতিগুলোর স্বভাব ও মন-মানষিকতা নানা ধরনের। এখন আমি এক একটার আচরণ তোমাকে বুঝিয়ে দেব।'

[৩] আমি বললাম, 'মহাশয়, প্রথমে আমাকে বুঝিয়ে দিন কেন এ পাহাড়গুলো এত নানা ধরনের হলেও যখন সেগুলোর পাথর গাঁথনিতে বসানো হয়েছিল, তখন সেই পাথরগুলো উজ্জ্বল ও এক রঙের হল ঠিক সেই পাথরগুলোর মত যেগুলো কুয়ো থেকে তুলে আনা হয়েছিল।'

[৪] তিনি বললেন, 'কারণ আকাশের নিচে যত জাতি বাস করে, তারা যখন শুনল ও বিশ্বাস করল, তখন ঈশ্বরের পুত্রের নাম অনুসারে তাদের আহ্বান করা হল, আর যখন সীলমোহর গ্রহণ করল, তখন তারা সকলে এক-স্বভাব ও এক-মন হল, তাদের বিশ্বাসও এক হল, তাদের ভালবাসাও এক হল, এবং নামটির সঙ্গে তারা কুমারীদের

আত্মাসকলকেও বহন করল। এজন্য মিনার-গাঁথনি এক-রঙ হল যা সূর্যের মত উজ্জ্বল। [৫] পরে কিন্তু, ঐক্যে প্রবেশ ক'রে ও এক-দেহ হওয়ার পর তাদের কয়েকজন নিজেদের দূষিত করল; ফলে তারা ন্যায়বানদের পরিবার থেকে বিতাড়িত হল ও আগে যেমন ছিল আবার সেইরকম হল, এমনকি আগের চেয়ে আরও খারাপ হল।'

৯৫ [১] আমি বললাম, 'মহাশয়, ঈশ্বরজ্ঞান লাভ করার পর তারা কেমন করে আরও খারাপ হল?'

তিনি বললেন, 'যে কেউ ঈশ্বরকে না জেনে অপকর্ম করে, তার সেই অপকর্মের জন্য সে কোন না কোন শাস্তির যোগ্য; কিন্তু ঈশ্বরজ্ঞানের অধিকারী যে কেউ, সে আর কোন অপকর্ম না করতে কিন্তু শুভকর্মই করতে বাধ্য আছে। [২] তাই যে কেউ শুভকর্ম করতে বাধ্য, সে যখন অপকর্ম করে, তখন তুমি কি মনে কর না যে, ঈশ্বরকে যে জানে না, তার দণ্ডের চেয়ে এরই দণ্ড গুরুতর হবে? এজন্য যারা ঈশ্বরজ্ঞানের অভাবী হয়ে অপকর্ম করে, তারা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়, কিন্তু যারা ঈশ্বরজ্ঞানের অধিকারী ও তাঁর মহাকীর্তি দেখা সত্ত্বেও অপকর্ম করে, তারা দ্বিগুণ শাস্তি ভোগ করবে, তারা চিরকালের মত মৃত্যু ভোগ করবে। এইভাবেই ঈশ্বরের মণ্ডলী নিজেকে শোধন করে থাকে [৩] যেইভাবে তুমি দেখতে পেয়েছ। মিনার থেকে নেওয়া ও মন্দাত্মাদের হাতে তুলে দেওয়া পাথরগুলো দূর করে দেওয়া হয়, এবং বিশুদ্ধ পাথরগুলো নিয়ে এক-দেহ গঠিত হয়; কেননা শোধিত হওয়ার পরে মিনার যেমন এক-পিণ্ড হয়েছে, মণ্ডলী শোধিত হওয়ার পর ও তা থেকে অপকর্মা, ভণ্ড, ঈশ্বরনিন্দুক, দ্বিভাব ও নানা কুকর্মের সাধক সকল বিতাড়িত হওয়ার পর মণ্ডলীরও তেমনি হবে। [৪] এরা সকলে বিতাড়িত হওয়ার পর ঈশ্বরের মণ্ডলী হবে এক-দেহ, এক-মন, এক-আত্মা, এক-বিশ্বাস, এক-ভালবাসা; এবং যখন ঈশ্বরের পুত্র তাঁর আপন জনগণকে শুচিতায় সজ্জিত অবস্থায় গ্রহণ করবেন, তিনি তখন তাদের নিয়ে খুশি হবেন।'

আমি বললাম, 'মহাশয়, এসমস্ত মহান ও বিস্ময়কর। [৫] কিন্তু, হে মহাশয়, প্রতিটি পাহাড়ের প্রতাপ ও কাজকর্ম আমাকে বুঝিয়ে দিন, যত আত্মা প্রভুতে বিশ্বাসী

হয়েছে, তারা যেন শুনে তাঁর মহান, বিস্ময়কর ও গৌরবময় নাম গৌরবান্বিত করতে পারে।’

তিনি বললেন, ‘আচ্ছা, তবে পাহাড়গুলোর অর্থাৎ বারোটা জাতির নানা বৈশিষ্ট্যের কথা শোন।’

৯৬ [১] ‘প্রথম পাহাড় থেকে, যেটা কালো, সেটা থেকে এধরনের বিশ্বাসী আসে, তথা, বিশ্বাসত্যাগী, ঈশ্বরনিন্দুক, ও তারা যারা ঈশ্বরের দাসদাসীদের ধরিয়ে দিয়েছে (ক)। এদের জন্য মনপরিবর্তনের কোনও সুযোগ নেই, মৃত্যুই রয়েছে; এজন্য তারা কালো, কারণ তাদের জাত ধর্মহীন।

[২] দ্বিতীয় পাহাড় থেকে, যেটা অনুর্বর, সেটা থেকে এধরনের বিশ্বাসী আসে, তথা, ভণ্ড ও অপকর্মের শিক্ষাগুরু; এরাও প্রথম দলের বিশ্বাসীদের মত, কারণ এদেরও ধর্মময়তার কোনও ফল নেই; তাদের পাহাড় যেমন ফলহীন, তেমনি এই লোকেরাও নামটি বহন করা সত্ত্বেও বিশ্বাসের অভাবী, তাদের সকলের মধ্যে সত্যের কোনও ফল নেই। তাই এরা শীঘ্রই মনপরিবর্তন করলে তাদের জন্য মনপরিবর্তন তৈরী; কিন্তু দেরি করলে, তবে তাদের মৃত্যু হবে প্রথম দলের লোকদের মৃত্যুর মত।’

[৩] আমি বললাম, ‘মহাশয়, তাদের কাজকর্ম প্রায়ই সমান হলে, তবে কেন এদের জন্য মনপরিবর্তনের সুযোগ আছে কিন্তু প্রথম দলের লোকদের জন্য কোনও সুযোগ নেই?’

তিনি বললেন, ‘এদের জন্য মনপরিবর্তনের সুযোগ আছে এই কারণে যে, এরা তাদের প্রভুকে প্রবঞ্চনা করেনি ও ঈশ্বরের দাসদাসীদের ধরিয়ে দেয়নি। অর্থলালসার খাতিরে এরা ভণ্ড লোকদের মত কাজ করল ও এক একজন পাপী মানুষদের লালসা অনুযায়ী শিক্ষাদান করল। তারা কোন না কোন প্রকার শাস্তি ভোগ করবে বটে, কিন্তু তবুও তাদের জন্য মনপরিবর্তন উন্মুক্ত কারণ তারা ঈশ্বরনিন্দুক হয়নি, কাউকেও ধরিয়ে দেয়নি।’

৯৭ [১] ‘তৃতীয় পাহাড় থেকে, যেটা কাঁটাঝোপ ও শেয়ালকাঁটায় ভরা, সেটা থেকে এধরনের বিশ্বাসী আসে, তথা, ধনীরা, অর্থাৎ সেই সকল মানুষ যারা ব্যবসা-বাণিজ্যে

মিশ্রিত হয়ে জীবন কাটায়। বাস্তবিকই কাঁটাঝোপ হল ধন, ও শেয়ালকাঁটা হল ব্যবসা-বাণিজ্য। [২] বহু ও নানা ব্যবসা-বাণিজ্যে ব্যস্ত যারা, তারা ঈশ্বরের দাসদাসীদের সংসর্গ এড়িয়ে চলে ও নিজেদের কর্মকাণ্ডে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে বিপথে যায়। ধনীরা ঈশ্বরের দাসদাসীদের সংসর্গ প্রায়ই এই কারণে এড়ায় যে, তারা ভয় করে সেই লোকেরা তাদের কাছে কিছুটা চাইবে। তাই তেমন মানুষদের পক্ষে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করা কঠিন (ক)। [৩] কারণ যেমন কাঁটার মধ্যে খালি পায়ে হাঁটা কঠিন, তেমনি এই লোকদের পক্ষেও ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করা কঠিন। [৪] কিন্তু এদের সকলের জন্য মনপরিবর্তনের সুযোগ আছে, কিন্তু তা শীঘ্রই হওয়া চাই, কারণ তাদের পক্ষে শুভকর্ম সাধন করায়ই অতিবাহিত সময় পুনরুদ্ধার করা দরকার। মনপরিবর্তন করলে ও দয়াকর্ম সাধন করলে তবে তারা ঈশ্বরের উদ্দেশে জীবনযাপন করবে, কিন্তু নিজেদের কাজকর্ম সাধনে রত থাকলে তবে তাদের সেই স্ত্রীলোকদের হাতে তুলে দেওয়া হবে যারা তাদের মৃত্যু ঘটাবে।’

৯৮ [১] ‘চতুর্থ পাহাড় থেকে, যেটায় ছিল আধ শুষ্কা ঘাস, যেটার ঘাসের ডগা সবুজ ছিল, কিন্তু শিকড়ের দিকের অংশটা শুষ্ক ছিল, ও যেটার কোনও কোনও ঘাস রোদে শুষ্ক হয়েছিল, সেটা থেকে এধরনেরই বিশ্বাসী আসে, তথা, দ্বিভাব ও তারা যারা প্রভুকে ঠোঁটে রাখে কিন্তু নিজেদের অন্তরে তাঁকে রাখে না। [২] এজন্য তাদের ভিত শুষ্ক ও শক্তিহীন, কেবল তাদের কথাই জীবিত কিন্তু তাদের কাজকর্ম মৃত। তাই এরা দ্বিভাব লোকদের মত, কারণ দ্বিভাব মানুষ সবুজও নয়, শুষ্কও নয়, যেহেতু তারা জীবিতও নয়, মৃতও নয়। [৩] তাছাড়া, যেমন এ ঘাসগুলো রোদ দেখামাত্র শুষ্ক হয়ে গেছিল, তেমনি দ্বিভাব মানুষও ক্লেশের কথা শুনে নিজেদের ভীরুতার মধ্য দিয়ে প্রতিমাপূজা করে ও তাদের প্রভুর নামের বিষয়ে লজ্জাবোধ করে। [৪] তাই তেমন মানুষ জীবিতও নয়, মৃতও নয়; কিন্তু তবুও এরাও শীঘ্রই মনপরিবর্তন করলে জীবন পাবে, কিন্তু মনপরিবর্তন না করলে তবে সেই স্ত্রীলোকদের হাতে তাদের তুলে দেওয়া হবে, যারা, জীবনের যেটুকু তাদের এখনও রয়েছে, তাও তাদের কাছ থেকে কেড়ে নেবে।’

৯৯ [১] 'পঞ্চম পাহাড় থেকে, যেটা সবুজ ঘাস বিশিষ্ট ও খাড়া, সেটা থেকে এধরনেরই বিশ্বাসী আসে, তথা, সেই মানুষ যারা বিশ্বাসী হয়েও অবাধ্য, অভিমানী ও দম্ভ-ভরা; এরা সবকিছু জানে বলে মনে করে, কিন্তু কিছুই জানে না। এদের এই দম্ভের বিনিময়ে সুবুদ্ধি এদের কাছ থেকে দূরে চলে গেছে ও মূর্খ নির্বুদ্ধিতা তাদের অন্তরে প্রবেশ করেছে। তথাপি এরা নিজেদের বুদ্ধির জন্য নিজেদের প্রশংসা করে ও অজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও নিজেরা ধর্মগুরু সাজতে ইচ্ছা করে। [৩] তাদের এ গর্বের কারণে তাদের অনেকে নিজেদের বড় করতে করতে নিজেরাই শূন্য হয়েছে; কেননা এই গর্ব ও অসার আত্ম-আস্থা বড়ই এক অপদূত। এজন্যই এদের অনেককে পরিত্যাগ করা হয়েছে। কিন্তু কয়েকজন নিজেদের নির্বুদ্ধিতা স্বীকার করে মনপরিবর্তন করেছে, বিশ্বাস করেছে, ও তাদেরই হাতে নিজেদের সঁপে দিয়েছে যারা সুবুদ্ধির অধিকারী। [৪] এধরনের বাকি মানুষদের জন্য মনপরিবর্তন অপেক্ষায় আছে, কারণ এরা তত খারাপ নয়, ছিল শুধু মূর্খ ও নির্বোধ। তাই তারা মনপরিবর্তন করলে, তবে ঈশ্বরের উদ্দেশে জীবনযাপন করবে, কিন্তু মনপরিবর্তন না করলে, সেই স্ত্রীলোকদের হাতে তাদের তুলে দেওয়া হবে যারা তাদের অমঙ্গল ঘটাবে।'

১০০ [১] 'ষষ্ঠ পাহাড় থেকে, যেটা ফাটলে পূর্ণ ছিল, কয়েকটা ফাটল ছোট, কয়েকটা বড়, এবং ফাটলে ছিল ম্লান হয়ে যাওয়া ঘাস, সেটা থেকে এধরনেরই বিশ্বাসী আসে, তথা, [২] ছোট ফাটল-বিশিষ্ট মানুষ হল তারা যারা একে অন্যের মধ্যে ঝগড়া বাধায় ও নিজেদের পরচর্চার ফলে বিশ্বাসে ম্লান হয়ে গেছে। এদের অনেকে মনপরিবর্তন করেছে বটে, আর বাকি যারা, তারা সকলেও আমার আজ্ঞাগুলো শুনে মনপরিবর্তন করবে, কারণ এদের পরচর্চা ক্ষুদ্র ধরনের। তাই এরাও শীঘ্রই মনপরিবর্তন করবে।

[৩] কিন্তু বড় ফাটল-বিশিষ্ট মানুষ হল তারা, যারা পরচর্চায় নিবিষ্ট থাকে ও একে অন্যের প্রতি আক্রোশের ফলে বিদ্বেষে পূর্ণ হয়েছে। এজন্য এদের মিনার থেকে দূরে ফেলে দেওয়া হয়েছে ও গাঁথনিতে প্রবেশ করা থেকে পরিত্যাগ করা হয়েছে। তেমন মানুষ সহজে জীবিত থাকতে পারবে না। [৪] আমাদের প্রভু ঈশ্বর, যিনি সমস্ত কিছুর উপরে প্রভুত্ব করেন ও নিজের নিখিল সৃষ্টির উপরে কর্তৃত্ব রাখেন, তিনি যখন তাদের

প্রতি আক্রোশ রাখেন না যারা নিজেদের পাপকর্ম স্বীকার করে, বরং নিজেকে দয়াবান দেখান, তখন মরণশীল ও পাপকর্মে পূর্ণ মানুষ কি অন্য মানুষের প্রতি আক্রোশ রাখবে কেমন যেন তার নিজেরই উপরে অপরের বিনাশ ও পরিত্রাণ নির্ভর করে? [৫] কিন্তু মনপরিবর্তনের দূত যে আমি, তোমরা যারা এ ধরনের মনোভাব পোষণ কর, আমি তোমাদের বলছি, সেই আক্রোশ দূর করে দাও, মনপরিবর্তন কর ও এই অপদূত থেকে নিজেদের শোধন কর, তবে প্রভু তোমাদের আগেকার পাপকর্ম নিরাময় করবেন। সেইমত না করলে, তোমাদের সেই অপদূতের হাতে তুলে দেওয়া হবে যে তোমাদের মৃত্যু ঘটাবে।'

১০১ [১] 'সপ্তম পাহাড় থেকে, যেটার ঘাস সবুজ ও সতেজ, ও গোটা পাহাড় প্রচুর ঘাসে আবৃত, সবরকম পশুপাখি এই পাহাড়ে চরে বেড়ায়, আর পশুপাখিতে যত খায়, পাহাড়ের ঘাস তত প্রচুর হয়, সেটা থেকে এধরনের বিশ্বাসী আসে, তথা, [২] সরলমনা, ছলনাবিহীন, সুখী, কারও প্রতি আক্রোশমুক্ত বরং ঈশ্বরের দাসদাসীতে সদা আনন্দিত মানুষ। আরও, তারা যারা এই কুমারীদের পবিত্র আত্মার পরিচ্ছদে পরিবৃত, প্রতিটি মানুষের প্রতি দয়াবান, ও বকা না দিয়ে ও সন্দেহ না করে নিজেদের শ্রমের ফলদানে প্রতিটি মানুষকে সাহায্য করে। [৩] এজন্য তাদের সরলতা ও তাদের প্রকৃত অকপটতা দেখে প্রভু তাদের হাতের ফলদানে তাদের পরিপূর্ণ করেন ও তাদের সমস্ত কর্মকাণ্ডে তাদের প্রতি অনুগ্রহ দেখান। [৪] আর মনপরিবর্তনের দূত যে আমি, তোমাদের মধ্যে যারা তেমন মানুষ, তাদের আমি বলছি, তোমরা যেমনটি আছ তেমনটি থাক, তবে তোমাদের বীজ কখনও বিলুপ্ত হবে না, কেননা প্রভু তোমাদের যাচাই করেছেন, তোমাদের [নাম] আমাদের তালিকায় লিপিবদ্ধ করেছেন, ও তোমাদের সকল বীজ ঈশ্বরের পুত্রের সঙ্গে বসবাস করবে যেহেতু তোমরা তাঁর আত্মাকে গ্রহণ করেছ।'

১০২ [১] 'অষ্টম পাহাড় থেকে, যেটা জলের উৎসে পরিপূর্ণ, ও প্রভুর সবরকম সৃষ্টজীবকে সেই পাহাড়ের উৎসগুলোর জল পান করানো হয়, সেটা থেকে এধরনের বিশ্বাসী আসে, তথা, [২] সেই প্রেরিতদূত ও শিক্ষাগুরু যারা সারা জগৎ জুড়ে প্রচারকর্ম চালিয়েছিল, যারা এখনও প্রভুর বাণী শ্রদ্ধা ও শচিতার সঙ্গে শিখিয়ে দেয়, কোনও

কুকামনা দ্বারা নিজেদের আকর্ষিত হতে দেয় না, বরং সবসময় ধর্মময়তা ও সত্যের পথে সেইভাবে চলে যেভাবে তারা চলছিল সেই আদিতে যখন পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ করেছিল। এরা স্বর্গদূতদের সঙ্গে গমন করবে।’

১০৩ [১] ‘নবম পাহাড় থেকে, যেটা মরুভূমির মত কিন্তু যাতে থাকে সরিসৃপ ও বন্যজন্তু যা মানুষকে গ্রাস করে, সেটা থেকে এধরনের বিশ্বাসী আসে, তথা, [২] দাগ-বিশিষ্ট পাথর অর্থাৎ সেই পরিসেবকেরা যারা অন্যায়ভাবে নিজ সেবাকর্ম পালন করে, বিধবা ও এতিমদের খোরাক চুরি করে, ও যে সেবাকর্মে তারা নিযুক্ত হয়েছে, সেই সেবাকর্মের মাধ্যমে নিজেরাই লাভবান হয়। এই অর্থলালসায় রত থাকলে তারা মৃতই, তাদের জন্য জীবনের আশা নেই। কিন্তু মনপরিবর্তন করলে ও পুণ্যভাবে তাদের সেবাকর্ম সম্পাদন করলে, তবে তারা নিজেদের বাঁচাতে পারবে।

[৩] অমসৃণ পাথরগুলো হল তারা যারা প্রভুকে অস্বীকার ক’রে তাঁর কাছে এখনও ফেরেনি, তাতে জলহীন ও মরুভূমির মত হল। ঈশ্বরের দাসদাসীদের সংসর্গ এড়ানোর ফলে বিচ্ছিন্ন হয়ে একাই থেকে তারা নিজেদের আত্মা বিনষ্ট করছে। [৪] ঝোপের মধ্যে ফেলানো একটা আঙুরলতা যেমন যত্নের অভাবে আগাছার চাপে শ্বাসরুদ্ধ হয় ও অন্যান্য আঙুরলতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, এবং এর ফলে নিঃশেষিত হয়, আস্তে আস্তে বন্য হয়, ও তার মালিকের জন্য আর কোনও উপকারে আসে না, তেমনি এই লোকেরা নিরাশ হয়ে বন্য হয়েছে ও তাদের প্রভুর জন্য অনুপযোগী হয়েছে। [৫] তথাপি, যদি দেখা যায় যে, তারা তাদের অন্তর থেকে [প্রভুকে] অস্বীকার করেনি, তবে এদের জন্য মনপরিবর্তনের সুযোগ এখনও আছে। কিন্তু যদি দেখা যায়, কোনও একজন অস্বীকার করেছে, তবে আমি জানি না সে বেঁচে থাকতে পারে কিনা। [৬] কিন্তু আমি যা যা এখন তোমাকে বলছি, তা বর্তমানকালের জন্য প্রযোজ্য নয় (এমনটি না ঘটুক যে, কেউ না কেউ পরে মনপরিবর্তন করবে একথা ভেবে সে প্রভুকে অস্বীকার করবে); সুতরাং, সেই লোকের পক্ষে এখন নিজেকে বাঁচানো সম্ভব নয়, যে লোক এখন থেকে প্রভুকে অস্বীকার করবে। তাই তুমি দেখতে পাচ্ছ যে, যারা অতীতে তাঁকে অস্বীকার করেছে, কেবল তাদেরই পক্ষে মনপরিবর্তন করা সম্ভব। তাই যে কেউ মনপরিবর্তন করতে উদ্যত, সে তাড়াতাড়িই,

মিনারের নির্মাণকাজ শেষ হওয়ার আগেই তা করুক, নইলে সে সেই স্ত্রীলোকদের দ্বারা মৃত্যু পর্যন্তই বিনষ্ট হবে।

[৭] ছিন্ন পাথরগুলো হল ছলনাপূর্ণ ও পরচর্চাপ্রিয় মানুষ, এবং যে সাপগুলো তুমি পাহাড়ে দেখেছ, সেগুলো একই অর্থ বহন করে, কেননা সাপে যেমন বিষ দিয়ে মানুষকে বিনষ্ট করে মেরেই ফেলে, তেমনি তেমন লোকদের কথন মানুষকে বিনষ্ট করে মেরেই ফেলে। [৮] এই লোকদের বিশ্বাস ছিন্ন, অপূর্ণাঙ্গ, কারণ তাদের মন অপকর্মে পরিপূর্ণ। তথাপি তারা কেউ কেউ মনপরিবর্তন করে নিজেদের বাঁচিয়েছে; মনপরিবর্তন করলে বাকি সকলেও নিজেদের বাঁচাতে পারবে। কিন্তু মনপরিবর্তন না করলে, তবে তাদের বৈশিষ্ট্যের অধিকারিণী যারা, সেই স্ত্রীলোকেরাই তাদের মৃত্যু ঘটাবে।'

১০৪ [১] 'দশম পাহাড় থেকে, যেটায় এমন গাছপালা থাকে যেগুলো বহু মেষের উপর ছায়া ছড়ায়, সেটা থেকে এধরনের বিশ্বাসী আসে, তথা, [২] অধ্যক্ষরা ও সেই অতিথিপরায়ণ মানুষ যারা সবসময়ই সানন্দে ও অকপটভাবে নিজেদের ঘরে ঈশ্বরের দাসদাসীদের গ্রহণ করতে ইচ্ছুক। অধ্যক্ষরা নিজেদের সেবাকর্মের দ্বারা অভাবী ও বিধবাদের অবিরামভাবে প্রতিপালন করে থাকে ও পুণ্যভাবে আচরণ করে থাকে, [৩] আর এজন্য এরা সকলে সবসময় প্রভুর দ্বারা প্রতিপালিত। যারা এভাবে ব্যবহার করে, তারা ঈশ্বরের সাক্ষাতে গৌরবময়, এবং তারা শেষ পর্যন্ত প্রভুর সেবা করে চললে, তবে তাদের স্থান ইতিমধ্যেই দূতদের সঙ্গে।'

১০৫ [১] 'একাদশ পাহাড় থেকে, যেটা ফলদায়ী গাছপালায় পরিপূর্ণ, ও যেটার এক একটা গাছ ভিন্ন ভিন্ন ফলে অলঙ্কৃত, সেটা থেকে এধরনের বিশ্বাসী আসে, তথা, [২] তারা যারা ঈশ্বরের পুত্রের জন্য যন্ত্রণা ভোগ করেছে, এমনকি সমস্ত হৃদয় দিয়ে সাগ্রহেই যন্ত্রণা ভোগ করেছে ও তাঁর জন্য নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করেছে।'

[৩] আমি বললাম, 'তবে, হে মহাশয়, কেন সকল গাছ ফলদায়ী, কিন্তু কোনও গাছের ফল অন্য গাছের ফলের চেয়ে আরও সুন্দর?'

তিনি বললেন, ‘শোন, যারা সেই নামের খাতিরে যন্ত্রণা ভোগ করেছে, তারা সকলে ঈশ্বরের সাক্ষাতে গৌরবময়, ও এদের সকলের পাপ হরণ করা হয়েছে কারণ তারা ঈশ্বরের পুত্রের নামের খাতিরে যন্ত্রণা ভোগ করেছে।

আর কেনই বা তাদের ফল হল ভিন্ন ধরনের, ও কয়েকটা ফল অন্য ফলের চেয়ে আরও সুন্দর, তার কারণ শোন।’

[৪] তিনি বলে চললেন, ‘বিচারকের সাক্ষাতে উপনীত হয়ে যাদের জেরা করা হয়েছে ও অস্বীকার করেনি বরং সাগ্রহে যন্ত্রণা ভোগ করেছে, তারাই প্রভুর সাক্ষাতে বিশেষভাবে গৌরবময়; তাদের ফল সর্বোত্তম। তিন্তু, [নির্যাতনকালে] যারা ভীরুতা ও সন্দেহ দেখিয়েছে, মনে মনে শুধু ভেবেছে তারা [ঈশ্বরকে] স্বীকার করবে না অস্বীকার করবে, তাদের ফল নিম্নতর মূল্যের, কারণ সেই চিন্তা তাদের অন্তরে ঢুকেছিল; কেননা আমার প্রভুকে স্বীকার করব না অস্বীকার করব, ঈশ্বরের দাসদাসীর পক্ষে এটি চিন্তা করা নিতান্ত খারাপ।

[৫] তাই সেই তোমরা যাদের অন্তরে তেমন চিন্তা আছে, সেই তোমরা সতর্ক থাক, কেননা এই চিন্তা তোমাদের অন্তরে থাকলে তোমরা ঈশ্বরের কাছে মরবে।

কিন্তু তোমরা যারা সেই নামের জন্য যন্ত্রণা ভোগ করে আসছ, তোমাদের উচিত ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত করা, কারণ ঈশ্বর নিজের নাম বহন করার জন্য তোমাদের যোগ্য বলে গণ্য করেছেন। তোমাদের পাপকর্ম নিরাময় হবে। [৬] তাই তোমরা নিজেদের সুখী মনে কর, এবং একথা ভুলো না যে, যখন ঈশ্বরের খাতিরে যন্ত্রণা ভোগ কর, তখন তোমরা মহৎ এক কর্ম সাধন করছ। প্রভু তোমাদের জীবন দান করছেন আর তোমরা তা ভাবই না; তোমরা এ বোঝ না যে, তোমাদের পাপকর্ম তোমাদের অত্যাচার করছিল, এবং তোমরা প্রভুর নামের খাতিরে যদি যন্ত্রণা ভোগ না করতে তবে ঈশ্বরের কাছে মরতে।

[৭] আর তোমরা যারা স্বীকার বা অস্বীকারের ব্যাপারে এখনও দ্বিধাগ্রস্ত, আমি তোমাদের বলছি, তাঁকে গৌরবান্বিত কর, স্বীকার কর যে তিনি তোমাদের প্রভু; তাঁকে অস্বীকার করলে তোমাদের চিরন্তন কারাগারে তুলে দেওয়া হবে। [৮] দাসদাসীরা নিজ মনিবকে অস্বীকার করলে যখন বিধর্মীরাও তাদের নিজেদের দাসদাসীদের শাস্তি দেয়,

তখন, সমস্ত কিছুর উপরে প্রভুত্ব ধারণ করেন যিনি, তোমরা কি মনে কর তোমাদের বিষয়ে সেই প্রভু কি করবেন? তোমাদের অন্তর থেকে এসমস্ত চিন্তা দূর করে দাও, তবেই চিরকাল ধরে ঈশ্বরের উদ্দেশে জীবনযাপন করবে।'

১০৬ [১] 'দ্বাদশ পাহাড় থেকে, যেটা সম্পূর্ণরূপে সাদা, সেটা থেকে এধরনের বিশ্বাসী আসে, তথা, তারা যারা নিরপরাধী শিশুদের মত, যাদের হৃদয়ে কোনও মন্দ প্রবেশ করে না, যারা কোনও দুষ্টতাও কখনও চেনেনি বরং সবসময় নিরপরাধিতা বজায় রেখেছে। [২] তেমন মানুষই নিঃসন্দেহে ঈশ্বরের রাজ্যে বসবাস করবে, কারণ তারা কোন মতেই ঈশ্বরের আজ্ঞাবলি লঙ্ঘন করেনি বরং তাদের জীবনের সমস্ত দিন ধরে একই মন নিয়ে নিরপরাধিতা বজায় রেখেছে।'

[৩] তিনি বলে চললেন, 'তাই তোমরা যদি দুষ্টতায় প্রশ্রয় না দিয়ে শিশুদের মত চলতে থাক, তাহলে, আগে যাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তোমরা তাদেরও চেয়ে আরও গৌরবময় হবে, কারণ সকল শিশুরা ঈশ্বরের সাক্ষাতে গৌরবময় ও তাঁর কাছে প্রধান স্থানের অধিকারী। তাই তোমরাই সুখী, যারা নিজেদের অন্তর থেকে দুষ্টতা উপড়ে ফেলে নিরপরাধিতা পরিধান করেছ; তোমরাই সকলের আগে ঈশ্বরের উদ্দেশে জীবনযাপন করবে।'

[৪] তিনি পাহাড়গুলোর উপমা শেষ করার পর আমি তাঁকে বললাম, 'মহাশয়, আপনি এখন সেই পাথরগুলো সম্পর্কে আমাকে বুঝিয়ে দিন যেগুলো সমভূমি থেকে তুলে আনা হয়েছিল ও গাঁথনিতে সেই পাথরগুলোর স্থানে বসানো হয়েছিল যেগুলো মিনার থেকে তুলে নেওয়া হয়েছিল। সেই গোলাকার পাথরগুলোও সম্পর্কে বুঝিয়ে দিন, যেগুলো খোদাই করা হওয়ার পর গাঁথনিতে বসানো হয়েছিল ও যেগুলো এখনও গোলাকার।'

১০৭ [১] তিনি বললেন, 'এসমস্ত বিষয়ের ব্যাখ্যা শোন। যে পাথরগুলো সমভূমি থেকে নেওয়া হয়েছে ও গাঁথনিতে সেগুলোর স্থানে বসানো হয়েছে যেগুলো পরিত্যক্ত হয়েছে, সেই পাথরগুলো এই সাদা পাহাড়ের গভীর শিকড় থেকে আসে। [২] সাদা পাহাড়ের বিশ্বাসীরা সকলেই নিরপরাধী বিধায় মিনারের মালিক গাঁথনির জন্য এই পাথরগুলোকে

পাহাড়ের শিকড় থেকে আনতে হুকুম দিলেন। কারণ তিনি জানতেন, এ পাথরগুলো মিনার-গাঁথনিতে গেলে উজ্জ্বল থাকবে, এগুলোর একটাও কালো হবে না। [৩] কিন্তু তিনি যদি পাথরগুলো অন্যান্য পাহাড় থেকে এনে যোগ দিতেন, তাহলে তিনি পুনরায় মিনার পরিদর্শন করতে ও তা শোধন করতে বাধ্য হতেন। কিন্তু এ পাথরগুলো সবগুলোই সাদা, অর্থাৎ সেগুলোই যেগুলো তাদেরই বোঝায় যারা ইতিমধ্যে বিশ্বাসী হয়েছে, আর সেগুলোই যেগুলো ভাবী বিশ্বাসীদের বোঝায়। বাস্তবিকই পাথরগুলো সবগুলোই একই জাতেরই পাথর। সুখী এই জাতের মানুষ, কারণ তারা নিরপরাধী।

[৪] এখন গোলাকার ও উজ্জ্বল পাথরগুলো সম্পর্কে ব্যাখ্যা শোন। এ পাথরগুলোকেও সাদা পাহাড় থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে; কিন্তু শোন কেনই বা এগুলো দেখতে গোলাকার। তাদের ধন এই মানুষদের মন সত্য থেকে কিছুটাই অন্ধ করেছে, অন্ধকারময়ই করেছে, কিন্তু তারা ঈশ্বর থেকে কখনও দূরে চলে যায়নি, তাদের মুখ থেকে কোন কটুবাক্যও বের হয়নি, কেবল সততা ও সত্যাশ্রয়ী কথাই বের হয়েছে। [৫] তাই তাদের মন-মানষিকতা এবং সত্য ও মঙ্গলময়তার প্রতি তাদের আকর্ষণ দেখে প্রভু হুকুম দিলেন যেন তাদের ধন কমিয়ে দেওয়া হয়, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে যেন কেড়ে নেওয়া না হয়। এইভাবে, তাদের অবশিষ্ট ধন নিয়ে তারা এখনও শুভকর্ম সাধন করতে পারে। শুভময় জাতের মানুষ হওয়ায় তারা ঈশ্বরের উদ্দেশে জীবনযাপন করবে। এজন্যই মিনার-গাঁথনিতে বসানো হওয়ার আগে এ পাথরগুলো সামান্যই খোদাই করা হয়েছে।’

১০৮ [১] ‘কিন্তু যারা এখনও সীলমোহর পায়নি বলে এখনও গোলাকার ও গাঁথনিতে বসানো হয়নি, তাদের পুনরায় তাদের আগেকার জায়গায় রাখা হয়েছে, কেননা দেখা গেল, তারা বেশি গোলাকার। [২] আগে এটি দরকার আছে, জগতের মনোভাব ও ধনের অসারতা থেকে তাদের শোধন করা হোক, তবেই তারা ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে। কিন্তু এ অবধারিতই যে, তারা ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করবে, কারণ প্রভু এই নিরপরাধী জাতের মানুষকে আশীর্বাদ করেছেন। তাই তারা কেউই বিনষ্ট হবে না।

আর এমনটি ঘটলে যে, সেই ধূর্ততম অপদূত তাদের একজনকে লোভ দেখালে সে অপকর্ম করবে, তবু সে শীঘ্রই তার প্রভুর কাছে ফিরবে।

[৩] মনপরিবর্তনের দূত যে আমি, আমি বলছি, তোমরা যারা শিশুদের মত নিরপরাধী, তোমাদের আমি সুখী বলে ঘোষণা করি, তোমাদের শ্রেণি ঈশ্বরের কাছে মঙ্গলময় ও মর্যাদাপূর্ণ।

[৪] আর তোমরা, সীলমোহর গ্রহণ করেছ যারা, আমি তোমাদের বলছি, তোমাদের সরলতা বজায় রাখ, কারও বিরুদ্ধে মনে আক্রোশ রেখো না, তোমাদের দোষত্রুটিতে রত থেকো না, অপমানের কথা স্মরণ করায় তাতে সময় নষ্ট করো না। এক-আত্মা হও, ঝগড়া-বিবাদ দূর কর, তোমাদের মধ্য থেকে তা বর্জন কর, তবেই মেষপালের প্রভু তাঁর মেষগুলোকে ঘিরে আনন্দিত হবেন। [৫] তাঁর মেষগুলো যে সবাই সুস্থ, এতেই প্রভু আনন্দিত। কিন্তু তিনি যদি দেখেন যে, কয়েকটা মেষ পথভ্রষ্ট হয়েছে, তাহলে সেই পালকদের ধিক্। [৬] আর যদি এমনটি ঘটে যে পালকেরা নিজেরাই পথভ্রষ্ট, তাহলে তারা পালের প্রভুকে কি কৈফিয়ত দেবে? মেষগুলোর দ্বারাই তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে, তারা কি এধরনের কথা বলবে? তাদের কথা বিশ্বাস করা হবে না, কারণ এমনটি কল্পনা করা যায় না যে, পালক তার মেষগুলো দ্বারা আঘাতগ্রস্ত হয়। আর তাদের এ মিথ্যাকথার জন্য তারা আরও কঠোরভাবে দণ্ডিত হবে। আমিও পালক, আমিও তোমাদের বিষয়ে সূক্ষ্ম কৈফিয়ত দিতে বাধ্য।’

১০৯ [১] ‘সুতরাং, মিনার-নির্মাণকাজ এখনও চলছে বলে তোমরা নিজেদের সংশোধন কর। [২] যারা শান্তি ভালবাসে, প্রভু তাদেরই মাঝে বসবাস করেন, কারণ সত্যকার শান্তি তাঁর খুবই প্রিয়; কিন্তু যারা ঝগড়া-বিবাদ ও দুষ্টতা দ্বারা বিনষ্ট, তিনি তাদের কাছ থেকে বহু দূরে থাকেন।

তাই তোমরা আত্মাকে যেইভাবে অখণ্ড পেয়েছিলে, ঠিক সেইভাবে সেই আত্মাকে তাঁকে ফিরিয়ে দাও। [৩] কেননা যদি তোমরা ধোপাকে নতুন একটা পোশাক অখণ্ড অবস্থায দাও, তোমরা তো চাও পোশাকটা সেই একই অবস্থায় তোমাদের ফিরিয়ে দেওয়া হোক। কিন্তু ধোপা পোশাকটা ছেঁড়া অবস্থায় ফিরিয়ে দিলে, তুমি কি কিছুই না বলে তা

ফিরিয়ে নেবে? বরং তুমি কি সাথে সাথে রাগ করে তাকে অপমানজনক কথা বলবে না? তুমি কি বলবে না, আমি তোমাকে অখণ্ডই একটা পোশাক দিলাম, তুমি কেন পোশাকটা ছিঁড়ে ফেলে এমন অবস্থায় তা আমাকে ফিরিয়ে দিচ্ছ যা আর কোন কাজে আসে না? আর তুমি পোশাকে যা ঘটিয়েছ, সেই ছেঁড়ার কারণে পোশাকটা এখন আর ব্যবহার করা যায় না। যে ধোপা তোমার পোশাকে ছেঁড়াটা ঘটিয়েছে, সেই বিষয়ে তুমি কি সেই ধোপাকে এপ্রকার কথা শোনাবে না? [৪] তাই তুমি যখন তোমার পোশাকের জন্য মনে কষ্ট পাও ও অখণ্ড অবস্থায় তোমাকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ তোল, তখন যিনি তোমাকে অখণ্ড আত্মা দিয়েছেন, তুমি কী মনে কর সেই প্রভু তোমার প্রতি কি করবেন যদি তুমি সেই আত্মাকে এতই অকেজো করে থাক যে, তাঁর প্রভু তাকে কোন কাজে লাগাতে পারেন না? কেননা তুমি আত্মাকে কলুষিত করলে সেই আত্মা আর কোন উপকারে আসে না। ফলে এ কি ন্যায্য নয় যে, তোমার এ অপরাধের জন্য আত্মার প্রভু মৃত্যু দিয়ে তোমাকে শাস্তি দেবেন?’

[৫] আমি বললাম, ‘অবশ্যই, যারা মনে আক্রোশ রাখে, প্রভু তাদের সকলকে শাস্তি দেবেন।’

তিনি বললেন, ‘তোমরা তাঁর দয়া তুচ্ছ জ্ঞান করো না, বরং তাঁকে সম্মান দেখাও যেহেতু তিনি তোমাদের অপরাধের প্রতি এত ক্ষমাশীল। তিনি তো তোমাদের মত নন। তাই এমন মনপরিবর্তন কর যা সত্যিই তোমাদের উপকারে আসে।’

১১০ [১] ‘যে সমস্ত কথা উপরে লেখা হয়েছে, মনপরিবর্তনের দূত যে আমি, পালক সেই আমি সেই সমস্ত কিছু ঈশ্বরের দাসদাসীদের কাছে ঘোষণা করেছি। তোমরা যদি আমার এসমস্ত বাণী বিশ্বাস কর ও শোন, যদি সেই বাণীর পথে চল ও তোমাদের আচরণ সংশোধন কর, তাহলে জীবন পেতে পারবে। কিন্তু তোমরা যদি তোমাদের দুষ্টতায় রত থাক ও অপমানের জন্য যদি মনে আক্রোশ রাখ, তবে তোমরা কেউই ঈশ্বরের উদ্দেশে জীবনযাপন করতে পারবে না। দেখ, যা বলার, তা সবই তোমাদের বলেছি।’

[২] পরে পালক আমাকে উদ্দেশ করে বলে চললেন, 'তুমি কি আমার কাছে সত্যিই সবকিছু জিজ্ঞাসা করেছ?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, মহাশয়, করেছি।'

তিনি বললেন, 'তবে, গাঁথনিতে বসানো যে পাথরগুলো মাটিতে গর্ত রেখেছিল, সেগুলোর অর্থ কেন আমাকে জিজ্ঞাসা করনি? আমরা যে সেই গর্তগুলো ভরাট করেছিলাম, এ কি তোমার মনে নেই?'

আমি বললাম, 'মহাশয়, আমি তা ভুলে গেছিলাম।'

[৩] তিনি বললেন, 'তুমি এখন সেবিষয়ে ব্যাখ্যা শোন। এ পাথরগুলো হল তারা যারা আমার আজ্ঞাগুলো শুনে সমস্ত হৃদয় দিয়ে মনপরিবর্তন করেছে। যখন প্রভু দেখলেন, তাদের মনপরিবর্তন উত্তম ও পুণ্যময়, এও দেখলেন যে, তারা তাতে নিবিষ্ট থাকবে, তখন তিনি তাদের পাপকর্ম মুছিয়ে দিতে হুকুম দিয়েছেন। কেননা সেই গর্তগুলো ছিল তাদের পাপকর্ম; গর্তগুলো সমতল করা হয়েছে যাতে সেগুলো আর দেখা না যায়।'(ক)

দশম উপমা

১১১ [১] আমি এই পুস্তক লিপিবদ্ধ করার পর, যে দূত আমাকে পালকের হাতে তুলে দিয়েছিলেন, তিনি এলেন; আমার বাড়িতে প্রবেশ করে তিনি শয্যায় বসলেন। পালক তাঁর ডান পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি আমাকে ডেকে বললেন, [২] 'আমি তোমাকে ও তোমার বাড়ি এই পালকের হাতে তুলে দিয়েছি যেন তিনি তোমাদের রক্ষা করেন।'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, মহাশয়।'

তিনি বললেন, 'তাই তুমি যদি সমস্ত উৎপীড়ন ও সমস্ত হিংস্রতা থেকে রক্ষা পেতে, যদি সমস্ত শুভকর্মে ও কথনে এবং ধর্মময়তার প্রতিটি প্রচেষ্টায় কৃতকার্য হতে ইচ্ছা কর, তবে তিনি তোমাকে যে আজ্ঞাগুলো দিয়েছেন, তুমি সেইমত চল; প্রকৃতপক্ষে আমিই সেই আজ্ঞাগুলো তোমাকে দিয়েছি। এতেই তুমি সমস্ত দুষ্টতা জয় করতে পারবে। [৩] কেননা তুমি তাঁর আজ্ঞাগুলো পালন করলে তবে এজগতের যত লালসা ও শৌখিনতা তোমার বশীভূত হবে আর তুমি যত শুভকর্মে কৃতকার্য হবে। তাঁর পরিপক্কতা

ও নম্রতা আপন করে নাও, সকলকে বল, তিনি প্রভুর কাছে মহা সম্মান ও যোগ্যতার পাত্র বলে গণ্য। তিনি মহা প্রতাপের অধিকারী, ও তাঁর কর্মসাধনে প্রতাপশালী। সমগ্র জগতের মধ্যে কেবল তাঁরই হাতে মনপরিবর্তনের অধিকার ন্যস্ত করা রয়েছে। তাঁকে কি তোমার কাছে প্রতাপশালী মনে হয় না? অথচ তোমাদের প্রতি তাঁর যে পরিপক্বতা ও নম্রতা, তা তোমরা তুচ্ছ বোধ কর।'

১১২ [১] আমি বললাম, 'মহাশয়, তাঁকেই জিজ্ঞাসা করুন, যেদিন তিনি আমার বাড়িতে এসেছেন, সেদিন থেকে আমি এমন কিছু করেছি যা তাঁর আজ্ঞামত নয়, অথবা তাঁকে অপমান করেছি কিনা।'

[২] তিনি বললেন, 'নিজেই জানি তুমি তাঁর আজ্ঞার বিরুদ্ধ কিছুই করনি, করবেও না; আর এজন্যই আমি তোমাকে একথা বলছি যাতে তুমি এভাবে চলতে থাক; তিনি আসলে তোমার বিষয়ে সন্তোষজনত কৈফিয়ত দিয়েছেন। তাই তুমি অন্যান্য সকলকে এসমস্ত কথা বলবে, যারা মনপরিবর্তন করতে শুরু করেছে বা শুরু করবে, তারাও যেন তোমার একই মনোভাবের অধিকারী হতে পারে। এবিষয়ে তিনি আমাকে কৈফিয়ত দেবেন আর আমি প্রভুকে কৈফিয়ত দেব।'

[৩] আমি বললাম, 'মহাশয়, আমি নিজেও প্রভুর মহাকীর্তির কথা সকলকে দেখিয়ে দিই, ও আশা রাখি, যারা অতীতে পাপ করেছে, তারা সকলে এসমস্ত কথা শুনে সাগ্রহে মনপরিবর্তন করে জীবন লাভ করবে।'

[৪] তিনি বললেন, 'তবে এ সেবাকর্ম সম্পাদনে রত থেকে তা সুসম্পন্ন কর। যে কেউ তাঁর আজ্ঞাগুলো মেনে চলবে, সে জীবন পাবে, কেননা তিনি প্রভুর কাছে মহা সম্মানের পাত্র বলে গণ্য। কিন্তু যে কেউ তাঁর আজ্ঞাগুলো পালন না করে তাঁকে প্রতিরোধ করে, সে জীবন থেকে দূরে সরে যায়। এজন্য যে তিনি প্রভুর কাছে তাঁর অনুগ্রহ হারাবেন তেমন নয়। যারা তাঁকে তুচ্ছ বোধ করে তাঁর আজ্ঞাগুলো পালন করে না, তারা সকলে নিজেদেরই মৃত্যুর হাতে তুলে দেয় ও এক একজন নিজের রক্তপাতের জন্য দায়ী হয়। আমি পুনরায় তোমাকে এই আজ্ঞাগুলো পালন করতে আহ্বান করছি, তবেই তুমি তোমার সমস্ত পাপ থেকে নিরাময় পাবে।'(ক)

১১৩ [১] 'তাছাড়া আমি সেই কুমারীদের এখানে তোমার সঙ্গে বাস করতে পাঠিয়েছি, কেননা আমি লক্ষ করেছি, তাদের মন তোমার প্রতি প্রসন্ন। তারা হবে তোমার সহায়িকা তুমি যেন পালকের আজ্ঞাগুলো আরও সুন্দরভাবে পালন করতে পার। কেননা এই কুমারীদের সাহায্যে ছাড়া সেই আজ্ঞাগুলো পালন করা সম্ভব নয়। আমি দেখতে পাচ্ছি, কুমারীরা সদিচ্ছুক হয়েই তোমার সঙ্গে আছে, তাই আমি হুকুম দেব তারা যেন তোমার বাড়ি থেকে কখনও দূরে না যায়। [২] তুমি কিন্তু তোমার ঘর পরিষ্কার শুচিশুভ্র রাখ, কারণ কুমারীরা কেবল শুচিশুভ্র স্থানেই থাকতে ইচ্ছুক, যেহেতু তারা নিজেরাই শুচিশুভ্র, শুভকর্মপ্রিয়া, ও সকলেই ঈশ্বরের অনুগ্রহের পাত্রী। সুতরাং, তোমার ঘর শুচিশুভ্র হলে তারা তোমার সঙ্গে থাকবে; কিন্তু সামান্যতম কলুষ ঘরে প্রবেশ করলে তারা তখনই তোমার বাড়ি থেকে চলে যাবে, যেহেতু এই কুমারীরা কলুষিত কোন কিছুই পছন্দ করে না।'

[৩] আমি বললাম, 'মহাশয়, আমি আশা করি তাদের অনুগ্রহের পাত্র হব তারা যেন সবসময়ের মত আমার বাড়িতে থাকে। আর যাঁর হাতে আপনি আমাকে তুলে দিয়েছিলেন, তিনি যেমন আমার বিষয়ে কোন দোষ পান না, তেমনি কুমারীরাও আমার বিষয়ে কোন দোষ পাবে না।'

[৪] তিনি পালককে উদ্দেশ করে বললেন, 'আমি জানি, ঈশ্বরের এই দাস এই আজ্ঞাগুলো পালনে জীবনযাপন করতে ইচ্ছা করে ও এই কুমারীদের জন্য শুচিশুভ্র আবাস ব্যবস্থা করবে।'

[৫] একথা বলে তিনি আমাকে পুনরায় পালকের হাতে তুলে দিলেন, ও কুমারীদের ডেকে তাদের বললেন, 'আমি দেখতে পাচ্ছি, তোমরা হের্মাসের বাড়িতে সাগ্রহে বাস করছ, তাই আমি তোমাদের হাতে তাকে ও তার বাড়ি তুলে দিলাম; এই বাড়ি থেকে তোমরা কখনও চলে যেয়ো না।' কুমারীরা সানন্দেই একথা শুনল।

১১৪ [১] পরে আমাকে উদ্দেশ করে তিনি বললেন, 'এই সেবাকর্ম পালনে বলবান হও, প্রতিটি মানুষকে প্রভুর মহাকীর্তি দেখাও, তবেই এই সেবাকর্ম পালনের জন্য উচিত অনুগ্রহ পাবে। যে কেউ এই আজ্ঞাগুলোর পথে চলবে, সে [অনন্ত] জীবন পাবে ও

এজীবনে সুখী হবে; কিন্তু যে কেউ সেগুলো অবহেলা করবে, সে [অনন্ত] জীবন পাবে না ও এজীবনে অসুখী হবে। [২] সকলকে বল, তারা যেন শুভকর্ম সম্পাদনে ক্ষান্ত না হয়; শুভকর্ম সম্পাদন তাদের পক্ষে উপকারী।

একথাও বলি যে, প্রতিটি মানুষকে তার মর্মপীড়ার হাত থেকে উদ্ধার করতে হবে, কেননা যে কেউ দৈনিক জীবনে অভাবী ও মর্মপীড়ায় ভোগে, সে মহা কষ্টে ও ক্লেশে রয়েছে। [৩] তাই যে কেউ তেমন মানুষের প্রাণ কষ্ট থেকে উদ্ধার করে, সে নিজের জন্য মহা আনন্দ অর্জন করে। কারণ তেমন মর্মপীড়া দ্বারা যে জর্জরিত, সে কষ্টে ভোগে যেইভাবে শেকলে আবদ্ধ মানুষ যন্ত্রণায় ভোগে; আর অনেকেই আছে, যারা তেমন নিষ্ঠুর যন্ত্রণা ভোগ করতে না পারায় নিজেদের মৃত্যু ঘটায়। সুতরাং, যে কেউ তেমন মানুষের কষ্ট জেনে তা থেকে তাকে উদ্ধার করার জন্য কিছুই করে না, সে মহা পাপ করে ও সেই মানুষের রক্তপাতের জন্য দায়ী হয়। [৪] এজন্য তোমরা সকলে যারা প্রভুর কাছ থেকে ধন-ঐশ্বর্য পেয়েছ, সেই তোমরা শুভকর্ম সাধন করে চল, দেরি করো না; পাছে এমনটি না ঘটে যে, মিনার-গাঁথনির কাজ ইতিমধ্যে শেষ হয়ে যায়। কারণ গাঁথনির কাজ তোমাদেরই খাতিরে বন্ধ করা হয়েছে। তাই তোমরা যদি ইতস্তত না করেই শুভকর্ম সম্পাদন না কর, তবে মিনার সম্পন্ন হবে ও তোমাদের বাইরে ফেলে রাখা হবে।’

[৫] একথা বলার পর তিনি শয্যা থেকে উঠে পালককে ও কুমারীদের সঙ্গে করে নিয়ে চলে গেলেন; কিন্তু কথা দিলেন, তিনি শীঘ্রই পালককে ও কুমারীদের আমার বাড়িতে ফিরিয়ে পাঠাবেন।

---

১ (ক) ভূমিকায় যেমন বলা হয়েছে, লেখকের আত্মজীবনীর একথা প্রতীকমূলক অর্থ বহন করতে পারে।

(খ) কুমা দক্ষিণ ইতালির একটি শহর যা রোম থেকে আনুমানিক ২৪০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত।

(গ) ‘আশাবিহীন’ হল সেই পতিত বিশ্বাসী যারা নির্যাতনকালে খ্রিষ্টকে অস্বীকার করেছিল। সেকালের কড়া নিয়ম অনুসারে এই পতিতদের মণ্ডলীর জীবন থেকে দূরে রাখা হত, কারণ বাপ্তিস্ম গ্রহণের পর যে মানুষ গুরুতর পাপ করত, তার পক্ষে ক্ষমা পাবার কোন আশা ছিল না।

(ঘ) 'পবিত্রজন' বলতে নূতন নিয়মে বাপ্তিস্মপ্রাপ্তজন বোঝায় (যেহেতু বাপ্তিস্মে মানুষ পবিত্র আত্মা দ্বারা পবিত্রিত হয়)।

৫ (ক) কুমা, ১:৩ পদের টীকা দ্রঃ।

(খ) সেইকালে বাক্যের নানা শব্দগুলোর মধ্যে কোন ফাঁক দেওয়া হত না, যেমন 'আমারসোনারবাংলা'। এজন্য তত শিক্ষিত নয় যারা, তারা বিভিন্ন শব্দগুলো সহজে প্রভেদ করতে পারত না। হের্মাস বাক্যের অর্থ না বুঝে সেটার এক একটা অক্ষর প্রতিলিপি করলেন।

৬ (ক) হের্মাসের নিজের সন্তানেরাই বিধর্মীদের হাতে পিতামাতাকে ধরিয়ে দেওয়ায় হের্মাস সমস্ত সম্পত্তি হারিয়ে ফেলেন। এদিকে, একথা জেনে যে, তেমন অপরাধের ফলে চলতি কড়া নিয়ম অনুসারে ক্ষমা পাওয়া সম্ভব নয়, তাঁর সন্তানেরা মণ্ডলীর কাছে পুনরায় ফেরার সাহস না পেয়ে বিধর্মীদের মত জীবনযাপন করতে শুরু করে।

(খ) এটিই 'পালক' এর আসল বাণী। সেকালের মণ্ডলীতে অনেকে হিব্রু ৬:৬ এর ভিত্তিতে একথা সমর্থন করত যে, পতিত বাপ্তিস্মপ্রাপ্তদের পক্ষে সেই গুরুতর পাপের ক্ষমা পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু হের্মাস এখানে একথা সমর্থন করেন যে, পাপ ক্ষমা করার যে অধিকার মণ্ডলী পুনরুত্থিত যিশুর কাছ থেকে পেয়েছিল, সেই অধিকার অনুসারে মণ্ডলী বাপ্তিস্মের পরেও পাপীকে সেই ক্ষমা মঞ্জুর করতে পারে। হের্মাসের ধারণা আস্তে আস্তে মণ্ডলীতে প্রাধান্য পেল ও পুনর্মিলন সাক্রামেন্তে রূপান্তরিত হল।

(গ) সাম ১১০:৪ দ্রঃ। এই বাক্য যিশুর দিকে অঙুলি নির্দেশ করে। লক্ষণীয় বিষয়, এই লেখায় 'যিশু' ও 'খ্রিষ্ট' নাম দু'টো কোথাও কখনও উল্লিখিত নয়।

৭ (ক) হিব্রু ৩:১২।

(খ) উল্লিখিত মাক্সিমুস অজানা ব্যক্তি।

(গ) ক্লেশটি হয় রোম সাম্রাজ্যের আসন্ন একটা নির্যাতন, না হয় জগতের বিলুপ্তি বলে অনুধাবনযোগ্য।

(ঘ) উল্লিখিত পুস্তক অজানা। এল্দাদ ও মোদাত ছিলেন দু'জন নবী যাঁদের কথা গণনা ১১:২৬ তে উল্লিখিত (কিন্তু বাইবেলে দ্বিতীয়জনের নাম মোদাদ)।

৮ (ক) এ দ্বিতীয় দর্শনের শুরুতে (৫:১) হের্মাস বলেন, তিনি কুমার দিকে যাচ্ছিলেন। প্রাচীনকালে কুমা শহরে এক গুহায় সিবিলা নামক একটি যাজক-স্ত্রীলোক বাস করেছিল যে ভাববাণী দিত; তার একটা ভাববাণী অনুসারে একদিন জগতের ত্রাণকর্তা জন্ম নেবেন। এই ভিত্তিতে সেকালের খ্রিষ্টিয়ানরা ভাবত, সিবিলা যিশুরই জন্মের কথা পূর্বঘোষণা করেছিল, ফলে সিবিলা বিধর্মী হয়েও একপ্রকার নবী বলে পরিগণিত ছিল।

(খ) যারা মনে করে লেখাটি আনুমানিক ১০০ খ্রিষ্টাব্দে রচিত হয়েছিল, তাদের ধারণায় ক্লেমেণ্ট হলেন পোপ ক্লেমেণ্ট যাঁর পত্র এই পুস্তকে অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু বেশির ভাগ ব্যাখ্যাতারা সমর্থন করেন, লেখাটি মুটামুটি ১৫০ সালে রচিত হয়েছিল।

(গ) গ্রাপ্তা সম্ভবত ছিলেন এতিম ও বিধবাদের কল্যাণার্থে নিযুক্ত একজন পরিসেবিকা।

৯ (ক) পঞ্চম ঘটিকা, অর্থাৎ সকাল এগারোটা।

১০ (ক) খ্রিষ্টবিশ্বাসের প্রথম দুই শতাব্দীর লেখকগণ ঈশ্বরের নামের সম্মানার্থে 'যিশু' বা 'খ্রিষ্ট' নাম দু'টো কখনও উচ্চারণ বা উল্লেখ না করে 'নাম' শব্দটাই মাত্র ব্যবহার করতেন।

(খ) ১ করি ৩:৯-১৫, এফে ২:২০-২২ ও ১ পি ২:৫-৮ অনুসারেও মণ্ডলী গাঁথনি বলে উপস্থাপিত।

১১ (ক) জল বাপ্তিস্মের প্রতীক।

(খ) মিনারটি সেই গৌরবময় নামের বচন দ্বারা স্থাপিত; যদিও সাধু পলও খ্রিষ্টকে ভিত্তি বলে উপস্থাপন করেন, তবু এখানে খ্রিষ্টের চেয়ে সম্ভবত ঈশ্বরকেই ভিত্তি বলে নির্দেশ করা হয়।

১২ (ক) লক্ষণীয় যে, প্রথম সৃষ্টবস্তু হিসাবে মণ্ডলী স্বর্গদূতদের চেয়ে মহত্তর পদের অধিকারী।

১৩ (ক) সমুদ্রতল নির্যাতনের প্রতীক।

(খ) ভূমিতল হল নীতি পালনে দৃঢ়তা ও নিষ্ঠার প্রতীক।

(গ) 'বিশ্বাসে নবীন', অর্থাৎ তারা যারা সম্প্রতিকালেই মাত্র বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছে।

১৪ (ক) পরিত্রাণ লাভের উদ্দেশ্যে পবিত্রজনদের সঙ্গে সংযুক্ত থাকা আবশ্যক।

(খ) বস্তু হিসাবে ধন-ঐশ্বর্য অনিষ্ট না হয়েও তবু বিপদজনক; সেইজন্য ধন সীমিত হওয়া চাই (মথি ১৯:২১; মার্ক ৪:১৭-১৯; যাকোব ২:৫; ইত্যাদি)।

১৯ (ক) এই অধ্যায়ের ব্যাখ্যা ৮ম অধ্যায়ের ব্যাখ্যা থেকে ভিন্ন, কারণ ৮ম অধ্যায়ে স্বর্গীয় দিক দিয়ে কিন্তু এখানে মর্ত দিক দিয়ে মণ্ডলী উপস্থাপিত। মনপরিবর্তন ও ক্ষমার আশা মণ্ডলীকে নবীকৃত করে, তাকে খ্রিষ্টীয় আনন্দে নব তারুণ্য দান করে।

২১ (ক) চারটে উপাদান: প্রাচীনকালের ধারণাই যে জল, বাতাস, মাটি ও আগুন (ভারতীয় ঐতিহ্যে চার তত্ত্ব: অপ, মরুৎ, ক্ষিতি ও তেজ) হল প্রতিটি পদার্থের উপাদান।

২২ (ক) কাম্পানা সরণি, আজকালের আপ্পিয়া সরণি।

২৩ (ক) সাম ১৯:৫; প্রকাশ ২১:২।

(খ) সাম ৫৫:২২।

(গ) থেগ্রি নামটা সেকালের অন্য কোনও লেখায় উল্লিখিত নয়।

(ঘ) মথি ২৪:২৪; মার্ক ১৪:২১ দ্রঃ।

২৪ (ক) প্রকাশ ৬:২-৫ দ্রঃ।

২৫ (ক) এই অধ্যায় 'আজ্ঞাবলির' অংশ হলেও 'পঞ্চম দিব্যপ্রকাশ' বলে অভিহিত।

(খ) এখানে উপস্থাপিত যে পালক ও পরম শ্রদ্ধেয় দূত, তারা কারা? কারও মতে পালক হলেন মনপরিবর্তনের দূত, ও পরম শ্রদ্ধেয় দূত হলেন স্বয়ং খ্রিষ্ট; এই মত অনুসারে মনপরিবর্তনের দূত খ্রিষ্ট দ্বারা প্রেরিত হয়েছেন। কারও মতে পালক হলেন স্বয়ং যিশু যিনি নিজের বিষয়ে বলেছিলেন আমি উত্তম মেষপালক, আর তাই বলে ছিলেন প্রাচীনকালের বিশ্বাসীদের ভালবাসা ও উপাসনার পাত্র। একথা স্বীকার্য যে, লেখাটির খ্রিষ্টতত্ত্ব এখানে তত স্পষ্ট নয়। ছবিতে উত্তম মেষপালক প্রদর্শিত (রোম, 'প্রিস্কিল্লা' ভুগর্ভস্থ কবরস্থান)।

২৬ (ক) সামান্যতম পার্থক্য বাদে বাক্যটা সাধু ইরেনেউস-লিখিত 'প্রৈরিতিক প্রচার প্রদর্শন' (৪ অধ্যায়) লেখায় উদ্ধৃত।

(খ) ঈশ্বরের উদ্দেশে জীবনযাপন: ঈশ্বরের আজ্ঞাবলি পালন করে মানুষ ঈশ্বর থেকে এমন জীবন পায়, যে জীবন মানুষ ঈশ্বরের সঙ্গে সংযুক্ত থেকে যাপন করবে ও তাঁর উদ্দেশে উৎসর্গ করবে।

২৮ (ক) সেকালে প্রচলিত ইহুদী ধারণা অনুসারে, মানুষের অন্তরে মঙ্গলময় আত্মাও বাস করতে পারে, অমঙ্গলময় আত্মাও বাস করতে পারে; সেই আত্মা দু'টো দূত অপদূত বলেও চিহ্নিত। মানুষের দায়িত্ব-কর্তব্যই মঙ্গলময় আত্মাকে খুশি করা ও তার প্রেরণা অনুসারে চলা। এই লেখায়, মঙ্গলময় আত্মা মাঝে মাঝে পবিত্র আত্মা বলেও অভিহিত যা অবশ্যই ত্রিত্বের তৃতীয় ব্যক্তি থেকে ভিন্ন। অর্থাৎ, হের্মাস 'পবিত্র আত্মা' বলতে মাঝে মাঝে মঙ্গলময় দূতকে, মাঝে মাঝে প্রকৃত পবিত্র আত্মাকে বোঝান।

(খ) 'মিথ্যাকথার পক্ষে সত্যকথা হওয়া সম্ভব' বাক্যটা ও সেটির আনুষঙ্গিক ধারণা হের্মাসের পরবর্তীকালে আর কখনও স্বীকৃতি পায়নি। অথবা, হয় তো হের্মাস বলতে চাচ্ছিলেন, নিজের মিথ্যাকথা মিথ্যা বলে স্বীকার করলে মিথ্যার দণ্ডমোচন হয়, অর্থাৎ একপ্রকারে তা সত্যকথা হয়।

২৯ (ক) মথি ১৯:৯ দ্রঃ।

(খ) গুরুতর পাপের জন্যও ক্ষমা পাবার সুযোগদান খ্রিষ্টীয় নীতিকে হালকা করার কথা নয়; উদ্দেশ্যটি পরিষ্কার, তথা, অনুতপ্ত মানুষ যেন মনপরিবর্তনের সেই পথ উন্মুক্ত পায় যা প্রাচীন ব্যবস্থা রুদ্ধ রাখত।

৩১ (ক) 'ব্যাপারটা ঠিক তা-ই'; এবিষয়ে তিনটি মত রয়েছে:

১। হের্মাস স্বীকার করেন যে, কোন কোন শিক্ষাগুরু এমন ধারণা সমর্থন করেন যে, বাপ্তিস্মপ্রাপ্ত ব্যক্তি মনপরিবর্তন করতে পারে না; কিন্তু এধারণার বিপক্ষে কিছু না বললেও তিনি তা সমর্থন করেন না।
২। ব্যবহৃত শব্দগুলো ভিন্ন, অর্থাৎ মনপরিবর্তন সংক্রান্ত পাপক্ষমা ও বাপ্তিস্ম সংক্রান্ত পাপক্ষমা (যা একবার মাত্র অর্জনীয়)।
৩। বাপ্তিস্ম সংক্রান্ত মনপরিবর্তন মানে বিশ্বাস গ্রহণ করা, আর তা একবার মাত্র সাধিত হতে পারে; অন্যদিকে যে এখনও বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেনি, সে পাপ করলেও সবসময়ই বাপ্তিস্ম গ্রহণ করতে পারে।

(খ) লক্ষণীয়, মনপরিবর্তন করা অসম্ভব বলে নয়, কঠিন বলেই উপস্থাপিত, কেননা যে বারে বারে পাপ করে তার পক্ষে ধর্মপথে ফিরে আসা কঠিন। কিন্তু তবু স্মরণযোগ্য যে, ঈশ্বরের পক্ষে মনপরিবর্তনের অনুগ্রহ দান করা কঠিন নয়, মানুষেরই পক্ষে মনপরিবর্তন করা কঠিন হতে পারে।

৩২ (ক) ১ করি ৭:৩৮-৪০।

৩৩ (ক) যে পবিত্র আত্মার কথা বলা হচ্ছে, সে ত্রিত্বের তৃতীয় ব্যক্তি নয়।

(খ) ‘পাত্র’ অর্থাৎ মানবদেহ।

(গ) ‘পরম শ্রদ্ধেয় দূত’ বলতে সম্ভবত এখানে যিশুকে বোঝায়।

৩৫ (ক) দিদাখে ও বার্নাবাসের পত্রের মত পালকও দুই পথের সেই শিক্ষা উপস্থাপন করেন যা সেকালে খুবই প্রচলিত ছিল।

৩৭ (ক) উপদেশক ১২:১৩।

৩৮ (ক) ‘ঈশ্বরের দাসদাসীদের তাদের দাসত্ব অবস্থা থেকে মুক্ত করা’, সেকালে অনেক বিশ্বাসী ক্রীতদাস অবস্থায় ভুগছিল; মুক্তিমূল্য দিয়ে তাদের উদ্ধার করা মহা শুভকর্ম বলে গণ্য ছিল।

৩৯ (ক) এই লেখায় ‘দ্বিভাব’ শব্দটা বহুবার ব্যবহৃত। সে-ই দ্বিভাব, যে নিজের অন্তরে শুভ আত্মাকেও স্থান দেয়, অশুভ আত্মাকেও স্থান দেয়; অপরদিকে বিশ্বাসে সিদ্ধতাপ্রাপ্ত মানুষ সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরমুখী।

৪০ (ক) পালকের ধারণায় ‘বিধর্মীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব’ এড়ানো উচিত, কারণ বিশ্বাসীরা মণ্ডলী থেকে সরে যেতে যেতে অবশেষে বিনষ্ট হয়। পালকের ধারণায় বিশ্বাস রক্ষার জন্য বিশ্বাসী ভাই-বোনদের সাহচর্যই অধিক কার্যকর।

৪২ (ক) খ্রিষ্টীয় আনন্দ দৃঢ় বিশ্বাসের চিহ্ন; রো ১২:৮।

৪৩ (ক) সেইকালে শিক্ষক চেয়ারে ও শিষ্যেরা লম্বা চৌকিতে বসত।

৫১ (ক) ‘শিরীষগাছ ফলদায়ী নয়’ এই অর্থে যে, মানুষ সেই ফল খায় না।

(খ) আদিমণ্ডলীকালে যেরুশালেমের বিশ্বাসীসকল নিজ নিজ বিষয়-সম্পত্তি সকলের মধ্যে বিতরণ করত, তাতে মণ্ডলীতে ধনীও কেউই ছিল না, গরিবও কেউই ছিল না। একশ’ বছর পর, এই হের্মাসের সময়ে, সেই প্রথা আর নেই, মণ্ডলীতে ধনীরা আছে, গরিবেরা আছে। হের্মাসের ধারণা এ: ঈশ্বর ধনীকে ধন প্রদান ক’রে তাকে একটা বিশেষ সেবাকর্মে নিযুক্ত করেন, তথা অভাবীদের সহায়তা করা। তাই এখানে সেই পরিমিত ও বিনীত ধনের কথা বলা হচ্ছে যা পরোপকারী; অপরদিকে অমিত ধন সবসময় দণ্ডনীয়, যেহেতু তেমন ধন অনিষ্টের দিকে মানুষকে চালনা করে।

৫৩ (ক) ‘প্রভুর দয়া নিজের বিভায় সবকিছু উদ্ভাসিত করবে’, এখানে খ্রিষ্টের গৌরবময় পুনরাগমনের কথা ইঙ্গিত করা হচ্ছে যখন তিনি যুগান্তে সকলের বিচারকর্তা রূপে আসবেন।

৫৪ (ক) সাধারণ অর্থে “প্রহরাস্থল” বলতে সেই স্থান বোঝাত যেখানে রোমীয় সেনা-শিবিরে প্রহরীরা নির্দিষ্ট সময়ে অবস্থান করত। সেকালের খ্রিষ্টিয়ানরা “প্রহরা” বা “প্রহরাস্থল” শব্দটা উপবাসের নির্দিষ্ট দিন চিহ্নিত করার জন্য ব্যবহার করতে লাগল। সেই সময়ে তারা রোমের কোন একটা প্রহরাস্থলে (অর্থাৎ গির্জায়) মিলিত হয়ে এউখারিস্তিয়ায় যোগ দিয়ে সেই গির্জার প্রতিপালক সাক্ষ্যমরের রক্তদানের স্মরণে প্রভুর সাক্ষাতে প্রহরী তথা সাক্ষী হবার প্রেরণায় নিজেদের অনুপ্রাণিত করত। এই পদে বুধবার ও শুক্রবারে পালিত উপবাসের কথা ইঙ্গিত করা হচ্ছে যা দিদাখে-তেও উল্লিখিত (দিদাখে ৮:১)।

৫৬ (ক) ইশা ৬১:৭; প্রবচন ১৫:৮; মথি ৫:৪।

৫৮ (ক) মথি ১৩:৩৮ দ্রঃ।

(খ) এই অধ্যায়ে হের্মাসের ঐশতাত্ত্বিক বর্ণনা তত স্পষ্ট নয়। যখন তিনি বলেন যে পুত্রটি হলেন পবিত্র আত্মা ও দাসটি হলেন ঈশ্বরের পুত্র, তখন তিনি সম্ভবত বলতে চান, ঈশ্বরের পুত্র ঈশ্বরের পবিত্র আত্মায় (অর্থাৎ ঈশ্বরত্বে) পরিপূর্ণ।

৫৯ (ক) কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে লেখা আছে ‘ঈশ্বরের পুত্র দাসরূপে উপস্থাপিত নন’; তাতে হের্মাসের ধারণা সঠিক। কিন্তু অন্য কোন পাণ্ডুলিপিতে লেখা আছে ‘ঈশ্বরের পুত্র দাসরূপে উপস্থাপিত’; তাতে হের্মাস ধারণা সঠিক নয়, ভ্রান্তই ধারণা।

৬০ (ক) সেকালের একটা ভ্রান্তমত অনুসারে, মাংস ক্ষয়শীল হওয়ায় তা পুণ্যপবিত্র রাখা প্রয়োজন নেই, কেবল ঈশ্বর থেকে আগত আত্মাকেই পুণ্যপবিত্র রাখা যথেষ্ট। বলা বাহুল্য যে তেমন ভ্রান্তমত অবলম্বন করলে তবে এমন অবস্থা দাঁড়ায় যে, উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপনও মানুষের পবিত্রতা নষ্ট করে না।

৬৪ (ক) হের্মাস ১২ ঘণ্টায় দিন ধরে নিচ্ছেন; সেই অনুসারে ১২×৩০=৩৬০।

৬৭ (ক) ‘সেই নাম’ হল খ্রিষ্টের নাম; ১০:১ পদের টিকা দ্রঃ।

৬৮ (ক) এই মিনার হল সেই একই মিনার যা তৃতীয় দর্শনে বর্ণনা করা হয়েছে।

(খ) এই উপমা মনপরিবর্তন সংক্রান্ত। বিশ্বাসীরা তেরো শ্রেণিতে শ্রেণিভুক্ত, তিনটে শ্রেণি ধার্মিকদের ও দশটা শ্রেণি পাপীদের। ধার্মিকেরা মিনারে প্রবেশ করে, ও তাদের মধ্যে সাক্ষ্যমর যারা তারা মাল্যভূষিত অবস্থায়ই প্রবেশ করে; পাপীদের পালকের হাতে তুলে দেওয়া হয় যিনি মনপরিবর্তনের দূত। জল হল মনপরিবর্তনের প্রতীক, আর শাখাগুলো অর্থাৎ পাপীদের বিবেক সেই জল গ্রহণ করে। মনপরিবর্তনের প্রতীক সেই জল ব্যবহৃত হওয়ায় আমরা বুঝি, মনপরিবর্তন ও বাপ্তিস্ম এক জিনিস না হলেও তবু মনপরিবর্তন একপ্রকারে বাপ্তিস্মের মত, কেননা মনপরিবর্তনের কর্মফল পাপীর মন অনুযায়ী, অর্থাৎ, যার মন অকপট সে সঞ্জীবিত হবে, যার মন অকপট নয় সে সঞ্জীবিত হবে না।

৭২ (ক) সীলমোহর হল বাপ্তিস্মের প্রতীক যা ঈশ্বরের অনুগ্রহ দান করে। যে কেউ বাপ্তিস্মের দেওয়া সেই অনুগ্রহ হারিয়ে ফেলে, সে মনপরিবর্তনের দূত সেই পালকের কাছ থেকে নতুন একটা সীলমোহর পেতে পারে, অর্থাৎ সেই মানুষ মনপরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের অনুগ্রহ ফিরে পেতে পারে।

(খ) 'জীবন সরে গেছে', এর অর্থ এই নয় যে, বিশ্বাসঘাতকদের পক্ষে মনপরিবর্তন করা সম্ভব নয়, বরং, যেমনটি হের্মাস আগেও একাধিকবার বলেছিলেন, তাদের পক্ষে মনপরিবর্তন করা কঠিন।

৭৬ (ক) 'নামটি' হল খ্রিষ্ট বা খ্রিষ্টিয়ান নাম।

৭৮ (ক) আগের কয়েক টীকায় বলা হয়েছিল যে হের্মাসের ঐশতাত্ত্বিক ধারণা তত স্পষ্ট নয়। এবার তাঁর ধারণা সুস্পষ্ট ও নূতন নিয়ম অনুযায়ী: খ্রিষ্ট হলেন শৈল (১ করি ১০:৪), তিনি দরজা (যোহন ১০:৭), তিনি ঈশ্বরের কাছে যাওয়ার একমাত্র পথ (যোহন ১৬:৬), তিনি সদ্‌গুরু ও প্রভু। মণ্ডলীও ঈশ্বরের পুত্রের আলোতে প্রদর্শিত (আগেকার দর্শনগুলোতে মণ্ডলী সৃষ্টির পূর্বে বিদ্যমান বলে উপস্থাপিত হয়েছিল)।
এই উপমা পুনরায় তৃতীয় দর্শনের বর্ণনা তুলে ধরে ঠিকই, তথা মিনার-গাঁথনি, কিন্তু নতুন নতুন দিক যোগ দেওয়া হয়, যেমন, মণ্ডলীর প্রতীক যে মিনার, তা এমন নানা পাথর দিয়ে গাঁথা হচ্ছে যেগুলোর মধ্যে কয়েকটা কলুষিত হয়। কলুষিত এ পাথরগুলো মনপরিবর্তনের দূত সেই পালকের হাতে তুলে দেওয়া হয় পালক যেন সেগুলো সংস্কার করেন; ফলে, যে পাথরগুলো সংশোধিত হয়, সেগুলো মিনার-গাঁথনিতে পুনরায় লাগানো যেতে পারবে, আর নির্মাণকাজ শেষ হলে অর্থাৎ যুগান্তে মিনার-গাঁথনি কেবল উপযোগী পাথর দিয়ে গঠিত বলে দাঁড়াবে। তাই উপমার অর্থ সুস্পষ্ট, পাপে পতিত বিশ্বাসীরা কেবল যুগান্তের আগেই মনপরিবর্তন করার সুযোগ পেতে পারে।

(খ) দক্ষিণ গ্রীসে অবস্থিত আর্কাদিয়া অঞ্চল সম্ভবত ছিল হের্মাসের জন্মস্থান।

৮৮ (ক) দ্বিতীয় ঘটিকা, অর্থাৎ সকাল সাতটা।

৯২ (ক) ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করার জন্য খ্রিষ্টনাম বহন করা যথেষ্ট নয়, খ্রিষ্টীয় গুণাবলির অধিকারীও হওয়া চাই।

(খ) প্রথম তিন শ্রেণির পাথরগুলো হল পুরাতন নিয়মের কুলপতি ও নবী সকল, শেষ শ্রেণির পাথরগুলো হল নূতন নিয়মের প্রেরিতদূত ও শিক্ষাগুরু সকল। এ প্রতীকমূলক বর্ণনার মধ্য দিয়ে হের্মাস শেখাতে চান, ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করার জন্য খ্রিষ্টীয় গুণাবলিও যথেষ্ট নয়, কুয়োর জল অর্থাৎ বাপ্তিস্মের জলও আবশ্যক; সেজন্যই প্রেরিতদূতেরা মৃত্যুর পরে পুরাতন নিয়মের ব্যক্তিত্বদের কাছে বাপ্তিস্মের কথা প্রচার করে তাঁদের সীলমোহর দান করেছিলেন।

৯৩ (ক) প্রাচীনকালে বাপ্তিস্ম অনুষ্ঠানে প্রার্থীরা জলে নামত বলে তাদের পক্ষে সাক্রামেন্তের নানা প্রতীকমূলক অর্থ যথেষ্ট স্পষ্ট ছিল; অর্থাৎ, খ্রিষ্ট যেমন মৃত অবস্থায় কবরে নেমেছিলেন ও জীবিত অবস্থায় কবর থেকে বেরিয়েছিলেন, তারাও তেমনি জলে পাপের দরুন মৃত অবস্থায় নামত ও নতুন জীবনে পুনরুজ্জীবিত অবস্থায় জল থেকে বেরিয়ে আসত; তাতে মৃত্যু ও পুনরুত্থানের প্রতীক উজ্জ্বলই ছিল।

৯৪ (ক) এখানে 'জাতি' বলতে নীতির দিক দিয়ে আলাদা আলাদা শ্রেণির মানুষ বোঝায়।

৯৬ (ক) যারা বিশ্বাসী ভাই-বোনদের ধরিয়ে দিত, তারা বিশ্বাসঘাতক বলে শুধু নয়, নির্যাতনে সক্রিয় ভাগী বলেও তারা দণ্ডনীয়।

৯৭ (ক) আগের মত হের্মাস পুনরায় বলেন যে, পরিত্রাণ পাবার জন্য বিশ্বাসী ভাই-বোনদের মধ্যকার একতাই অপরিহার্য শর্ত।

১১০ (ক) এই নবম উপমায় ঘোষিত মনপরিবর্তনের শুভসংবাদের শেষ কথা খুবই আশ্বাসজনক: মনপরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর সম্পূর্ণ ও সীমাহীন ক্ষমা প্রদান করেন।

১১২ (ক) হের্মাসকে (পাঠক-পাঠিকাকেও) দেওয়া শেষ দায়িত্বই মানুষের কাছে জীবনদায়ী মনপরিবর্তনের শুভসংবাদ প্রচার করা।

দিওগ্নেতোসের কাছে পত্র

‘দিওগ্নেতোসের কাছে পত্র’ নামে পরিচিত এই লেখা সম্বন্ধে প্রায় কিছুই জানি না। লেখকের নামও জানি না, যাকে উদ্দেশ করে পত্রটি লেখা হয়েছিল সেই দিওগ্নেতোসের সম্পর্কেও কিছু জানি না। একথাই মাত্র সমর্থন করা যায়, পত্রটি খ্রিষ্টিয়ান নয় এমন শ্রোতাদের উদ্দেশ্য করে লেখা হয়েছিল, সম্ভবত ১২৭ খ্রিষ্টাব্দে। বস্তুতপক্ষে পত্রটির আলোচ্য বিষয় সেই সকল লেখার সঙ্গে গভীর মিল রাখে যে লেখাগুলো অখ্রিষ্টিয়ানদের সামনে খ্রিষ্টধর্মের পক্ষসমর্থন করত; একারণেই দিওগ্নেতোসের কাছে পত্রের মত এ সকল লেখা ‘খ্রিষ্টধর্মের পক্ষসমর্থক লেখা’ বলে অভিহিত।

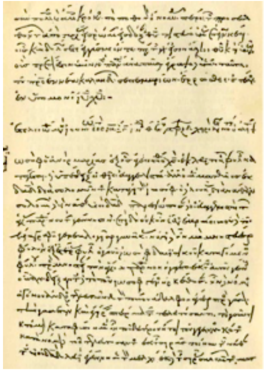

উল্লিখিত লেখাগুলোর রচনা-পদ্ধতি অনুসারে এ পত্রটির সূচনা প্রতিমাপূজার অসঙ্গতি প্রমাণ করে (১–২ অধ্যায়) এবং ইহুদীধর্মের অযৌক্তিকতা তুলে ধরে (৩–৪ অধ্যায়)। তারপর খ্রিষ্টিয়ানদের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য (৫ম অধ্যায়), জগতের মধ্যে তাদের ভূমিকা (৬ষ্ঠ অধ্যায়) ও খ্রিষ্টবিশ্বাসের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ উপস্থাপন করা হয় (৭–৮ অধ্যায়)। শেষে পত্রটি বর্ণনা করে সেই সকল আত্মিক উপকার যা খ্রিষ্টধর্ম অবলম্বন করলে মানুষ লাভ করে (১০ম অধ্যায়)।

সকলের স্বীকৃতি, ৫–৯ অধ্যায়গুলিতেই পত্রটির সারমর্ম অনুধাবিত হয়, এমনকি সেই অধ্যায়গুলিতেই ঈশ্বরের প্রতি লেখকের গভীর বিশ্বাস ও উচ্ছ্বাসপূর্ণ ভক্তি এবং তার শিল্প-নৈপুণ্য উত্তমরূপে প্রকাশ পায়।

পত্রটির সমাপ্তি (১১–১২ অধ্যায়) যিশু খ্রিষ্টের মাংসধারণের ফল বর্ণনা করে—মানবজাতির ইতিহাস যিশুতে পূর্ণতা লাভ করে।

অবশেষে একথাও উল্লেখযোগ্য যে, ২য় ভাতিকান বিশ্বজনীন মহাসভা একাধিক বার এ পত্রটির কয়েকটি অংশ উল্লেখ করেছে (খ্রিষ্টমণ্ডলী ৩৮; ঈশ্বরের আত্মপ্রকাশ ৪; অখ্রিষ্টিয়ানদের কাছে বাণীপ্রচার ১৫)।

সূচীপত্র

অধ্যায়ঃ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১ [১] শ্রদ্ধেয় দিওগ্নেতোস (ক), যেহেতু আমি লক্ষ করলাম যে, আপনি খ্রিষ্টিয়ানদের ধর্ম সম্পর্কে অবগত হবার জন্য গভীর ইচ্ছা প্রকাশ করছেন ও তাদের সম্বন্ধে সুচিন্তিত ও সূক্ষ্ম প্রশ্নগুলি রাখছেন, যথা: কে-ই বা সেই ঈশ্বর যাঁর উপর তারা ভরসা রাখে (খ) এবং তাঁর প্রতি তাদের উপাসনা কী রূপ, যার ফলে তারা সবাই এ জগৎসংসার মূল্যহীন মনে করে ও মৃত্যুকে অবজ্ঞা করে এবং গ্রীকদের ধারণায় যেগুলো দেবতা, সেগুলোকে তা-ই বলে গণ্য করে না, ইহুদীদের কুসংস্কারও পালন করে না (গ); আবার যেহেতু আপনি জানতে চান, একে অন্যের প্রতি তাদের যে ভালবাসা তা আসলে কী (ঘ), এবং এ নতুন জাতি বা জীবনধারণ কেনই বা পূর্বে নয় বরং শুধু এখন আবির্ভূত হয়েছে, সেজন্য আপনার এই আগ্রহ আমি সত্যি প্রশংসা করি, এবং সেই ঈশ্বর যিনি আমাদের বলবার ও শুনবার ক্ষমতা মঞ্জুর করেন তাঁর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাকে এমনভাবে কথা বলার শক্তি দেন যেন আমাকে শুনলে আপনার যথাসাধ্য উপকার হয়, এবং তিনি যেন আপনাকে এমনভাবে শোনার শক্তি দেন যেন এর জন্য আমাকে দুঃখ না পেতে হয়।

২ [১] সুতরাং আসুন, যে সমস্ত চিন্তা-ভাবনা আপনার মন দখল করে তা থেকে নিজেকে শোধন করুন; যত প্রথা-অভ্যাস আপনাকে প্রতারণা করে (ক) তা দূর করে দিন, এবং আগাগোড়াই এক নতুন মানুষ হয়ে উঠুন: আপনি নিজে যেমন স্বীকার করেছেন, আপনাকে এমন মানুষেরই মত হতে হবে যে নতুন এক বাণী শুনতে উদ্যত। তারপর শুধু চোখ দিয়ে নয় বরং সুবুদ্ধির সঙ্গেও লক্ষ করুন, আপনারা যা দেবতা বলে অভিহিত করেন ও তা-ই মনে করেন সেই সমস্ত কিছু কোন্ প্রকৃতি ও কোন্ রূপের অধিকারী।

[২] প্রকৃতপক্ষে একটা দেবতা কি এক পাথর নয় ঠিক সেই পাথরের মত যার উপর দিয়ে আমরা হাঁটি? আর একটা কি ব্রোঞ্জ মাত্র নয়? এমনকি আমাদের ব্যবহারের জন্য ছাঁচে ঢালাই করা পাত্রগুলোর তুলনায় তত ভালোও নয়! আর একটা কি কাঠ মাত্র নয়?

আর হয় তো এমন কাঠ যা ইতিমধ্যে পঁচেই গেছে! আর একটা কি রুপো মাত্র নয় যা রক্ষার জন্য একটি লোক দরকার যাতে চুরি না হয়? (খ)। আর একটা কি লোহা মাত্র নয়? তাতে তো মরচে পড়ে! আর একটা কি মাটি মাত্র নয় যা হীন কাজের জন্য ব্যবহৃত মাটির চেয়ে একবিন্দুও ভাল নয়? (গ)। [৩] এই সমস্ত বস্তু কি ক্ষয়শীল পদার্থের তৈরী নয়? এগুলো কি লোহা ও আগুন দিয়ে ছাঁচে ঢালাই করা বস্তু নয়? আসলে এগুলোকে কি ভাস্কর, ঢালাইকর, রুপকার বা কুমোর গড়েনি? কারিগরদের কাজ দ্বারা এ বর্তমান আকারে গঠিত হবার আগে এগুলোর এক একটার জন্য কি ভিন্ন ভিন্ন আকার দেওয়া সম্ভব ছিল না? এমনকি এখনও এগুলোকে ভিন্ন ভিন্ন আকার কি দেওয়া যায় না? আর আমাদের বর্তমান থালা-বাটি যখন একই পদার্থের তৈরী তখন —সেই কারিগরেরা ইচ্ছা করলে— সেই দেবতাদের মত কি হতে পারবে না? [৪] একই প্রকারে, এখন যা আপনাদের পূজার বস্তু, সেই সবকিছু কি মানুষের দ্বারা অন্যান্য ঘটি-বাটির মত সাধারণ দ্রব্যাদিতে পরিণত করা যাবে না? এই সমস্ত কিছু কি বোবা, কালা, প্রাণহীন, অনুভূতিহীন, গতিবিহীন নয়? এই সমস্ত কিছু কি পচনশীল ও ক্ষয়শীল নয়? [৫] এগুলোকে আপনারা দেবতাই বলেন, এগুলোর আরাধনা ও পূজাই করেন, এবং পরিশেষে নিজেদের এগুলোর সদৃশ করেন (ঘ)।

[৬] অথচ খ্রিষ্টিয়ান যারা তারা এগুলোকে ঈশ্বর বলে মানে না বিধায় আপনারা তাদের ঘৃণা করেন!

[৭] আর আপনারা এগুলোকে যথাযথ প্রশংসা করছেন মনে করলেও আসলে আমাদের চেয়ে আপনারাই কি তাদের বেশি অবজ্ঞা করেন না? আর যখন আপনারা পাথর ও মাটির তৈরী প্রতিমা অরক্ষিতই রাখেন কিন্তু যেগুলো রুপো ও সোনার তৈরী যেন চুরি না হয় রাতে তাদের আটকানোই রাখেন ও দিনমানে তাদের রক্ষার জন্য প্রহরীদের নিযুক্ত করেন, তখন কি আমাদের চেয়ে আপনারাই তাদের বেশি অবজ্ঞা ও উপেক্ষা করেন না? [৮] তাছাড়া আপনারা তাদের যে সম্মান দেখাচ্ছেন মনে করেন, তাদের যদি বোধ-চেতনা থাকত, তবে আপনাদের সম্মান তাদের কাছে সম্মান নয়, শাস্তিই হত। অথচ তাদের যে বোধ-চেতনা নেই, আপনারাই পশুদের রক্ত ও দগ্ধ তেল দিয়ে তাদের পূজা করায় তা প্রকাশ করেন। [৯] আপনাদের একজন এ সমস্ত ভোগ

করুন! এ ধরনের সম্মান গ্রহণ করতে রাজি হোন তিনি! কিন্তু এমন কেউ নেই যে স্বেচ্ছায় এ শাস্তি ভোগ করবে, কেননা মানুষের অনুভূতি ও জ্ঞান আছে! অপরদিকে পাথর এসব কিছু সহ্য করে যেহেতু পাথর অনুভূতিবিহীন। তাই আপনারা নিজেরাই প্রতিমার অনুভূতি মিথ্যা বলে প্রমাণ করেন।

[১০] খ্রিষ্টিয়ান যারা, তারা যে এ ধরনের দেবতাদের অধীনস্থ থাকতে চায় না এসম্বন্ধে আরও অনেক কিছু বলতে পারতাম। কিন্তু যা বলে এসেছি তা যদি কেউ যথেষ্ট বোধ না করে তবে আমি এবিষয়ে আরও কথা বলা বৃথাই মনে করি।

৩ [১] এরপর, আমি মনে করি, আপনি একথাই বিশেষভাবে জানতে ইচ্ছুক যথা, খ্রিষ্টিয়ান যারা, কেনই বা তারা ইহুদীদের মত ধর্মোপাসনা করে না। [২] আসলে, যখন ইহুদীরা প্রতিমাপূজা অস্বীকার ক'রে একেশ্বরকেই শুধু উপাসনা করে এবং তাঁকে সৃষ্টবস্তুর প্রভু বলে মেনে নেয়, তখন ঠিকই করে। তবুও এতেই তাদের ভুল যে, পৌত্তলিকদের মতই তারা তাঁর উপাসনা করে। [৩] যেমন গ্রীকেরা অনুভূতিবিহীন ও অসার প্রতিমা পূজা করায় নির্বুদ্ধিতারই পরিচয় দেয়, তেমনি ইহুদীরা যখন মনে করে যে ঈশ্বরের কাছে তারা যে বলি উৎসর্গ করে তাঁর পক্ষে তা সত্যিই প্রয়োজন, তখন তারাও দৈবসম্মান নয়, বোকামিই করে। [৪] বস্তুতপক্ষে, যিনি আকাশ, পৃথিবী ও তার মধ্যে যা কিছু আছে তা সমস্তই সৃষ্টি করেছেন (ক) ও আমাদের সকলের জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু যুগিয়ে দেন (খ), তাঁর পক্ষে সেই সবকিছুর প্রয়োজন নেই। [৫] এমনকি, যারা মনে করে তারাই এ সবকিছু তাঁকে দান করছে, তিনিই আসলে সেই সবকিছু তাদের দান করেন। যারা মনে করে যে, পশুদের রক্ত ও দগ্ধ তেলের নৈবেদ্য বা পূর্ণাহুতি উৎসর্গ করে তারা ঈশ্বরকে সম্মান দেখায়, আমার মনে হয় যে ইন্দ্রিয়শূন্য প্রতিমার কাছে যারা একই ধরনের সম্মান দেখায় এদের তুলনায় তারা তত পৃথক নয়। গ্রীকেরা এমন দেবতাদের পূজা করে যেগুলো সেই পূজা গ্রহণ করতে অক্ষম, আর ইহুদীরা এমন ঈশ্বরের কাছে উপাসনা-কর্ম নিবেদন করে যাঁর কোন পূজনকর্ম প্রয়োজন নেই।

৪ [১] তাছাড়া, [শুচি-অশুচি] খাদ্যের বিষয়ে তাদের চিন্তা-ভাবনা, তাদের শাব্বাৎ-পালনের কুসংস্কার, পরিচ্ছেদনের বিষয়ে তাদের গর্ব, এবং তাদের উপবাস ও

অমাবস্যার কৃত্রিম পালন-রীতি সম্বন্ধে যে আপনি অবগত হতে ইচ্ছা করেন তা আমি মনে করি না। আসলে এসব কিছু উপহাসের বস্তু, আলোচনার যোগ্য নয়। [২] কেননা মানুষের উপকারের জন্য ঈশ্বর যা যা সৃষ্টি করেছেন সেগুলোর কয়েকটা মঙ্গলকর বলে গ্রহণ করা ও অন্যগুলো নিষ্প্রয়োজন ও অমঙ্গলকর বলে অগ্রাহ্য করা, এ কি অন্যায় নয়? [৩] এবং শাব্বাৎ-দিনে মঙ্গলকর যে কোন কাজ করতে ঈশ্বরই নিষেধ করেছেন এমন মিথ্যা অভিযোগে তাঁকে অভিযুক্ত করাই কি ঈশ্বরনিন্দা নয়? (ক)। [৪] আর দেহের অঙ্গহানির বিষয়ে (খ) গর্ব করা—ঠিক যেন সেই পরিচ্ছেদন মনোনয়নেরই ও ঈশ্বরের বিশেষ ভালবাসারই চিহ্ন হয়—সেটাও কি তামাশার ব্যাপার নয়? [৫] আবার, মাস ও দিন গণনা করার জন্য ও ঈশ্বরনিরূপিত ঋতুচক্রকে খামখেয়ালি নিয়ম অনুসারে পর্বোৎসব কিংবা শোকের দিনের মধ্যে নির্ণয় করার জন্য গ্রহ ও চাঁদের দিকে অবিরতই লক্ষ করে থাকা (গ), এমন কেউ কি থাকতে পারে যে এ ধরনের ব্যবহার ধর্মপ্রাণতার চেয়ে নির্বুদ্ধিতারই স্পষ্ট প্রমাণ বলে মনে করবে না?

[৬] খ্রিষ্টিয়ান যারা, তারা যে কত না সঙ্গতভাবে পৌত্তলিকদের ভ্রান্তিপূর্ণ মায়া ও ইহুদীদের বাহ্যিক নিয়ম-কানুন পালনের পুঙ্খানুপুঙ্খ অতিব্যস্ততা ও গর্ব থেকে বিরত থাকে, একথা আমি মনে করি আপনি বেশ ভালভাবেই বুঝতে পেরেছেন। তবু আপনি যেন মনে না করেন যে, খ্রিষ্টধর্মের রহস্য (ঘ) কেবল মানুষের মধ্য দিয়েই শিখতে পারবেন।

৫ [১] খ্রিষ্টিয়ানরা অন্যান্য মানুষ থেকে দেশ, ভাষা বা ঐতিহ্যের জন্য পৃথক নয়। [২] বাস্তবিকই তারা নিজস্ব শহরে বাস করে না, বিশেষ ধরনের পরিভাষাও ব্যবহার করে না, এবং অস্বাভাবিক ধরনের জীবনও ধারণ করে না (ক)। [৩] তাদের ধর্মতত্ত্ব নতুনত্ব-প্রবণ কোনও মানুষের চিন্তা ও গবেষণার ফল নয়, এবং অন্য কয়েকজনের মত তারা মানবীয় কোনও বিশেষ দর্শনবাদের উপর নির্ভরশীল নয়। [৪] অথচ এক একজনের ভাগ্য অনুসারে তারা গ্রীক ও বর্বর শহরগুলিতে বসবাস করলেও এবং পোশাক, খাওয়া-দাওয়া ও আচার-ব্যবহারের দিক দিয়ে স্থানীয় ঐতিহ্য মেনে চললেও তারা এতই চমৎকার সামাজিক জীবন অবলম্বন করে, যা সকলের আদর্শ; এমনকি—

সকলের স্বীকৃতিতে—সত্যই অসাধারণ জীবন। [৫] নিজ নিজ মাতৃভূমিতে বাস করে তারা, কিন্তু প্রবাসীর মত। নাগরিক হিসাবে তারা সামাজিক জীবনে অংশ নেয়, আবার বিদেশী হিসাবে সবকিছু সহিষ্ণুতার সঙ্গে বহন করে। যে কোন দেশ তাদের কাছে মাতৃভূমি, এবং যে কোন মাতৃভূমি তাদের কাছে বিদেশ। [৬] সকলের মত তারাও বিবাহ করে ও সন্তানদের জন্ম দেয়, কিন্তু তাদের শিশুদের অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দেয় না; [৭] ভোজসভা সকলের জন্য এক, কিন্তু শয্যা আলাদা (খ)। [৮] তারা রক্তমাংসের মানুষ বটে, কিন্তু মাংসের বশে জীবনযাপন করে না (গ); [৯] এই মর্তলোকে দিন কাটায় বটে, কিন্তু স্বর্গলোকেরই নাগরিক তারা (ঘ); [১০] তারা নির্ধারিত নিয়ম-কানুন পালন করে বটে, কিন্তু নিজেদের জীবনাচরণে তারা সেই সমস্ত নিয়ম-কানুনের ঊর্ধ্বে। [১১] তারা সকলকে ভালবাসে, আর সকলে তাদের নির্যাতনই করে। [১২] তারা অপরিচিত, অথচ তাদের দণ্ডিত করা হয়; তাদের নিহত করা হয়, কিন্তু এতে তারা জীবনই পায়। [১৩] তারা নির্ধন, অথচ অনেককে ধনবান করে; তাদের সবকিছুরই অভাব, অথচ সবকিছুতে উপচে পড়ে (ঙ)। [১৪] তাদের অসম্মান করা হয়, অথচ সেই অসম্মানে তাদের গৌরবই প্রকাশ পায়। তাদের নিন্দা করা হয়, অথচ এতে তাদের ধর্মময়তাই প্রতিপন্ন হয়। [১৫] তাদের অপমান করা হয়, আর তারা আশীর্বাদ করে (চ); তাদের অবমাননা করা হয়, আর তারা সকলের কাছে সম্মানই প্রদর্শন করে। [১৬] সকলের উপকার করলেও তারা দুর্জনের মত দণ্ডিত, কিন্তু দণ্ডিত হয়েও আনন্দই করে, কেমন যেন জীবনই তাদের দেওয়া হয় (ছ)। [১৭] ইহুদীরা তাদের বিরুদ্ধে বিধর্মীদের বিরুদ্ধেই যেন সংগ্রাম করে, এবং গ্রীকেরা তাদের নির্যাতন করে; কিন্তু যারা তাদের ঘৃণা করে, তারা নিজেরা তেমন শত্রুতার কারণ বলতে পারে না।

৬ [১] সংক্ষেপে বলতে গিয়ে, মানবদেহে আত্মার যে ভূমিকা, জগতে খ্রিষ্টিয়ানদের সেই একই ভূমিকা: [২] আত্মা দেহের অঙ্গগুলির মধ্যে পরিব্যাপ্ত; তেমনি খ্রিষ্টিয়ানরা জগতের সমস্ত শহরে বিস্তৃত। [৩] কিন্তু, দেহের মধ্যে অবস্থান করলেও আত্মা দেহের নয়; তেমনি খ্রিষ্টিয়ানরা জগতে বাস করলেও তবু জগতের নয় (ক)। [৪] অদৃশ্য আত্মা দৃশ্যমান দেহের মধ্যে কারারুদ্ধ; তেমনি খ্রিষ্টিয়ানরা জগতে দৃশ্যমান, কিন্তু তাদের

প্রকৃত উপাসনা অদৃশ্য হয়ে থাকে। [৫] আত্মা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত না হলেও দেহ আত্মাকে ঘৃণা করে ও তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে থাকে, কারণ ইন্দ্রিয়লালসা মেটানোর সুখভোগ করায় তাকে বাধা দেয়। তেমনি জগৎ আঘাতগ্রস্ত না হলেও খ্রিষ্টিয়ানদের ঘৃণা করে, ইন্দ্রিয়লালসা মেটাতে তারা তাকে বাধা দেয় ব'লে (খ)। [৬] দেহ আত্মাকে ঘৃণা করলেও আত্মা দেহকে আর তার অঙ্গগুলিকে ভালবাসে; তেমনি খ্রিষ্টিয়ানরা, তাদের যারা ঘৃণা করে, তাদের ভালবাসে (গ)। [৭] আত্মা দেহের মধ্যে রুদ্ধ হয়ে আছে, কিন্তু সে-ই দেহের নির্ভর; তেমনি খ্রিষ্টিয়ানরাও একটা কারাগারের মত এজগতে আবদ্ধ হয়ে আছে, কিন্তু তারাই জগতের নির্ভর। [৮] অমর আত্মা মরণশীল তাঁবুতে বসবাস করে (ঘ); তেমনি প্রবাসীর মত খ্রিষ্টিয়ানরাও ক্ষয়শীল বস্তুর মধ্যে বসবাস করে, আর সেই অক্ষয়শীলতার প্রতীক্ষা করে, স্বর্গলোকেই যার অবস্থান (ঙ)। [৯] খাদ্য ও পানীয়ের ক্ষেত্রে কষ্ট দিলে আত্মার উন্নতি হয়; তেমনি খ্রিষ্টিয়ানরা অত্যাচারিত হলেও তবু তাদের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। [১০] ঈশ্বর তাদের এমন মহান স্থানেই নিযুক্ত করেছেন (চ), যা পরিত্যাগ করা তাদের পক্ষে আদৌ সমুচিত নয়।

৭ [১] যেমন বলেছি, তাদের কাছে যা সম্প্রদান করা হয়েছে তা জাগতিক ধরনের একটি আবিষ্কার নয়; তারা যা সযত্নে রক্ষা করে তাও নশ্বর কোন নতুনত্ব নয়, আর তাদের কাছে যা ন্যস্ত করা হয়েছে তাও মানবীয় বাহ্যিক কোন ব্যবস্থা নয়। [২] বরং যিনি সত্যই সর্বশক্তিমান, জগৎস্রষ্টা অদৃশ্যমান ঈশ্বর যিনি, স্বয়ং তিনিই তাঁর আপন সত্য, তাঁর সেই পরমপবিত্র বোধাতীত বাণীকে স্বর্গ থেকে মানবের মাঝে অবতরণ করিয়েছেন ও তাদের হৃদয়ের মধ্যে অধিষ্ঠিত করেছেন। আর—যেমন কেউ কেউ মনে করতে পারে—তিনি যে এই পরিকল্পনা সাধন করেছেন তাঁর একজন পরিষদ বা স্বর্গদূত কিংবা এই পৃথিবীতে বা স্বর্গে নিযুক্ত কোন দায়িত্বসম্পন্ন গণপ্রধানকে প্রেরণ ক'রে এমন নয়। বরং যাঁর দ্বারা তিনি স্বর্গ সৃষ্টি করেছিলেন, যাঁর দ্বারা সমুদ্র সমুদ্রতীরে সীমাবদ্ধ করেছিলেন, যাঁর রহস্যময় বিধিসকল যাবতীয় বস্তু দ্বারা বিশ্বস্তভাবে সংরক্ষিত, সেই স্বয়ং বিশ্বকর্মা ও বিশ্বনির্মাতা যাঁরই কাছে সূর্য পেয়েছে তার দৈনিক গতিমাত্রা, যাঁর আদেশেই নিশীথে আলো দিয়ে চন্দ্র হয় বাধ্য, যাঁরই কাছে বাধ্য হয় নক্ষত্ররাজি চন্দ্রের

ভ্রমণে শোভাযাত্রা ক'রে, স্বর্গ ও স্বর্গের যত কিছু, পৃথিবী ও পৃথিবীর যত বস্তু, সমুদ্র ও সমুদ্রের যত জীব; অগ্নি বায়ু রসাতল; ঊর্ধ্বস্থিত অধঃস্থিত মধ্যস্থিত যত কিছু, সবই যাঁর দ্বারা হল নিরূপিত, সুবিন্যস্ত ও বশীভূত (ক)—তাঁকেই তাদের কাছে তিনি প্রেরণ করলেন! (খ) [৩] হ্যাঁ, ঠিক তাই! কিন্তু তবুও—কেউ কেউ যেমন মনে করতে পারে—তিনি কি মানুষকে অত্যাচার, ভীতিপ্রদর্শন বা আঘাত করতেই তাঁকে প্রেরণ করলেন? [৪] কখনও না! বরং বিনম্রতা ও কোমলতার সঙ্গেই তাঁকে প্রেরণ করলেন; রাজা যেমন রাজপুত্রকে প্রেরণ করেন, তেমনিই তিনি ঈশ্বররূপে, মানুষদের মাঝে মানুষরূপেই তাঁকে প্রেরণ করলেন (গ)। তাঁকে প্রেরণ করে তিনি কেমন যেন পরিত্রাণ সাধন করছিলেন ও সনির্বন্ধ আবেদনই জানাচ্ছিলেন, বল প্রয়োগ করছিলেন এমন নয়, কেননা বল প্রয়োগ ঈশ্বরকে মানায় না। [৫] তাঁকে প্রেরণ করে তিনি কেমন যেন মানুষকে আহ্বান করছিলেন, শাস্তি দিচ্ছিলেন এমন নয়; বিচার করছিলেন তাও নয় বরং ভালইবাসছিলেন। [৬] একদিন অবশ্যই বিচারকর্তারূপে তাঁকে প্রেরণ করবেন। আর সেইদিন কেই বা তাঁর আবির্ভাবে দাঁড়াতে পারবে? (ঘ)।

… … (ঙ)।

[৭] আপনি এ কি লক্ষ করছেন না যে, প্রভুকে যাতে অস্বীকার করে খ্রিষ্টিয়ানরা হিংস্র পশুদের মুখে নিক্ষিপ্ত হয়, [৮] তাদের যত বেশি দণ্ডিত করা হয় তারা তত বেশি সংখ্যায় বৃদ্ধি পায়? [৯] এ সমস্ত কিছু মানুষের কাজের ফল বলে মনে হচ্ছে না, বরং ঈশ্বরের শক্তির ফল, এমনকি এ তাঁর উপস্থিতিরই প্রমাণ (চ)।

৮ [১] তিনি আসবার পূর্বে মানুষের মধ্যে কেই বা জানত ঈশ্বর কী? [২] তাই আপনি কি গর্বে স্ফীত সেই দার্শনিকদের অসার ও নির্বোধ উক্তি বিশ্বাস করবেন? তারা কেউ কেউ বলত, অগ্নিই ঈশ্বর—ঈশ্বরকে তাই মনে করে বলে তারা সে অগ্নিতে চিরকালেই থাকবে! অন্য কেউ বলত, জলই ঈশ্বর, আর কেউ আবার বলত, তাঁর নিজেরই সৃষ্টবস্তুগুলির মধ্যে একটাই নাকি ঈশ্বর (ক)। [৩] আচ্ছা, তাদের এ সমস্ত যুক্তির যে কোন একটা যদি গ্রহণযোগ্য হত তবে সেটাকে ভিত্তি করে একথা সমর্থন করা যেতে পারবে যে, এক একটা করে যাবতীয় সৃষ্টবস্তুই ঈশ্বর। [৪] কিন্তু এসব কিছু যাদুকরদের

প্রতারণা ও বাজে কথা ছাড়া আর কিছুই নয়। [৫] কেননা কোন মানুষ ঈশ্বরকে কখনও দেখেনি, জানেওনি; বরং তিনি নিজেই নিজেকে প্রকাশ করেছেন। [৬] তিনি বিশ্বাসের মধ্য দিয়েই নিজেকে প্রকাশ করেছেন (খ), আর শুধু বিশ্বাসের মধ্য দিয়েই ঈশ্বরকে দেখা যেতে পারে (গ)।

[৭] সুতরাং যিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন ও সঠিকভাবে নিরূপণ করেছেন, বিশ্বজগতের স্রষ্টা ও প্রভু সেই ঈশ্বর আমাদের প্রতি স্নেহশীল শুধু নয়, ধৈর্যশীলও হলেন। [৮] আর সত্যি তিনি তা-ই ছিলেন, তা-ই আছেন আর চিরকাল ধরে তা-ই হয়ে থাকবেন—দয়াবান, মঙ্গলময়, ক্রোধমুক্ত, সত্যময়; কেবল তিনিই মঙ্গলময় (ঘ)। [৯] তিনি অপূর্ব ও অনির্বচনীয় একটা পরিকল্পনা করেছিলেন, তবু তিনি শুধু তাঁর পুত্রের কাছে তা জানিয়েছিলেন। [১০] অতএব যতদিন তিনি তাঁর সেই প্রজ্ঞাপূর্ণ সঙ্কল্প আবৃত করে রেখেছিলেন, ততদিন মানুষের মনে হচ্ছিল, তিনি যেন আমাদের উপেক্ষাই করেন, যেন আমাদের জন্য তাঁর চিন্তাটুকুও নেই। [১১] কিন্তু আদি থেকে তিনি যা যা নিরূপণ করেছিলেন, যখন তাঁর প্রিয় পুত্রের মাধ্যমে সেই সবকিছু প্রকাশ ও ব্যক্ত করলেন, তখন তিনি সে সকল দান আমাদের একভাবেই উপভোগ করতে, দেখতে ও জানতে দিলেন। আমাদের কেউ কি এ সমস্ত কিছু প্রত্যাশা করতে পারত? (ঙ)।

৯ [১] তাই নিজেতে ও তাঁর আপন পুত্রের সঙ্গে এ সবকিছু নিরূপণ করে তিনি প্রাক্তন কাল পর্যন্ত এ ঘটতে দিলেন যে, বাসনা ও লালসায় আকৃষ্ট হয়ে (ক) আমরা ইচ্ছামত উচ্ছৃঙ্খল উত্তেজনা দ্বারা প্রণোদিত হই। আমাদের পাপাচরণে তিনি তো প্রীত ছিলেন না বটে, আমাদের শুধু সহ্যই করছিলেন (খ)। সেই অধর্মের কালে তাঁর সম্মতিও ছিল না বটে, বরং তিনি ইতিমধ্যে ধর্মময়তার কাল প্রস্তুত করছিলেন। এ সবকিছুর অর্থ, আমরা যেন আমাদের কাজকর্ম বিচার-বিবেচনা করে স্বীকার করতে পারতাম যে, সেইসময় আমরা জীবনের অযোগ্যই ছিলাম, আর এখন শুধু ঈশ্বরের কৃপায়ই সেই জীবনের যোগ্য হয়ে উঠলাম। এবং ফলত আমরা যে একা হয়ে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করতে অক্ষম, একথাও স্পষ্ট বুঝে আমরা যেন স্বীকার করতে পারতাম যে শুধু ঈশ্বরের মহাশক্তি গুণেই সেই ঐশরাজ্যে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়ে উঠলাম (গ)।

[২] কিন্তু যখন সেই অধর্মের মাত্রা পূর্ণ হল আর সুস্পষ্ট হল যে, সেই অধর্মের প্রতিফল ছিল শাস্তি ও মৃত্যু, যখন অবশেষে সেই কালই উপস্থিত হল, যে কাল তাঁর প্রসন্নতা ও ক্ষমতা প্রকাশ করার জন্য ঈশ্বর পূর্বনিরূপণ করেছিলেন (ঘ),—আহা, ঈশ্বরের উদারতা ও ভালবাসা কতই না মহান!—তখন তিনি আমাদের ঘৃণা ও পরিত্যাগ করেননি, আমাদের অধর্মও মনে রাখেননি, বরং আমাদের প্রতি অসীম ধৈর্যশীল ও করুণাময় বলেই নিজেকে প্রকাশ করলেন: দয়ার বশে তিনি আমাদের সকল পাপ নিজের উপর তুলে নিলেন ও আমাদের মুক্তিপণ হিসাবে (ঙ) তাঁর সেই নিজ পুত্রকে দান করলেন (চ), যিনি পাপীদের জন্য পরমপবিত্রজন, অপরাধীদের জন্য নিরপরাধীজন, অধার্মিকদের জন্য সেই ধর্মময় (ছ), ক্ষয়শীলদের জন্য অক্ষয়শীলজন, মরণশীলদের জন্য অমরজন।

[৩] বস্তুত তাঁর সেই ধর্মময়তা ছাড়া আর কীবা আমাদের পাপরাশিকে আবৃত করতে পারত? (জ)। [৪] ঈশ্বরের পুত্র ছাড়া আর কার্ দ্বারাই বা আমরা পবিত্রীকৃত হতে পারতাম—আমরা যে পাপাচারী, আমরা যে অধর্মে লিপ্ত! আহা, কী মধুর বিনিময়! [৫] আহা, কী অবর্ণনীয় ক্রিয়াকাণ্ড! কী অপ্রত্যাশিত উপকার! একটিমাত্র ধর্মনিষ্ঠের দ্বারা অনেকের অধর্ম মোচন করা হয়, এবং কয়েকজনের ধর্মময়তা অনেক পাপীকে ধর্মময় করে তোলে!(ঝ) [৬] এভাবে, যিনি অতীতকালে আমাদের প্রমাণ দিয়েছিলেন যে, জীবনলাভের উদ্দেশ্যে আমাদের মানবীয় স্বরূপ অক্ষম এবং বর্তমানকালে আমাদের প্রকাশ করছেন সেই ত্রাণকর্তাকে যিনি সকলেরই পরিত্রাণ সাধন করতে সক্ষম, তাঁরই ইচ্ছা, এ প্রমাণ দু'টোর খাতিরে আমরা যেন তাঁর উত্তম মঙ্গলময়তায় বিশ্বাস রাখি এবং তাঁকে আমাদের পালক, পিতা, গুরু, পরামর্শদাতা ও চিকিৎসক, আমাদের জ্ঞান, আলো, সম্মান, গৌরব, শক্তি ও জীবন বলে গ্রহণ করি এবং বস্ত্র ও খাদ্যের জন্য যেন উদ্বিগ্ন না হয় পড়ি।

১০ [১] আপনিও যদি এ বিশ্বাস লাভ করতে ইচ্ছা করেন তবে সর্বপ্রথমে পিতা যিনি তাঁকে জানতে চেষ্টা করুন, [২] কারণ ঈশ্বর মানুষকে ভালবাসলেন (ক)—তার জন্য জগৎ সৃষ্টি করলেন, তার কাছে বশীভূত করলেন পৃথিবীর যত কিছু, তাকে বাক্‌শক্তি ও

জ্ঞান দান করলেন, শুধু তাকেই ঊর্ধ্বে তাঁর প্রতি চেয়ে দেখবার অধিকার দিলেন, নিজের প্রতিমূর্তিতেই তাকে গড়লেন (খ), তার জন্য তাঁর একমাত্র জনিত পুত্রকে প্রেরণ করলেন (গ), তারই কাছে প্রতিশ্রুত হলেন সেই স্বর্গরাজ্য (ঘ) যা তাকেই দান করবেন তাঁকে যে ভালবাসে (ঙ)। [৩] আপনি যখন তাঁকে সম্পূর্ণরূপে জানতে পারবেন তখন কতই না আনন্দিত হতে পারবেন এবং তাঁকে কতই না ভালবাসবেন যিনি প্রথমে আপনাকে ভালবেসেছেন!(চ) [৪] আর তাঁকে ভালবাসায় আপনি নিজে তাঁর মঙ্গলময়তার অনুকারী হবেন। মানুষ ঈশ্বরের অনুকারী হতে সক্ষম এতে বিস্মিত হবেন না: এ তাঁর ইচ্ছা বলেই মানুষ এতে সক্ষম। [৫] কেননা প্রতিবেশীর উপরে প্রভুত্ব চালানো বা পরের চেয়ে অধিক কিছুর অধিকারী হতে চেষ্টা করাই যে সুখ এমন নয়। ঐশ্বর্যবৃদ্ধিতে বা ছোটদের প্রতি অত্যাচারেও সুখ নেই। বস্তুত এসব কিছু করলে তবে কেউই ঈশ্বরের অনুকারী হতে পারে না; তেমন ব্যবহার তাঁর মাহাত্ম্য থেকে বহু দূরে! [৬] বরং যে কেউ প্রতিবেশীর বোঝা নিজের মাথায় তুলে নেয় (ছ) ও নিজের চেয়ে দুর্ভাগারই সেবা করতে ইচ্ছুক, যে কেউ যা পেয়েছে তা অভাবগ্রস্তকে বিলি করে দেওয়ায় উপকৃতদের কাছে ঈশ্বরস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়, সে-ই ঈশ্বরের অনুকারী। [৭] তবেই, এ পৃথিবীতে থাকাকালেও, আপনি স্বর্গনিবাসী ঈশ্বরের দর্শন পেতে পারবেন; তবেই ঈশ্বরের নিগূঢ় তত্ত্বের বিষয়ে কথা বলতে শুরু করবেন; তবেই ভালবাসা ও শ্রদ্ধার চোখে তাদের দিকে তাকাবেন যারা ঈশ্বরকে অস্বীকার না করার জন্য নিজেদের দণ্ডিত হতে দেয়। আর যখন স্বর্গের সত্যকার জীবন জানবেন তখন আপনি জগতের ভুলভ্রান্তি ও প্রতারণা বিচার করবেন। মানুষ যা মৃত্যু মনে করে, আপনিও তা উপেক্ষা করবেন এবং সেই প্রকৃত ও আসল মৃত্যুকে ভয় করবেন যা চিরপীড়াদায়ক ও অনন্ত আগুনে দণ্ডিতদের জন্য নিরূপিত। [৮] তেমন আগুন জানতে পেরে আপনি সেই শহীদদের শ্রদ্ধার চোখে দেখবেন ও তাদের সুখী বলবেন যারা ন্যায়ধর্মের খাতিরে এ ক্ষণিকের আগুন সহ্য করে (জ)।

পরিশিষ্ট [ক]

১১ [১] আমার বক্তব্য অদ্ভুত নয়, আমার গবেষণাও অসঙ্গত নয়। বরং প্রেরিতদূতদের শিষ্য [খ] হয়ে আমি সর্বজাতির শিক্ষক স্বরূপ হয়ে দাঁড়াচ্ছি ও আমার কাছে সম্প্রদান করা শিক্ষা সত্যের নতুন শিষ্যদের কাছে বিশ্বস্তভাবে সম্প্রদান করছি।

[২] যে যথার্থ শিক্ষা গ্রহণ করেছে ও নিজেকে বাণীর বন্ধু করেছে, সেই বাণী দ্বারা শিষ্যদের কাছে যা স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়েছিল [গ], সে কি তা সম্পূর্ণরূপে শিখবার জন্য চেষ্টা করবে না? শিষ্যদের কাছেই বাণী নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন [ঘ] ও মুক্তকণ্ঠে কথা বলেছিলেন। বিশ্বাসী নয় যারা, তারা তাঁর কথা বুঝল না [ঙ], কিন্তু বিশ্বাসী বলে শিষ্যেরা তাঁর উপদেশগুলোর মাধ্যমে পিতার সকল রহস্যময় কথা জানতে পেরেছিলেন। [৩] পিতা জগতের কাছে নিজেকে প্রকাশ করার জন্যই বাণীকে প্রেরণ করেছিলেন: [ইস্রায়েল] জাতি তাঁকে পরিত্যাগ করল, প্রেরিতদূতগণ তাঁর কথা ঘোষণা করলেন, বিজাতিরা তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখল [চ]। [৪] তিনি আদি থেকে [ছ] বিদ্যমান আছেন, নবীন বলে আবির্ভূত হয়েছেন [জ], আবার প্রাচীন বলে প্রতীয়মান হলেন, ও পবিত্রজনদের হৃদয়ের মধ্যে সদানবীন বলে জন্ম নেন [ঝ]। [৫] তিনি অনাদি-অনন্ত, ও আজ পুত্র বলে স্বীকৃত [ঞ]। তাঁর দ্বারা মণ্ডলী ধনবতী হয়ে ওঠে, আবার তাঁর দ্বারা অনুগ্রহ সর্বস্থলে বিস্তারলাভ করে ও বিশ্বাসীদের অন্তর পূর্ণ করে। এভাবেই ঘটে জ্ঞান-সঞ্চার এবং নিগূঢ় সত্য ও ভাবীকালের কথার প্রকাশ। বিশ্বাসীদের মাঝে তিনি আনন্দ করেন এবং যে সকল অন্বেষী ধর্মবিশ্বাসের পবিত্র নিয়ম লঙ্ঘন করে না ও পিতৃগণের নির্দেশগুলো [ট] অমান্য করে না, তাদের কাছে নিজেকে দান করেন। [৬] তখন বিধান-সম্ভ্রম কীর্তিত, নবীদের অনুগ্রহ স্বীকৃত, সুসমাচারের বিশ্বাস দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত ও প্রৈরিতিক পরম্পরাগত শিক্ষা সংরক্ষিত হয়। তখন মণ্ডলীর অনুগ্রহ আনন্দে মেতে ওঠে [ঠ]।

[৭] আপনি এ অনুগ্রহ তুচ্ছ না করলে তবে সেই সবকিছু জানতে পারবেন যা বাণী তাঁর নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের দ্বারা ও তাঁর সময় মত প্রচার করেন। [৮] বাণীর ইচ্ছা ও আদেশ অনুসারে আমরা ঠিক একথা সযত্নে প্রকাশ করতেই অনুপ্রাণিত হয়েছি। আমাদের কাছে যা প্রকাশিত হয়েছে সে কথার প্রতি প্রেমগুণেই আমরা তার সঙ্গে আপনাদের সহভাগী করছি।

১২ [১] আপনারা এ সমস্ত তত্ত্ব পালন ক'রে সদিচ্ছার সঙ্গে শুনলে ঈশ্বর তাঁর প্রকৃত প্রেমিকদের জন্য যা ন্যস্ত করেন আপনারা সেই সবকিছু জানতে পারবেন। আপনারা সুখের পরমদেশস্বরূপ (ক) হয়ে উঠবেন এবং নিজেদের অন্তরে এমন উর্বর ও পল্লবপূর্ণ বৃক্ষ উৎপাদন করবেন যার বিভিন্ন ধরনের ফলে (খ) আপনারা বিভূষিত হবেন। [২] বস্তুতপক্ষে এই পরমদেশে জ্ঞানবৃক্ষ ও জীবনবৃক্ষ রোপিত হয়েছিল (গ)। কিন্তু জ্ঞানবৃক্ষ থেকে মৃত্যু আসে না, অবাধ্যতাই মৃত্যু ঘটায়। [৩] এ সম্বন্ধে শাস্ত্রের কথা সুস্পষ্ট: আদিতে ঈশ্বর পরমদেশের মাঝখানে জ্ঞানবৃক্ষ ও জীবনবৃক্ষ রোপণ করেছিলেন; এতে দেখিয়েছিলেন যে, জ্ঞানের মধ্য দিয়েই জীবন প্রাপ্য। কিন্তু আদিমানুষ এ জ্ঞান পবিত্রতার সঙ্গে ব্যবহার করলেন না কাজেই সাপের প্রতারণায় নগ্ন হয়ে পড়লেন।

[৪] জ্ঞান ছাড়া জীবন নেই, সত্যকার জীবন ছাড়া প্রকৃত জ্ঞানও নেই—এজন্যই বৃক্ষ দু'টো কাছাকাছি হয়ে রোপিত হয়েছিল। [৫] শাস্ত্রের এ প্রবল যুক্তি সঠিকভাবে উপলব্ধি করেছিলেন বলেই প্রেরিতদূত জীবন পাবার উদ্দেশ্যে যে জ্ঞান সত্যের পরিচালনা এড়ায় সেই জ্ঞান নিন্দা করে বলেছিলেন, জ্ঞান [গর্বে] স্ফীত করে, অপরদিকে ভালবাসা গেঁথে তোলে (ঘ)। [৬] যে কেউ মনে করে সত্য-জ্ঞান ছাড়া এমনকি জীবন দ্বারাই প্রমাণিত জ্ঞান ছাড়া সে সবই জানে, সে কিছুই জানে না, বরং জীবনকে ভালবাসে না বিধায় সে সেই সাপ দ্বারা প্রতারিত। কিন্তু যে কেউ সভয়ে জ্ঞানের নাগাল পেয়েছে ও জীবনের অন্বেষণ করে, সে-ই আশায় বীজ রোপণ করে ও ফললাভের অপেক্ষায় রয়েছে।

[৭] জ্ঞানই হোক আপনার হৃদয় ও সযত্নে গ্রহণ করা সত্যের বাণীই হোক আপনার জীবন। [৮] এ জ্ঞানবৃক্ষ অন্তরে বহন করলে ও তার ফল আকাঙ্ক্ষা করলে আপনি সেই দানগুলি উপভোগ করবেন যা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে সত্যই কাম্য। সাপ সেই দানগুলি স্পর্শ করে না, মায়াও সেগুলি কলুষিত করতে পারে না। সেই দানগুলি গুণে হবা দূষিত হন না বরং নির্মলা কুমারীরূপে পরিগণিতা হন (ঙ)। [৯] সেই দানগুলি দ্বারাই ঘটে পরিত্রাণের প্রকাশ, প্রেরিতদূতদের জ্ঞানের পূর্ণতা, প্রভুর পাস্কার অগ্রগতি ও সকল কালের একত্রীকরণের সাথে সাথে বিশ্বজগতের সঙ্গে সেগুলোর পুনর্মিলন। আর এভাবে

পবিত্রজনদের উদ্বুদ্ধ করতে করতে সেই বাণী মেতে ওঠেন যাঁর দ্বারা পিতা গৌরবান্বিত। তাঁরই গৌরব হোক যুগ যুগান্তরে। আমেন।

---

১ (ক) 'দিওগ্নেতোস' নামের অর্থই (প্রাচীন গ্রীক দেবাদিদেব) জিউজ্-এর সন্তান। সেকালে নামটি যথেষ্ট প্রচলিত ছিল।

(খ) সেসময় রোম সাম্রাজ্যে এমন বহু বহু ধর্ম প্রচলিত ছিল যেগুলো উপাসনাকালে ভক্তদের উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহার দ্বারা চিহ্নিত ছিল। পৌত্তলিকদের পক্ষে খ্রিষ্টধর্মকে সেগুলোর অন্যতম বলে গণ্য করা সহজ ছিল বলে লেখক খ্রিষ্টধর্ম সম্বন্ধে সঠিক ধারণা অর্পণ করতে সচেষ্ট।

(গ) সেসময় ধর্মপালন ব্যক্তিগত নয় বরং সমাজগতই ব্যাপার ছিল, এমনকি ধর্মপালন-ই ছিল সামাজিকতার ভিত্তি।

(ঘ) খ্রিষ্টীয় ভালবাসাই সেকালের পৌত্তলিক পাশ্চাত্য জগৎকে খ্রিষ্টীয় জগতে রূপান্তরিত করেছিল।

২ (ক) খ্রিষ্টবিশ্বাস গ্রহণ করার ব্যাপারে পৌত্তলিকদের নানা বাধার সম্মুখীন হতে হত। আর প্রাচীন জীবনধারার প্রথা-অভ্যাস বিসর্জন দেওয়াই প্রধান প্রধান বাধার অন্যতম ছিল।

(খ) প্রজ্ঞা ১৩:১০। লক্ষণীয় বিষয়: লেখক গভীর ও দার্শনিক ধরনের ধারণার উপর নির্ভর না করে উপহাস-ভঙ্গি প্রয়োগ করেই বরং নিজ যুক্তি উপস্থাপন করেন।

(গ) প্রজ্ঞা ১৫:৭।

(ঘ) সাম ১১৫:৮।

৩ (ক) যাত্রা ২০:১১; সাম ১৪৬:৬; প্রেরিত ১৪:৫। যে শাস্ত্র ইহুদী যজ্ঞ-ব্যবস্থা অবশ্যপালনীয় বলে নির্দেশ করে, সেই শাস্ত্রের মধ্য দিয়ে সেই যজ্ঞ-ব্যবস্থা সমালোচনা করা-ই কুম্রান-স্থিত সেকালের ইহুদী একটা সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য। লেখক ঠিক তাদের যুক্তিই এখানে প্রয়োগ করেন।

একথাও স্মরণযোগ্য যে, এই পত্র লেখা-কালে ইহুদীরা আর কোন যজ্ঞ নিবেদন করতে পারত না যেহেতু যেরুশালেমের মন্দির রোমীয়দের দ্বারা ধ্বংস করা হয়েছিল। সুতরাং লেখক কেবল ইহুদীধর্ম নয়, যে সকল ধর্ম যজ্ঞ-ব্যবস্থা সমর্থন করে, সেই সকল ধর্ম উদ্দেশ করেই কথা বলেন।

(খ) প্রেরিত ১৭:২৪-২৫।

৪ (ক) মথি ১২:১০-১৫।

(খ) ‘দেহের অঙ্গহানি’, অর্থাৎ সেই ইহুদী পরিচ্ছেদন ব্যবস্থা যা ইহুদী নয় যারা, তাদের কাছে ঘৃণ্যই এক ব্যবস্থা বলে গণ্য ছিল।

(গ) ইহুদী পর্বদিনগুলো তখনও শুরু হত যখন আকাশে তিনটে তারা দেখা যেতে পারত।

(ঘ) পৌত্তলিকদের কাছে ‘রহস্য’ কথাটা রহস্যময় কোন এক ধর্মের দীক্ষার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করত। লেখক কিন্তু প্রেরিতদূত পলের ব্যবহৃত অর্থ অনুসারেই কথাটা উপস্থাপন করেন। সেই অনুসারে ‘রহস্য’ হল ঈশ্বরের সেই গুপ্ত পরিত্রাণদায়ী পরিকল্পনা যা তিনি নিজে প্রকাশ করেছেন।

৫ (ক) সেইকালে এক একটা ধর্ম বিশেষ একটা জাতির সঙ্গে জড়িত ছিল। তেমন পরিস্থিতিতে লেখকের প্রদর্শিত খ্রিষ্টধর্মের সার্বজনীনতা এমন অপূর্ব নবীনতা এনে দিত যা সেই পরিস্থিতি কাঁপিয়ে তুলত।

(খ) খ্রিষ্টধর্মের বিরোধী যারা, তারা খ্রিষ্টোপাসনাদি সম্বন্ধে নানা কুৎসা রটাত। লেখক স্পষ্টই বলেন যে তেমন উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহার মিথ্যা ছাড়া আর কিছুই নয়।

(গ) ২ করি ১০:৩; রো ৮:১২-১৩।

(ঘ) ফিলি ৩:১৮-২০।

(ঙ) ২ করি ৬:৯-১০।

(চ) ১ করি ৪:১২।

(ছ) ২ করি ৬:১০।

৬ (ক) যোহন ১৭:১১,১৪।

(খ) যোহন ১৫:১৮-১৯।

(গ) মথি ৫:৪৪; লুক ৬:২৭।

(ঘ) প্রজ্ঞা ৯:১৫; ২ করি ৫:১; ১ পিতর ১:১৩-১৪।

(ঙ) ১ করি ১৫:৫৩।

(চ) নির্যাতন ঈশ্বরের পরিত্রাণদায়ী পরিকল্পনা-বাস্তবায়ন বলেই পরিলক্ষিত, আর তেমন পরিকল্পনা-বাস্তবায়নে সাক্ষ্যমরদের ভূমিকা অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

৭ (ক) ১ করি ১৫:২৭-২৮; এফে ১:২২; ফিলি ৩:২১; হিব্রু ২:৮।

(খ) লেখক সেকালের দর্শনের কথার উপর নির্ভর ক’রে খ্রিষ্টবিশ্বাসের মূল রহস্য এমনভাবে ব্যক্ত করেন যাতে যে মানুষ পুরাতন নিয়মের কথা অবগত নয়, সেও কথাটা উপলব্ধি করতে পারে।

(গ) মথি ২১:৩৭। লক্ষণীয় ত্রিত্ব-রহস্য সংক্রান্ত একটা আভাস: পিতা পুত্রকে পাঠিয়েছেন।

(ঘ) মালাখি ৩:২ দ্রঃ।

(ঙ) এখানে পাণ্ডুলিপির একটা অংশ সম্ভবত হারিয়ে গেছে।

(চ) খ্রিষ্টপ্রেমের খাতিরে সাক্ষ্যমরণ এমন আশ্চর্য কাজ যা সাক্ষ্যমরের অন্তরে খ্রিষ্টের উপস্থিতি প্রমাণ করে। বচনের অর্থ আবার এটি হতে পারে: অন্তিমকালে খ্রিষ্ট বিচারকরূপে এসে উপস্থিত হবেন।

৮ (ক) প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকদের মধ্যে তালেতিস বলতেন জলই ঈশ্বর, আনাসিমান্দার বলতেন অনির্দিষ্ট একটা পদার্থই ঈশ্বর, আনাসিমেনেস বলতেন হাওয়াই ঈশ্বর, এরাক্লিতস বলতেন অগ্নিই ঈশ্বর।

(খ) যোহন ১:১৭।

(গ) রো ৩:২৫; এফে ৩:১৭।

(ঘ) মার্ক ১০:১৮।

(ঙ) এটিই খ্রিষ্টধর্মের প্রকৃত রহস্য, অর্থাৎ ঈশ্বরের সেই পরিত্রাণদায়ী পরিকল্পনা যা তিনি অনাদিকাল থেকে প্রস্তুত করেছিলেন ও খ্রিষ্টে বাস্তবায়িত করেছেন।

৯ (ক) তীত ৩:৩। 'প্রাক্তন কাল পর্যন্ত', অর্থাৎ যিশুর মাংসধারণ কাল পর্যন্ত।

(খ) রো ১:২৪; ১১:৩২ দ্রঃ।

(গ) এখানে পরিত্রাণদায়ী ঐশঅনুগ্রহের কথা ব্যক্ত: কেবল ঐশঅনুগ্রহ গুণেই চিরন্তন মুক্তি প্রাপ্য।

(ঘ) তীত ৩:৪-৫।

(ঙ) মার্ক ১০:৪৫ দ্রঃ।

(চ) রো ৮:৩২।

(ছ) ১ পিতর ৩:১৮।

(জ) যাকোব ৫:২০।

(ঝ) রো ৫:১৮ দ্রঃ।

১০ (ক) যোহন ৩:১৬; ১ যোহন ৪:৯।

(খ) আদি ১:২৬-২৭।

(গ) ১ যোহন ৪:৯।

(ঘ) মথি ২৫:৩৪ দ্রঃ।

(ঙ) যাকোব ২:৫।

(চ) ১ যোহন ৪:১৯।

(ছ) গালা ৬:২।

(জ) সাক্ষ্যমরণের গুণকীর্তন এবং অবিশ্বাসীদের জন্য চিরন্তন শাস্তি: গুরুত্বপূর্ণ এবিষয় দু'টোই পত্রের সমাপ্তি ঘোষণা করে।

১১ (ক) সকল ব্যাখ্যাতা একথা সমর্থন করেন যে, ১১ ও ১২ অধ্যায় প্রকৃতপক্ষে পত্রের অংশ নয়। কোন এক সময়, ভুলবশত, অজানা এক লেখকের লেখা এই পত্রে যোগ করা হয়েছে।

(খ) 'প্রেরিতদূতদের শিষ্য', ঠিক একথার জন্যই পত্রটি প্রৈরিতিক পিতৃগণের লেখা বলে গণ্য হল।

(গ) বচনটি মাংস-হওয়া-বাণী খ্রিষ্টের দিকে, আবার খ্রিষ্টের বাণীরও দিকে অঙুলি নির্দেশ করে।

(ঘ) যোহন ১:১৪ দ্রঃ।

(ঙ) যোহন ২০:২৭ দ্রঃ।

(চ) ১ তিমথি ৩:১৬।

(ছ) যোহন ১.১; ১ যোহন ২:১৩-১৪ দ্রঃ।

(জ) প্রকাশ ১:৮ দ্রঃ।

(ঝ) প্রকাশ ২১:৫। পবিত্রজন বলতে খ্রিষ্টে দীক্ষিত যারা তাদেরই বোঝায়।

(ঞ) 'আজ': সাম ২:৭-এ ঈশ্বর বলেন 'তুমি আমার পুত্র, আমি আজ তোমাকে জন্ম দিলাম'; এবাণী ভিত্তি ক'রে লেখকের ধারণা এরূপ: 'আজ' বলতে চিরকাল বোঝায় যেহেতু অনাদি-অনন্ত ঈশ্বরের 'আজ'-এর আদিও নেই অন্তও নেই।

(ট) 'পিতৃগণের নির্দেশগুলো' হল মণ্ডলীর সেই পরম্পরাগত বিশ্বাস-নিয়ম যা পালন করে মণ্ডলীভুক্তগণ যথার্থ ও প্রকৃত বিশ্বাস রক্ষা করতে পারে।

(ঠ) লেখক সুন্দরভাবে পুরাতন নিয়ম থেকে নূতন নিয়ম পর্যন্ত ঐশপ্রকাশের ধারাবাহিক অগ্রগতি ব্যক্ত করতে পেরেছেন।

১২ (ক) আদি ২:১৫।

(খ) প্রকাশ ২২:২।

(গ) আদি ২:১৭; ৩:২২।

(ঘ) ১ করি ৮:১।

(ঙ) বচনটা একপ্রকারে ধন্যা কুমারী মারীয়াকে লক্ষ করতে পারে যিনি পিতৃগণের শিক্ষা অনুসারে নব হবা বলে বর্ণিতা। কিংবা বচনটা সেই মণ্ডলীকে লক্ষ করতে পারে কুমারী মারীয়াই যার প্রতীক।

পরিশিষ্ট

সূচীপত্র

মুরাতরি পাণ্ডুলিপি-খণ্ড

মুরাতরি পাণ্ডুলিপি-খণ্ড বলে পরিচিত লেখাটি হল নূতন নিয়মের পুস্তকগুলোর সবচেয়ে প্রাচীন তালিকা। লুদোভিকো আন্তনিও মুরাতরি-ই মিলানের আম্ব্রোজীয় লাইব্রেরির এক পাণ্ডুলিপির মধ্যে খণ্ডটিকে আবিষ্কার করে তা ১৭৪০ সালে প্রকাশ করেন।

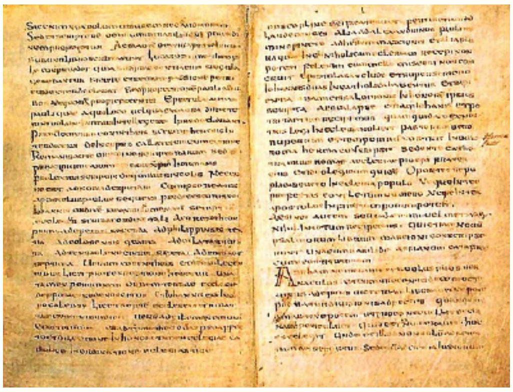

লেখাটা 'পাণ্ডুলিপি-খণ্ড' বলেই পরিচিত যেহেতু তার প্রথম পংক্তিগুলোও নেই, তার শেষ অংশও নেই। যে পাণ্ডুলিপিতে খণ্ডটি অন্তর্ভুক্ত, সেই পাণ্ডুলিপি যদিও ৭ম শতাব্দীতেই কোপি করা হয়েছিল, তবু খণ্ডের পুস্তক-তালিকাটা ১৭০ সালের লেখা বলেই গ্রহণযোগ্য, কেননা তালিকার রচয়িতা এমন পিউসেরই নাম উল্লেখ করেন যিনি "সম্প্রতিকালে" রোম মণ্ডলীর বিশপ হয়েছিলেন; আর যেহেতু ইতিহাসের কথা অনুসারে রোমের বিশপ পিউস ১৫৭ সালে মারা গেছিলেন, সেজন্য উপরে প্রস্তাবিত তারিখ (১৭০ সাল) সকল শাস্ত্রবিদগণের সমর্থন অর্জন করে।

খণ্ডটির ভাষা অধিক অশুদ্ধই লাতিন ভাষা। তাতে শাস্ত্রবিদগণ অনুমান করেন প্রকৃত পাঠ্য গ্রীক ভাষায় সঙ্কলিত ছিল। পরবর্তীকালে তা লাতিন ভাষায় অনূদিত হল এমন একজন অনুবাদক দ্বারা লাতিন ভাষায় যাঁর অধিকার নগণ্য।

লেখাটা দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম অর্ধেকাংশের নয় বিধায় তা মণ্ডলীর পিতৃগণের লেখাগুলোর মধ্যে স্থান পায় না। কিন্তু তবুও তার গুরুত্ব অনস্বীকার্য বলে এই পুস্তকে অন্তর্ভুক্ত হল।

পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে পাণ্ডুলিপির লাতিন পাঠ্য পংক্তিতে পংক্তিতে বাংলা অনুবাদ সহ দেওয়া হয়।

অনুবাদ সহ পাণ্ডুলিপির পাঠ্য

1. ...quibus tamen interfuit et ita posuit
(১) ··· যে ঘটনাগুলোতে তিনি তবুও উপস্থিত ছিলেন[ক]। আর তাই তিনি [সেই ঘটনাগুলো নিজের বর্ণনায়] স্থান দিলেন।

2. tertio evangelii librum secundo lucan
(২) তৃতীয় সুসমাচার-পুস্তক হল লুক-রচিত সুসমাচার।

3. lucas iste medicus post ascensum XPi
(৩) চিকিৎসক এই লুক খ্রিষ্টের স্বর্গারোহণের পর

4. cum eo paulus quasi ut juris studiosum
5. secundum adsumsisset numeni suo
(৪-৫) যখন পল তাঁকে বিধানের আগ্রহী ব্যক্তি বলেই নিজের সঙ্গে নিলেন

6. ex opinione conscripset dnm tamen nec ipse
(৬) তখন—[সর্বসাধারণের] মত অনুসারে—সেই সুসমাচার তাঁর নিজের নামে রচনা করলেন। অথচ তিনি নিজে যে

7. vidit in carne et ide prout asequi potuit
(৭) প্রভুকে তাঁর মাংসময় অবস্থায় দেখেছিলেন এমন নয়। তাই যেভাবে তিনি ঘটনাগুলো সত্যাশ্রয়ী বলে নির্ণয় করতে পারতেন,

8. ita et ad nativitate iohannis incipet dicere.
(৮) ঠিক সেই অনুসারেই যোহনের জন্ম থেকে বর্ণনাটি শুরু করেন।

9. quarti evangeliorum iohannis ex decipolis.
(৯) সুসমাচারগুলোর যেটি চতুর্থ, সেটি হল যোহনের, যিনি শিষ্যদের একজন।

10. cohortantibus condescipulis et eps suis
(১০) তাঁর সহশিষ্যেরা ও বিশপগণ [কিছু লিখবার জন্য] তাঁকে সনির্বন্ধ আবেদন জানালে তাঁদের

11. dixit conieiunate mihi odie triduo et quid
12. cuique fuerit revelatum alterutrum
(১১) তিনি বললেন, 'আজ থেকে আমার সঙ্গে তিন দিন ধরে উপবাস কর, আর যা-কিছু
(১২) এক একজনের কাছে [ঈশ্বর দ্বারা] প্রকাশিত হবে,

13. nobis ennarremus eadem nocte reve
14. latum andreae ex apostolis ut recognis
15. centibus cuntis iohannis suo nomine
16. cuncta describeret et ideo licet varia sin
17. culis evangeliorum libris principia
(১৩) আমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের কাছে তার বিবরণ দেব।' ঠিক সেই রাতে
(১৪) প্রেরিতদূতগণের একজন সেই আন্দ্রিয়ের কাছে একথা প্রকাশিত হল যে,
(১৫-১৬) সকলের স্বীকৃতি-ক্রমে যোহন সবকিছু নিজের নামে বর্ণনা করবেন। সুতরাং যদিও নানা ধরনের
(১৭) বিষয় এক একটি সুসমাচার-পুস্তকে

18. doceantur nihil tamen differt creden
19. tium fidei cum uno ac principali spu de
20. clarata sint in omnibus omnia de nativi
21. tate de passione de resurrectione
(১৮) শেখানো হয়, তথাপি এতে বিশ্বাসীদের বিশ্বাস-ক্ষেত্রে কোনও ব্যাঘাত হয় না,
(১৯) কেননা সেই একমাত্র ও প্রধান [পবিত্র] আত্মা দ্বারা সবকিছুই
(২০) সকল [সুসমাচার-] পুস্তকে ঘোষণা করা হয়েছে, তথা:
(২১) [প্রভুর] জন্ম, যন্ত্রণাভোগ, পুনরুত্থান,

22. de conversatione cum decipulis suis
(২২) আপন শিষ্যদের সঙ্গে [প্রভুর] জীবনধারণ

23. ac de gemino eius adventu
(২৩) এবং তাঁর দ্বিবিধ আগমন, তথা:

24. primo in humilitate dispectus quod fo
25. it secundum potestate regali ... pre
26. clarum quod foturum est quid ergo
(২৪) দীনতায় সেই প্রথম আগমন যা ইতিমধ্যে ঘটেছে—তেমন আগমনে তিনি অবজ্ঞাতই হলেন;
(২৫) রাজ-অধিকারে সেই দ্বিতীয় আগমন
(২৬) যা এখনও ভবিষ্যতের বিষয়। অতএব এতে

27. mirum si iohannes tam constanter
(২৭) আশ্চর্যের কী বা আছে যখন যোহন অবিরতই

28. sincula etia in epistulis suis proferam
(২৮) এই বিশেষ বিশেষ বিষয়গুলি তাঁর নিজের পত্রগুলোতেও উল্লেখ করেন

29. dicens in semeipsu quae vidimus oculis
(২৯) যখন নিজের বিষয়ে বলেন, 'আমরা যা নিজেদের চোখে দেখেছি

30. nostris et auribus audivimus et manus
(৩০) ও কানে শুনেছি, এবং আমাদের হাত যা যা

31. nostrae palpaverunt haec scripsimus vobis
(৩১) স্পর্শ করেছে, তা-ই আমরা তোমাদের কাছে লিখেছি!'[খ]

32. sic enim non solum visurem sed et auditorem
(৩২) কেননা এভাবে তিনি [নিজেকে] প্রত্যক্ষ-দর্শী ও শ্রোতা শুধু নয়,

33. sed et scriptore omnium mirabiliu dni per ordi
34. nem proftetur acta aute omniu apostolorum
(৩৩) ঘটনাগুলোর অনুক্রম অনুসারে প্রভুর সমস্ত আশ্চর্য কার্যকলাপের রচয়িতা বলেও
(৩৪) [নিজেকে] উপস্থাপন করেন। তাছাড়া সকল প্রেরিতদূতের কার্যবিবরণী

35. sub uno libro scribta sunt lucas obtime theofi
36. le comprindit quia sub praesentia eius sincula
(৩৫) অনন্য এক পুস্তকে লেখা হল। 'মহামান্য থেওফিল' [গ]-এর জন্য লুক
(৩৬) সেই সমস্ত ঘটনার সঙ্কলন করলেন যেগুলো তাঁর নিজের উপস্থিতিতেই ঘটেছিল;

37. gerebantur sicuti et semote passione petri
(৩৭) কথাটা এতেই তিনি স্পষ্টভাবে প্রমাণিত করেন যেহেতু পিতরের সাক্ষ্যমরণের কথা উল্লেখ করেন না,

38. evidenter declarat sed et profectione pauli ab ur
39. be ad spania proficiscentis epistulae autem
(৩৮-৩৯ক) স্পেনে যাবার জন্য [রোম] (ঘ) নগরী থেকে পলের চলে যাওয়ার কথাও উল্লেখ করেন না।
(৩৯খ) পলের পত্রাবলির ব্যাপারে,

40. pauli quae a quo loco vel qua ex causa directe
41. sint volentibus intellegere ipse declarant
(৪০-৪১) যারা বুঝতে বাসনা করে পত্রগুলো নিজ থেকেই তাদের কাছে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে এক একটা পত্রের পরিচয়, কোথা থেকে এক একটা পত্র পাঠানো হল ও কোন কোন কারণে পাঠানো হল।

42. primu omnium corintheis scysmae heresis in
43. terdicens deinceps b callaetis circumcisione
(৪২) সর্বপ্রথমে: করিন্থীয়দের কাছে পত্র, যা করিন্থীয়দের নানা ভ্রান্তিজনক বিচ্ছেদ নিষেধ করে;
(৪৩) তারপর: গালাতীয়দের কাছে পত্র, যা পরিচ্ছেদন সংক্রান্ত;

44. romanis aute ordine scripturarum sed et
45. principium earum ... esse XPm intimans
46. prolexius scripsit de quibus sincolis neces
47. se est ad nobis disputari cum ipse beatus
(৪৪-৪৬) তারপর: রোমীয়দের কাছে তিনি যথেষ্ট দীর্ঘ একটি পত্র লিখলেন শাস্ত্রের ক্রম-বিন্যাস (কিংবা উদ্দেশ্য) ফুটিয়ে তোলার জন্য, এবং একথাও বুঝাবার জন্য যে খ্রিষ্টই শাস্ত্রের প্রধান বিষয়বস্তু। আমাদের পক্ষে
(৪৭) এক একটা করেই পত্রগুলোর বিষয়ে আলোচনা করা একান্ত প্রয়োজন, কেননা ধন্য

48. apostolus paulus sequens prodecessoris sui
(৪৮) প্রেরিতদূত পল নিজেই তাঁর অগ্রবর্তী যোহনকে অনুসরণ ক'রে

49. iohannis ordine non nisi nominati sempte
50. ecclesiis scribat ordine tali a corenthios
(৪৯-৫০) কেবল সাতটি মন্ডলীর কাছে তাদের নাম উল্লেখ করে লেখেন এই অনুক্রম অনুসারে: এক: করিন্থীয়দের কাছে;

51. prima ad efesius seconda ad philippinses ter
52. tia ad colosensis quarta ad calatas quin
53. ta ad tensaolenecinsis sexta ad romanos
(৫১) দুই : এফেসীয়দের কাছে ; তিন : ফিলিপ্পীয়দের কাছে ;
(৫২) চার : কলসীয়দের কাছে ; পাঁচ : গালাতীয়দের কাছে ;
(৫৩) ছয় : থেসালোনিকীয়দের কাছে ; সাত : রোমীয়দের কাছে।

54. septima verum corintheis et thesaolecen
55. sibus licet pro correbtione iteretur una
(৫৪-৫৫) সতর্কবাণী দেবার খাতিরে তিনি যে করিন্থীয়দের ও থেসালোনিকীয়দের কাছে আর একবার লেখেন একথা সত্য,

56. tamen per omnem orbem terrae ecclesia
57. deffusa esse denoscitur et iohannis eni in a
58. pocalebsy licet septe eccleseis scribat
(৫৬-৫৭) কিন্তু তবুও স্পষ্টভাবেই বুঝা যায় যে একটিমাত্র মণ্ডলী আছে যা সারা পৃথিবী জুড়ে পরিব্যাপ্ত। কেননা যোহনও
(৫৮) 'ঐশপ্রকাশ' [পুস্তকে] যদিও সাতটা মণ্ডলীর কাছে লেখেন,

59. tamen omnibus dicit veru ad filemonem una
60. et at titu una et ad tymotheu duas pro affec
61. to et dilectione in honore tamen eclesiae ca
62. tholice in ordinatione eclesiastice
63. discepline scificate sunt fertur etiam ad
(৫৯-৬১) তবু সকলকেই উদ্দেশ করে কথা বলেন। তাছাড়া, স্নেহ ও ভালবাসার খাতিরে পল ফিলেমনের কাছে একটা, তীতের কাছে একটা, এবং তিমথির কাছে দু'টো পত্র [লিখলেন] ; আর এগুলো
(৬২-৬৩) মণ্ডলীগত শাসনের লক্ষ্যে কাথলিক মণ্ডলীর মতে পবিত্র বলে গণ্য।

64. laudecenses alia ad alexandrinos pauli no
65. mine fincte ad heresem marcionis et alia plu
66. ra quae in catholicam eclesiam recepi non
(৬৪-৬৫) লাওদিকীয়দের কাছে একটা পত্রও আছে, এবং আলেক্সান্দ্রিয়া-বাসীদের কাছে আর একটা পত্রও রয়েছে : মার্কিওনের (৬) ভ্রান্তমত সমর্থন করার জন্য দু'টোই পলের নামে লেখা জাল-পত্র ; আর আরও কতগুলো পত্রও রয়েছে
(৬৬) যেগুলো কাথলিক মণ্ডলীতে গৃহীত হতে পারে না,

67. potest fel enim cum melle misceri non con
68. cruit epistola sane iude et superscrictio
69. iohannis duas in catholica habentur et sapi
70. entia ab amicis salomonis in honore ipsius
(৬৭) কেননা মধুর সঙ্গে পিত্ত মেশানো আদৌ মানায় না।
(৬৮-৬৯) তাছাড়া, যুদার পত্র এবং উপরোল্লিখিত যোহনের দু'টো পত্রও কাথলিক [মণ্ডলীতে] গণ্য হয়। প্রজ্ঞা [পুস্তক]ও রয়েছে
(৭০) যা শলোমনের সম্মানার্থে তাঁর বন্ধুদের দ্বারা লেখা।

71. scripta apocalapse etiam iohanis et pe
72. tri tantum recipimus quam quidam ex nos
73 a. tris legi in eclesia nolunt
(৭১) আমরা কেবল যোহনের ও পিতরেরই ঐশপ্রকাশ [পুস্তক] গ্রহণ করি,
(৭২-৭৩ক) যদিও আমাদের মধ্যে কয়েকজন দ্বিতীয়টাকে জনমণ্ডলীতে পাঠ করতে সম্মত নয়।

73 b. pastorem vero
74. nuperrim e temporibus nostris in urbe
75. roma herma conscripsit sedente cathe
76. tra urbis romae aecclesiae pio eps fratre
(৭৩খ-৭৬) আসলে, রোম নগরীতে সম্প্রতিকালে, আমাদের এই বর্তমানকালেই, হের্মাস [চ] 'পালক' পুস্তকটি লিখলেন; তিনি তাঁর ভাই সেই বিশপ পিউস [ছ] রোম নগরীর মণ্ডলীর আসনের অধিকারী হওয়ার সময়েই তা লিখলেন;

77. eius et ideo legi eum quide oportet se pu
78. blicare vero in eclesia populo neque inter
79. profetas completum numero neque inter
(৭৭) এজন্য পুস্তকটি অবশ্যই পাঠ করা উচিত, কিন্তু
(৭৮-৭৯) জনমণ্ডলীতে তা প্রকাশ্যে নবীদের [লেখার] মধ্যেও পাঠ করা যায় না যেহেতু নবীদের সংখ্যা পূর্ণ, প্রেরিতদূতদের [লেখার] মধ্যেও নয়

80. apostolos in fine temporum potest
(৮০) যেহেতু পুস্তকটি তাঁদের কালের পরবর্তী লেখা।

81. arsinoi autem seu valentini vel mitiadis
(৮১) আমরা কিন্তু আর্সিনুসের [জ] কিংবা বালেন্তিনুসের বা মিল্তিয়াদেসের লেখা থেকে

82. nihil in totum recipemus qui etiam novu
(৮২) আদৌ কিছুই গ্রহণ করি না; এরা

83. psalmorum librum marcioni conscripse
84. runt una cum basilide assianom catafry
85. cum constitutorem ···
(৮৩-৮৫) কাতাফ্রিগীয়দের প্রতিষ্ঠাতা এশিয়া-জাত বাসিলিদেসের সঙ্গে মার্কিওনের জন্য নতুন এক সামসঙ্গীত-পুস্তকও লিখল ···[ঝ]

———————————

(ক) প্রথম পংক্তির আগেকার কোনও লেখা না থাকায় এর অর্থ এটি হতে পারে যে, মার্ক নিজের লেখা সুসমাচারের ঘটনাগুলোর ক্রম-বিন্যাস পিতরেরই নির্দেশ-মত সাজালেন যেহেতু পিতর সেই ঘটনাগুলোর প্রত্যক্ষ সাক্ষী হয়েছিলেন।

(খ) ১ যোহন ১:১-৩ দ্রষ্টব্য।

(গ) লুক ১:৩ দ্রষ্টব্য।

(ঘ) 'রোম' নগরীর নামের উল্লেখ না থাকায় অনুমান করা যায়, তালিকার রচয়িতা নিজেরই নগরীর কথা বলছেন, অর্থাৎ তিনি ছিলেন রোম-বাসী।

(ঙ) মার্কিওন ছিল সেকালের একজন ভ্রান্তমতপন্থী। তার কথা সাধু পলিকার্পের সাক্ষ্যমরণ বৃত্তান্তেও উল্লিখিত (পলিকার্পের সাক্ষ্যমরণ, ২০), সাধু ইরেনেউসের লেখায়ও উল্লিখিত (সাধু পলিকার্পের সাক্ষ্যমরণ, মস্কো-স্থিত পাণ্ডুলিপি দ্রঃ)।

(চ) হের্মাস-লিখিত 'পালক' পুস্তক প্রৈরিতিক পিতৃগণের অন্তর্ভুক্ত লেখা।

(ছ) রোমের বিশপ পিউসের নামের উল্লেখ থাকায় অনুমান করা যেতে পারে, তালিকাটি বিশপ পিউসের কিছু সময়ের পরেই (পংক্তির শুরুতে 'সম্প্রতিকাল' শব্দটা লক্ষণীয়!) লেখা হয়েছিল।

(জ) মার্কিওনের মত আর্সিনুস, বালেন্তিনুস, মিল্তিয়াদেস ও বাসিলিদেস ছিল সেকালের ভ্রান্তমত-পন্থী।

(ঝ) এইখানে লেখার আকস্মিক সমাপ্তি।